শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের।

উপদেশামৃত।

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

২৪নং, সিটিল রোড, ইটালী, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীলালমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

একটী মহৎ সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই উপহার পুস্তক হস্তে করিয়া আপনার দ্বারে "জয় রাধে" বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীপুরীধামে গরীব, কাঙ্গাল, প্রেমিক ভক্ত, সাধু, মহাত্মাগণের বিশ্রামের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মাণে উৎসৃষ্ট হইবে। ইহাতে আমাদের একমাত্র স্বার্থ, ঐ আশ্রমটী "হরনাথ আশ্রম" নামে অভিহিত করিয়া আমাদের প্রাণের হরনাথ ঠাকুরের উপর আমাদের হৃদয়ের প্রীতি প্রদর্শন করিবার এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইবে। রাজা মহারাজার দ্বারে ভিক্ষা করিলে অনেক স্থানে বিতাড়িত হইয়া কোন না কোন স্থানে ঝুলিটী পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু মাধুকরী বৃত্তি করার মত আনন্দ আর কিছুতেই নাই, তাই মাধুকরী করিবার মানসে আপনার দ্বারে "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া দাঁড়াইয়াছি। এ কাঙ্গালকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতর হইবেন না ইহাই আপনার নিকট বিনীত প্রাথনা। স্মরণ রাখিবেন, আপনার দান যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, উহা ঐ আশ্রমের ইষ্টক সমূহের উপর আর একটী ইষ্টক স্থাপনে সাহায্য করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে।

ভিক্ষাপ্রার্থী

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ।

তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি এবং যাহা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ভক্তগণ তৎপাঠে সন্তোষ লাভ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের ঠাকুর সন ১২৭২ সালের ২০শে আষাঢ় তারিখে, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার মাতা স্বর্গগতা ভগবতী সুন্দরী দেবী পরম দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার নিকট একটী শালগ্রাম শিলা ছিল; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। কথিত আছে, একদিন একটী সন্ন্যাসী আসিয়া গ্রামের সমস্ত শালগ্রাম শিলা দর্শন করেন ও ঐ শিলাটীকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জানিয়া পূজা করেন এবং ঠাকুরের পিতৃদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। তৎপরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভগবৎকৃপায় তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। যখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর তখন তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান সমৃদ্ধিশালী ও মহামাননীয় বলিয়া পরিগণিত হন। এই রূপে ক্রমশঃই তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং সম্মান বাড়িয়া উঠে। সেই সময় তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। সাত আট বৎসর বয়সে সেই পুত্র দুইটীর মৃত্যু হয়। তৎপর ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। কিছু দিন পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে যথাক্রমে একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মে। শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরই আমাদের দয়াল ঠাকুর ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাকে গর্ভে

ধারণ করিয়াই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর বাল্যকালে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত অসুখে খুব ভুগিয়াছিলেন। ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিতেন না, কিন্তু যখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দেবোদ্দেশে কিছু করিতেন, তখনই তিনি ভাল হইতেন। যখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর, তখন কলিকাতায় একটী কলেজে বি,এ, পড়িতেন। সেই সময়ে তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন এবং এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই উন্মত্ত ছিল; সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত, এখনও তাঁহার এই ভাব বর্ত্তমান আছে। তাঁহাকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া পাছে আত্মীয়েরা ঔষধ খাইতে পীড়াপীড়ি করেন এই জন্য নানা প্রকারে রোগ লুকাইয়া রাখিতেন। কিছু দিন পরে কোন একটী বিস্ময়জনক ঘটনায় তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ লেখা পড়ায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন ও নানা কারণে চাকুরী করিতে ইচ্ছা হয় এবং কাশ্মীরে রাজার অধীনে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন ও আজ ২৪ বৎসর ঐরূপ নগণ্য সামান্য চাকরীতে আছেন, কখনও তিনি পদবৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা করেন নাই। মাতা ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় আমাদের ঠাকুর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর প্রায়ই বলিয়া থাকেন—"আমার জীবন প্রহেলিকাময়, সদাই যেন কে আমাকে চালাইতেছে, আর আমি অন্ধের মতন চলিতেছি, একটি কথাও যেন আমার নিজের নয় বলিয়া মনে হয়"।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় "পাগল হরনাথ" পুস্তকে বাহির হইয়াছে ও দুই একটী ঘটনা Hindu Spiritual Magazine December 1908 ও Januray 1909 সংখ্যায় বাহির হইয়াছে এই কারণে উহার উল্লেখ এ স্থানে করিলাম না।

তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার নাম করিলে এবং গুণ কীর্ত্তন শুনিলে বড়ই আনন্দ লাভ করেন, সেই জন্য তাঁহার জীবনের ২।১ টী ঘটনা মাত্র বিবৃত করিলাম। তিনি সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সচরাচর এরূপ ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না। গৃহস্থ মাসিক পত্রের "অকিঞ্চন," শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যথার্থ চিত্রই আঁকিয়াছেন।

"বিশ্ব পাগলের হাট
শুধু পাগলের নাট
হেরি সদাই এই ত সংসারে,
ধন, রূপ, যশঃ, মান,
যার যা'তে মজে প্রাণ
পাগল সে তাই পাইবারে।
প্রেমের পাগল ওই
এঁর তুল্য আছে কই
হরিপ্রেমে সদা মাতোয়ারা,
সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান
তা'তেই মজেছে প্রাণ
মুখে বহে হরিনাম ধারা।
সে সুধা করিতে দান
সদাই আকুল প্রাণ,
যেন রে নিতাই আরবার,
এসেছেন ধরাধামে
ভাসাইতে হরিনামে
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার।"

তাঁহার ভক্তগণ যেন তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তাঁহারই প্রসাদে, তাঁহারই চরণ দুটী হৃদয়ের উপর রাখিয়া জীবন কাটাইতে পারেন ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

হাতরাস জংসন জেলা আলিগড়	ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

ভূমিকা।

রসের কথা কহিতে বা শুনিতে লোকের অভাব নাই। রস নানাবিধ। সকল রস সকল সময়ে সকলের ভাল লাগে না অথবা ভাল লাগিলেও সমান রূপে হিতকর নহে। সুরা বসিয়া বিকায়, কিন্তু দুধ বেচিতে গলি গলি ঘুঁড়িতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যে, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, নভেলের ছড়াছড়ি, তথাপি ধর্ম্মের কথা, পরকালের কথা, প্রাণের আরাধ্য ও উপাস্য সম্বন্ধে কথা ভাল লাগে, এমন লোকও আছেন। কারণ ধর্ম্মেও রসের অভাব নাই। শাস্ত্র বলেন "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস স্বরূপ এবং উপাসক একবার ঐ রসের আস্বাদ পাইলে "মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু" রূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া অন্য সমস্ত রসের মাধুর্য্য ভুলিয়া যান। জন সমাজে "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলীর" ধীরে ধীরে পাঠক বৃদ্ধি ও আদর লাভে আমরা এই কথারই প্রমাণ পাই।

পাগল (ঠাকুর) হরনাথকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ভক্ত মণ্ডলীর পিপাসা পরিতৃপ্ত্যর্থ "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী" বিরচিত। আলোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের মানসিক ইতিহাস স্বরূপে একদিন ইহা সাহিত্যে ইহার উপযুক্ত আদরও গৌরব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্রাবলী কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড এবং এই আকার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। একদিকে ব্যয়াধিক্য, তদুপরি নানা কারণে লোকের এখন অবসর অল্প, ইচ্ছা থাকিলেও সমগ্র পত্রাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিতে সকলে পারিয়া উঠেন না, অথচ উহাদের মর্ম্মটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে সাধ যায়। এই অভাব দূরীকরণার্থ এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক-বর্গকে "পত্রাবলী" সহ অধিকতর পরিচিত করিবার মানসে, ঐ 'পত্রাবলী'

হইতে এক এক বিষয়ের ভাবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া "উপদেশামৃত" নাম দিয়া এই চয়ন পুস্তক খানি প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষৎ সমূহের সার রূপে গীতার যেরূপ সমাদর, আশা আছে "পত্রাবলীর" পাঠকবৃন্দ এই উপদেশামৃত খানিকে নিত্যপাঠের পুস্তক স্বরূপ পাইয়া তদ্রূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহাতে নূতন কোন কথা সন্নিবেশিত হয় নাই, অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া—সম্ভবতঃ বিষয়ৈক্য নিবন্ধনই,—যেন ধারাবাহিক রূপে লিখিত এক একটি প্রবন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! বস্তুতঃ বিভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র গ্রথিত হইয়াই ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে মূল পত্রগুলি সহজে বাহির করিতে পারিবার জন্য, পুস্তক শেষে আমরা একটি পরিশিষ্ট প্রদানে চেষ্টা পাইয়াছি।

সর্ব্বশেষে নিবেদন, নির্ব্বাচনের বা সাজাইবার দোষে, "উপদেশামৃত" পুস্তক খানি যদিই কাহারও মনোরঞ্জনে সমর্থ না হয় বা আশানুরূপ সুন্দর বিবেচিত না হয়, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করেন এবং আয়াস স্বীকার করিয়া মূলপত্রগুলি পাঠ করিলে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইবেন না। ইতি

নিবেদক শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

সূচিপত্র।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের

উপদেশামৃত।

প্রকৃতি-রহস্য।

প্রকৃতির খেলা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। যে খেলা খেলাইতেছে, তাঁহাকে বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। ধন্য প্রকৃতি, আর ধন্য সেই প্রকৃতির গুরু—কখনও বা শিষ্য—সেই বেদের বেদ্য কৃষ্ণ। প্রকৃতিরাই উজান ও নিম্নস্রোত-বিশিষ্টা যমুনা। প্রকৃতিরা যাহাকে দয়া না করেন তাহারা কখনই উজান বহিতে পায় না। অধোগতিতেই জগৎকে জীব-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কে বুঝিবে প্রকৃতির খেলা। ডুবাইতে প্রকৃতিরা,—উঠাইতে প্রকৃতিরা। প্রকৃতিরাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক—প্রকৃতিরাই জীবরাজ্যের রাজা। জীব-রাজ্যে প্রকৃতিই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপিণী। জনম প্রকৃতিরাই দেন, পালন প্রকৃতিরাই করেন, আবার করাল কাল হইয়া গ্রাসও করেন। ধন্য প্রকৃতিদের শক্তি! জাল বদ্ধ করিতে এবং জাল মুক্ত করিতে কেবল মাত্র প্রকৃতিরাই পারেন। প্রকৃতিরাই ইচ্ছাময়ী, দয়াময়ী, পিশাচী ও রাক্ষসী। প্রকৃতিরাই বহুরূপা, যার যেমন ভজন সে তেমনি প্রকৃতিদিগকে দেখে। যে দুর্গা জগৎপালনকারিণী দয়াময়ী, তিনিই আবার ঘোরা ভয়ঙ্করী, অসুরনাশিনী বগলা। প্রকৃতিরাই রাজরাজেশ্বরী—আবার প্রকৃতিরাই কালী করালী। প্রকৃতিদের লীলা খেলা কে বুঝিবে? এখন প্রার্থনা, যেন প্রকৃতিদের দয়া না হারাই।

যেন সদাই প্রকৃতিদের পরম প্রেমময়ী, দয়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহারা রাজা ব'লে রাজা নয়,—ঘরের রাজা, বাহিরের রাজা, স্বর্গের রাজা, নরকের রাজা, বৈকুণ্ঠের রাজা, গোলকের রাজা, বৃন্দাবনের রাই রাজা—শিব ঠাকুর ঘর বার ছেড়ে শ্মশান আশ্রয় করেও এ রাজার হাত এড়াতে পারেন নাই, কি ছার জীবের কথা। ধন্য প্রকৃতি, ধন্য তাদের শক্তি ও মোহিনী মন্ত্র। চরাচর সৃষ্টির ভিতর তাদের একছত্র রাজত্ব। সর্ব্বত্রই তারা রাজরাজেশ্বরী ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কাহাকেও মারিতেছে কাহাকেও কাল মারিবে বলিয়া রাখিয়া দিতেছে, কাহাকেও ডুবাইতেছে, কাহাকেও উঠাইতেছে। এক মাত্র কৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তাদের চাকরী করিতেছে।

যে শক্তি, আস্তে আস্তে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, তা'দিগকে আমরা সামান্য অবলা স্ত্রী মনে করি, একবার ভেবেও দেখিনা তাঁ'রা কি ও তাঁ'দের কার্য্যই বা কি। তাঁ'রা কিন্তু সব জানেন; আমাদিগকে হাবুডুবু খেতে দেখে বড় খুসি; বন্ধনের গ্রন্থি আর একটু শক্ত ক'রে দিতে সদাই যত্নবতী। খুলে দেওয়া দূরে থাক্ নিত্য নূতন ছাঁদে বান্ধিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা এমনি শ্রীপাদপদ্মের ছুঁচা, যে দ্বিরুক্তি না করে হাত ও গলা বাড়াইয়া দিতেছি, আস্তে আস্তে তাঁরা অষ্টাঙ্গ বন্ধ করে নির্জ্জীব জড়ের মত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁরা দয়াময়ীও যেমন, নিষ্ঠুরাও তেমনি, কে জানে তাঁদের লীলা। জীবগণ তাঁ'দের দয়া প্রার্থী হইয়াই ধরাধামে আসে, কিন্তু একটু সতেজ হইলেই দয়া মমতা ভুলে যায়, তাঁদের সমান কিম্বা তাঁদের অপেক্ষা বেশী মনে করিয়া তাঁদের সঙ্গে খেল্‌তে যায় কিন্তু একটু পরেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারে; তখন পরাজিত, ভয়ানক কারাবদ্ধ এবং তখন আর কোন উপায় থাকে না। তখন সত্যই নাক ফোঁড়া বলদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভার বহন ক'রে ও

সময় সময় মার খায়। (এ সাপের সঙ্গে না খেলাই ভাল, যদি খেলতে হয় তবে বেশ করে বুঝে ও মন্ত্র তন্ত্র শিখে। আমরা ক, খ, না পড়েই চাকরী করিতে বাহির হই, তাই প্রভুর লাথি, ঝাঁটা খেয়ে কাঁদিতেই দিন যায়। ক্রমে ক্রমে উন্নতির আশা ত থাকেই না লাভের মধ্যে লাথিটা খুব থাকে। তবে আর একটী মজা, লাথির মত লাথি হ'লে একদিন না একদিন বিতৃষ্ণা হয়ে পড়ে, কিন্তু নরম পায়ের লাথির কি জানি কি গুণ, একবার খেলে, আবার খেতে ইচ্ছা করে) সকলের জীবনেই এ লাথির সাধ বেশ অনুভূত হয়। ধন্য সেই শক্তিকে, যার এত শক্তি ও এত গুণ। এই শক্তি কৃষ্ণের একটী প্রধান আবরণ, এঁদের জন্যই কৃষ্ণকে কেহ দেখিতে পান না, দেখতে গেলেও প্রথমে ইঁহাদেরই হাতে পড়িতে হয়। ইঁহারা শাঁখারীর করাৎ, খুসি হ'লেও বিপদ্ রাগলেও বিপদ্। এঁদের হাত এড়ান রসিকের কাজ, কেন না তাঁহারা মাঝামাঝি রাস্তাটী বেশ জানেন। তাঁদেরই কথা বলি—

"কলঙ্ক সায়রে সিনান্ করিবি,
না ভিজাবি মাথারই কেশ"

জোরের কাজ নয়, খোসামুদির কাজ নয়, এখন মাঝামাঝির কাজ। নীলকণ্ঠ বুঝি সেইটি পাবার জন্যই বলে গেছেন—

"একবার ঠুলি খুলে দে মা ব্রহ্মময়ি
তোর কৃপায় পার হই এ ভব সাগরে"

জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি। সেই কথাতে ব'লে "মেষের শিং বাঁকা, যুঝবার বেলা একা"; সেই রকম সব স্ত্রী এক, এই জন্যই লিখে গেছে (যদিও বুঝে নাই) "All women are the same, but their faces are different" কথাটী সত্য, যে দিকেই লউন কথাটী সত্য। ইংরাজ প্রভু যে senseএ

লিখিয়াছেন তাও সত্য, আর জগতের সকল স্ত্রী সেই মহাশক্তি এটীও মহাসত্য। শাস্ত্রে আছে যখন ব্যাস, শিব দ্বারা কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন কাশী করিবার জন্য যত্ন করেন এবং গঙ্গাকে আপনার কাশীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যাইবার জন্য তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তখন গঙ্গা দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন "ব্যাস তুমি ভ্রান্ত, পার্ব্বতীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া আমার নিকট পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ; কিন্তু তোমার জানা উচিত পার্ব্বতীতে আমাতে ত অভেদ সত্যই, কিন্তু কেবলই যে পার্ব্বতীতে আমাতে অভেদ তা নয়, পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রী মূর্ত্তি আছে সকলের সঙ্গেই আমি অভেদ।" অতএব স্ত্রী রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, দূর হইতে তাহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রী রহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। নির্ব্বাণ পথ পরিষ্কার করিবার মালিকও স্ত্রী, আবার চিরজীবনের জন্য সে পথ বন্ধ করিয়া ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার করে দেবারও মালিক তারাই। এমন বিরুদ্ধ-শক্তিময়ীদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। (তাঁদের আনন্দময়ী মূর্ত্তিই সুখকরী ও শুভঙ্করী, আর ঘোর পিশাচীর রূপ মহা করাল ও অশুভঙ্করী যেন কখন এই ঘোর রূপ দেখিতে না হয়) (যে স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইয়া আমাকে জীবন দিয়াছে সেই স্তনই আমাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিতেছে।)

সাপের বিষে মানুষ মরে, আবার বিষের জোরেই মানুষ বাঁচে; অতএব সাপের এ দুইটি গুণ আছে; যে সাপ জড়িয়ে রেখেছিল সেই দয়া করে যখন পথ দেখাতে চেষ্টা করেছে তখন চৈতন্য হয়েছে, তখনই চরণে শরণ নিয়েছি। এই জন্যই কুকুরী বিড়ালীও বড় আদরের ও মান্যের সামগ্রী। সকল রূপেই স্ত্রী মূর্ত্তি এমন কি গাছে পাতায় সেইরূপ দেখে আনন্দে বিভোর হইতে হয়। গরলই সুধা, আবার গরলই প্রাণ নাশ

করিবার ঔষধ। শক্তি, প্রাণ নাশিনী ও প্রাণ তোষিণী, উভয় রূপিণী। যে, যে ভাবে এই মহাশক্তিকে দেখে, তিনি তাঁকে সেই ভাবেই দেখা দেন। তাঁদের চরণে এই প্রার্থনা যেন কালী-করালীরূপে আর দেখা না দেন। প্রেমময়ীরাধারূপ তাই এত ভাল। তাপ শুভঙ্কর, যতক্ষণ দূরে থাকে, নিকটে গেলেই দগ্ধ করে দেয়, তখন ভজন সাধন কিছুই মানে না। তাই বলি, স্ত্রী-রহস্য দূরে থেকে দেখিতেই মজা ও আনন্দ, নিকটে গেলেই দগ্ধ ও জীবনশূন্য জড় হইতে হয়। এ রহস্য দুর্ভেদ্য ও গভীর! মহা মহা রথী এ ব্যূহচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়া গেছেন। স্ত্রী কন্যা ভ্রমে যেন এ শক্তির অনাদর না হয়। চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া সাপ খেলিতে হয় কিম্বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। চক্ষের পলক পড়িলেই অমনি দংশন বা ভীষণ আক্রমণ। বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। "ক্ষুর ধারে বাস" বলে তা সত্যই এই। জগৎপ্রসবিনী, পালন ও গ্রাসকারিণী সবই একাধারে। তাঁ'দের অসীম ক্ষমতা, সকলই পারেন কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদিগকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া মুখে কালি মাখাইয়া বাঁদর সাজাইয়া দেখেন আর হাঁসেন; যে না সাজ্তে চায় তা'কে একেবারে রাজ্যচ্যুত করেন। উভয় দিকেই বিপদ্। এ স্থানে জগা ভাঁড় না সাজ্লে আর উপায় নাই। ধন্য তাঁদের ক্ষমতা! সাধ্য কি তাঁ'দের বিরুদ্ধে একটি কথা কই বা এক পা চলি। যা' বলান তা'ই বলি, আর যা' করান তাই করি; যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাই। যাওয়া আসার কুলুপকাঠি তাঁ'দের হাতে, তাই এত গরব ও এত অহঙ্কার। কৃষ্ণের খেলার প্রধান উপাদান স্ত্রী, এঁদের সঙ্গেই কৃষ্ণের মনের মিল বেশী। ইঁহাদের কাছেই কৃষ্ণ বদ্ধ। প্রকৃতি ছাড়া হইলেই তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, পরম ব্রহ্মরূপে ভাসিত হন। এমন জিনিষ থাকা, না থাকা, উভয়ই সমান। এই জগতের সকল স্ত্রীলোকেরই

মনে প্রাণে আদর করিলে, কখন না কখনও কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যাইবেই যাইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনই স্থির থাকিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এত স্থূল প্রকৃতির কথা; আবার গোলোক বৃন্দাবনের মহা প্রকৃতিদের কথা কে জানে বলুন; সেই প্রকৃতিরা যা'র উপর দয়া করেন, তারাই কেবল বুঝিতে পারে। যাঁহারা কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি এবং কৃষ্ণকে পলকে পলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, কে তাঁ'দের শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারেন? এই জন্যই প্রকৃতি মাত্রেরই আদর করিয়া চলা ভাল, কেন না, কে জানে কোন বনে মহা সের (বাঘ) শুইয়া আছে, উঠিয়া একেবারেই গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে। প্রাচীন কথা আছে—অজ্ঞানা নদীতে কখনও সাঁতরাইতে নামা উচিত নয়, কে জানে যদি কুম্ভীরাদি গ্রাস করে। তাই নিবেদন, যখন এই মহা সমুদ্রের কুল কিনারা কিছুই জানি না, তখন দূর হ'তে জল স্পর্শ করিয়াই নমস্কার করা বিধেয়। এ রকম করিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইতে পারা যায়। তাঁ'দের খেলা তাঁরাই জানেন, ছার পুরুষ অভিমানীরা কি বুঝিবে? না বুঝে, কত রকমে এ মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করে, জানে না যে যাহাতে সুধাকর চন্দ্র তাহাতেই জীবন নাশক বিষ।

যদি কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমী হইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী-কন্যারূপিণী, মাতৃ ও ভগিনীরূপিণী অধিকারিণীগণের আশ্রয় লও। তাঁরাই কৃষ্ণ প্রেমদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। এ রাজ্যের পথ প্রদর্শক এক মাত্র প্রেমময়ীরা, তবে কি জানেন, তাঁদের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলেই, প্রেমময় রাধাকুণ্ড দেখাইবার ছলে, ভয়ানক নরক কুণ্ড দেখাইয়া দেন। আমরা ভ্রান্ত, চিনি না, তাই রাধাকুণ্ড ভ্রমে নরক কুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মহা দুঃখকে

পরম সুখ জ্ঞানে তাতেই ডুবে থাকি। যে রাজ্যের পথ জানিনা, সে রাজ্যের পথ-প্রদর্শকগণের সঙ্গে চতুরতা দেখান, নিজের ধ্বংসের প্রধান কারণ হ'য়ে পড়ে। আমরা না জানিয়া এ প্রেমময়ীদিগকে ভীষণ গরল সমুদ্র-রূপে পরিণত করিয়া আপনার সখের বিষে নিজেই জ'রে মরি। যে সমুদ্র রত্নাগার, চন্দ্র ও সুধাঘটের উৎপত্তি স্থান, সেই সমুদ্রই আবার জগৎ প্রলয়কর বিষাগারও বটে। নারায়ণের মত রসিক না হ'লে সুধা ও লক্ষ্মী পাওয়া যায় না, শিবের মত বেবুঝ হইলে কেবলই গরল। রসিকরাই কেবল এ সমুদ্রের হাঁসি কান্না রূপ তুফানে, বুঝিয়া পাড়ি মারিতে পারেন। অন্য লোকে ডুবে মরে। যেখানে লাভ ও ভয় দুইই আছে, সেখানে বিজ্ঞগণ লাভের আশা ত্যাগ করেন, একবারে সেদিক মাড়ান না, এবং শাস্ত্রেও বলে গেছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" তাই বলি এমন সমুদ্রের ধারে যেতেই নাই, তবে যদি যেতে হয়, দেখে শুনে পাড়ি মারিবার চেষ্টা করিতে হয়। নাবিকদের খোষামোদ করিতে হয়, তবে যদি কখনও সেই রসের নাগরের দেশে পৌঁছিতে পারা যায়; নচেৎ হাবুডুবু লোনা জল খেয়ে "পেটটা ডাগর" হ'য়ে পড়ে। প্রকৃতির গুণ জানিবার শক্তি কাহারও নাই, যদি কাহারও থাকে, তবে সেই কৃষ্ণের। যাঁ'র প্রকৃতি তিনিই জানেন তাতে কত বল আছে। তবে জগতের যা' কিছু দেখিতেছি সকলেরই আধারস্থল প্রকৃতি; প্রকৃতি প্রসব ও পালন না করিলে কিছুই থাকিতে পা'রে না। সত্য সম্বন্ধে জগতে যা কিছু আছে, সবই প্রকৃতি। যতই আমরা পুরুষ অভিমানে অভিমানী হই না কেন, সত্য সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নই এবং হইতেও পারিব না। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা মাণিক ইত্যাদি যাহাই দেখনা, সকলই যেমন মাটী ব্যতীত আর কিছুই নয়, তেমনি নর নারী কুকুর, বিড়াল, গাছ, পালা, কীট, পতঙ্গ

যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই এক প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই অনন্ত প্রকৃতি লইয়া চৈতন্যরূপে কৃষ্ণই, একমাত্র পুরুষরূপে নিত্য মহারাসলীলা করিতেছেন। এই রাসলীলা অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। ইহার নামই মহারাস। সেই একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ, মহাপ্রকৃতি লইয়া খেলিতেছেন; এ খেলার বিরাম নাই—শেষ নাই। এই রাসের কথা ভাবিতে যাইয়াও, ব্রহ্মা, শিব আদি অগাধ চিন্তা সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার শক্তি, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এ খেলার তত্ত্বটী এক কৃষ্ণ আর সেই মহাপ্রকৃতি রাধাই জানেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

এ মহা সমুদ্র কখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আলোড়িত করিতে যাইও না। সমুদ্রের সামান্য আলোড়নে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরণী সমূহ তৃণবৎ লয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলি এ প্রকৃতি সমুদ্রের সামান্ত চঞ্চলতাতে অসংখ্য অসংখ্য জীবের ধ্বংস হইয়া যায়। কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, প্রকৃতিগণ আমাদের উপর দয়া করুন। যে খেলা খেলিবার জন্য এমন ভয়সঙ্কুল অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি, যেন খেলিয়া যাইতে পারি। এই কারণেই রামানন্দ, আমার গৌরহরিকে নিবেদন করিয়াছেন—"কে তোমার মায়া নাটে হইবেক স্থির"। এ প্রকৃতি সমুদ্রে স্থির থাকা বড় কঠিন। তবে এই প্রকৃতির তোষামোদ এবং সেই প্রকৃতির নেতা জগৎ—স্বামী কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যদি কখন কুল পাওয়া যায়। প্রকৃতি যে জাতীয় হউক,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে রূপেই তাঁর অবস্থান হউক,—সদা যেন আমরা ভক্তিনেত্রে দেখিতে পারি। এ মহা সমুদ্রের ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব মনে করা—আর ঘৃত সংযুক্ত তুলা অঙ্গে আবরণ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে সুস্থ কায়ে থাকিবার

ইচ্ছা একই প্রকার নয় কি? ধন্য প্রকৃতি তোমার বল! এই বল দেখিয়াই শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাঃ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

এই কারণেই গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" ইত্যাদি।

যখন সেই সচ্চিদানন্দময় নিত্যানন্দ স্বরূপ চৈতন্য, প্রকৃতি সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খান, তখন আমরা ত কোন ছার! তবে আমরা যেন এই মহাপ্রকৃতিকে সদাই সভয় ও সভক্তি নেত্রে দর্শন করি। এই প্রকৃতির কৃপা হইলে, একদিন সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাইব। আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার ভগিনী জ্ঞানে যেন কখন প্রতারিত না হই। প্রকৃতি মাত্রেই প্রণম্য, সে যে হউক। প্রকৃতির ভাব ভাবিতে ভাবিতেই ত কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন, তত্রাচ অন্ত না পাইয়া গৌরাঙ্গরূপে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়াছেন। গৌর কাঁদাতে কেবল মহাপ্রকৃতি জানেন, আর ত কাহারও সাধ্য নাই। গৌর কান্দাইতে হাঁসাইতে কেবল তিনিই জানেন। না জানি তাঁহার কি আছে যাহার জন্য গৌর কান্দে। আমরা সেইটী চাই। আমরাও কান্দিতে চাই। সে জিনিষটী কি তা তিনিই জানেন, আর সে জানে, যাকে তিনি জানান। জগতের সকলেই প্রকৃতিদেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেই মুখ দেখিলেই প্রকৃতিদেবীর কোমল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া যাইবে এবং সকলকেই শান্তিপূর্ণ কোলে উঠাইয়া সকলের দুঃখ দূর করিবেন। তিনিই জগৎগুরু, তিনিই জগৎজননী, আবার তিনিই প্রেমের আধার। এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ ও জীব সমূদয়ের তিনিই একমাত্র আধার ও আশ্রয়। তিনি না থাকিলে, জগতে এই

সুন্দর সৃষ্টি একেবারে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রকৃতিদেবীর কর্ত্তব্য দেখাইবার জন্যই প্রভু আমার, কালী, তারা, দুর্গা সীতা, সাবিত্রী এবং সর্ব্বমূলাধার শ্রীরাধারূপে আসিয়াছেন। ঘনকৃষ্ণ শ্যাম কেবল রাইয়ের দেওয়া রূপে কেমন সোণার গৌরাঙ্গ হইয়াছেন? কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া রাধার মত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতার রূপে নব দুর্ব্বাদল হইয়াছিলেন। এই জগতে যে নানারূপ দেখা যায় ইহার কারণ প্রকৃতি। যখন প্রকৃতি না থাকে তখন এ জগৎ থাকিতে পারে না। তাই প্রকৃতিদেবী যাহাকে যেমন সাজান তাঁহারা তেমনি সাজে। আপনা আপনি সাজিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কলকাঠী প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিলে কাহাকেও স্বর্ণজ্যোতিঃ দেন, কাহাকেও আবার ঘোর নরকে ঘন কৃষ্ণবর্ণে আবৃত করিয়া ইহকালে পরকালে সমান হেয় করিয়া রাখেন। প্রকৃতিদেবীর মর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। যাঁর মর্ম্ম সেই সর্ব্ব কারণের আদি কারণ নন্দনন্দন বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ, তাঁর মর্ম্ম এ ছার জীব কি বুঝিবে! তিনি কি কাহাকেও তাঁর মর্ম্ম বুঝিতে দেন! তিনি সদাই তাঁর স্বরূপ আবরণ করিয়া নূতন সাজে দেখা দেন আর জগতে আবদ্ধ করেন। যতদিন জীব বিরজার পরপারে না যাইতে পারে ততদিন সাধ্য কি যে তাঁকে চিনিতে পারে। যতদিন তিনি কৃপা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না দেখান ততদিন কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে চিনিতে পারে।

প্রকৃতিরাই রাসমণ্ডলের দ্বারী, সেখানে তাঁহারা ব্যতীত অন্যে থাকিতে পায় না, তাঁহারাই এই সমগ্র সংসারকে মোহিত করিয়া সেই রাসমণ্ডল ভুলাইয়া দিয়াছেন, সেই অনন্তসুখ ভুলাইয়া এই ঘোর দুঃখ পূর্ণ সংসারের বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিয়া মজা দেখিতেছেন, আর আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। ধন্য বাজী শিখিয়াছেন, তা না

হ'লে কি, সব বাজীকরের ওস্তাদ বাজীকরকে এমন করিয়া মোহিত করিয়া রাখিতে পারেন? তা না হ'লে কি সেই গোলকের ধনকে এই মর্ত্ত্যে আনিতে পারেন? ধন্য তাহাদের ক্ষমতা! এই পড়ি পড়ি করে একে ভয়ে জড়সড়, তার উপর আবার ভয় দেখান কেন? আমাদিগকে পথ ছাড়, আমাদের উপর কুহকের জালখানি আর ফেলাইও না। যদি একবার মুখ তুলিয়াছি, তোমাদের স্বরূপ দেখাও ও জানাও। একখানি খোলের লোভেই ত বলদ ভয়ানক শক্ত ঘানি কাঁধে করিয়া সারাদিন বয়। এ কথাটীও আমাদের পক্ষে খোল ব'ই ত নয়, পাবার আশাতেই ত ঘানি টানি। তোমরা চিরকাল আমাদিগকে খাটাও খাটিব, বিনা বেতনে খাটিব কিন্তু একবার আগে দেখি। মনিব কেমন আগে দেখিয়া লই পরে যত খাটাও খাটিব তখন না বলিব না। যাহার উপর তোমরা করুণা কর তাহার আর এ ভয়ানক সংসারসমুদ্রে কোনই ভয় নাই কিন্তু যখন কাহারও উপর অকৃপা করিয়া বিভীষিকাময়ী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কর তখন তাহার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও নিশ্চিন্ত হইবার স্থান নাই। তোমাদের উগ্রতেজে ঐ সকল হতভাগারা পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। দেখ অগ্নির তাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে গুলির পুষ্টি হয়, ঐ অগ্নি দূরে রাখিয়া তাহার তাপ অঙ্গে সেক নিলে শীত নিবারণ ও বিশেষ উপশম হয়; সেই অগ্নিতে ঘৃত মধু দান করিলে মহা পুণ্য হয়, কিন্তু যখন কোন মূর্খ অজ্ঞান বশতঃ এই সর্ব্বমঙ্গলময় অগ্নির সহিত বিরোধ করিতে যায় তবে তাহার দশা আর ভাবিতে হয় না, সে স্বয়ং অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তোমাদের জয় বেদের লিখন, কার সাধ্য খণ্ডন করে? কৃষ্ণ, যিনি বেদের বেদ, ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনিই স্বয়ং হারিয়া জগৎকে দেখাইয়া গেছেন। তাঁর হার কেবলমাত্র লোক শিক্ষা দিবার জন্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান" তাই তোমাদের জয় চিরদিন বাঁধা আছে ও থাকিবে।

তুলসীর মত তোমাদের কেহ ছোট বড় নাই তোমরা সবাই সমান, সবাই এক।

প্রকৃতিরা এই ভয়ানক কষ্টপূর্ণ সংসারকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছেন। এক পলকের জন্য যদি তাঁদের শক্তি অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। পুরুষের উগ্রতেজে কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁ'রা আপন কোমলতাতে এই ভয়ানক পুরুষ-শক্তিকে সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাই এই বিশ্ব শান্তিতে রহিয়াছে। তাঁদের লীলা অচিন্ত্য; কাহাকেও ডুবাইতেছেন, কাহাকে ভাসাইতেছেন, আবার কাহাকে কৃপা করিয়া সেই চিরশান্তিময় বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। তাঁহাদের অপরূপ মায়া অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে যে চিনিয়াছে, সে সকলকে জিনিয়াছে; তাহার আর ভাবনা নাই, সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে পাইয়াছে। কায়মনোবাক্যে সদাই প্রার্থনা, যেন আমরা তাঁদের স্বরূপ জানিতে পারি। তাঁদের উপরের আবরণ খুলিয়া যেন অন্তরের ভাব বুঝিতে পারি। তাঁদের সাহায্যে যেন সেই নিত্যধামের পথ দেখিতে পাই। যেন কখন তাঁ'দের বাহিরের আবরণ দেখিয়া চিরমুগ্ধ হইয়া অন্ধের মত না ঘুরিয়া বেড়াই। পুরুষ-মাত্রেই তাঁদের অকৃপাতে চির অন্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; সদা প্রার্থনা আমাদিগকে তোমরা যেন কখনও অকৃপা না কর। সদাই যেন তোমাদের কৃপাভাজন হইয়া তোমাদেরই ভাবে মুগ্ধ থাকি। বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া যেন কখন মুগ্ধ না হই। এই কঠিন পুরুষ দেহে, যেন তোমাদের সরলতা মাখা কোমলভাব কখনও অনুভব করিতে পাই। তোমাদের ভাব এই দেহে একদিনের জন্য যদি আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমরা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের সহিত কৃতার্থ হইব ও জীবন

সার্থক মনে করিব। তোমাদিগকে ভুলিতে জগতের কোনও জীব কি পারে? তোমরাই জগতের চৈতন্যরূপিণী, তোমরা যাহাকে ভুল, সে অচৈতন্য হয়। ধন্য তোমরা, আর ধন্য তাহারা যাহারা তোমাদিগকে চিনিয়াছে। তোমাদের জন্যই সেই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ হইয়া আজীবন নয়নজলে ভাসিতে হইয়াছিল। ধন্য তোমরা, যাহারা কৃষ্ণকে ঋণী করিতে পার; ধন্য তোমরা যাহারা কৃষ্ণকে কাঁদাইতে পার! যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতিকে কৃষ্ণ কত ভালবাসিতেন কিন্তু অনেক সময়ে হয় ত তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইতেন না অথচ দ্রৌপদী ডাকিলে আর কোথাও থাকিতে পারিতেন না। সখাদের ডাকে কখনও কখনও আসিতেন না, কিন্তু সখীদের ডাকে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী। তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁ'দের বশ। আমরা পুরুষ অভিমানে ভ্রান্ত হয়ে, হৃদয়কে নিতান্ত অমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই সদাই মন ভ্রমিতেছে, স্থির হবার স্থান পায় না। যাহাদিগকে আমরা পুরস্ত্রী বলি ও স্ত্রীলোক মনে ক'রে ভ্রান্তিবশতঃ নগণ্যা মনে করি তাহারাই সামান্য গৃহ মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া হৃদয় বিস্তার পূর্ব্বক অধরকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী প্রাণপ্রিয়তমা। তিনি নিজে ব'লেছেন, "ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণসম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন"। শ্রীমতীকে এ কথা বলিবার অভিপ্রায়ই তাই। নারীগণ অধরকে ধরিবার প্রকৃত উপায় জানেন, তাঁ'দিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন রকমে কর্ত্তব্য নয়। তা'রা নিত্যশুদ্ধা, কিছুতেই অপবিত্রা হ'তে পারে না। তা'রা এ সৃষ্টির রাজা অতএব আইনের পার জানিবে।

আইন প্রজার জন্য, রাজার জন্য নয়। রাজাই আইন কর্ত্তা, আইন তার অধীন, সে আইনের অধীন নয়।

আমরা পতঙ্গের আগুণে পড়ার মত উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আর যাতনায় ছটফট্ করিয়া মরিয়া যাই, কিন্তু যাহারা তোমাদের গুণ জানিয়া সরল-ভাবে ও সভক্তি তোমাদের শরণ লয়, তাহাদিগকে তোমরা আপন কোমল ক্রোড়ে, তুলিয়া লও এবং চিরশান্তিনিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখ ; সেখানে স্বপন নাই। ভীতকে আর অধিক ভয় দেখাইও না। যে সদাই কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কাঁদাইলে বেদম হইয়া মরিয়া যাইবে। আমি শরণাগত, আমায় আর ভয় দেখাইও না। অনেক জন্ম বিফলে গেছে, আর যেন এ দুর্ল্লভ জন্ম না হারাইতে হয়। চাঁদ চাহিতেছি, চাঁদ দাও ; আর আয়না দেখাইয়া ভুলাইও না। ক্ষীর ক্ষীর করিয়া, কান্দিতেছি ক্ষীর খাইতে দাও, মাড় খাওয়াইয়া আর কষ্ট দিও না, এই মিনতি। আমাদের দুঃখ তোমরা নিত্যই দেখিতেছ, তোমাদিগকে না চিনিয়া নিশ্চয়ই আমরা অগাধ বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি, তা'ত স্বচক্ষে দেখিতেছ। আর ডুবাইও না, আশ্রয় চাহিতেছি আশ্রয় দাও। তোমরাই কৃষ্ণ দিবার মালিক, তাঁকে চাহিতেছি একবার দেখিতে দাও। তোমাদের ধন তোমাদেরই থাকিবে, কেবল আমরা একবার মাত্র দেখে লব কেড়ে নিব না। কেবল চক্ষের দেখা দেখ্‌ব মাত্র। ব্রজপদ্ধতি শিখাইবার ও বৃন্দাবন দিবার জন্য তোমরাই একমাত্র অধিকারিণী, এই জন্যই অনেক তপস্যার পর আমার চণ্ডিদাস যখন তোমাদিগকে চিনিয়া-ছিলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "বাশুলি আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে, শুন রজকিনী রাই, রজকিনী প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, যেই প্রেমে কামগন্ধ নাই"। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়া-ছেন "ব্রজদেবীর কোন ভাব লয়ে যেবা ভজে, ভাব যোগ্য দেহ পাই

কৃষ্ণ পায় ব্রজে"। সেই ভাবযোগ্য দেহ কেবল তোমাদেরই দেহ মাত্র। তোমরাই রাধা, তোমরাই ললিতা, বিশাখা, তোমরাই বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, তোমরাই লীলা এবং তোমরাই লীলার পোষক। তোমরাই ব্যাধি তোমরাই ঔষধ। শ্রীমতী রাধাই কৃষ্ণের প্রেম জ্বরের কারণ আবার তিনিই তাহার ঔষধ। তিনিই শতছিদ্রকুম্ভে জল আনিয়া কৃষ্ণকে বাঁচান। তোমাদের দোষে আমরা মূর্খ। তোমাদের দোষেই বল আর গুণেই বল, আমাদের হাত কাঁপে, লেখা ভাল হয় না। তোমরা শাঁখারীর করাত, হেসে চাইলেও শরীর কাঁপে, রেগে চাইলেও শরীর কাঁপে; যখন সকল সময়েই কাঁপিতে হয় তখন ঠিক করে লিখি কখন? দেখ কি ছার আমাদের কথা, যখন সেই জগৎস্বামী জগৎপ্রাণ জগতের আধার কৃষ্ণই কেঁপে উঠেন, তখন আমাদের ত কথাই নাই। যখন ইন্দ্রবৃষ্টি হইতে গোকুল রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গুলীতে শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ শ্রীমতীর দর্শনে সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপে নাই? প্রায় হাত হইতে কেঁপে গোবর্দ্ধন "পড়ে পড়ে" হইয়াছিল। কিন্তু পরেই শ্রীমতীর অন্য ভাব দেখিয়া স্থির হইলেন। বলি কৃষ্ণ যখন কংসগৃহে কুবলয়পীড় হস্তীকে আক্রমণ করেন, তখন শ্রীমতীর দেখা পান নাই, কেবল মাত্র শ্রীমতীর স্মরণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবকাশের জন্য প্রায় মূর্চ্ছিতের মত কাল কাটাইয়া পরে সেই হস্তীকে মারিয়া ফেলেন। যখন কৃষ্ণের হাতের লেখা দেখিয়া বৃন্দা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই"। তোমরা না পার কি? চূড়া বাঁশী কেড়ে নিতে পার, ঘাগরী সাজাতে পার, মেয়ে সাজাতে পার, পায়ে ধরাতে পার, আর যে কি না পার তা' জানি না! কৃষ্ণ প্রেম-হাটের তোমরাই দোকানদার বিনামূল্যে বেচা কেনা তোমরাই কর,

যাহার উপর দয়া কর তাহারাই পাইয়া থাকে, অন্যে অনন্ত রত্ন দিয়াও এক পল মাত্রও পায় না।

তোমাদিগকে যে জানিয়াছে সেই তরিয়াছে কিন্তু তোমাদিগকে যে চেনে নাই সে অকুল পাথারে ডুবিয়াছে! প্রার্থনা যেন আমরা তোমাদিগকে চিরদিন চিনিতে পারি এবং কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। সদাই যেন তোমাদের আদরের ও দয়ার পাত্র হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। যেন কখন তোমাদের "ঘোরা করালবদনা" রূপ দেখিতে না হয়। সমুদ্রের ঘোর ভয়ঙ্কর তুফানও তোমাদের নিকট কিছুই নয়, আর স্বর্গের মহানন্দের নন্দন কাননও তোমাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে স্বর্গ যাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? আর তোমাদের ভয়ানক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে নরকের মহাযন্ত্রণাময়স্থানও পরম সুখের বলিয়া মনে হয়! তাই তোমাদের নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যেন কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। তোমরাই জগতের মূল, তোমরাই সকলের আদি, এই জন্যই সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া গেছেন "জগতের নারী যত তাহে মোর মনঃ রত"। কৃষ্ণ তোমাদের, তোমরাই কৃষ্ণের, এ হাটের দোকানদার তোমরা, যাকে তাকে তোমরা কৃষ্ণ দিতে পার, এ হাটের প্রধান পণ্য কৃষ্ণপ্রেম, তাইবলি কৃষ্ণ তোমরাই দিতেপার। মনে নাই কি ললিতা, সেই পরম রসিকা বিশাখা, সেই চম্পক লতা? তোমরা তাদের মধ্যে এক এক জন ধনুর্ধর, কৃষ্ণ তোমাদেরই, রাসে তোমরা, কুঞ্জলীলাতে তোমরা, যমুনা জল কেলিতে তোমরা, গোষ্ঠে তোমরা, পুলিনবিহারে তোমরা, কাঁধে চাপিতে তোমরা, পায়ে ধরাইতে তোমরা, তোমরাই এ রাজ্যের রাজা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, কৃষ্ণকে দ্বারবান রাখিতে কেবল তোমরাই পারিয়াছ। যে কৃষ্ণকে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি দ্বারা মহা মহা যোগিগণও ধরিতে পারেন

নাই, সেই কৃষ্ণকে উদুখলে বাঁধিতে কেবল তোমরাই পার। তোমরা কত শক্তিমতী, আমরা তোমাদের নিকট মহা তরঙ্গের মুখে সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র, অজ্ঞানতা বশতঃ যে তোমাতে ঝাঁপ দিবে তা'র আর কোন উপায় নাই। চিরদিনের জন্য সে ভাসিয়াছে কখনই কুল পাইবে না, কুল হারাইয়াছে।

অধিক কথা কি বলিব, কৃষ্ণ যখন তোমাদিগকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্য পরে কা কথা। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সকলেই ইহাই বলিতেছে। বৃন্দাবনের একটী কথা শুন—একদিন বৃন্দাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃন্দা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ" ? বৃন্দা উত্তর দিল "প্রিয় সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ অর্থাৎ তোমার প্রাণবন্ধু হরির শ্রীচরণ নিকট হইতে"। ইহা শুনিয়া শ্রীমতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায় কি করিতেছেন" ? বৃন্দা উত্তর দিলেন "তিনি রাধাকুণ্ড বনে নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন" ইহা শুনিয়া শ্রীমতী অত্যাশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৃন্দে, আমি এখানে রহিয়াছি তবে তিনি গুরু পাইলেন কোথায়" ? বৃন্দা বলিলেন, "প্রত্যেক তরু লতাতে তোমার মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইয়া, সেই নটরাজ কৃষ্ণকে নাচ শিখাই-তেছে এবং কৃষ্ণ তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিয়া বেড়াইতেছেন"। এখন আমরা গুরুরূপী তোমাদের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া কাতরে প্রার্থনা করিতেছি যেন আমাদের মনো বাসনা অপূর্ণ না থাকে।

ভার্য্যা রহস্য।

জলের স্বভাব বহিয়া যাওয়া, কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তবে ঘড়ার ভিতর রাখিলে চিরকালের জন্য স্থির থাকিয়া যায়। মনও তেমনি শক্ত ঘড়ার ভিতর না রাখিলে ক্রমেই চল্‌তে থাকে। মন চলিবার দুইটি মহা মহা খাদ—কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুয়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধান, অতএব মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই। তুমি কি জান না, যে বড় নদীর নিকটে কূপ খুঁড়িলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত; তবে যখন মনকে শক্ত বেড়ার মধ্যে পুরিবে, তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ঘড়া জল-পূর্ণ করিয়া নদীতে ডুবাইয়া রাখিলে নদী বাড়িলেও বাড়িবে না, আর কমিলেও কমিবে না, সে সদাই পূর্ণ থাকিবে। তাই বলি সাপের সঙ্গে খেলিতে হইলে প্রথমে সাপ বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মন্ত্র না জেনে সাপ ধরিতে গেলেই বিষে প্রাণ যাবে তার আর সন্দেহ নাই। আগে মন্ত্র শিখ তারপরে সাপ ধ'রতে যাবে। এই জন্যই রসিকগণ বলিয়াছেন—"স্ত্রীরূপ নদীতে কেউ নাইতে নেমো না" ইত্যাদি। অগাধ সমুদ্ররূপিণী স্ত্রীতে না জেনে ঝাঁপ দিতে দৌড় না। আলো দেখিয়া পতঙ্গের মত উড়ে পড়্‌তে চেয়ো না। চালাক তাকে বলি, যে এই নিরানন্দময় ভূমিতে আনন্দে থাক্‌তে পারে। নিরানন্দ স্থানে নিরানন্দে থাকা বাহাদুরী নয়। মাতালের মধ্যে মাতাল হয়ে থাকা বেশী কথা নয়; চোরের মধ্যে চোর হয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু বিপরীত গুণ অধিকার করে থাকা বাহাদুরী ও

আদরের সামগ্রী। তাই বলি কান্নার দেশে হেঁসে যাওয়াই রসিকতা ও মহা সাধন। দূরে রাখিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক রেখে চলার নাম চতুরতা।

স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ পরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্। তাঁকে চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণ গুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়; এই রকম আদান প্রদানে ঘনিষ্টতা বাড়িয়া ক্রমে দুটীতে একটী হইতে হয়। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসিয়াছ যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের উপযুক্ত মান্য করিবে। তাঁরাই গৃহলক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবে। জগতের স্ত্রী মাত্রেই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। তাঁদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁহারাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

স্ত্রী আদরের ও ভালবাসার ধন। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁর সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই তাঁর নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁর নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমাদের প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর

স্বর্গের পথও তিনি দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরাই দেখাইতে পারেন। এই কারণে তাঁদের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই। জগতের সকল স্ত্রীকেই যথাযথ মান্য করিতে ভুলিও না। তাঁরা রাজকর্মচারীর মত কেহ বা ধরিতেছেন, কেহ বা ফাঁসির, কেহ বা খালাসের হুকুম দিতেছেন, যিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নরকে যাইতে ইচ্ছা করেন, অতি আনন্দে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য, কেহ বা বেশ্যা, কেহ বা রাক্ষসী, কেহ বা পিশাচী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন; আবার তাঁহারাই নিজের রক্ত দিয়া আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। তাঁরাই সানন্দে মোক্ষ পথ দেখাইয়া দিতেছেন; তাই বলি স্ত্রী যেমনই হউক তাঁহার অমান্য করিবে না। তাঁরাই যাবার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন। তাঁরা সকল খেলাই জানেন এই জন্য তাঁদের সহিত উল্টা খেলা খেলিতে যাইবে না।

স্ত্রী লাস্যের দ্রব্য নন্। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন, তাঁরাই প্রেমভক্তির আধার! আবার অসদ্ব্যবহার করিলেই তাঁহারাই ঘোর কালরূপিণী, পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র। স্ত্রীরূপিণী মহাসমুদ্রে মহা মহা রত্নও আছে। রসিকগণ সেই সব মহারত্নের অধিকারী হইয়া চিরসুখে জীবন কাটান, আর আমাদের মত দুর্ব্বল ও ঘৃণিত ব্যক্তিগণ কামান্ধে মত্ত হইয়া ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অচিরে অস্তিত্ব হারায়। অতি সাবধানে এ মহাশক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। কদাচ কামনয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে। স্ত্রীর অবমাননা আশু ধ্বংসের কারণ মাত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দ্রৌপদীর অবমাননা,

কুরুকুল ধ্বংসের কারণ, সীতার অবমাননা, রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের কারণ, হেলেনের অবমাননা, ট্রয় ধ্বংসের কারণ, সরোজিনীর অবমাননা, মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের কারণ। এ মহৎ দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে, দূর যাইবার কোন কারণ ও আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘরে স্ত্রীর অবমাননা হয়, তাহার ঘরে শান্তি ও সুখ কোথায় চলিয়া যায়। ভাল স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া আপন স্ত্রী গড়িতে চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে রাখিও "নারীরূপ পতিব্রতা"। সুন্দর রূপ হউক আর নাই হউক কিছু আসে যায় না, গুণবতী হওয়া চাই। দুঃখিনী মায়ের ও গুরুজনের আজ্ঞাকারিণী হওয়া চাই, স্বামীর দুঃখে সুখে সহযোগিনী হওয়া আবশ্যক। তাঁর নাম স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী। চক্ষুর মত স্ত্রী অনেক পাওয়া যায়, আজ কাল মনের মত স্ত্রী পাওয়া বড় কষ্টকর।

হিন্দু রমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরিবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা না হলে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শ যুগলকে ভজনা করিবে। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" তাই বলিয়া সকল পুত্রই পুত্র নয়। একটী মাত্র পুত্র, বাকী সকল গুলিই কামজ। তাই বলি কেবল পুত্র কন্যাতে ঘর ভরিবার জন্য স্ত্রী নয়। অধিক পুত্র কন্যা অধিক যাতনার মূল এটী যেন মনে থাকে। পুত্র কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও, সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না। এ দিল্লিকা লাড্ডু না খাওয়াই ভাল, যে খাইয়াছে সে জনমের মত পস্তাইতেছে, অতএব এর জন্য এর দোর, তার দোর করে বেড়াইও না। একটী ছিলে, দুটী হয়েছ আর বিস্তীর্ণ হবার আশা রাখিও না। এ দুটীতে একটী হও, আর ভাবের দেহ পাইয়া ব্রজের ধামে চ'লে যাও। দুটীতে একটী না হ'লে, সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও সুখ পাবে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, প্রভৃতির

মধ্যে মধুরই, প্রকৃত মধুর; অতএব তাই আস্বাদনের চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখ। নারিকেল, সুপারি, ইহারা কেবলই উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৌড়িতেছে. ইহাদের পাতা পর্য্যন্ত আকাশমুখী, কেন বলিতে পার কি? এদের শাখা নাই ব'লে। তেমনি যদি পুত্র কন্যা বিহীন হই, আমাদের মনঃপ্রাণ কেবল উর্দ্ধদিকেই দৌড়িবে, কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। স্ত্রীকে সামান্য পার্থিব অলঙ্কারে সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া অপার্থিব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিও এবং সেই রকম শিক্ষা দিও। স্ত্রীকে কেবল নিজের ছেলের মা করিও না, জগজ্জননী করিবার মত বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ দিও। কোমলাঙ্গীদের হৃদয় যদি কোন রকমে কঠিন হয়, তাহা হইলে সেটী বজ্রাদপি কঠিন হয়, এটী মনে রাখিও। কোমল হৃদয়ে সরল প্রাণটাই সাজে ভাল। তাহাদিগকে মা সাজাইতে বেশী চেষ্টা ও শিক্ষা দিতে হয় না। They are by birth mothers. (তাহাদের জন্মই মাতৃরূপে)।

এ পৃথিবীতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করা কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ পূরণ উদ্দেশ্যে নহে। এমন অনেক সেবা মা বাপের আছে, যাহা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে নিজ দ্বারা হইতে পারে না। এই জন্য এই একটী স্নেহরূপিণী দেবীর দরকার। যে সমুদ্র, চন্দ্র ও রত্নকে প্রসব করিয়া রত্নাকর হইয়াছে, প্রাণনাশক হলাহলও সেই সমুদ্র সম্ভূত, এটী যেন মনে থাকে। যখন তোমার নিকট রত্ন বিষ দুইই রাখিয়া দিয়াছেন, তোমার ইচ্ছানুসারে যেটী খুসি লইতে পার। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী করা কিংবা ঘোর পিশাচী করা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীগণ সকলের মাতৃস্থানীয়া ও পরম পূজ্যা। বিষও একটী রত্ন, কিন্তু পাত্র বিশেষে তাহার ব্যবহার জানিবে। শিব হও, তখন দেব ও পিশাচ উভয়ই তোমার সেবকরূপে পরিগণিত হইবে।

প্রত্যেক ঘাতের সমান প্রতিঘাত, তাই বলি তাহাদিগকে সদাই স্নেহের চক্ষে দেখিবে, তাঁরাও তোমায় তেমনই দেখিবেন। পিতামাতার সেবা আরম্ভ করিয়া, যেন সকল দুঃখীর সেবা শিখিতে পারেন।

এ সংসারে যাহার স্ত্রী সত্যই সহধর্ম্মিণী, সেই সুখী ও সেই ধার্ম্মিক। কাজ কি তার স্বর্গে, কাজ কি তার মোক্ষে, সংসার তাহার পক্ষে বন্ধন নয়, সংসার তাহার পক্ষে নরক নয়, এমন কুস্থানও তাহার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন, সেই স্থানই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের বিলাসভূমি। শান্তি ও সমস্ত তীর্থ সেই গৃহে বাস করেন, সমস্ত দেবগণ সেই স্থানেই নিত্য ভ্রমণ করেন। এমন স্ত্রী যাহার নাই, তাহার বৈকুণ্ঠও নরক। তাহার জীবনই সাক্ষাৎ মৃত্যু, আর মৃত্যুই সাক্ষাৎ জীবন।

স্ত্রী ও স্বামী দুয়ে এক না হইলে সেখানে যাইবার অধিকার নাই। একক কেহ কখন যাইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া হয় ত তুমি মনে করিবে, তবে যাহারা কখন বিবাহ করে নাই, যাহারা জন্মাবধি একক, তাহারা যাইতে পাইবে না, চেষ্টা করিলেও তাহারা যাইতে পাইবে না; কিন্তু তা নয়। তবে প্রভেদ এই, সহজ আর কষ্টকর। একক যাইতে হইলে অনেক সাধন, অনেক তপস্যা, অনেক ভজন বল দরকার হয়, আর দুয়ে এক হইলে অতি সহজ। তোমরা শুনিয়াছ অগস্ত্য প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ যে আশ্রমে বাস করিতেন, সে আশ্রমের বৃক্ষগণ সব কল্পবৃক্ষ ছিল; আম গাছে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সমস্ত ফলই ফলিত। ঐ ঋষিগণ যে বৃক্ষের নিকট যে ফল ভিক্ষা করিতেন, সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইতেন। এ সব উগ্রতপের ফলে, কিন্তু আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, না হয় শুনিয়া থাকিবে যে, কলম বান্ধিলে এক বৃক্ষে নানা রকম ফুল ফুটিতেছে। এক বৃক্ষের এক ধারে এক রকম, অন্যধারে অন্য রকম ফল ফলিতেছে। দেখ দুটীতে তফাৎ, একটী কত কষ্টকর,

অন্যটী কত সহজ। সেইরূপ যাহারা একক, তাহারা বহু কষ্টে আপনাকে দুইভাগ করিয়া পরস্পর ভালবাসিতে শিখিবে। এখন দেখ, এক প্রাণকে দুই ভাগ করা কত কষ্ট? তাহাতে আরও কঠিন, ঐ দুইয়ের একটী ভাগ পুরুষ, অন্যটীকে প্রকৃতি করিতে হইবে; এখন বল দেখি কত কঠিন? কিন্তু যাহারা এক না হইয়া ভাগ্যবশতঃ দুই হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কত সহজ? কত শীঘ্র তাহারা নিত্যধামে যাইতে পারে, কত শীঘ্র কৃষ্ণের কৃপা পাইতে পারে। এখানে তোমাদের মনে হইতে পারে, তবে ত যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারাই কৃষ্ণকে পাইবে, কিন্তু তাহা নয়। বিবাহ করিয়া যুগল হইয়াছে বটে, কিন্তু কই যুগল এক ত হয় নাই, যুগল যুগলই আছে। এই যুগল এক না হইলে, যাইতে পায় না। এখন বোধ হয় মনে করিবে দুয়ে এক কি করিলে হয়? এইটীই সাধন, এইটীই ভজন। দুয়ে এক হইতে হইলে, পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কপটতা ছাড়িয়া সরল হইতে হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সদাই ভাবনা করিতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপতি রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইবে। সে ভোগের জিনিষ, সে অনুভবের জিনিষ, সে লিখিবার কহিবার জিনিষ নয়। যাহারা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণ যাহাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাহারাই জানে। চণ্ডিদাস ও রজকিনী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জয়দেব, পদ্মাবতী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। কত শত এমন এই সংসারে আছেন, তাহার ঠিক করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তবে যাহারা সেই ঘরের, সেই পরিবারের, তাহারা চিনিতে পারে, তাহারা দেখিতে পায়, অন্যের অসাধ্য। দেখনা হাটতলায় কেহ কি কাহাকে চিনিতে

পারে? তাহারা ত নিকটে রহিয়াছে, তবু চিনিবার ক্ষমতা নাই। কৃষ্ণ পরিবারেও এই নিয়ম, যে সেই পরিবারের একজন হইতে পারিয়াছে, সেই সকলকে চিনিতে পারিয়াছে।

সুখই একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সুখ পাবার জন্যই আমরা ধনের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা ইত্যাদি নানা রকমে প্রতারিত হইয়া আসল সুখের খনি কৃষ্ণপদ ভুলে যাই। তবে যাহারা চতুর, তারা এর মধ্যেই সহজ পথটী পাইয়া কৃষ্ণভজন ক'রে, মায়াকে ফাঁকি দেয়। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণভজন অসম্ভব না হইলেও চতুরতার আবশ্যক, তা হ'লে এমন সহজ আর কোথাও নাই। স্ত্রী যথার্থই গলার ফাঁস, ইচ্ছা করিয়া সে ফাঁস গলায় না দেওয়াই ভাল। তবে যদি চতুর হইতে পার, দেবতা-দের মত স্ত্রী গ্রহণ করে সাধনের পথটী রসময় করিয়া আনন্দে যাইতে পারিবে। স্ত্রীভাব শূন্য পথটি অনেকটা নিষ্কণ্টক বটে, তবে ভয়ানক নীরস, মরুভূমি তুল্য। সে পথের ধারে ধারে মনোরম পুষ্পোদ্যান নাই, মাঝে মাঝে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপ ও নাই, সে পথটী নিষ্কণ্টক বটে, কিন্তু ক্ষুরধার তুল্য, সামান্য এদিক ওদিক হ'লেই নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। অতএব সে পথটি লইবার আগেই পথিকের নিজশক্তির যথার্থ ওজন করিয়া লওয়াই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। শ্রীনিত্যানন্দের কোন দরকার না থাকিলেও আমাদের মত ভ্রান্ত জীবের শক্তিতে কুলাইবে না, তাই দয়াপরবশ হইয়া প্রভু নিজ দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা এই সরস পথটি পরিষ্কার করাইয়া জীবের উপর দয়া দেখাইয়া গেলেন। এ পথে যাইতে যাইতে যদি কোন কারণে পদস্খলন হয়, তবু তত নিন্দার হবে না। এ পথের একটি সুখ, হারিলে তত বেশী লোকসান নাই কিন্তু জিতিলে খুব বেশী লাভ, অতএব আমাদের মত শক্তিহীন জীবের পক্ষে এ পথটিই ভাল মনে হয়।

সে সকল জীব একবার শিকল পায়ে লাগাইয়াছে তাহারা স্বাধীন ভাব একেবারে ভুলে গেছে, কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয় তা পর্য্যন্ত জানে না, পিপাসাতে মরি মরি হ'লেও পুষ্করিণীতে বা নদীতে কেমন করে খাইতে হয় সে অভ্যাস থাকে না। তা ছাড়া সহজে অন্য স্বাধীন স্বজাতি না দেখিতে পাইয়া, নিজ পূর্ব্ব স্বাধীন ভাব আনিতে পারে না। জগতে আজকাল এ ভাবের লোক বিরল বুঝেই, আমার গৌর, কুমার বৈরাগ্য যাহার সেই নিত্যানন্দকে, বৃদ্ধ বয়সে সংসার করিতে অনুমতি করিয়া গেছেন; এর তাৎপর্য্য জীব শিক্ষা, তখনকার না হ'লেও তার পরের জন্য। কৃষ্ণ ব'লে যে পথে যাবে তাই সরস ও মধুর, কৃষ্ণনামে বন্ধুর ভূমি থাকে না ; অতএব, সরস নীরস বাহিরের লোকের বিচার মাত্র, নচেৎ দুইই সমান।

পিতা, মাতা ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান।

মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে ; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটী কথা—আমি যে দেব মূর্ত্তিটি পূজা করি সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটিকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কিনা বল দেখি? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা

হয়; তাই বলি নিজের মার মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুকুর, বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মাদিকেও ঘৃণা করিও না। যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিও।

পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয় তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা মাপ সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁর সেবা করিতে সক্ষম হইবে। জানত "charity begins at home" সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে চিরদিন negligent studentএর মত গলদ spelling করিতে হইবে। তাই বলি প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়ে করিতে চেষ্টা করা উচিত। মা বাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটীতে মন না লাগাইলে চিরদিন careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা মাতাকে মনুষ্যদেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে। যদি কেহ ঈশ্বরকে চর্ম্মচক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান, তাঁহারা মা বাপকে দেখুন। Entrance examination এ pass না হলে কেহ কখন Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতা মাতার সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর Collegeএ থাকার ইচ্ছা রাখা বাতুলের কর্ম্ম।

এ সংসারে যে বস্তুর উপর নজর পড়ে, সেইখানেই মায়ের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাই। মনে হয় যদি এ পৃথিবীতে মায়ের

ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে এক মূহুর্ত্ত ও এ সংসার থাকিত না। যেমন জল বিনা কোন ফসলই থাকিতে পারে না, তেমনি মাতৃস্নেহ ব্যতীত এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না।

মা আশীর্ব্বাদ করিলে কখনও কাহারও কষ্ট থাকে না। মা সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে এ জগতে তাহার কিছুই অভাব থাকে না, সর্ব্বদাই সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া অন্তিমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার মা কান্দেন, তাহার সোণার সংসারও দেখিতে দেখিতে ছারখার হইয়া যায়, আর মহা ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হইলেও অন্তে নরক বই আর অন্য স্থান হয় না।

মা কি জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বলি। দেখ গাভীর দুগ্ধ খাই এই জন্য তিনি মা এবং পরম পূজনীয়া, পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য তিনি মা, দেবদেবীগণ আমাদিগকে সুখ দিতে-ছেন এই জন্য তাঁহারা পূজনীয়। সাধুগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেখাইতেছেন এই জন্য তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। গুরু মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেছেন, এই জন্য তিনি পরম পূজনীয়। এই সমস্ত গুলিই আমাদের পূজার জিনিষ; কিন্তু এক মাই দুধ দিতেছেন, সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিতেছেন, আমরা কিসে ভাল হব, আমরা কিসে সুখে থাকিব, সদাই তাহার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে গৃহকর্ম্ম হইতে দেব সেবা পর্য্যন্ত শিখাইতেছেন, কোনটী করিতে হয়, আর কোনটী করিতে নাই, শিক্ষা দিতেছেন, আর পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কেননা পূর্ব্ব মত শিক্ষা। এখন দেখ দেখি, এক মায়ে একাধারে সমস্ত গুলিই আছে কিনা? মা গাভী, মা পৃথিবী, মাই দেবতা, মাই সাধু, মাই গুরু। এক মা সন্তুষ্ট হইলে এই সমস্ত গুলিই সন্তুষ্ট হন।

যতদিন মা আছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া তাঁর তুষ্টি সাধন করিবে। মা সানন্দ মনে যখন যা বলিবেন তাই পাইবে। মা বাপের আশীর্ব্বাদ

কখনই বৃথা যায় না, এটী স্থির জানিয়া তাঁদের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

মা বাপ যতই অনাদর ও অযত্ন করুন, ছেলে মেয়ের তাঁদিগকে অগ্রাহ্য করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে পাপ হয়। এক পাপের ফলে এমন নির্দ্দয় মা বাপ পাইয়াছি, আবার কেন নূতন পাপ ক'রে নূতন কষ্টের সূত্রপাত করি? তাই বলি মনে মনে কখন মা বাপকে অবজ্ঞা করিও না, কেবল নিজ কর্ম্ম দোষ মনে করিয়া কর্ম্মকেই দোষ দাও, দেখিবে প্রভু মঙ্গলই করিবেন।

পিতা মাতার শ্রীচরণতল অপেক্ষা মহাতীর্থ আর নাই। অতএব মাতৃচরণ আশ্রয় ক'রে থাক; সমস্ত তীর্থই ঘরে বসে দর্শন করিতে পারিবে। একবার "পিতাধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি কথা কয়টি মনে ক'রে দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে। তাঁদের চরণোদক নিত্য পান করিয়া সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল ঘরে বসে লইতে ভুলিও না; ঐ চরণ ধৌত জলই ভবরোগ নিবারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় করিবে; এটি মনে প্রাণে এক করিয়া জানিও. ইহাতে যেন কোন রকম সন্দেহ না আসে।

পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ নররূপী দেবতা মনে করিবে; তাঁহাদিগকে সেবা, বাক্য প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তোমায় সমস্ত বর দান করিবেন। দেখ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব যে শ্রীকৃষ্ণকে এত বশ করিয়াছিলেন, এ কোন তপের ফলে নয়, এ কোন যজ্ঞের ফলে নয়, কেবলমাত্র মাতৃভক্তির দ্বারা, কুন্তির বরে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। কুন্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, আমার ছেলেদিগকে বনে বনে রক্ষা করিও; কৃষ্ণও তাহাই করিতে বাধ্য। কার সাধ্য মাতৃবাক্য

অবহেলা করে; আরও দেখ লক্ষণ যে ১৪ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় ছিলেন, এ কেবল মাতৃ আজ্ঞার জোরে। এটী মনে মনে রাখা কর্ত্তব্য, মা যখন যাহা বলেন সেগুলি বেদবাক্যের মত সত্য ও ফলপ্রদ। পিতা-মাতা কখনই মিথ্যা বলেন না। পিতা মাতা সাক্ষাৎ গুরু, সাক্ষাৎ দেবতা, এ কথাটী নিদ্রিত অবস্থাতেও ভুলিও না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ঘরে থাকিলে মার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবে, যখন কেহই নিকটে থাকিবে না তখন উভয়কেই উদ্দেশে প্রণাম করিবে। দেখিও ভুলিও না, ইহাতে লজ্জা কি? লজ্জা করিয়া পাপের পথ পরিষ্কার করিও না। ঈশ্বরের নিকট আবার লজ্জা কি? যাহাদের পিতা মাতা নাই তাহারা উদ্দেশে আপন আপন মা বাপকে প্রণাম করিবে, এই ত শাস্ত্র বচন।

গুরুজনের উপর বিশেষ ভক্তি করিবে, তাঁরা কোন অন্যায় কথা বলিলে তাঁদের উপর ক্রোধ করা উচিত নয়। বল দেখি যদি আমি সাঁতার দিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে জলকে দোষ দিব, না কি সাঁতার না জানার জন্য আপনাকে দোষ দিব? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, তার জন্য আগুনকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, নিজের অসাবধানতার জন্য নিজেকেই দোষ দেওয়া উচিত। সেই রকম যখন গুরুজন কোন প্রকার ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন দুর্ব্বাক্য বলিবেন তখন তাঁদের উপর কোন প্রকার অসন্তুষ্ট না হইয়া আপনার কর্ম্মের উপর ক্রোধ করা উচিত। এমন কোন কার্য্য করিতে নাই যাহাতে গুরুজনের মনে কষ্ট হয়।

স্বামী পরম দেবতা, স্বামীর মা বাপ নিজের মা বাপ জ্ঞান করিবে। যাঁরা তোমায় জন্ম দিয়াছেন, তাঁরা তোমাকে দান করে দিয়েছেন, অতএব দেওয়া জিনিষের উপর তাঁহাদের কোন দাওয়া দাবী নাই।

যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া করে, তবে তার পাপই হয়। এই রকম শ্বশুর শাশুড়ীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী মনে করিবে। তাঁরা আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে কোন কষ্টই হইবে না। কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে থাকিলেও আনন্দ পাইবে না।

যেমন সকল পূজাতেই নারায়ণ চাই, "সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ", তেমনি সকল কাজেই স্বামী চাই। যেমন নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলেই সকল দেবতা তুষ্ট হন, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" তেমনি স্বামী তুষ্ট হইলেই আর তার কিছু বাকী থাকে না।

সংসার রহস্য।

এ জগতে যা কিছু দেখিতেছেন সকলই দুদিনের, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে। সেই জন্য যাহারা এ পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যায়, তাহারা সকল রকমে প্রতারিত হয়। কেহ আপনা ভুলিয়া পুত্র কন্যাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, তাহারা না বলিয়া দাগা দিয়া চলিয়া গেল; কেবল কাঁদিবার জন্যই ভালবাসিয়াছিল। কেহ স্বামীকে, কেহ স্ত্রীকে, কেহ অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে গিয়া এই রকমে প্রতারিত হয়।

এ পৃথিবী দুদিনের জন্য এবং এ পৃথিবীর সুখ দুঃখও অল্প কালের জন্য তাই বলি, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনের আনন্দকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণই চির সুহৃৎ, তিনিই নিজ জন, তিনিই পরাণের পরাণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহাকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণ ছাড়িয়া যাহাকেই ভালবাসিতে চান, তিনিই দাগা দিবেন, কৃষ্ণ ছাড়া যাহাই চাহিতে যান, তাহাতেই মনস্তাপ বই আর

কিছুই পাইবেন না। তিনি একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়ের প্রেমময় বন্ধু। এমন অকপট বন্ধুকে ভুলিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়া মায়িক কপট বন্ধুদের নিকট আদর ও ভালবাসা চাহিয়া প্রতারিত হই। এ পৃথিবীতে যাহা দেখুন সকলেই এই আছে এই নাই, কোন জিনিষকেই চির দিনের বলিয়া ভালবাসিতে পারা যায় না। এমন মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, কতবার পাইয়াছি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি আবার প্রতারিতও হইয়াছি। যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কই তাহাদের জন্য ত একবারও ভাবিনা, আর তারাও ত সকলে ভুলে আছে! আমার মত সকলেই এই ভব ঘোরে পড়ে হাবু ডুবু খাইতেছে, একবার মুখ তুলে হাঁপ ছাড়িয়া মনে করিতেছে, চিরদিনের মত জুড়াইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অতলে ডুবিয়া চেতন হারাইতেছে; এমন গোলক ধাঁধাঁ আর কিছুই নাই। আজ যাঁহাকে পলকে পলকে হারাইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছি, কাল তাঁহাকে হারাইয়া আবার একটী ঐ রকম ক্ষণস্থায়ী জিনিষে প্রাণ লাগাইয়া, আনন্দে সব ভুলিতেছি। ধন্য প্রভু তোমার এ খেলা, যাহার আদি নাই অন্ত নাই চিরদিনই এক রকম ভাবে চলিতেছে, অনন্ত চেষ্টাতেও একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই ও করিবারও ক্ষমতা নাই, যেমন চালাইয়া দিয়াছ তেমনই চলিতেছে ও চলিবে। প্রভু হে, দয়া করে এ অপূর্ব্ব রাধা চক্র হইতে একবার নামাইয়া দাও, মনের সাধ মিটাইয়া চক্রটী দেখে লই। প্রভু, ঘুরিতে ঘুরিতে আর কত দেখিব! কাতর প্রাণে অধীর হইব, না আনন্দ পাইব!! ঘুরে ঘুরে কাতর হইয়াছি প্রভু একবার নামাইয়া দাও!! এ পৃথিবীর কোন দ্রব্যই আপনার আমার চিরদিনের জন্য নয়, আজ যিনি দিয়াছেন কাল তিনি কাড়িয়া লইবেন। যিনি দেন তিনিই নেন, আমরা দুচার দিনের জন্য পালন করি বলে নিজের মনে করি ও তাই হারাইলে কাতর হই। একটু

বুঝিলে আর মিথ্যা ভ্রমে পড়িতেও হয় না আর হারাইয়া কাঁদিতেও হয় না। তাই বলি এ জগতের সকল দ্রব্যই তিনিই দেন আবার তিনিই লন এখানে আমার বলিতে আমার কিছুই নাই; এ শরীরটীও তিনিই দিয়াছেন ইচ্ছা হইলেই লইয়া যান। পরের ধনকে নিজের মনে করিয়া অনর্থক ছাড়িবার সময় কষ্ট পাই। কৃষ্ণ যেন আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সদাই আমাদিগকে এটী মনে পড়াইয়া দেন।

সংসারে পুত্র কন্যা ভ্রান্তির পতাকা ও ফলস্বরূপ, ভ্রমে উৎপন্ন পদার্থ হইতে যাহারা সুখ বাঞ্ছা করে তাহারা দ্বিগুণ ভ্রমে পতিত হয়; তবে রসিক জন আপনাদের পরাজয়-নিশান সম্মুখে রাখিয়া কাজ করে—যেন, আর দ্বিতীয় বার ভ্রমে না পড়ে।

কাহারও জন্য বেশী ভাবিবেন না, কোন জিনিষেই বেশী মুগ্ধ হইবেন না। বেশী ভালবাসিতে চান, বেশী আদর যত্ন করিতে চান তাহা হইলে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকে আদর করুন চির সুখে থাকিবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা করুন, তবে বেশী ভালবাসিয়া প্রতারিত হইবেন না। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকুন, ভবিষ্যৎ চিন্তাতে বৃথা কাতর হইবেন না।

এ সংসার চিরদিন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এ সংসারে যাহা কিছু আমার বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই থাকিবে না। মান বল, ধন বল, স্ত্রী পুত্র পরিবার বল, কিছুই আমার চিরদিনের জন্য নয়, এটী একেবারে স্থির। একটী বাগান কিংবা একখানি বাড়ী আপনি আজ ভাড়া করিয়া দুদিনের জন্য তাহাকে নিজের মনে করিতেছেন সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই তাহারা আবার অন্যের হইয়া যাইবে। বাগানবাড়ী ইত্যাদি তেমনই থাকিবে, কেবল আপনিই তাদের অধিকারী থাকিবেন না। তাই বলি

দুদিনের যা, তার জন্য কেন কাতর হন? লক্ষ কোটী টাকা থাকিলেও আপনার উদরপূরণমত মাত্রের আপনি অধিকারী, তারপর সকলই অন্য স্থানে একত্র হইয়া থাকে মাত্র।

এ পান্থনিবাস। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্তই থাকিবে, তারপর অন্য স্থানে; এই রকম ক্রমাগত এক একটী ছাড়িতে হইবে। তবে আর বর্ত্তমানটীর উপর একবারে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট না হইয়া, সদাই পান্থশালা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। এখানে যে সকল দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, যতই মূল্য দিয়া খরিদ কর, আর যতই যত্ন কর, লইয়া যাইতে কেহ কখনও পারেন নাই আর পারিবেনও না। তবে একটী দ্রব্য আছে, যাহা জীব মাত্রেই প্রথমতঃ অরুচিকর জ্ঞানে গ্রহণ করে না, সেইটী সংগ্রহ করিতে পারিলেই সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং কৃতার্থ হইবে। সেই দ্রব্যটীর নাম "হরিনাম"। জীবগণ নানা রকমে মোহে পতিত হইয়া, এ নাম শ্রবণ-মাত্রেই শিহরিয়া উঠে ও দূরে পলায়ন করে। কেননা এই নামের এমনই গুণ, যে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ ইহার ধ্বনিমাত্র স্পর্শেই দূরে পলায়ন করে। জীবকে ঐহিক সুখে বঞ্চিত করিয়া চিরস্থায়ী পারমার্থিক সুখে ডুবাইয়া দেয়। তাই বলি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী মনে করিবেন না।

হে পরমেশ্বর, তোমার অচিন্ত্য মায়া। তোমার এই মায়ার এমনি চমৎকার গুণ যে জীব সকল আপনা আপনি অতি আনন্দের সহিত এই ফাঁসটী গলায় লইতেছে। যা' হউক তুমিই ধন্য! যার এমন কৌশল!! জীব সকলের যেমন পায়ের সংখ্যা বাড়ে, ততই তাহারা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না; পা থাকা সত্বেও মাটি ধরিয়া চলিতে হয়। দেখ, মানুষের দুটি পা তারা বেশ মাটী ছাড়িয়া চলিতে পারে, তারপর যত পায়ের বৃদ্ধি ততই অকর্ম্মণ্য। দেখ, বিছে, কাণকোটারি

প্রভৃতির অনেক পা এই জন্য তাদের পৃথিবীর উপর ভর দিয়া চলিতে হয়, তাহারা অধিকতর পৃথিবীর হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের রাস্তাতেও তাই, যতক্ষণ মনুষ্যের দুইটী মাত্র পা থাকে, ততক্ষণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, পরে যখন বিবাহ হয়, তখন আর দুটি পা বৃদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয়; কিন্তু তখনও চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তারপর যত পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ ইত্যাদি হইতে থাকে, ততই পদ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর কখনই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তখনই পূর্ণরূপে মায়াফাঁসে হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া এই দুঃখময় সংসারে হাবুডুবু খায়। এই প্রকার বদ্ধজীবের ক্রন্দন, পরমেশ্বর করুণাময় হইয়াও শুনেন না। যতই এই সংসারের খেলা খেলিব না মনে করিতেছি, ততই দিন দিন নূতন নূতন খেলা আসিয়া আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে। জানিনা আমাদের এ খেলার অন্ত আছে কিনা? যা যা খেলা আসিতেছে খেলিতে থাকুন, কিন্তু এটী সদাই যেন মনে রাখিবেন যে দুই দিনের পর এ সব ছেড়ে যেতে হবে। এই সংসারের খেলাকে নিত্য চিরস্থায়ী মনে করিয়া যেন বদ্ধ না হন, এই ভাবে খেলা খেলিতে থাকুন কিন্তু মনকে সেই নিত্যসখার পাদপদ্মে রাখিয়া দেন। দুই দিনের জন্য যে সকল খেলার সাথী, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামীরূপে মিলিয়াছে তাহাদিগকে পাইয়া সেই নিত্য আর বড় দয়াল প্রাণের সখা হরিকে ভুলিবেন না।

এ সংসারের সম্বন্ধ সমস্তই অল্পদিনের জন্য। এ জন্মের পূর্ব্বে আমরা কতবার কত নূতন নূতন রূপে এ সংসারে আসিয়াছি। কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন পশু, কখন পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে এ সংসারে আসিয়াছিলাম, তখনও ত আমাদের ঘর, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ সকলই ছিল কিন্তু দেখুন, তাহারা এখন কোথায়! কই আমরা ত একবারও এখন

তাহাদের জন্য ভাবি না! দেখুন তখনও আজকার মত সুখের পাতান ভালবাসা ছিল, কিন্তু সময়ে আমরা সে সকলকে ভুলিয়া গিয়াছি, তেমনি আবার যখন এই আজকার পাতান সংসারও ত্যাগ করিব, তখন, আবার এই সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছি, তাহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাইব। এ সংসার ছেলেদের খেলাশালের মত আজ এখানে পাতিতেছে, কাল আবার এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই দুই চারি দিনের ভালবাসা পাইয়া, সেই কৃষ্ণের নিত্য ভালবাসাকে ভুলিবেন না। সকলের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ, সকল সময়েই খেলিবার সঙ্গী; যখন জীব সকল গর্ভে থাকে, তখন নিত্য সঙ্গী কৃষ্ণ, সেই ঘোর নরকের মত স্থান গর্ভেও তাঁহার সঙ্গে খেলেন। কখন হাঁসান, কখন নাচান, ক্ষুধা পাইলে আহার, তৃষ্ণা পাইলে পানীয়, দিয়া রক্ষা করেন। এখন বলুন দেখি, তাঁর চেয়ে আর কেহ কি অধিক ভাল-বাসিতে পারে,—না কি অধিক ভালবাসে? তাই বলি সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে ভালবাসুন। তাঁহাকেই কেবল আপনার মনে করুন। তিনি সকলেরই মা, বাপ, ভাই, বন্ধু ও স্বামী। তাঁহাকে ভালবাসিলে সকলকে ভালবাসা হইল। এই কথা বলিলাম বলে মনে করিবেন না আমি এই সংসারের সমস্ত আপনার জনকে ভালবাসিতে নিষেধ করিলাম। সকলেই আপন আপন বন্ধু বান্ধবকে প্রাণের সহিত ভালবাসুন কিন্তু মুগ্ধ হইবেন না। সদাই মনে রাখিবেন যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেবল সেই রাধাগোবিন্দকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসুন, আর তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনিও আপনাদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিবেন, তিনিও আপনাদিগকে আপনার করিয়া লইবেন। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, আর নিত্য নূতন; তাই বলি তাঁহাকে ভালবাসুন।

যাহার লক্ষ ভাবনা, দিনান্তে সমস্ত গুলির বিষয় ভাবিয়া শেষ করিতে

পারে না, তাহাকে আবার একটী ভাবিবার নূতন পথ দেখিয়ে দিতে হয়? একটী মানুষ মরণদশায় পতিত দেখিয়া কেহ কি তাহার গলা টিপিয়া দেয়? আমরা সর্ব্বদা চিন্তাসমুদ্রে বাস করিতেছি, তার উপর মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ডেকে আনা কি ভাল? যাহা হউক হাঁসিতে শিখুন, হাঁসাইতে শিখুন, তবে দুঃখের সংসারে কিছু সুখ পাইবেন। সংসারে একেই ত সুখ নাই, তার উপর সর্ব্বদা কাঁদিয়া কেন দুঃখ বৃদ্ধি করেন? ঘোর অন্ধকার তাহার উপর আবার চক্ষু বুজা কেন? চাল সহজেই চিবান যায় না, তাহার উপর তেঁতুল খাইয়া দাঁত টকান কেন?

এই পৃথিবীর কটা দিন পথিকের পান্থশালায় রাত্রিবাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া রাত্রিটুকু কাটায়, তাহারা উভয়পক্ষেই ঠকে মাত্র, না বিশ্রাম করিতে পারে, না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয়বার গমনের জন্য সবল হইতে পারে। তাই নিবেদন, এ পৃথিবীর কোন কার্য্যের জন্যই বেশী চিন্তিত না হইয়া অহরহঃ হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে, সবল ও সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ পৃথিবীতে যে কটা কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি, চিন্তা করি বা না করি, অবশ্যই করিয়া যাইতে হবে, তবে আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি! সেই সময় টুকু হরিনাম ও হরিগুণগানে কাটাইয়া জীবন সার্থক করি না কেন!

জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবাই সেই প্রাণবল্লভের যাদুঘরে নাচিতে খেলিতে আসিয়াছে। সবাই আপন আপন খেলা দেখাইয়া সময়ে চ'লে যাবে। প্রাণ-বল্লভের নজর সকলের উপরেই সমান; এ theatreএ কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ঋষি, মুনি, দণ্ডী, স্বামী, পরমহংস আর কেউ বা হনুমান্, কুকুর, শৃগাল, মাতাল সাজিয়াছে মাত্র।

তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলের খেলাই তাঁর মন আকর্ষণ করিতেছে। যে যেমন কাজ করিতেছে তাকে তেমনই নূতন নূতন ফল—হয় ভাল না হয় মন্দ—দিতেছেন; তবে বেতন সবাই পাইতেছে। যাত্রাদলে একজন পুস্তক নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সকলকে তাঁ'দের part বলে দেয়, সকলের সমক্ষে বলিতে গেলে, রসভঙ্গ হবে আর লোকে হাঁসিবে। তেমনি আমার কালাচাঁদ, লুকিয়ে লুকিয়ে সকলের কথা শুনে, ভুলপে ব'লে দেয়, দেখা দেয় না, তা হলে মাধুর্য্যের লোপ হয়। এর জন্য আমার প্রাণনাথকে নিষ্ঠুর বলিবেন না; আমরা ভাল act করিতে পারিলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। যাত্রা ভাঙ্গলে কত কি পুরস্কার দেন, ইহারই নাম জীবের ক্রমোন্নতি। আবার যারা ভাল act না করিতে পারে তাহাদিগকে বেতন দেন, আর নিজে মাষ্টার রাখিয়া শিক্ষা দেন; নিজের খরচে শিক্ষক, নিজের খরচে শিক্ষা দিয়া আবার তাহাদিগকে ভাল কর্ম্ম করিতে দেন। দেখুন নাথ আমার কত দয়াময়! আর তাঁকে নিষ্ঠুর বলিবেন না। বলুন দেখি যখন কেহ দ্রৌপদী সাজিয়া, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ, ব'লে চক্ষের জলে ধরা ভাসাইয়া শ্রোতৃগণকে কাঁদাইতেছে, সে সময় যার দল সে এসে যদি সেই অবস্থাতে দাড়ি ধ'রে চুম খায়, তা হ'লে লাগা গান ভেঙ্গে যায় কি না? কেবল এই জন্য আমার দয়াল হরি ইচ্ছা থাকিলেও সব সময় দেখা দেন না, এর জন্য তাঁকে নিষ্ঠুর বলি কেন?

জন্ম-মৃত্যু-রহস্য।

জন্ম মৃত্যু দুইটি একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার করে মরে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই; আমরা কেবলমাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই।

আগুনে মানুষ পুড়ে, আগুন নিভে যায় কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। মানুষ চলে যায়, কিন্তু স্মৃতি কেবল যাতনা দেয়। যদি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটুকুও চলিয়া যাইত, তবে কোনই কষ্ট থাকিত না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ নিভিয়া যাইত। স্মৃতিই কষ্টের মূল।

মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে একবার বিশ্রাম ক'রে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আবার আমাদের নবজীবন আসে, তখন আমরা নিজের পথে চলিতে থাকি। জেল হইতে খালাস পাওয়ার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময়, সম কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ হয়, তখন একজনার খালাস হ'লে, অন্য কয়েদীগণ যেমন দুঃখ ক'রে কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে, তেমনই আমরা যে যায়, তার জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই। প্রকৃত সাধুগণ এই জন্যই ইহার জন্য কাতর হন না, তাঁরা মনে প্রাণে বুঝেন যে জীব কয়েদ হ'তে খালাস হইল, একটা দোষ, ভোগের দ্বারা নষ্ট হইল।

এ ভবে আসিয়া তুমি চাহিবে কি? আর চাহিলেই বা পাইবে কোথায়? যেমন চাকরিতে ঢুকিতে হ'লে একটা agreementএ দস্তখত ক'রে দিতে হয় এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হয়—যে যেমন কাজ করে পূর্ব্ব হইতেই যেমন তাহার একটা নিয়মবদ্ধ থাকে,—তেমনই জীব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার কর্ম্মের ফিরিস্ত হইয়া থাকে। জীব আসিয়া সেই কর্ম্ম কয়টী করে আর নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়; ইহারই নাম জন্মমৃত্যু।

কর্ম্মফল বা পাপ পুণ্য।

যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়, কিন্তু যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভান করিয়া পাপ করে তাহাদের উদ্ধার কোথায়? গত কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, তার জন্য দুঃখ করিও না। পাপীগণ যে দিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহাদের পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নব জীবন হয়।

মৃত্তিকাতে যে যে বীজ বপন করা হইয়াছে, সময়ে যেমন সেই সকল বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, কেহ বা ফল ফুলে শোভিত হইয়া নিজেও সুখ পায়, আর যে দেখে তাকেও সুখ দেয়, কেহ বা অঙ্কুরিত হইয়াই অল্পক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায় সেই রকম, যে যে কর্ম্মবীজ জড়িত হইয়া এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল বীজ অবশ্যই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে সময়ে সুখ ও দুঃখ দিতে থাকে।

একটি কথা, কদাচ আপনাকে ঘৃণিত পাতকী মনে করিও না। যাহারা কৃষ্ণ নাম লইয়াছে পাপ তাহাদের নিকট যাইতে ভয় পায়। একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম লইলে সুদর্শন চক্র সদাই তাহার চারিদিক

রক্ষা করেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করেন। তবে বল দেখি কি করিয়া পাপ নিকটে থাকিতে পারে? তার কি প্রাণে ভয় নাই? তাই বলি কখনও এমন মনে করিয়া কৃষ্ণের মনে কষ্ট দিও না। যেমন, যদি কোন স্বামী আপন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং সেই স্ত্রী সদাই মরি মরি করিয়া অনর্থক স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি সে স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়! তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ আপনাদিগকে পাপী পাপী মনে করিলে কৃষ্ণের বড় কষ্ট হয়, তাই বলি এইরূপ করিও না।

যারা কৃষ্ণ চায়, তারা কি পাপ পুণ্যকে ভয় করে? তাদের আবার পাপ পুণ্য কোথা হ'তে আস্‌বে? কৃষ্ণের রাজ্যে পাপ পুণ্য নাই, সে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ ধাম, সেখানে পাপ পুণ্য যেতে পারে না। যেন পাপ পুণ্য বিচার আমাদের না থাকে, আমরা যেন কৃষ্ণ কৃপাতে এ দুইয়েরই বাহিরে থাকিতে পাই। পাপ পুণ্য যাদের জন্য তারা বিচার করুক, আমাদের ও সব দরকার কি?

পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামের অধিক আদর। পাপ পুণ্য ততক্ষণই জীবকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থল ত্রিতাপতাড়িত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল।

মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। যে কাজটি করা হ'লে, পরে চিন্তা করিলে মন প্রফুল্ল হয়, সেইটীই পুণ্য কার্য্য; আর যাহার চিন্তাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইটী পাপ কার্য্য। সেই কাজটি করিতে হয়, যাহা পাঁচ জনের কাছে বলিতে ভয় ও লজ্জা না হয়।

স্বর্গ নরকে কোন প্রভেদ নাই, আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এ প্রভেদ দেখিতে পাই। যেমন সুখ হইতে দুঃখ ভাল, তেমনি স্বর্গ হইতে নরক বরং আমার জ্ঞানে মহা আনন্দের স্থান। বিস্মৃতি লইয়া স্বর্গ, আর স্মৃতি লইয়া নরক। অতএব নরকই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাই বলি, এ দুয়েরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সদা হরিপ্রেমে মজিয়া থাক, কোন ভয় থাকিবে না। মাতাল, সুখ দুঃখ দুইই বর্জ্জিত।

দেখ, দুইজন লোক সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক জনার পাশে পাশে একখানি নৌকা রহিয়াছে। বল দেখি দুই জনেই বিপদ্‌গ্রস্ত বটে কি না? তবে পৃথক্ এইমাত্র, যে, যাহার পাশে পাশে নৌকা আছে, সে প্রাণের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে মাত্র, সম্পূর্ণ আশা আছে এখনি আমার কষ্ট হইলেই, নাবিক আমাকে উঠাইবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু যাহার নিকট নৌকা নাই, সে যে দিকে চাহিতেছে কেবল অগাধ জলরাশি নজরে আসিতেছে, কোন কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, তাহার কষ্টে শান্তি বা আনন্দ কেমন করিয়া আসিতে পারে? সে'ত এক সমুদ্র পতনে ভয়ে ভীত, তার উপর আবার হতাশার প্রবল তাড়নাতে তাড়িত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে করিয়া প্রাণ যাইবার পূর্ব্বেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। এখন দেখ, তাঁর আশ্রয় লওয়াতে ফল আছে কি না? কর্ম্মমাত্রেরই ফলভোগ সকলকেই করিতে হইবে (কর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমান শরীর ধারণ কারণ), তবে যারা সেই নাবিকের শরণ লইবে, তাহাদের ভয় থাকিবে না। নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে করিতে কোন দিন উত্তীর্ণ হইবেই হইবে। একবার নাবিকের সাহায্যে নৌকাতে উঠিলে আর জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র এই জীবনের কর্ম্মমাত্র ভোগ করিয়া আর আর যে কর্ম্ম সকল সঞ্চিত রহিয়াছে, তা'দিগকে ধ্বংস করিবে এবং

জন্মে জন্মে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু যাহারা সেই কর্ণধারের আশ্রয় লইবে না, তাদের চারিদিকে জলরাশি, কখনও সুখ কখনও দুঃখ পাইয়া অবিরাম গতিতে ঘুরিতে ফিরিতে থাকিবে এবং নিস্তার পাইবার কোনই উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে, এই জন্য পলকের জন্য স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে না, সমুদ্র যেমন তীরশূন্য, কর্ম্মও তেমনি অসীম। একের শেষে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত, একের অন্তে অন্যের আরম্ভ। এ প্রকার সে কর্ম্মনাশা হরিকে ভুলিলে কখনই কর্ম্ম শেষ হইবে না। ভোগের দ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট হয় কিন্তু কর্ম্ম যায় না, যেমন কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। চিন্তার দ্বারা এই কঙ্কালটীর চতুর্দ্দিকে মাংস, পেশী, ধমনী, ইত্যাদি দ্বারা এবং উপরে নানা অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দেখিবে কেমন সুন্দর। এই কারণেই মহাত্মাগণ লিখিয়াছেন "হরি-স্মৃতি সর্ব্বাপদ্-বিধ্বংসী।"

যদি একটি আমগাছ রোপণ কর, সময়ে তাহাতে ফল হইলে, আমগাছে কাঁঠাল কেন হইল না মনে করিয়া কখনও কি দুঃখ করিবে? বোধ হয় কেহ কখন করে না। আম গাছে আমই হইবে, কাঁঠালে কাঁঠাল ইত্যাদি! ইহার জন্য যেমন কেহ দুঃখ করে না, বরং দুঃখ করিলে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করে, তেমনই কতকগুলি কর্ম্মবীজ লইয়া এই শরীরটি হইয়াছে, সময়ে এক একটির ফল ভোগ করিতে হয়, কোনটির আস্বাদন সুমিষ্ট, কোনটির আস্বাদন অতীব বিস্বাদ। এই জন্যই এই সংসারের সুখ দুঃখে মোহিত হওয়া কদাচ উচিত নয়। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা ভোগ করিবার তাহা অবশ্যই ভোগ করিব, কোন উপায়ে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে মিথ্যা কেন ভাবিয়া আপন সময় নষ্ট করি! অনর্থক ভাবনার পরিবর্ত্তে বরং যাহাতে আর এ প্রকার অকাট্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না আসিতে হয়, যাহাতে

সেই চিরানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের চিরসহচরী হইয়া থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? এই কারণেই বলি, সংসারের কার্য্য-গুলিকে নিয়মের এবং তজ্জন্য অবশ্য করণীয় মনে করিয়া করা উচিত, এবং তাহাতে, কোনরূপ অহঙ্কারী হওয়া অনুচিত, সাংসারিক কার্য্যগুলি এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া, অহরহঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন প্রাণ কি ঢালিয়া দেওয়া ভাল নয়? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, তবে আর তার জন্য ভাবিবার দরকার? তোমার ব্যাঙ্কে যে টাকাগুলি আছে তাহা পাইবার জন্য তুমি কি কখন কোন চিন্তা কর? তাই যে কর্ম্মগুলি ভুগিতে আসিয়াছ এবং অবশ্য ভুগিতে হইবে, সে গুলির জন্য ভাবিবার কোন দরকার নাই, তবে এ রকম ভব ঘোরে আর না আসিতে হয়, তার জন্য সেই জগচ্চিন্তামণির চিন্তা সদাই করিতে থাক, একদিন অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইবে, আর এমন গোলমালে আসিতে হইবে না। চিরদিনের জন্য কালার সোহাগিনী হইয়া সুখে থাকিবে।

আমরা কলের পুতুল, যেমন নাচান তেমনি নাচি; যাহারা পুরুষকার পুরুষকার করে চীৎকার করিতেছে, তাহারা প্রকৃত ঘরে ঢুকে নাই। ব্রহ্মবাদিগণ জগৎ ব্রহ্মময় বলে, প্রকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঠিক ভাবে বুঝে না, একটা কি না কি মনে করে রাখে। জগৎ ব্রহ্মময় হ'লে, তুমি আমি বা সেইই প্রত্যেক পদার্থ পরম জ্যোতির্ম্ময় দেখে না কেন? জগৎ ব্রহ্মময় এই ভাবে—আমাদের মহারাজ এখন কোথায় হাজার হাজার ক্রোশ দূরে ইংলণ্ডে, আর আমরা এখানে; কিন্তু আমাদের এখানে ছোট হইতে মহৎ এমন একটি পদার্থ বাহির করিতে পার কি, যাহাতে মহারাজ বিরাজ না করিতেছেন? দুর্গম জঙ্গলে, জলশূন্য প্রান্তরে, অন্যায় কর্ম্ম করিলে কে আমাদিগকে ধরে বল দেখি? সেই বিলাতে বসে আছেন যিনি! গাছের ভিতর, পাথরের ভিতর, দেওয়ালের ভিতর, শূন্যে, আকাশে,

সকল স্থানেই যেমন সেই মহারাজ বিদ্যমান, অথচ যেমন সমগ্র রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও সেই মহারাজকে দেখিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাবে, সমগ্র জগতের মূলকারণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অথচ জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ নাই! এই ভাবেই তিনি জগৎ রক্ষা করিতেছেন; সামান্য দেহরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন, অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে রক্ষা পাইতেছে। শরীরের যেমন কোন স্থানে অত্যাচার আরম্ভ হ'লে, সেখানে নানা প্রকার পীড়া ও অশান্তি আসিয়া প্রথমে ঠিক করিতে চায়, তারপর যখন উৎপাত বেশী হয়, তখন ধ্বংস করিয়া রাজাকে বন্দী করা হয়, রাজা ভাল হলে সন্ধি স্থাপন করা হয়, (ইহাই নরক স্বর্গ), তেমনই ব্রহ্মাণ্ড শাসিত হইতেছে; এমন সুচারু শাসন অন্য কোথাও নাই। এখানে যিনি শাসনের ভার পাইয়াছেন, তিনি নিজেই শাসিত! আমার শাসন আমারই হাতে, আমার দণ্ড পুরস্কার আমারই হাতে, কেমন বল দেখি! একটি পয়সা খরচ নাই অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে; ইহাকেই গীতা "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু" বলে গেছেন।

আর একটি মজা দেখ—কর্ম্ম যে করে সেই ধরিয়ে দেয় ও দণ্ড বিধান করায়? কেমন মজা বল দেখি? আমি চুরি ক'রে পলায়ন ক'রেছি সত্য, কিন্তু আমার সেই চুরি করা কর্ম্মটিই এমনই কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়াছে যাহারা মুখ খুলে খুলে আমার বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে রাজার লোককে বলিয়া দিতেছে আর তাহাদের সাহায্যেই আমাকে ধরে দণ্ড দিতেছে! তেমনই এ ভবে আমার সমস্ত কর্ম্মগুলি আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা করি, করিবার সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মহা মোসাহেবের মত সত্যকে অসত্য আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ক্রীতদাসের মত আমার

মতে মত দিয়া আমার হুকুমে চলেছে, আবার তারাই একত্র হ'য়ে আমাকে কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়াইতেছে। বল দেখি কেমন শাসনপ্রণালী।

এমন সুচারু রাজা-প্রজা মাখান নিয়মে যে রাজত্ব চলে, সেখানে পুরুষকাররূপ despotism কোথায় পাইবে বল দেখি? তাই বলি, এ জগতে যা পাবার নয়, চাহিলেও তা পা'বে না; অতএব মিথ্যা চাওয়া কেন? পাওয়া না পাওয়া সবই অচাওয়ার মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর নাম কর। নাম করা বা হরিভজন করা জীবের বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের মধ্যে নহে—এটী স্ক্রুর উল্টা পেঁচ; বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের হাত হ'তে ছাড়ান পাবার এই একমাত্র উপায়; তাই বলি সব ভুলে নাম কর, সুখে থাকিবে আনন্দ পাইবে। এমন সুশৃঙ্খল রাজত্বে বিদ্রোহ আনিও না; তা'তে নিজেরও অশান্তি, অপরেরও সমান কষ্ট; এ রকম হ'লে অপরাধী নিরপরাধী সমান কষ্ট পাইয়া থাকে। যদি বল নিরপরাধী কেন অন্যের জন্য কষ্ট পাইবে? নিয়মের অতিরিক্ত স্নান ভোজনে আমি অসুস্থ হ'লাম, সত্যই আমি অপরাধী, তবে আমার জন্য গৃহের অপরাপর নিরপরাধীর কত কষ্ট, কত অশান্তি কত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ! তাই বলি প্রভু যেন পুরুষকারবাদ মুখে না আনিতে প্রবৃত্তি দেন। সকল কর্ম্ম তাঁর পায়ে ফেলে দাও আর নিশ্চিন্ত হও। কর্ম্ম অনুসারে শরীর; অতএব তার জন্য চাহিবার কিছু নাই। মাছিকে হাতীর শরীর দিবার দরকার নাই; একটা সন্দেশ-চোরকে কি আর হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়? তাই বলি, শরীরগুলি এক একটী জেলখানা, কর্ম্ম অনুসারেই পাওয়া যায়, যেমন যেমন কর্ম্ম তেমনই তেমনই কয়েদ ঘর। এ কয়েদ ঘর হ'তে বাহির হবার জন্য কি দুঃখ করা উচিত? বরং যাতে আর কয়েদ না আসিতে হয় তার জন্যই কায়-

মনোবাক্যে রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? তাই বলি সব ভুলে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ লও, সুখে থাকিবে, কোন অশান্তি হঠাৎ আসিয়া ধরিবে না। সব ভুলে যাও নিশ্চিন্ত হও। পরের বালাখানা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া দিলে যা ছিল তাও যাবে, গাছতলা আর লোকের উপহাস সার হবে মাত্র। যে জিনিষ সদাই দুলিতেছে তাতে বসে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম্ম। এ জগতে সবই দুলিতেছে, এক মাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম স্থির! অতএব স্থির হইতে হইলে সেই নিত্যস্থির পদার্থটীকে আশ্রয় কর; তাকে ছাড়িয়া ধন জন যৌবন কিছুতেই শান্তি পাইবে না।

যারা গা না ঢেলে, অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে, কিম্বা স্রোতের মাঝেই একবার এটা একবার সেটা ধরে ধরে চিরদিনই চুবনী খায়: ইহাই স্বর্গ নরক। যখন মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ে তখন স্বর্গ, আর যখন তলিয়ে যায় তখনই নরক। এই রকমে জীব স্রোতে গা না ঢালিলে নাস্তানাবুদ হয়।

অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত।

অনুতাপই প্রকৃত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, তবে এটী যেন মনে থাকে অনুতাপের পর দ্বিতীয়বার অনুতাপ হইতে পারে না, তখন কর্ম্মটী অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মটীও চিরদিনের মত ছাড়িতে চেষ্টা করা বিধি।

পূর্ব্ব কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, পর কর্ম্মের জন্য একটু সতর্ক হও। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ কর, অবশ্যই কৃষ্ণ দয়াময় স্নেহের নজর করিবেন।

ত্যাগ কাহাকে বলে।

চিরদিন একই ভাব কোন কাজের ভাল নয়। সম্বৎসর পড়িয়া বৎসরান্তে পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে উন্নতি অবনতির কথা বুঝিতে পারা যায়। ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। মনে মনে ত্যাগ করা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।

সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্তের অবস্থা।

কৃষ্ণের নিকট সকলই সমান, জগৎকে আপনার ভাব; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এইজন্য তাঁর দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগৎকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা দ্বেষ আসিবে না; কেন না পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলে সে দ্রব্যে কখন আত্মজ্ঞান হইবে না। রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে ভাই—আমার গরুটা ফিরাইয়া আন, আমার গরুটার অসুখ করেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হয়েছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না; কেন না সে মনে প্রাণে জানে গরুগুলি তার নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে প্রাণে জানিতে পারা যায়, এ সমস্তই কৃষ্ণের, তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি, ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি। এই চিন্তাতেই জীব মুক্ত হয়, এ রকম পুরুষই জীবন্মুক্ত।

ধন রত্ন তত্ত্ব।

অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও খাওয়াই, অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। রাজচক্রবর্ত্তীও যাবার সময়, ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময়ে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সদসৎকর্ম্ম; তাই বলি অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থ দ্বারা সৎ কর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল, যাহা সঙ্গে যাবে।

এই জগতে যে কেহ আসে, খালি হাত পা নিয়ে এসে, খালি হাতে আবার ফিরে যায়। এখানকার কোন ধন রত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরিবের দুঃখ মোচন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা, এক এক জনকে ভাণ্ডারী করিয়া অন্যান্য ভাই ভগিনীদের ভার তা'র উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে, পিতা আবার তাকে অন্যের দয়ায় ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্তকে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা, জীব জন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিবেন না, তা হ'লে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্ন বস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন।

উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাশা না থাকিলে চাকরীতে থাকাই ভাল। অনেকটা সময় নিজের অধীনে থাকে। তবে অর্থ পিপাসা বলবতী থাকিলে অন্য কথা। সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থ লালসা দ্বারা

জীব করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই, যার যত অর্থ পিপাসা কম সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটী শক্ত শিকল "অর্থ"। এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর,—অসম্ভব নয়।

সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সঞ্চিত একটি পয়সা আর এক ভাণ্ড বিষে কোন প্রভেদ নাই। সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা বিষ বরং ভাল। বিষ সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য ক'রে জরিয়া মারে। সঞ্চিত অর্থ জারে, অচৈতন্য করে, কিন্তু মারে না, কেবল জনমে জনমে নিদারুণ কষ্ট দেয় মাত্র। তাই বলি, অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবেন না; বেশী আসে, নিজের নিকট রাখিবেন না; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ যে নিতে চাহিবে তাকেই দিবেন অন্যকে দিতে সামর্থ্য থাকে আরও ভাল। অর্থ থাক্ আর না থাক্ এ ভবে যা সুখদুঃখ ভোগ করিতে আসিয়াছেন, তাহা বিনা চিন্তাতে ও চেষ্টাতে ভোগ হইবে, তবে আর ভাবনা কেন? ধনকে শাস্ত্রে "দুষ্ট মদ" বলেছে, একে মদ তাতে আবার দুষ্ট, তাই এ ধনকে কখনই এক এক পয়সা ক'রে যুড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। যা'দের সামান্য উপার্জ্জন তারাই অনেকটা সুখী, বেশ করে খায়, আর হায় করে নিদ্রা যায়, কখনই কোন দুশ্চিন্তা তা'দিগকে কষ্ট দেয় না।

পরের ধনে পোদ্দারি বড়ই আনন্দের। এ সংসারে যা কিছু আপনার বলিতেছেন, সে সকল আপনি আনেন নাই, নিয়েও যা'বেন না, কেন না এ সকলই পরের ধন। তবে কেন বৃথা আতু আতু ক'রে খরচ করা, পরের ধন খরচ করিতে আর চিন্তা কেন? মাঝে থেকে খোস্‌নাম নিয়ে যান। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে যিনি আদর করেন তিনিও "অফিসার" এবং তিনি যত বেতন পান—সেই পদস্থ অন্য জন, যিনি নিম্নস্থগণকে তাড়না করেন, তিনিও সেই বেতনই পান। তবে এ দুজনের মধ্যে লাভবান্ কে হয় বলুন দেখি? তার যেমন কিছু খরচ করিতে হয় না,

শুধু মুখের মিষ্টতা, পরের টাকা দিয়ে বেতন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, ইহাতে তার নিজের কিছুই যায় না, মাঝে থেকে সকলের প্রাণ চুরি করে, তেমনই এ পৃথিবীতে আসিয়া পরের ধন বিলাইয়া ফাঁকে ফাঁকে খোস্‌নাম কেন না লইয়া যাই? ধন যার তারই থাকিবে, কেহই নিয়ে যেতে পারবে না, তবে আর মিছামিছি আমার আমার করে কেন ভ্রমে প'ড়ে হাবুডুবু খাই? একবার চক্ষু মুদিলেই, আপনার যারা তারাই বা কে কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় চ'লে যাব, তার কিছুই স্থির নাই। চিরদিন এই মজার খেলা হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কেহ যায় না ব'লেই আসল মজাটী দেখিতে পায় না। পরের ধনে নিজের কার্য্য ক'রে চলুন। কৃষ্ণের ফুল তুলসী কৃষ্ণেরই হ'তে, কৃষ্ণপদে দিলে লাভ বই লোকসান নাই। জগতের সকলই সেই একজনের, তবে আর ভয় কেন, চিন্তাই বা কেন? তার অফুরন্তি ধন যত পারেন লুটান।

আতুরের দুঃখ নিবারণ না করিতে পারিলে অর্থের সার্থকতা হয় না। পুত্রকন্যারূপী যে কয়েকটী পরকে আপনার ভাবিতেছি, কেবল তাহাদের ভরণ পোষণই অর্থের সার্থকতা নয়, এটি মনে মনে জানিবেন, এবং এটি অন্যকে জানিতে না দিয়া গোপনে সাধন করিবেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে দেখিবেন রসিক শেখর কৃষ্ণ আপনার হইয়া যাইবেন।

যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত, শরীর পোষণ করে কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনই অর্থ আসা যাওয়াতে হৃদয় নরম ও পবিত্র করে, আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করিয়া দেয়। এই ভাবে অর্থ উপার্জ্জন, শরীর ও মন শোধন ক'রে।

চিন্তার গরীয়সী শক্তি।

কোন বিষয়ে অধিক চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিতে ভয় পাও সেটী মনে চিন্তা করিতে ভয় পাইবার চেষ্টা করিও। যেটা কার্য্যে কর সেটি গোপন করিবার চেষ্টা করিও না; এমন কাজ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, যাহার বিষয় পরে চিন্তা করিলে মনে কষ্ট পাইতে হয়; এমন কাজ করিতে নাই, যাহা লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না।

অসৎ চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। মন্দ কর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ চিন্তার বেশী ক্ষমতা, এই জন্য হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়। একটি কর্ম্ম অন্যটী চিন্তা। চিন্তার এত শক্তি, যে নাই বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে, অদৃশ্য বস্তুকে দেখাইতে পারে এবং অধরকে ধরিতে পারে। তাই বলি নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই মার্জ্জন করিবে। চিন্তা মার্জ্জিত হইলেই ঘোর অন্ধকার ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আর কিছুই অজানিত থাকিবে না, নখদর্পণ-বৎ সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে।

পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। বরং কার্য্য দ্বারা অনিষ্ট করিবে তবু যেন অনিষ্ট চিন্তা না করা হয়। চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। চিন্তার এতদূর জোর যে চিন্তার দ্বারা সেই অচিন্ত্যকেও ধরা যায়। চিন্তার শক্তি ও গতি সর্ব্ব সময়ে অপ্রতিহত। শক্তিমন্ত জিনিষকে কখন শত্রু করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এ রকম বলবান্ পদার্থ যাহার মিত্র, তার পক্ষে কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই বলি সদা চিন্তার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে সেই পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণ সদা হৃদয়ে বাস করিবেন, তখন তাঁহাকে না ডাকিলেও আসিবেন, তাড়াইলেও যাইতে চাহিবেন না।

পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপের চিন্তা অধিক অনিষ্টকারী অতএব সর্ব্বদাই সংচিন্তাতে সময় কাটাইবে।

একটী স্বাভাবিক নিয়ম, ইচ্ছা বলবতী হ'লে ফলবতী হ'তে আর বিলম্ব হয় না, অবশ্যই ফলবতী হয়, এইজন্যই শাস্ত্রে বাসনাকে এত শক্তিমতী ক'রে লিখেছেন, এই জন্যই দেহের নাম বাসনাময় কোষ। দেহ ও দেহজনিত ভোগাভোগ, বাসনাই গঠন করেন।

চিন্তাই শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিবার প্রধান জিনিষ। পার্থিব চিন্তা যেমন শরীর জীর্ণ করে, কৃষ্ণচিন্তা তেমনই শরীর মন প্রাণকে প্রফুল্ল করে। উভয়েরই নাম চিন্তা বটে; কিন্তু গুণ, এক অন্যের বিপরীত, একই চিন্তা অনুপান ভেদে পৃথক্ ফল দিয়া থাকে। অতএব সুখে থাকিতে হইলে অহরহঃ কৃষ্ণচিন্তা করাই কি বিধেয় নয়? নিত্যানন্দের চিন্তা নিত্যানন্দের কারণ, অতএব ভ্রান্ত আমরা কেন যে নিতাই পদ চিন্তা না করি বলিতে পারি না।

সর্ব্বদা সংচিন্তা করিবে। এটি মনে রাখিও, চিন্তার শক্তি কর্ম্মের অপেক্ষা কোটীগুণ বলবতী। এইজন্য সেই অধরকে ধরিতে হইলে একমাত্র চিন্তারই আশ্রয় লইতে হয়। অসৎ চিন্তা দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হ'তে পারে অসৎ কর্ম্মের দ্বারা তত হ'তে পারে না। পরোপকারব্রতকে সংচিন্তার সঙ্গিনী ক'রে দিও, এদের দুটিতে সুমিল।

কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়াই, চিন্তাগুলি সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধৌতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে।

সদাই সদালাপ করিবে। বন্ধুর সঙ্গে পরিহাসচ্ছলেও কখন কুকথা কহিও না বা কুভাব মনে আনিও না। দেখ অন্তরটি হরির থাকিবার স্থান, কোন রকম ময়লা রাখিয়া প্রভুকে কষ্ট দিও না। বরং কুকার্য্য করিও,

কিন্তু কুচিন্তা কদাচ অন্তরে স্থান দিও না। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার শক্তি বেশী, তাই বলি, নিজ নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে; যে দেখিবে সেই আনন্দিত হইবে। কৃষ্ণ ভজনের প্রথম ধাপই এইটি। চিন্তাগুলিকে সৎ করিতে সদাই যত্নবান্ হইবে।

জীবনের ও সাধনের সত্ব, রজ, তম অবস্থা।

ঈশ্বরসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, যে তম আরম্ভ, রজ মধ্য অবস্থা, সত্ব শুদ্ধ অবস্থা। জীব যদি ক্রমে তম হইতে আরম্ভ করিয়া সত্বের দিকে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে তার শরীর আপনা আপনি খারাপ হইয়া পড়ে। বাল্যকাল জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই গণ্য নয়; যৌবন হইতে অবস্থার আরম্ভ, সেই অবস্থাতে মানুষ তম গুণাক্রান্ত হইয়া নানা কার্য্য করে, তখন সহ্যও হয়; পরে প্রৌঢ় অবস্থা আসে; তখন মানুষ তম সত্বের মাঝামাঝি থাকে; পরে বার্দ্ধক্য অবস্থা, তখন সত্বগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাধন সম্বন্ধেও তাই, শক্তি আরম্ভ, শৈব সৌর প্রভৃতি মধ্য অবস্থা এবং বৈষ্ণবতা চরম। আমাদের এখন মার নিকট থাকিবার সময় নাই, বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছি; অতএব এখন জগৎস্বামী কৃষ্ণের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। এখন অনেক পুণ্যফলে ব্রজধামে আসিয়াছেন, অন্তর্ব্বাহিরের ময়লা ধৌত করিয়া মধুর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখে থাকিবেন। মাংস ইত্যাদি তামস ভোজনে, পশু হিংসা ইত্যাদি তামস যাগ যজ্ঞে রত থাকিয়া শরীর মন অপবিত্র করিবার আর সময় নাই। এখন শুদ্ধাহারে ও কৃষ্ণ নামে রত হওয়া উচিত।

যদি বলেন পুরুষানুক্রমে শাক্ত, কেমন করিয়া নূতন পথ লইব? ইহার জন্য কেবল প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও বিদুরকে দেখাইতেছি। যত দিন অজ্ঞান অবস্থা তত দিনই মা মা করিয়া, মেয়ে মার নিকট থাকিতে চায়, তার পর স্বামীর জন্য পলকে প্রলয় বোধ করে। কৃষ্ণই একমাত্র জগৎ স্বামী এই জন্য নিবেদন কায়মনোবাক্যে সতীর মত সেই স্বামীর শরণাগত হইয়া কৃতার্থ হউন।

সৎ ও অসৎ সঙ্গ।

যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরি কথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধু পদবাচ্য হইতে পারে না।

অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। অসৎ সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা করিবে যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায় তাহা কখনই দুষ্প্রাপ্য থাকে না; তাই বলি পাও আর নাই পাও, সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে, দেখিবে সেই ইচ্ছাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন। তখন পলকে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া যাইবে এবং চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে; ইহা সত্য বলিয়া জানিও, যে লাভ কৃষ্ণ সঙ্গেও দুর্ল্লভ, সাধু সঙ্গে তাহা অতীব সুলভ। সাধুর এ মান্য কৃষ্ণই দিয়াছেন। সাধুগণ সকলই কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়াছেন, কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁদের মান্য এতটা বাড়াইয়াছেন। তাই বলি সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে।

নিতান্ত সংসারীর সহবাস মনে ত্যাগ করিবে, ভক্তগণের সহবাস মনে প্রাণে ইচ্ছা করিবে।

মনের মত সঙ্গী না পাইলে সর্ব্বদাই একলা থাকিবে।

পার্থিব বন্ধুগণকে পৃথিবীর ভালবাসা দিবে কিন্তু প্রাণের বন্ধুদিগকে প্রাণের ভালবাসা দিতে ভুলিও না। যাহারা প্রাণপতির সোহাগ চিনিয়াছে এবং তাঁহার কথাতেই সুখী হয়, তাহারাই প্রাণের বন্ধু; আর যাহারা সংসারের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হয়, তাহারাই পার্থিব বন্ধু। দেখিও একের প্রাপ্য অন্যকে দিও না তাহা হইলে কেহই সুখী হইতে পারিবে না।

সাধু সহবাস ব্যতীত যেন অসৎ সঙ্গ কখন করিবার ইচ্ছা না হয়। নিতান্ত ভালবাসার উপরোধেও যেন অসৎ স্থানে ও অসৎ সঙ্গে না যাওয়া হয়।

অসৎ সঙ্গ ও অসৎ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, যা'দের নিকট বসিলে হরি কথা হয় এমনই সঙ্গ করিবে।

শরীর ও আহার তত্ত্ব।

শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হবে? মাটীর দ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে পারে না। সোনা মাটী হইতে পারে না। সেই রকম তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিকই হইয়া থাকে।

শরীর ভাল রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ; বীর্য্য ধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটী যেন মনে থাকে।

শরীরই সাধনের মূল। শরীরটী সুস্থ থাকিলে যেমন ইষ্ট চিন্তাতে আনন্দ হয় তেমন রুগ্ন শরীরে হয় না। এই জন্য মুনি ঋষিগণ সমাধি অবলম্বন করিয়া শরীরকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন, কেননা তাহা করিতে পারিলে অনেক দিন ধরিয়া সাধন করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যই হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। শরীরের উপর বিশেষ যত্ন রাখিবেন। যুক্ত আহার বিহারে সদাই যত্নবান্ ও সাবধান হইবেন। ভাল খাদ্য ব্যতীত মন্দ ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করিবেন না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি দেবোপভোগ্য দ্রব্যের উপর নজর বেশী রাখিবেন। শাক প্রভৃতি ও ফলাদি বেশী ব্যবহার করিতে পারিলে, শরীর বেশ ভাল থাকে ও অনেকটা নীরোগ হইয়া থাকে মনে রাখিবেন।

দেবতাগণ, সত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কোনও না কোন গুণের পক্ষপাতী। সত্ব গুণাবলম্বী হইয়া কোন দেবতার আরাধনা করিতে হয়, কেহবা রজগুণ প্রিয়, আর কেহ বা তামসিক। আবার এই তিনটী গুণের যোগ বিয়োগে শরীর। তাই বলি শরীর অনুযায়ী সাধন করিলেই সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। শরীর আবার আহারের উপর নির্ভর করে, এই জন্য যার যেমন আহার, শরীর তদনুরূপই হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এই জন্যই প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ব্যাধির সময় ও তারপর প্রকৃত বৈদ্যগণ কেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা করেন বলুন দেখি? লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ত্ব গুণের উদয় করায়; আর সত্ত্বগুণটী শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমগুণই নাশের কারণ, এই কারণে তম-প্রধান শিবকে সংহার কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি

শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে, বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন, কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত। ফল, মূল শাকশবৃজি ইহাই সাত্বিক আহার আর মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন, প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণিত। শরীর নীরোগ করিতে চান তো প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করিবেন। ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবেন; মৎস্য মাংস একেবারেই ত্যাগ করিবেন, যেন তাতে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে। ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ব ফল বিল্ব, এই জন্যই তম-প্রধান ঠাকুরটী এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুল ও ফল প্রত্যেকেরই তম নাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকলগুলিই ভালবাসেন। এই বিল্বফলটী পাইলেই খাইবেন, ফল অভাবে পাতার রস খাইবেন। শরীর সত্ব পূর্ণ হইলে মন অসৎ চিন্তা ত্যাগ করিবে, তখন অতি আনন্দে মধুর কৃষ্ণ নামটী লইয়া ইহপরজীবন সার্থক করিতে পারিবেন।

মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয় নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফল মূল তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে আর মন ভাল হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল করে ডাকিতে পারিবেন।

শরীরের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। Spiritual food এ মনকে সবল ও সতেজ রাখুন শরীর আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। শুনেছেন বোধ হয় যোগসমাধিস্থ পুরুষগণ বিনা আহারে শত সহস্র বৎসর পুষ্ট থাকিতে পারেন, অতএব যা'তে আত্মার উন্নতি হয় তা'রই চেষ্টা বিশেষ করিয়া করিবেন। শরীর আপনা আপনি ভাল থাকিবে। অসৎ চিন্তা,

পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাইয়া দিলেই মন নিজের বল পাইয়া পূর্ণমাত্রায় নিজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, তখন নাম বীজ হইতে ভক্তিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং সুরম্য প্রেমফল দান করে।

নামের শব্দ যতদূর যায়, ভবরোগ ততদূর আসিতে পারে না, সামান্য দৈহিক রোগের ত কথাই নাই। অতএব সদাই কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিলে সামান্য দেহের রোগ আসিতে পারে না। প্রত্যহ তুলসীতলায় প্রাতঃ-সন্ধ্যায় প্রণাম, স্নানান্তে জলদান এবং তুলসীতলার মৃত্তিকা প্রাতঃসন্ধ্যায় অঙ্গে লেপন করিলে কোন ব্যাধিই আসিতে পারে না। নাম ভুলিলেই মায়াতে ধরে, মায়াতে ধরিলেই মায়ার অনুচরগণ নানা প্রকার ব্যাধি সঙ্গে লইয়া মায়াবদ্ধকে অশেষরূপে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। যেখানে কৃষ্ণনাম সেখানে মায়া নাই এবং সেইজন্য কোন রকম নিরানন্দের ছায়াও আসিতে পারে না।

শরীরই সাধনের মূল। এমন অমূল্য রত্ন হেলায় ছাড়িতে চাওয়ার মত দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে, এখন বরং শরীরের বেশী যত্ন করা উচিত। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে, যত্নে তার মেরা-মত করিয়া আবার পূর্ব্বমত করুন।

শরীর নীরোগ বা রোগপূর্ণই হউক, একদিন না একদিন অবশ্য চলিয়া যাইবে। সুধা পাইয়া অমরগণও শারীরিক ব্যাধির হাত হইতে কোন রকমে এড়াইতে পারেন নাই। ব্যাধি শরীরের ধর্ম্ম, তবে আর ভয় কেন? কৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণকে দিয়া দাও, তাঁর যা ইচ্ছা করুন। আহারের দ্রব্য মধ্যে যাহাতে তমগুণের বা রজগুণের উদ্রেক করিবে তেমন দ্রব্য মাত্রই খাইবেন না। তাই বলে একেবারে এমন করিবেন না যে জগতের কোন জিনিষ খাইবেন না। মিষ্টান্ন ইত্যাদি যাহা মন

যাইবে, খাইবেন তবে অতিরিক্ত ভোজন নিষেধ। অতিরিক্ত আহার যেমন নিষিদ্ধ, একেবারে কম আহারও তেমনি নিষিদ্ধ। আহার, বিহার, পান ইত্যাদি সকলই একটি নিয়মের অধীন রাখিবার চেষ্টা করিবে, সীমার বাহির হইতে দিবেন না। সীমার মধ্যে থাকিলেই শুভ ফল পাইবেন কোন সন্দেহ নাই।

সরাইয়ে যেমন ঘর মিলিয়াছে, তাতেই সন্তুষ্ট মনে বিশ্রাম ক'রে, শ্রান্তি দূর করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এ ঘর কিছু চিরদিনের নয়; আজ বাদে কাল ছাড়িয়া আবার অন্য ঘরে থাকিতে হবে, অতএব সরাইয়ের ঘর সাজাইতে সাজাইতে যেন রাত্রি প্রভাত না হইয়া যায়; তাহ'লে পরদিন চলিতে পারিবেন না এবং ঠিক সময়ে পৌছিতে না পারায় হয় ত এর অপেক্ষাও মহা কদর্য্য ঘরে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব সময় থাকিতে বিশ্রাম ক'রে সুস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার এ ভবে আসা, ঘর সাজাইবার জন্য নহে, হরি বলিবার জন্য; অতএব ঘর যেমন তেমন হউক হরি ব'লে, আসা সার্থক কেন করি না! ভাড়াটে ঘরের উপর আবার মমতা কি? যার ঘর সে যদি সেরে না দেয়, অন্য ঘরে উঠে যাব। তাই বলি শরীর লইয়া আমাকে চিরদিন থাকিতে হইবে না; এখানকার শরীর এখানেই থাকিয়া যাইবে, অতএব যাকে নিয়ে চিরদিন ঘর করিতে হবে না, তার দোষগুণ বিচার করা কি প্রকৃতপক্ষে পরচর্চ্চা নয়? অনর্থক সময় নষ্ট কি তাহাতে হয় না?

কালী-কৃষ্ণ-শিব—সবই এক।

ইষ্ট মন্ত্র যাহা হউক, নাম লইবার সময় মধু মাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবেন; সবই এক, নামমাত্র প্রভেদ। কোন রকম দ্বিধা করিবেন না।

স্বামীকে পাইলে পিতা মাতাকে বিস্মরণ হইবার কথা ত কোন শাস্ত্রে বলিতেছে না, তবে এই মাত্র বলিতেছে যে স্বামী পাইয়া আর পিতা মাতাকে আশ্রয় করিও না। যে স্ত্রীর এ জ্ঞান না হয়, সে স্বামী-সোহাগিনী হইতে পারে না। বিবাহের পর পিতা মাতাকে বেশী টান দেখাইলে লোকে তার নিন্দা করে ও স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই বলি স্বামী পাইয়া পিতা মাতাকে নিজের মনে করিতে হয় এবং স্বামীকে পরম আশ্রয় মনে করিতে হয়। শাস্ত্রে তাই বলিতেছে—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে না হইবে তৎপর,
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর" ॥

দেখুন ব্রজগোপীরা মহা কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, জগন্মাতা সন্তুষ্টা হইলেন, তখন তাঁর নিকট কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য বর লইয়াছিলেন। এমন নয়, যে স্বামী পেয়ে মা বাপকে শত্রু ভাবিতে হবে, যাহারা করে, তাহারা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য ও মহাপাতকী। তাদের কোন গতি নাই। কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? রূপ, রং, চেহারা, নাম, সকলই সেই থাকে, পরিবর্ত্তিত কেবলমাত্র হয় কতকগুলি অদৃশ্য পদার্থ, তাহাদের নাম—হৃদয় মন ও প্রাণ। কন্যা সম্প্রদান করিবার পর কন্যার চারি হাতও বাহির হয় না, কিম্বা ত্রিনয়নও প্রকাশ পায় না। সেই রকম ইহাতেও সকলই তাই থাকিবে কেবল ("গোত্রান্তর") যেটি কথার কথা মাত্র, সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থ টীর পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিবর্ত্তন কেবল মনের ভাবন ও প্রাণের গতি। সেই রকম সকলই তাই রাখুন,—মন্ত্র, তন্ত্র, সকলই তাই রাখুন কেবল মাত্র প্রাণের টান সেই এক স্বামীর উপর রাখুন; তা হলে মা বাপের আদরও পাবেন, স্বামী-সোহাগিনী ও

হ'বেন। স্বামী সোহাগিনী হওয়া কত আনন্দের তা' সতীরাই জানেন, আদরিণীরাই তাহা অনুভব করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। যাহারা স্বামীর সোহাগ চেনেনা তাহারাই মাঝে মাঝে আদরিণীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করে মাত্র। সোহাগিনী কিন্তু নিন্দুকের নিন্দাতে কর্ণপাতও করে না; তার আনন্দ সেই জানে। এই জন্য দেওয়ান রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ কয় এমনি জনে, পরের নিন্দা শুনবে কেনে, তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু রাত্রি দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে"। প্রেমিক কখনও পরের কথায় কর্ণপাতও করে না। সে আপন সুখে আপনি মাতোয়ারা। তাই নিবেদন কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না, হবে কেবল মাত্র মনের ঢেউকে; আর প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে কইতে হবে, অন্যের সঙ্গে নয়। "আপন ভজন কথা না, কহিবে যথা তথা"। একটা গানেও শুনিয়াছি "প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না আপন বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না"। ইহার অর্থ আপনার জন ব্যতীত অন্যের নিকট প্রাণের কথা কহিতে নাই তাতে দুদিক যায়।

প্রভু একজনই, তাকে পুরুষই বলুন, প্রকৃতিই বলুন আর ক্লীবই বলুন। যাতে প্রাণ গলে যায় তাই করিতে থাকুন, তার পর সেকৃয়া মনের মত ছাঁচে ঢালিয়া লইবেন। যাতে প্রাণের শান্তি হয় তাই এখন করিতে থাকুন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতা বাক্যই স্থির জানিবেন; অতএব পৃথক্ দেখিবার আবশ্যক নাই, পৃথক্ দেখিলেই কমবেশী বিচার আসিবে। এই জন্যই শাস্ত্র বলে "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম"। ইহাই মনে মনে বিচার করিবেন, দেখিবেন কোথায় দাঁড়ায়। যাতে প্রাণ ডুবেছে, তা হ'তে কাড়িবার, চেষ্টা করিবেন না, স্রোতে গা ঢেলে দেন, তীরের দিকেই লইয়া যাইবে, কেন না স্রোত সকলের শেষ তীরভূমি। যে স্রোতকেই আশ্রয় করুন,

সময়ে মহাসমুদ্রেই যাইবেন; তাই বলি গা ঢেলে দেন, নিশ্চিন্ত হবেন। যারা গা না ঢেলে অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে।

নাম সাধন ও অন্য সাধনের পার্থক্য।

নামের উপর নির্ভর করিয়া বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া যাঁহার নাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। যোগ তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বর্ত্তমান, এই কারণেই ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই। জীবকে এই নির্ভুল পথটী দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট অবতার শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পথে জাতীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যোগের পথে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য; কিন্তু নামের পথে সকলই একতা সর্ব্বত্রই সমতা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই জাতীয় মালা লইয়া সেই দয়াময়ের, নানা ভাষাতে নাম করিতেছে। তাই বলি, এমন নিত্য, শুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত পথটী আর নাই; অতএব সকল ভুলিয়া প্রাণের আনন্দে নামে মজিয়া থাক। নিজে ও নিজ জনকে মহা আনন্দে রাখিতে পারিবে। মনকে দৃঢ় কর, সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, নিশ্চিন্ত হইবেই হইবে। নামের আর একটী প্রাধান্য এই যে, তপস্যা করিতে করিতে অনেক ঐশিক শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে জীব মুগ্ধ হয় ও আত্মহারা হইয়া জীবনের জীবনকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়ে, নামে সে ভয় নাই, যত ক্ষমতা হইবে ততই প্রেম বৃদ্ধি হইয়া জীবকে নত ও শান্ত করিবে। তপস্যার ফল অনৈসর্গিক,

আর নামের ফল প্রেম, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে পরের সঙ্গে বিচার করিও না, বিচার করিতে হয় নিজের প্রাণের সঙ্গে, আর নিজের প্রাণের মানুষের সঙ্গে করিও, বুঝিতে পারিবে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকলের নজরে আসে না, এই জন্য যার তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কহিলে আনন্দের স্থানে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্ত্তে ক্রোধ এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া অনেক দিনের অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনটী নিমিষেই হারাইতে হইবে। তাই বলি যতদিন সম্পূর্ণরূপ বল না পাইতেছ, ততদিন সঙ্কোচে ও সংগোপনে চলিতে হইবে, পরে আর ভয় নাই। মৎস্য শিশু প্রথমে সামান্য স্থির জলে প্রতিপালন করিয়া মহা সঙ্কুল ও নানা হিংস্র জীব পূর্ণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে এবং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু প্রথমেই যদি সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, সামান্য সামান্য জীবে তাহাদিগকে অক্লেশে খাইয়া ফেলিবে, তখন আর ফিরাইয়া পাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বলি, প্রথমে একটু সাবধানে চলিতে হইবে।

প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়ম মত না করিতে পারিলে, কষ্টই পাইতে হয়, অতএব তা'হতে সুফলের বাসনা ক'রে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না।

পাড়ে জাল রেখে দিনরাত জলে ডুবে থাকিলেও, যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনই নামে বিশ্বাস না রাখিয়া যতই যোগ তপ কর, কৃষ্ণ ধরিতে কেহ সমর্থ হবে না। নামকে আশ্রয় করিলে একদিন না একদিন যাঁর নাম তাঁকে পাবেই পাবে, কোন সন্দেহ নাই। নাম জানা থাকিলে জিনিষ পেতে কষ্ট হয় না, নচেৎ চক্ষুর নিকট থাকিলেও তাকে চিনিয়া ধরিতে পারা যায় না! এই সহজ উপায়টি পতিত জীবকে দিবার জন্যই গোলকের নিধি কাঙ্গাল হ'য়ে নবদ্বীপে আসিয়াছেন আর কেঁদে কেঁদে বলিতেছেন জীব রে! নাম কর, নাম কর, নাম করিলেই প্রেম পাবি

আর প্রেম পেলেই প্রেমের হরি তোর হ'বে। তাই বলি নিতাই চরণ সার ক'রে নাম আশ্রয় কর কৃতার্থ হইবে। অন্য উপায় থাকিলেও এমন সহজ ও সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই, এই জন্য চারি যুগের মধ্যে কলি ধন্য হইয়াছেন।

যে দেশে যে ব্যাধি বেশী, তার ঔষধও সেই দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র খুঁজিলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তেমনই কলিযুগে ভূতের ভয় বেশী সেই জন্যই অমোঘ ঔষধ এই যুগেই পাওয়া যায়, অন্যান্য যুগের ঔষধে তত শক্তি নাই; ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রে বার বার তিন বার "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" বলিয়া কলির জীবগণকে সতর্ক করিতেছেন। তাই বলি, যাগযজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদিতে এই কলিযুগে যত ফল পাওয়া যায় (অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর), এক হরিনামে অতি সহজে তার অনন্ত গুণ লাভবান্ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রভু যখনই আসেন তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য, —ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসেন না। তিনি গৌর হ'য়ে, বেদান্তের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ও প্রধান বেদবিৎ কাশীবাসী প্রকাশানন্দকে শিষ্যগণ সম্মুখে কেন বিচারে পরাস্ত করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন? ইহার তাৎপর্য্যই, ভূতের বাড়াবাড়ির সময় প্রকৃত ভূত তাড়ান মন্ত্রই লওয়া বিধেয়। তাই বলি বিনা বিচারে নাম লইতে থাক। "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম আচণ্ডালে দান করা হইল, অতএব ইহা কোন রকম নিয়ম বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদের বার হইতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই এক এক নাম মন্ত্র প্রচার আছে, ইহা বেদ বলিতেছেন, অতএব কলিযুগের "হরেকৃষ্ণ" নামটীও সেই বেদের অন্তর্গত। সকলের সঙ্গে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আর অন্তরঙ্গের সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন।

ভগবান্ অপেক্ষা ভগবানের নাম বড় কেন।

যেমন তিনি, তেমনি তাঁর নাম, নাম তাঁর অপেক্ষা মধুর। যেমন কোন মিষ্ট বস্তুর নাম সেই বস্তুর আনুষঙ্গিক অমিষ্টতা লোপ করিয়া কেবল মিষ্টতাই মনে আনিয়া দেয়, তেমনি নাম আনুষঙ্গিক অনেক দুঃখ লোপ করিয়া কেবল আনন্দটাই আনিয়া দেয়। পদ্ম বলিলে সুন্দর রং, সুন্দর গঠন, সুন্দর গন্ধ, যত কিছু সুন্দর বলিতে আছে মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু মৃণালে কণ্টক ও পদ্ম পাইতে কষ্ট এ সব কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু স্বয়ং পদ্মটি দেখিলে তার মৃণাল, শুষ্ক শুষ্ক রূপ, স্থান চ্যুতির জন্য নিরানন্দময়তা ইত্যাদি অনেক কষ্টের দ্রব্য নজরে আসিয়া পূর্ণ মাত্রায় সুখ দিতে পারে না। আম বলিতেও তাই; আম নামটি ও সত্য একটী আমে অনেক প্রভেদ। আম বলিলে আমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টতাই মনে আসিবে, আম পাইলে সন্দেহ আসিবে মিষ্ট বটে কি না, তার পর ছাল, আঁটি, সব মনে আসিবে, কেহ তিক্ত, কেহ কঠিন—কিন্তু আম নামে সে সব কিছুই নাই, আঁটি নাই, ছাল নাই, কেবল মধুর রসটুকু। তেমনি আমার কৃষ্ণ নাম আর কৃষ্ণে পার্থক্য। নামে কেবল মাত্র মধু আছে, কৃষ্ণে সকলই আছে, তাঁতে নানা ভয়ানকত্বও আছে বীভৎসত্বও আছে; কিন্তু নামে কেবল মধুরতা টুকু, তাই বলি নামই অধিক মধুর। নাম প্রধান হবার আর একটী প্রধান কারণ এই যে নাম মূল্যে কৃষ্ণ কেনা যায়। যখন টাকা দিয়ে কোন বস্তুটীকে কিনিতে পাওয়া যায় তখন টাকাই আমার পক্ষে প্রধান বলতে হবে। টাকা থাকলেই যখনই লালসা হবে তখনই অভিলষিত দ্রব্য কিনিতে পারিব। এই জন্য নাম সংগ্রহ করে রাখতে রাখতে যখনই

কৃষ্ণ কিনিবার লোভ হবে, তখনই কিন্‌তে পারবো। এই জন্যই নামই আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেননা পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী, কৃষ্ণ নামটী ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে, এবং কৃষ্ণ নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে; তাই বলি আমাদের নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামটী বেশী আদরের ধন মনে করিতে হইবে। কৃষ্ণের নিকট স্থানাস্থান বিচার আছে, ভাল মন্দের প্রভেদ আছে, কিন্তু নামের নিকট তা কিছুই নাই।

কৃষ্ণকে বরং ভুলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কৃষ্ণ নামটী ভুলিও না। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেমের ফল স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবে। প্রেমের নিকট কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব পর্য্যন্তও কিছুই নয়, অন্য সকলের ত কথাই নাই। এ রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনিতে চায় না; মুক্তি এখানে দোকানে প'ড়ে থেকে বস্তা পচা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণের নামই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। দেখ, যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম মাত্র চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সময়ে সেই ব্যক্তির নিজের লোক তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যেমন তাঁহাকে অবশেষে মিলাইয়া দেয় বা মিলাইবার রাস্তা বলিয়া দেয়, সেই প্রকার যদি কেহ আমার সেই অধর কৃষ্ণচাঁদকে ধরতে চায়, সদাই সে যেন তাঁর নামটী স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তা' হ'লেই একদিন সেই সব মহাত্মারা, যাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন সেই ব্রজদেবীগণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবার গুপ্ত পথটী বলিয়া দিবেন।

প্রভুর কাছে কি প্রার্থনা কর্ত্তব্য।

প্রভুর নিকট সমস্ত চাও, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাহিও না। "আমি তোমার নাম করিতেছি, তুমি আমাকে দাও" এ ভাবে কদাচ কোন পদার্থ নিজের জন্য চাহিও না, তবে এ সূত্রে যদি চাহিতে হয়, পরের উপকারের জন্য চাহিও; "হে প্রভু! আমার শরীরে ভোগদ্বারা হউক অথবা কোন সুকৃতির পরিবর্ত্তে হউক, অমুক দুঃখীর দুঃখ মোচন কর" এ ভাবে প্রার্থনা বিনিময় নহে।

কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব! প্রার্থনা না করিতে তুমিত আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও, সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজি আছে আমি জানি না, সেই জন্য ভয়, পাছে মহারত্নের পরিবর্ত্তে এক টুকরা কাচ লইয়া আসি; তাই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন, প্রভু চাহিব না, যে রত্নটী সত্যই মহারত্ন সেইটীই আমাকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারি হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না বলে, যেন মনে করিও না, যে আমার অভাব নাই। আমার অভাব জানিয়া, তাহাই তুমি পূরণ কর।

এ পৃথিবীর দুই একটী চেয়ে, কেবল বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁর নিকট যা চাইব তাই পাইব। বিশ্বাসের জন্য কেবল দুই একটা চাওয়া, তারপর যেন আর এ পৃথিবীর কোন বস্তু চাহিও না। তাঁর নিকট কেবলমাত্র প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না। প্রেম চাহিতে গেলে প্রথমে দুই একটা বড় বড় ধাক্কা খাইতে হইবে, তাহাতে পেছুপা করিলে আর নয়। আর যদি তাতেও অগ্রসর হওয়া যায়,

তবে কেল্লা ফতে। প্রেম চাহিলে ছেলেকে চাঁদ ভুলানর মত কত কি খেলনা দিবেন, কিন্তু যেন ভুলিয়া যাইও না।

মানুষ ভুলেই তাঁর নিকট এ দাও, ও দাও বলে তাঁকে কত কষ্ট দিতে যায়। ছি! ছি! তাঁর নিকট আবার আমরা চাহিবার কি জানি? তাঁর ভাণ্ডারে কত কি মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে, আমরা তার কিছুই জানি না; না জেনে সেই দয়াময়ের দ্বারে সামান্য সামান্য খেলনা লইয়া ফিরে আসি। এমন হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? আমরা না বুঝিয়া, যাঁর এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নিকট সামান্য দুদিনের পার্থিব সুখ চাহিতে যাইয়া প্রতারিত হই মাত্র। যখন আমরা সেই অগাধ ও অজানিত ভাণ্ডারের রত্ন সমূহের বিষয় কিছুই জানি না, তখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেই রত্নটী আমাকে দাও, এই রকম প্রার্থী নিশ্চয়ই সেই প্রেমময়ের প্রেম পাইবে; কেন না সে ভাণ্ডারের সকল রত্ন অপেক্ষা সেই রত্নটিই মহামূল্যবান্। যে কৃষ্ণপ্রেম চায়, সে যেন তাঁর নিকট কিছুই প্রার্থনা না করে।

তাঁহাকে সদাই মনে করিবে, মনের দুঃখ তাঁহাকেই জানাইবে। তিনি বই দুঃখ শুনিতে আর কেহ নাই, তিনি সকলেরই কথা শুনেন। আর একটী কথা, তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তোমার নিকটে, এই জন্য যখনই তুমি তাঁহাকে কিছু বলিবে, অমনই তিনি শুনিবেন। মনে মনে বলিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। তিনি মনের কথা বেশী আগ্রহ করিয়া শুনেন। তাঁহাকে চিৎকার করিয়া বলিলে যত শুনুন আর নাই শুনুন মনে মনে বলিলে শুনিবেনই শুনিবেন। তাই তোমরা আপন আপন মনের দুঃখ, মনের কথা এবং মনের আশা তাঁহাকে জানাও, দেখিবে তিনি শুনেন কিনা? বুঝিতে পারিবে, তিনি তোমাদের আপনার হতেও আপনার কিনা? তিনি বড় দয়াল। তিনি কাহারও চক্ষুর জল

দেখিতে পারেন না। যাঁহার চক্ষুতে জল দেখেন অমনি দূরে থাকিয়া অজানিতরূপে দুঃখের কারণ ঘুচাইয়া দেন। যদি সেই হৃদয়বন্ধু জগদ্বন্ধু কৃষ্ণকে তোমরা সবাই আপনাপন মনের ভাল মন্দ সমস্ত কথাই বল, তা'হ'লে তিনিও তোমাদিগকে তাঁহার অচিন্ত্য, অতি গোপনীয় ও প্রাণ-মনো-মোহনকারী অপূর্ব্ব লীলা কথা বলিবেন ও শুনাইবেন; তাহা হইলে তোমরা ধন্য হইবে।

মোক্ষপ্রার্থী ও কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী উভয়ের প্রভেদ।

স্নেহের টান বড় শক্ত, এ বন্ধন লৌহবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য। এ টানে প'ড়ে পশুরাও হাবুডুবু খায়, ইহারই নাম দৈবীমায়া। এ টান প্রভুর দিকে উন্মুখ হ'লে, জীব কি আর কখন এ ভবে থাকিতে পারে? যেখান হইতে টান পড়ে, সেই খানে চ'লে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই মুক্তি পক্ষে প্রধান যুক্তি। এ টান টানার মূল কারণ জানিয়া যাহারা ভাসে, তাহারাই কারণ বুঝিয়া নিকটে যেয়ে সাবধান হয়, যেন পরস্পর সংঘর্ষণ না হয়; ইহারাই রসিক ভক্ত, টানের কেন্দ্রের নিকটে যাইয়া আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখিতে পারে ও পৃথক্ থাকিয়া সেই লীলাময়ের খেলাতে যোগদান করে, সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, আর যা'রা তাঁকে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়া ভাসে, তা'রা তাঁর প্রকৃত স্থান না জানিয়া সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিয়া যায়, ইহারই নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ। আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন তাঁর ললিত-মধুর-মুরতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যেন পৃথক্ থাকিয়া তাঁ'র লীলা পুষ্টি করিতে পারি।

গুরু ও কৃষ্ণ অভেদ।

সামান্য পাথরকে গুরু স্বীকারে কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইতেছে। একলব্য মাটির গুরু ক'রে, তাতে সর্ব্বপ্রধান হ'য়েছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এমন অনন্ত যুগ যুগান্তর জীবগণ পাথরের দেবমূর্ত্তি পূজিয়া মনের সকল সাধ মিটাইতেছে, আর হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা সজীব গুরু উপকার করিবে না! কোন স্ত্রীর স্বামী যদি অন্ধ, খঞ্জ ও গলিত-কুষ্ঠী হয়, স্ত্রী কিন্তু সতী ব'লে খ্যাতি পায় কি না? এবং সে সতী জগৎ তারিতে পারে কি না? মহাভারতে কি সতী স্ত্রীর কথা প'ড়ে দেখ নাই? নিজ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতাকে একত্র করিয়া মৃত স্বামীকে জীবিত করিয়া জগতে ধন্য নাম রাখিয়া গিয়াছে। তেমনই মন্ত্রদাতা গুরু। স্বামী যেমনই হোক্ যেমন স্ত্রীর দেবতা, তেমনই গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যাকে যে রূপেই দর্শন দেন ও কৃপা করেন সকলই সেই এক রসময়ের শরীর; অতএব কদাচ ভ্রমে প'ড়ে কৃষ্ণের অবমাননা করিও না। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কুৎসিত রূপে আমাদের নিকট আসেন, আমরা ভ্রমে প'ড়ে হেলায় এ রত্ন না হারাই। এ রত্ন একবার হাত ছাড়া করিলে আর কখনই পাইব না। আবার সেই হাতেখড়ি হ'তে ঘোষিতে হবে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! এমন দুর্লভ জনম পাইয়া তার উপর মহামন্ত্র পাইয়া প্রতারিত হইবার চেষ্টা না করি। আড়কাটির প্রলোভনে প'ড়ে জনম না হারাই। স্বামীসোহাগিনী সতীর মত স্বামীর কথা যার তার নিকট বলিও না। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী যেমন সুন্দর, অন্যের চক্ষে তা' হ'বার কথা না হইতে পারে। অতএব যদি তোমার নিকট কেহ তোমার স্বামীর নিন্দা করে, তা'হলে মহানরকে যাইতে হবে, তাই

বলি ছট্‌ফট্‌ করে অগ্নিতে পড়িও না, পরের কথায় কান দিও না, পরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিও না। মন প্রাণ গুরুর চরণে ঢালিয়া দিয়া আনন্দ সাগরে ভাস এবং সময়ে ইচ্ছা হ'লে ডুবে ডুবে রত্ন তুল, এ কথা কটী মিথ্যা মনে করিও না। গুরুকে সর্ব্বদা নিকটে ভাবিয়া ও জানিয়া, সকল কর্ম্ম করিবে। তাঁর পদে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিবে। তাঁর মূর্ত্তিতে এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই, অভেদ জানিয়া চিন্তা করিবে। সমস্ত দিন বৃথা কাজে কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় যেন আসল ভুলেছি ব'লে কাঁদ্‌তে না হয়। যত যত গুরুমূর্ত্তি সকলই সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিবে, তবে মনে করিতে পার এ সকল মূর্ত্তিতে সে সকল শক্তি নাই কেন, সে লালিত্যই বা কোথায়? কোন সাধক শবাসনা আরাধনা করিতে গেলে, যেমন ইষ্টদর্শনের পূর্ব্বে নানারকম তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, কিন্তু সত্য বিচারে সকল মূর্ত্তিগুলিই সেই আমার ইষ্টদেবের, তেমনই কৃষ্ণ পাবার আগে, সকল গুরুমূর্ত্তি প্রভুরই এক একটী মূর্ত্তি জানিয়া আদর করিও, নচেৎ ঐ সাধকের মত হঠাৎ নষ্ট হইয়া চিরদিনের তরে নিজের পথে কণ্টক রোপণ করিবে। কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব'লে গেছেন "যত আচার্য্যমূর্ত্তি সবগুলিই আমারই মূর্ত্তি জানিবে, সন্দেহ করিও না।"

মন্ত্র রহস্য।

কৃষ্ণ নাম প্রণবেরও উপর। আগে পাছে প্রণব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রণব বেদের বীজ, আর কৃষ্ণনাম বেদের পর পারে। তবে এইমাত্র নিবেদন করি, যদি প্রণবের আবশ্যক হইত—তবে তিনি যখন গৌর হ'য়ে নাম বিলাইতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রণব দিয়া নাম

বিলাইতেন। প্রণব শূদ্র স্পর্শে হীন তেজ হয়, কৃষ্ণনাম চণ্ডালকে পবিত্র করে।

মন্ত্র কা'কে বলে শুনিবে? মনে কর, কোন সহরে আমার একটি ভালবাসার পুরুষ কিম্বা নারী আছে, আমি যখনই সেই পথে যাই, তা'কে দেখিবার জন্য কোন একটী সঙ্কেতসূচক শব্দ (কেবল সে জানে আর আমি জানি মাত্র) করিলেই, যেমন সে শব্দ অন্যের নিকট meaning-less হ'লেও, আমার ভালবাসার ধন যেন তাতে একটী নূতন স্বর্গ দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তেমনই মন্ত্র আর কিছুই নয় কেবল আমার প্রাণবল্লভ-কে ডাকিবার একটী সঙ্কেত শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ কেবল আমি জানি আর আমার সে জানে। লোকের নিকট তা'কে ডাকিলে সকলে জানিতে পারিবে, সেই জন্যই আমি একটী নূতন রকমের শব্দ করি। সেটী আমার বন্ধু বই আর কেউ বুঝে না, সেই শব্দটীর নামই মন্ত্র। মন্ত্র অন্য হাতী ঘোড়া নয়। মন্ত্র সকল সময়েই করিতে পার, হরেকৃষ্ণ নামটী যখন তখন মনে মনে বা উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্বসমক্ষেই করিবে। কিন্তু নিজের গুপ্ত নামটী মনে মনে করিবে, অন্যে যেন শুনিতে না পায়। মনই করিবে মনই শুনিবে। ইষ্টমন্ত্র জপের একটা সংখ্যা প্রথমে রাখা কর্ত্তব্য। কতবার প্রত্যহ নিশ্চয়ই করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবে, তারপর যখন খেতে শুতে, অভ্যাস ক্রমে রসনা নাম আর ছাড়িবে না, তখন সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক হ'বে না। যতদিন সংখ্যার মধ্যে থাকিবে, মাঝে মাঝে সংখ্যা বাড়াইতে হবে। যা কিছু পূজা পাঠ সবই এই মন্ত্র মধ্যে জানিবে।

মন্ত্র সকল সময় না লইতে পার, তারকব্রহ্ম নামটি করিবে; ইহাই প্রশস্ত, তবে এটি মনে প্রাণে জানিবে, নাম ও মন্ত্র উভয়ই এক। একটি সঙ্কেত নাম মাত্র; অতএব যখনই যেমন সুবিধা হ'বে তখনই সেই রকম নাম লইবে।

তীর্থ দর্শন রহস্য।

দলবল মিলে প্রভু দর্শনে যাইও না, একা গোপনে দর্শন করিতে যা'বে, বেশী গোলমালের সময় প্রভুর দর্শনে যাইও না, তখন সিংহদ্বারে বসে হরিনাম করিও। উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রভুর নিজজনের দর্শন করিয়াই পরমানন্দ ভোগ করিও, সে সময় দর্শনে গেলে তত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নয়।

বেশী ঘটা ক'রে তীর্থদর্শনে গেলে, তীর্থ দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায় না, কেবল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সময় টুকু যায়। তাই নিবেদন, বেশী ঘটা ক'রে যাবেন না। নিতান্ত গরিবের ভাব লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলে, আনন্দের সীমা থাকে না।

অলৌকিক ঘটনা তত্ত্ব।

পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবেন। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। জীব পুতুল কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার করুন, চিরসুখে থাকিবেন ও নিশ্চিন্ত হইবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিবেন, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ মনে করিবেন; জীবকে কখন কৃষ্ণ মনে করিবেন না।

সামান্য শিলাতে প্রভুর প্রধান অস্তিত্ব নাই, জগতের অন্য সকল বস্তুতে ও অবস্থাতে প্রভুর সত্তা যতটুকু, শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রভৃতিতেও ততটুকু। তবে কেন শিলারূপী লিঙ্গ প্রভৃতির মান্য এত অধিক বলিতে

পারেন? শুনেন নাই কি, যে সামান্য শিলার মধ্য হইতে ত্রিশূলধারী শিব বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সামান্য শিলা হইতে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য জগৎপ্রাণ হরি স্বয়ং বাহির হইয়া ভক্তের মান রাখিয়াছিলেন? এখন বলুন দেখি, পাথরে হরির প্রকাশ কি পাথরের গুণে, না কি ভক্তের ভক্তির জোরে?

মানুষ পাথর পূজিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন ক'রে ব'লে, পাথরের কোন গুণ বলিতে পারা যায় না। পাথর চিরদিনই পাথর, তবে ভক্তের নিকট প্রভু লুকাইতে পারেন না ব'লে পাথরেই প্রকাশ পান।

সমুদ্র তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করে, কিন্তু তরঙ্গ উঠায় বায়ু, অতএব তরঙ্গ তুলিবার কর্ত্তা বায়ু। তেমনই ভাবুক নানা ভাব হৃদয়ে ধরে বটে, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করা তার শক্তিতে নাই; উপযুক্ত পাত্র দেখে সে ভাব আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে ঠেলা মারে।

প্রকৃত বৈষ্ণব কে?

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য ও চরম শিক্ষা। মুখের কথা কাণে রাখিও, প্রাণের ভিতর যাইতে দিও না। তবে যে সকল কথা হৃদয়ের, তাহাদিগকে অতি যত্নে হৃদয় মধ্যে স্থাপন ও ধারণ করিবে। এ জীবন আমার নয়, তাঁর মনে করিয়া ইহাকে সযতনে রক্ষা করিবে। কথাটী কখনও ভুলিও না। প্রভুর দ্রব্যটীকে সাক্ষাৎ প্রভু-মনে করিয়া যাবৎ প্রভু সন্দর্শন না হয়, রক্ষা করিবে। বিদেশগত স্বামীর সামান্য কোন একটী দ্রব্যকে পতিপ্রাণা স্ত্রী যে ভাবে দেখে ও যত্ন করে, স্বামীর ধনকে সেই রকম যত্নে রক্ষা করিতে কদাচ তুচ্ছ

তাচ্ছীল্য করিও না। সকলের নিকট প্রকাশও করিও না, হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তবে মরমের লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ভয় করিও না, সেখানে দ্বিগুণ আনন্দ পাইবে।

বৈষ্ণব হ'লেই মানুষ বয়ে যায়, কেমনা সে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া জড়বৎ দিন কাটায়। কথায় বলে "জাত হারালেই বৈষ্ণব"। জীবের জাতিধর্ম্ম—অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ এ সকল গুণ থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। যতক্ষণ জীব স্বজাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে, বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সত্যই বৈষ্ণব হ'লে জীব বয়ে যায়, কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যে দিকে জীব-সমুদ্রের গতি সে দিকে যায় না। তার বিপরীত দিকে যায়—ইহারই নাম যমুনার উজান গতি। এই উজান গতিতে চলিতে থাকে এবং ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া গতি শূন্য হইয়া পড়ে, তখন তীর পায় ও নিশ্চিন্ত হয়। জীব কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীর হইতে দূর দূরতর দেশে কখন ডুবে, কখন ভেসে, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকে, বিশ্রাম করিবার জন্য এক পলকও অবকাশ পায় না। কৃষ্ণ করুন, যেন বৈষ্ণব হয়ে আমরা বয়ে যাই। যমুনার এই উজান গতির একমাত্র কৃষ্ণের বংশীর স্বরই কারণ। এই উজান গতিতে চলিলেই, বংশী ধ্বনি শুনিতে পায় এবং সে বংশী শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই বংশী বাদকেরও দেখা পায় এবং কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাহারা জীব গতিতে চলিতে থাকে, তাহারা ক্রমেই এই মধুর শব্দকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাবে শুনে ও পরে একেবারে হারাইয়া চিরদিনের মত পথ হারা হয়ে পড়ে। তখন কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ও ভীষণতম হইয়া জীবকে বিতাড়িত করে। তখন কাতরে আর্ত্তনাদ করিলেও কোন বিশেষ ফল হয় না, তখন আত্মকার্য্য চিন্তা করিয়া জীব

অনুতাপে দগ্ধ হয়। তাই বলি বেশী করে বয়ে যাও। জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হও। বড় মজা! বড় মজা! জাত হারান বড় মজা! জাত দিলে অন্নের জন্য ভাবনা নাই; যেখানে সেখানে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন। এই জন্যই লোকে কথায় বলে চৈতন্যের "চার খুঁট ফাঁক"।

বিবেক বিকাশ।

দুই দিনের পৃথিবীকে চিরশান্তি স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেননা পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না; আমি এই আছি, আর তখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি দুদিনের পৃথিবীকে চিরদিনের মনে করিয়া যেন আমরা অনন্ত শান্তি নিকেতন ভুলিয়া না যাই। তাই বলি, চিরদিনের এবং সকল অবস্থায় অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণ নামকে ভুলিয়া যেন দুদিনের পার্থিব সুখ দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই।

এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন দ্রব্যেই প্রাণ দিওনা, তাহা হইলে কাতর হইতে হইবে। এ স্থানের সকল দ্রব্যই বাজিকরের বাজি মাত্র এখনই এক রকম, তখনই আর এক রকম, তাই বলি এ ভ্রান্তিতে ভুলে থেক না। একমাত্র কৃষ্ণই অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরস্থায়ী, অতএব তাঁকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, কখনই হারাইয়া কাঁদিতে হইবে না, কেননা যে জিনিস কখনই হারান যায় না, সে চিরদিন সমান ভাবে থাকে।

এ পৃথিবীর দুদিনের সম্পর্কের জন্য চির সম্বন্ধটী যাঁহার সঙ্গে তাঁহাকে যেন ভুলিবেন না এবং পর ভাবিবেন না। এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে কত বারই পাইয়াছেন, কত মা, বাপ, বন্ধু, স্ত্রী, স্বামী, জনমে জনমে পাইয়াছি কই কোথাও ত এ সম্বন্ধটী চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁরাও ভুলেছেন আমিও ভুলেছি, কিন্তু কোন জন্মেইত কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই। যখন যাহা দরকার তাই দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। এমন স্বামীকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে।

এ পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়, তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া যাহা যাহা করা যায়, সেই কৃতকর্ম্মগুলি মাত্র, ভোগ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া, ভোগাবসানে তাহারাও ক্ষয় হয়; এই জন্য নিজ কর্ম্মগুলির উপর সদাই নজর রাখা কর্ত্তব্য।

একদিন মানুষ ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারে, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে দিন কোন দিন বুঝিয়াছ কি? যে দিন হস্ত, পদ, নয়ন, কর্ণ সমস্তই থাকে কিন্তু কার্য্য করে না, যে দিন মনুষ্য মধ্য স্থলে দাঁড়ায়, এক দিকে মা বাপ ভাই পুত্র কন্যা সব, আপনার মায়া মমতার ঘর বাড়ী প্রভৃতি এবং অন্য দিকে যমদূত, ভীষণ মূর্ত্তি, কর্কশ স্বর, লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—সেই দিন; কিন্তু সে দিনে আর হাত নাই, সমস্তই অচল; তাই বলি সে ভয়ানক দিন। কাহার কবে আসিবে, কিন্তু আসিবে নিশ্চয়, না আসিতে আসিতে চেষ্টা কর। আপন পরিবারে মুগ্ধ না থাকিয়া সেই আপনার ধন কৃষ্ণ রত্নে মন দাও, সুখ পাইবে।

জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই যায় যায় হইয়াছে, আর কেন এ সকল খেলা? এ সকল খেলিবার দিন অনেক দিন গেছেত? এখন যে কয়েকটী দিন বাকি যেন সকলকে আনন্দ দিয়া নিজেও সদানন্দে থাকেন, এই মাত্র আমার কথা। বড় মধুর হরিনামটী যেমন কণ্ঠ ভূষণ হয়।

খেলাশাল সৃষ্টির আদি হইতেই পাতিয়াছেন আর ভাঙ্গিতেছেন, কৈ সাধ ত এখনও মিটে নাই। আজ যে খেলাশালটী সাজাইয়া বড় আনন্দের সহিত দেখিতেছেন আর আত্মহারা হইতেছেন এটী ও ত আবার ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বের গুলির মত এটীও আবার ভুলিয়া যাইবেন। তাই বলি এবারের খেলাশালের খেলাতে প্রকৃত গৃহ কর্ম্ম মনে পড়াইয়াছে, নিজ কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে। এখনও অনেক সময়ও আছে, এই জন্য নিবেদন, পূর্ণানন্দে সেই রসময় প্রাণবল্লভের প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তাঁর সঙ্গে খেলিলে, আর এ সকল মিথ্যা খেলাতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ খেলা খেলাইতে দেন, আপনি আপনার খেলা খেলুন; এ জগতে সকলই এক রকম মিথ্যা; পাগলের যে দর, না পাগলেরও সেই দর; বরং পাগল ভালর থেকে বেশী দরে বিক্রয় হয়, কেন না তার অনেক কাজ কম হয়ে পড়ে, দায়িত্বও থাকে না। তাই বলি, পাগল বোধ হয় ভালর থেকে বেশী দামী। এই জন্যই যাহারা এই পৃথিবী ভুলিয়া স্বামীর দিকে বেশী অগ্রসর হয় তাহাদেরই একটী সোহাগের নাম হয় "পাগল"। স্বামী স্ত্রীকে যত রকম সোহাগের নাম দিতে পারে "পাগলী" নামই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। কেন না আনন্দে আত্মহারা হইলে এই আদরের নামটী আপনা আপনি মুখ হ'তে বাহির হয়। যাই হোক, এ জগতের কোন কার্য্যের জন্য বেশী চিন্তিত হবেন না। এখানকার সকলেই নিয়মের অধীন, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি এখানকার কাহারও নাই। যিনি জজ তিনি হঠাৎ কাহাকেও একটা মন্দ কথা বলিলে, পরে হয় ত তার জন্য বিষম অনুতপ্ত হন কিন্তু সেই জজ কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দিয়া আবার খুসী হন, কেন বলুন দেখি? ফাঁসি আইনের ভিতর, তাই দোষীকে ফাঁসি না দিলে জজ বরং দুঃখিতই হন। তাই

বলি এ জগতের যা দেখিবেন সবই নিয়মে বাঁধা, কিছুরই জন্য বেশী দুঃখিত হবেন না। যাহারা আদালত কখনও দেখে নাই তারাও ফাঁসির কিম্বা জেলের হুকুম শুনিলে, কিম্বা ফাঁসিতে ঝুলিতেছে লাস বা কয়েদী দেখিলে, তখনই তাদের মনে হয়, যেমন করিয়াছিল তারই ফল পাইতেছে, অতএব তার জন্য বেশী দুঃখ কেহ করে না। কাহারও ফাঁসি হইতেছে, লোকে দুঃখ করা দূরে থাক, খেলা ও মজা দেখিতে যায়। তাই বলি, এ পৃথিবীর সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন; সকল কয়েদীরই একই কর্ম্ম হয় না, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ লোক নিযুক্ত হয়, একজন কয়েদী অন্যের কষ্টকর কর্ম্ম দেখে যদি ভুলে সাহায্য করিতে যায় তাহা হইলে তার নিজ কর্ম্মও হয় না, আর অন্যের কর্ম্ম করিবার তার শক্তিই নাই বরং তার জন্য তিরস্কৃত হইতে হয়।

এ জগতে যা কিছু আছে সত্য ভুলাইবার জন্য, অতএব যাহারা এ পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সুখ দুঃখকে কৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া জানিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্। রাধাচক্রে একবার চড়িলে প্রথম প্রথম কষ্ট অনুভূত হয় এবং ভয়ে ভীত হইতে হয়; কিন্তু যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মস্তিষ্ক নিজের প্রকৃত অবস্থা হারায়, তখন আর যেমন ঘুরিতে কষ্ট বোধ না হইয়া সেই দারুণ কষ্টই আনন্দ ব'লে মনে হয়, তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে প্রথম প্রথম ঘুরানিটাই অসহ্য হ'য়ে পড়ে, তারপর সময়ে নামিয়া না পড়িলে, এ যাতনাময় সংসারকেই আনন্দের ব'লে মনে হয় এবং প্রকৃত স্থির আনন্দকে ভুলিয়া যাইতে হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নেশা হ'য়ে পড়িলে আর আপনার ইচ্ছায় নামিতে চায় না, তখন জোর ক'রে নামাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে আসল ভুলিয়া যাইলেও, সেই দয়াময়, চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য কোন রকম ব্যাধি কিম্বা কোন আত্মীয় বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদিগের

চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও চৈতনা না হইলে তখন আরও জোর ঘুরপাক লাগাইয়া একেবারে চিরদিনের মত অচৈতন্য করাইয়া দেন। তখন মায়া নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিতে থাকে এবং আপন ইচ্ছামত কখন একটু ধীরে আর কখন একটু জোরে রাধাচক্র ফিরাইয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসে।

ভাই সকল, তোমাদের কোমল প্রাণ; এখন যে দিকে লইবে সেই দিকেই যাইবে ও চির সুখী হইবে। এ সময় গেলে, কৃষ্ণ ভজন করা কঠিন। বর্ষার সময় জল ভরে না রাখিলে, গ্রীষ্মের সময় লক্ষ চেষ্টা করিলেও জল পাইবে না। জীবের বর্ষাকাল যৌবন, যদি হেলাতে এ সুখময় সময়টি কাটান যায়, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে আর কি করিবে? এইজন্যই "চরিতামৃতে" আছে "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সেই যৌবন দিন দুই চারি"। তাই বলি এই প্রকৃত সময় কৃষ্ণ ভজন করিবার, এমন সময়টী পৃথিবীর খেলাতে না কাটাইয়া, আমার কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য খেলিবার উপায় করা কি ভাল নয়? যৌবনে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার যত্ন কর, ক্রমে যখন চেষ্টা সফল হইবে, তখন গ্রীষ্মের আতপ সহ্য করিয়া, পথিকের শ্রম দূর করিতে পারিবে। আর যদি অঙ্কুরে তাপ লাগিয়া শুষ্ক হয় লক্ষ বর্ষাতে তার কোন উপকার করিতে পারিবে না। তাই বলি, সযত্নে ও সতর্কতার সহিত এই বহুমূল্য সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার কর। এমন যৌবন লক্ষ কোটি বার পাইয়াছ, আর হারাইয়াছ, তাই বলি এবার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, যদি নেশা ছুটিয়াছে, কৃষ্ণ ব'লে আর কৃষ্ণ ভ'জে, যৌবন সার্থক ক'রে লও। যৌবনে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তি প্রবৃত্তির সহিত রিপুগণ সবাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়টিই ঠিক ষোল আনা পূর্ণ, কৃষ্ণের সঙ্গে পিরীত করিতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় কর, কেননা ষোল আনার কম হইলে আর প্রকৃত পিরীত হয় না।

তাই বোধ হয় কোন রসিক গাহিয়াছেন, "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ" এর কম হ'লে চলবে না। এই ক্ষণস্থায়ী যৌবন পাইয়াছ সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হও। এ অষ্টমী নবমীর সংযোগ, ২।৪ দিন ব্যাপিয়া থাকে না, অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী। যৌবনও তাই, গেলে আর পাবে না। এ মধ্যাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্ন এক মিনিট অতীত হইলেই সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হইতে একটু একটু নামিয়া পরে লুকাইয়া যাইবে। এখনও সাবধান! "Make hay while the sun shines" তোমরা পড়িয়াছ, সময় থাকিতে থাকিতে অগ্রসর হও। নচেৎ পান্থনিবাসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ঘোর অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টি বন্ধ করিবে এবং নানা বিপদে ফেলিবে।

রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, প্রথমতঃ নাম লইতে হয়; তারপর সামান্য চৈতন্য হইলে রোগী যেমন আপনা আপনি ঔষধের কথা মনে করিয়া লয়, তেমনই নামের সামান্য মিষ্টতা অনুভব হ'লে, আর কাহারও অনুরোধ উপরোধ অপেক্ষা করিতে হবে না; তখন নাম করিতে কোন বাধা আসিলে, অনন্ত অশান্তি মনে হবে।

রোগীর প্রথম ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, কৃষ্ণনামটী লইতে থাক; ক্রমেই মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে। নাম স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও কাহাকেও দিও না; নামের মূল্য নাই; অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে সামান্য কাচখণ্ড খরিদ করিবার ইচ্ছা করিও না; নামের নিকট নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্তও সামান্য কাচখণ্ড তুল্য পরিগণিত। এ সম্বন্ধে বিচার করিও না; নামরত্ন, কৃষ্ণ অপেক্ষাও জীবের নিকট মূল্যবান্, কেন না নাম দিয়াই কৃষ্ণ কিনিতে পারা যায়। এমন মহারত্ন প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে কদাচ উপেক্ষা করিও না; নাম লইতে সময় অসময় বিচার করিও না; নাম সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই লইবে। মিছরীকে আর কোন রকম পাকের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না, সদাই মুখে দাও।

যখন সেই প্রাণবল্লভের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে, তখন আর ব'সে না থাকিয়া তাঁরই উদ্দেশে যাত্রা করা কি উচিত নয়? যতদিন বালিকা ছিলাম, স্বামীর নাম শুনে ভয় হ'ত, তখন খেলাশালের খেলা, স্বামীর আদর, যত্ন ও মধুর ব্যবহার অপেক্ষা ভাল লাগিত বটে, কিন্তু আজ কি আর ও সকল ভাল লাগে? আজ কাল স্বামীর জন্য যখন ভাবিতে শিখিয়াছেন, যখন স্বামী কি চিনিয়াছেন, তখন আর কেন বসে থাকা, তাকে পাবার চেষ্টা করাই সর্ব্ব রকমে বিধেয়, এখন দূতীর দরকার হইয়াছে, এই জন্যই নিবেদন, যে সকল লোক প্রভুর কথা কয় কিম্বা প্রভুর তত্ত্ব রাখে, তাদের নিকট সন্ধান করুন, প্রভুর অবস্থান জানিতে পারিবেন। এ সকল লোকের ছোট বড় বিচার করিবেন না, এ'দের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছিবেন না। যাকেই সে পথে দেখিবেন, কাতর প্রাণে প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কেহ চুপ ক'রে চলে যাবে বটে, কিন্তু আবার কেহ আপনাকে আদর ক'রে হাতে ধরে প্রাণবঁধুর নিকট লইয়া যাবে, আর নূতন দাসী ক'রে প্রেমময়ের প্রেম সেবাতে নিযুক্ত করিবে, তখন কৃতার্থ হবেন, তখন সকল জ্বালা জুড়াইবেন, তখন প্রাণবল্লভের মধুর আলাপে ও যত্নে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। তাই বলি, এখন আর বসে থাকলে চল্‌বে না, এখন কাতর প্রাণে প্রাণনাথের উদ্দেশে ছুটিতে হ'বে; আর সময় নাই, আঁধার আসিলে পথ চিনে যাওয়া যাবে না, কেন না সে পথ আমার ভাল রকম জানা নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন চির অভ্যস্ত পথে আসিয়া পড়িতে হবে, তা হ'লে আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আবার সেই ক, খ, হ'তে আরম্ভ কর্‌তে হবে। এখন সময় আছে, এই জন্যই একটু ত্বরিত পদে চলিতে হবে। সে পথের সঙ্গী চান, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গিনী করুন। তাঁকেও বলুন যেন বিলম্ব না করেন। দুজনে এক মন এক প্রাণ হয়ে না গেলে, সেখানে যাওয়া

যায় না। পলকের বিলম্বে লক্ষ যোজন ব্যবধান প'ড়ে যায়, তাই দুজনে মিলে মিশে যাত্রা করুন, তা হ'লেই কৃতার্থ হবেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তে ভজন ফলদায়ক কি না?

নাম করিবার সময় অন্য চিন্তা আসিলে কাতর হইবেন না, তাহাতে কোনই দোষ হয় না, কিন্তু নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গে লইয়া বসিবেন। একবার সংকল্প করিয়া কোন কাজে ব্রতী হইবার পর আর কোন প্রকার অশৌচই স্পর্শ করিতে পারে না, তবে দেখিবেন যেন বসিবার পূর্ব্বে কোন অশৌচ লাগিয়া না থাকে।

হরিনাম করিবার আর কোন রকম আছে? "যেন তেন প্রকারেণ" হরি বলিলেই হইল। নিত্যশুদ্ধ ও পরম সিদ্ধ মন্ত্র স্বরূপ হরিনাম আবার কেমন করিয়া করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যখনই সময় পাবেন, নির্জ্জনে যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে "হরি হে" ব'লে ডাকিবেন আর চক্ষে জল আসিয়া হৃদয় ধৌত হইবে, প্রাণে অপার আনন্দ পাইবেন, আর হৃদয়ে বল পাইবেন।

হরিনাম, যেমন তেমন ক'রে কর, সকলই মনের মত হ'য়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নাম কর, হইতেছে না হইতেছে, নিতাই বিচার করিবেন। বাগান খুঁড়িতে লাগিয়াছি, খুঁড়ে যাই, কেয়ারি বাঁধা কাজ মালী নিজে করিবে, আমার দেখ্‌বার দরকার নাই। নাম করিতে ব'লেছেন ক'রে চল। মন যে দিকে যায় যাক্। মনের জন্য আমি কি করিব, মনকে আমার অধীন ক'রে দিন, আমি তাকে মনের মত কাজ করাইব। এখন বিচারশূন্য হ'য়ে মাটী কেটে চলুন, যেখানে মালীর

মনের মত না হবে নিজেই ডেকে দেখাইয়া দিবে, ও নজরে রাখিয়া করাইয়া লইবে, তোমার আমার চিন্তা করিতে হ'বে না। মালীর উপর নির্ভর ক'রে তার হুকুম মত খাটিয়া চল। কোদাল ঘাড়ে করিলেই তখনই বাগানটি স্বরূপ দেখাইবে না, প্রথম প্রথম যা ছিল তার অপেক্ষা খারাপই নজরে আসিবে। তবে মালী যখন কাটা মাটি নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া লইবে, তখন একপ্রান্তে ব'সে দেখিও, যেখানে নজর পড়িবে, সেই খানেই ছবি আঁকা রহিয়াছে, তখন যাহা যাহা নেত্রে পড়িবে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণরূপ নজরে পড়িবে। সেদিনও দূরে নয়, সেও আমাদের হাতে; আমরা যত শীঘ্র কুপিয়ে দিব, তত শীঘ্রই বাগান সাজিয়া যাবে। অতএব, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে চল, নিতাই মালী পাছে পাছে সাজাইয়া যাইবে, তখন নয়ন মন তৃপ্ত হবে, কোন চিন্তা নাই। চতুর্দ্দিকে আঁকা ছবি দেখিতে ইচ্ছা থাকে, মালীকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঠিক হুকুম মানিতে হবে। তাই বলি মন মন ক'রে ক্ষেপিবার আবশ্যক নাই, নিতাই পদ দৃঢ় করে ধরিয়া চলুন, মনের সাধ মিটিবে চতুর্দ্দিকে রমণীয় রাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শন পাইবেন কোন চিন্তা নাই।

যদি কৃষ্ণ চান, অহরহঃ তাঁর নামে মত্ত থাকুন, খাইতে শুইতে নাম লইতে থাকুন, পবিত্র অপবিত্র মনে করিয়া নাম লইবার সময় অসময় খুঁজিয়া বেড়াইবেন না, সদা নাম করুন, প্রাণে মনে হউক আর নাই হউক, মুখে সদা নাম লইতে থাকুন। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, প্রেম পাইলে কৃষ্ণ পাইবেন।

নাম লইতে কোন বিচার আনিবেন না; মন যে দিকে যায় যাইতে দিবেন; মনকে স্থির করিবার জন্যই নাম। Trained horse কে break করিবার কি আবশ্যক বল দেখি? তবে যে untrained horse,

তাকে সায়েস্তা করিবার জন্যই নানা উপায় করিতে হয়; সেই মনকে কাবুতে আনিবার জনাই যত কিছু সাধন ভজন। ঘোড়া প্রথম প্রথম যেমন নানা দিকে যায়, সোয়ার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না কেবল লাগাম জোরে টানিয়া ধ'রে রাখে, তেমনি হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলে মনও ঘোড়ার মত নানাদিকে যাবার চেষ্টা করিবেই; তাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, জোরে হরিনামটি ধরে রাখিবেন; দেখিবেন অল্পদিনেই মন বাক্য সকলই আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে। নাম কোন রকমে ভুলিবেন না, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাভিমানীদের কোন যুক্তিই মনে স্থান দিবেন না; এক প্রাণে নাম করিতে থাকিবেন, ফল আপনি বুঝিতে পারিবেন। তবে একটি কথা—গাছ রোপণ ক'রেই ফল প্রত্যাশী হ'য়ে গাছের ছাল পাতা নিপীড়ন ক'রে খাইবেন না, তাতে গাছও মরিবে মিষ্টতাও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাই বলি হইতেছে কি না হইতেছে চিন্তাশূন্য হ'য়ে, নাম লইতে থাকিবেন, সেই অধর অবশ্যই একদিন ধরা পড়িবেন। তাঁকে ধরিবার জন্য নামরূপ জালটী প্রশস্ত জাল; তাই বলি এ জাল যত ঘন ও দৃঢ় করিবেন, ততই অধর ধরার উপযোগী হবে। নাম করিতে করিতে যেন বিরাম দেওয়া না হয়; তা হ'লে সেই ফাঁকটি দিয়ে সে ফাঁকি দিয়ে পলাইবে এবং জালের পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিবে; তাই বলি যেন বয়নে বিরাম না থাকে। নাম করিতে করিতে পাগল হ'য়ে যান, ইহাই আমার প্রার্থনা।

মন দৌড়িতেছে, ছাড়িয়া দিবেন। যাক্ সে যেখানে যাবে, আর তার পাছে পাছে না দৌড়ে, আপনারা নাম করিতে থাকিবেন। ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হ'য়ে আপনা আপনিই আসিবে। মন বালকের মত, যত "আয় আয়" ব'লে ডাকিবেন ততই, দূর হ'তে দূরে পলাইবে। তাই বলি তার যাওয়া আসার দিকে দৃষ্টিশূন্য থাকুন, আপনি ফিরিয়া আপন স্থানে

বসিবে। আপনি কিন্তু লক্ষ্যটী ঠিক্ রাখিবেন, নাম লইতে কোন রকমে ছাড়িবেন না, মনের দিকেই মন দিবেন না। সকল অবস্থাতে ও সকল সময়ে কৃষ্ণনামটী জীবনের সম্বল করুন, কৃতার্থ হ'বেন।

ভজন কালীন শুচি অশুচি বিচার।

সদাই হরিনামে মত্ত থাক; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণ নামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে।

যদি কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে কোন রত্ন পায়, তা' হ'লে কি সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া ঐ রত্ন উঠাইবে না? রত্ন লইবার জন্য মানুষ কখন পবিত্রতা অপবিত্রতা মনে স্থান দেয় না। তাই বলি মালা ধারণ করিতে ও মালা জপ করিতে আবার পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান কেন? তা' ছাড়া, যে বস্তু সদাই পরমপবিত্র, তার আবার অপবিত্রতা কোথায়? পাপী যদি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান না করে, তবে তার পাপ যাবে কেমন করে? পাপী আছে ব'লেই গঙ্গার এত মান—এত মাহাত্ম্য। পাপী না থাকিলে কেহ গঙ্গার এত আদর করিত না।

নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই। ইহাতে আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ। নাম নিত্যশুদ্ধ, নাম লইলেই সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে। যেমন অগ্নির নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে পারে না, স্পর্শমাত্রেই যেমন সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া উঠে, সেই রকম কৃষ্ণনামের নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে

পারে না। সঙ্কল্পের পর আর অশৌচ স্পর্শ করিতে পারে না। তখন মৃতাশৌচই কি আর জাতাশৌচই বা কি কিছুই স্পর্শ করে না। তাই বলি যখন নাম করিতে সঙ্কল্পটী করিবেন, তখন মনকে নিকটে রাখিয়া তারপর আর মনের জন্য চিন্তা করিবেন না।

বিশ্বপ্রেম—লাভের উপায়।

নিজের ছেলের মত পরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। এই রকম করিতে করিতে তবে সংসার ছেড়ে সেই কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারা যায়। আপনার না ভুলিলে পরকে ভালবাসা, আর পরকে ভাল না বাসিলে, কৃষ্ণপ্রেম আসে না। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য, সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন—

(১) নামে রুচি
(২) জীবে দয়া
(৩) বৈষ্ণব সেবন।

এ তিনটীর কোনটী করিতে গেলেই আপনাকে ভুলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আপনাকে ছাড়িলে তবে সেই আপনার ধন কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ পাইলেই জগৎকেই পাওয়া হইল, তখন জগৎই আপনার হইয়া যাইবে। আজ যাহাকে ভূলে কৃষ্ণ পাইলেন, কৃষ্ণ পাইলেই, তাহারাই আবার আপনার হইয়া আসিবে।

পাখী ধরে খাঁচার ভিতর দেখা অপেক্ষা জঙ্গলী পাখী দেখে সুখী হও। পাখী দেখিতে চেষ্টা কর, ধরিতে চেষ্টা করিও না। যে পাখী

ধরে, তার একটী মাত্র পাখী, আর যে না ধরে, জগতের সকল পাখী তার।

পাগলের ভুলিয়া আনন্দ আর প্রেমীর ভুলিয়া আনন্দ, কয়েদীর জেলখানা আর Jail Superintendentএর জেলখানার মত; একজন অধীন, আর অন্য জন স্বাধীন। পাগলের আনন্দ বা ভুল তার আয়ত্ত নাই, প্রেমীর ভুল আয়ত্ত। পাগল সকল ভুলে যায়, প্রেমী সকল মনে রাখিয়া ভুলে যায়। এই ভিত্তির উপর সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত ক'রে লইও।

নেশার আনন্দ ঐরূপ; আনন্দ আমাতে নাই, নেশাতে। নেশার সঙ্গেই তার শেষ হয়। প্রেমের মজা প্রেমীই জানে, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। শরীর ভুলিলেই প্রেম আসে, শরীরের চিন্তা প্রেমকে শুষ্ক করে। আপনা ভুলে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার সুখ কেহ অনুভব করিতে পারে না। ফিরে পাবার আশা রাখিয়া ভাল বাসিলে ভালবাসা হইল না, সেটী ব্যবসা হইল; দিলাম আর সমান মূল্য নিলাম। একবার ভুলে ভালবাসিয়া দেখ কি মজা!

জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণ প্রেম আসিবে। সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরের পরকে ভাল বাসিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিয়েছেন। জীব প্রথমে নিজকে ও নিজের মা বাপ, ভাই, ভগ্নীকে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে বড় হলে এগুলি ছাড়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভালবাসে, তারপর বিবাহ হ'লে ক্রমেই আর একটি সংসারের অনেকগুলিকে ভালবাসিতে শিখে, তার পর ছেলে মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা আরও কতকগুলি অপরিচিত পরকে নিজের ক'রে লইতে হয়, এই রকম বাড়িতে বাড়িতে যখন কেবল সম্বন্ধটী ছাড়ে, তখন

ঐ ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম হয়, তখন কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণ বলিতে পারে ও অপার আনন্দ পায়। তাই বলি ভালবাসিতে পয়সা খরচ হয় না, সেটা কেবল মনকে একটু প্রশস্ত করা মাত্র। যখন শক্তি হবে, তখন অর্থ দ্বারা, বস্ত্র দ্বারা, পরের দুঃখ ঘুচাইবে, আর সকল সময়ে মিষ্ট কথাতে পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিবে। একটা আম নিজের ছেলেকে দিতেছ, সেখানে একটা দুঃখীর সন্তান থাকিলে, তারই একটু তাকে দিলেই চলে, তাতে কোন ক্ষতি হয় না; ছেলের পাঁচটা জামা আছে, অন্যের ছেলে একটা, শীতে কাতর হইতেছে দেখে, তারই একটা দিলে, ছেলের আর কম হইল না, অথচ একটা গরিব শীত হইতে বাঁচিল; এই রকমে আরম্ভ করিতে হয়, তার পর আপনা আপনি হৃদয় কোমল হইয়া পড়ে।

প্রভুর কৃপা শীঘ্র লাভের উপায়।

আকুলতাকে ও তার আদরের ভগ্নী লালসাকে, নিত্য সঙ্গিনী করিবে। ইহারাই বৃন্দাবনের ললিতা, বিশাখা, ইহারাই কৃষ্ণ দিবার নিবার একমাত্র অধিকারিণী। এ দুজনের সঙ্গ কদাচ ছাড়িও না। ইহারাই তোমার হাত ধরিয়া নিকুঞ্জ কাননে যুগল মিলন দেখাইবে। ইহারাই তোমায় হাত ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের নিকট নিত্য সেবার জন্য নূতন দাসী করিয়া অর্পণ করিবে। কুমীর পোকার মত ইহারাই তোমাকে নিজেদের রং ধরাইবে; তাই বলি ইহাদিগকে ভুলিয়া থেক না। যে আহার দিলে ইহারা পরম পুষ্ট হইবে সযতনে তাহাই দিবে। ইহারা কি খাইলে ভাল থাকে ও পুষ্ট হয়, যদি

নিজে না জানিতে পার, তাহা হইলে যাঁহাদের নিকট ইহারা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহাদিগকে রাখিও না মলিন হইয়া যাইবে। সদা নানা আবরণে আবৃত রাখিও, যতদিন না রং পাকে ততদিন আবরণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও। স্ত্রীলোকের লজ্জাই আবরণ, লজ্জা হারাইলে আর সে মধুরতা থাকে না। এইজন্য ইহাদের মুখাবরণ যার তার নিকট খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিও না। যাহারা কামের নজরে দেখিবে, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দিও না; ইহাতে সদাই সাবধান হইবে।

আহারে, নিদ্রাতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, জগতে যত খেলা খেল, তাঁকে মনে রাখ। তাঁহাকে সদা ভাবিবে বলিয়া কি আর সংসারের কোন কার্য্য করিবে না? সংসারের কাজ সেই সব করিবে, কিন্তু এমন কোন পলকটী যাইবে না যে সময়ে তুমি তাঁহাকে মনে না করিবে। এইরূপ ভাবে তাঁকে মনে রাখিলে মায়া ফাঁস আর থাকিবে না; নিশ্চিন্ত হইবে।

কুলরমণীর উপপতি চিন্তার মত কৃষ্ণ চিন্তা করিলেই, মনে প্রাণে, অন্তরে বাহিরে, কৃষ্ণ ভাবা হয়, তাতেই প্রেম আসে। এই কথাই নরোত্তম ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন "রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধূঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। কৃষ্ণ কখন কাহাকেও চরণ ছাড়া করেন না, তা হ'লে তাঁর থাকিবার স্থান কোথায়? গীতা বলেছেন "একাংশেন স্থিতং জগৎ" অতএব কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে থাকিবার স্থান নাই; তবে যেমন মাথা বিগড়ান ছেলে মনে করে "মা বাপ তাকে ভালবাসে না," তেমনই বহির্ম্মুখ জন কৃষ্ণ কৃপা বুঝিতে পারে না। এখন বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাবে দোষ কার? ভালবাসা, আদান প্রদানে পরিপুষ্ট ও মধুর হয়, আংশিক হলে তত মধুর বলে মনে হয় না। আমি

যারে ভালবাসি, সে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না, আর পূর্ণ না হলেও মধুর হয় না। তাই নিবেদন, আপনি সরল হ'লে তিনিও সরল হবেন; সরল হবেন বল্লে ভুল বলা হল, কেননা তিনি সরলই; আমি সরল হলেই, তাঁর প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে পারিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই মত কৃষ্ণপ্রেম বলিতে গিয়া ব'লেছেন "বিষামৃতে একত্র মিলন"; আরও বলেছেন "কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যাজন"। দেখুন ইক্ষু বড়ই ঠাণ্ডা, কিন্তু মাধুর্য্য বেশী করিবার জন্য যেমন উত্তাপ দেওয়া যায়, তেমনই সরল প্রেমকে সমধিক মধুর করিবার জন্যই কুটিল করা হয়, নচেৎ প্রেম অপেক্ষা সরল আর কিছুই নাই। আর সেই প্রেমের আধার কৃষ্ণ কি কখন কুটিল হ'তে পারে? গোপীদের কান্না, মা যশোদার কান্না, ভক্তের কান্না, এইরূপ প্রেমের গ্রন্থি বড়ই মধুর। তাই ভক্ত, প্রভুর নিকট সকল ছেড়ে কান্না প্রার্থনা করে, কান্নাই প্রেমের গাঁঠ এই জন্য বেশী মিষ্ট। ভালবেসে যে না কাঁদে, তার ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সোণার যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না, দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণ করুন, যেন আমরা চিরদিন কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিতে পাই। কান্না প্রেম স্রোতের ঘূর্ণি, এই জন্যই বেশী গভীর।

কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, কেহই আজ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁর নিকট হ'তে ফিরে নাই, যে যা চায়, তিনি তাকে তাহাই দিয়ে কৃতার্থ করেন। মনে ভুলে মুখে ডাকিলে তাঁর দয়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়, তাই বলি, যারা শীঘ্র তাঁর দয়া পাইবার ইচ্ছা রাখে, তারা যেন মনে মুখে এক করে।

নাম করিতে হয়, নামের জন্য করিও না, তাঁর নাম বলিয়া মনে করিও। পাঠ করিতে হয়, তাঁর গুণ কীর্ত্তন মনে করিয়া পাঠ করা উচিত

নয় কি? শ্রবণ করিতে হয়, প্রাণের ভালবাসার কথা মনে করিয়া গোপনে শুনিতে হয়।

প্রভুর নাম "অধমতারণ" "ঠাকুর" ইত্যাদি দিলে, তাঁকে একটু দূর করা হয়। স্ত্রী তার প্রাণের প্রাণকে ততদিন "আপনি" "আসুন" ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, যতদিন ঘনিষ্ঠতা না হয়। তাই বলি, সেই প্রাণের প্রাণবল্লভকে ও সব নামে অভিহিত করিলে, তাঁকে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটু দূর করা হয়। আমার রসিকশেখর নটবরকে রাখাল বেশটী ভাল লাগে, কাজ কি তাকে রাজা সাজানতে? একজন অতীব ফাজিলকে যদি ভাল লোক, ভাল লোক, করিয়া আদর করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদরকারীর নিকট আপনার চঞ্চল স্বভাব ভুলিয়া যাইয়া ভদ্রলোক সাজে। সেইজন্য বলি, আমার রাখালটীকে রাজা সাজাইওনা, তা'কে প্রাণনাথ, বন্ধু, হৃদয়বল্লভ ইত্যাদি নামেই ডাকিবে। দয়াময়, অধমতারণ ইত্যাদি নামে ডাকিয়া তা'র আদর বাড়াইও না। তাহা হইলে তাঁহাকে পাইতে একটু দেরী হইবে। ঋষি মুনিগণ অনন্তকাল তাঁহাকে "পতিতপাবন" "দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়াও পান নাই; কিন্তু ব্রজের গোপকন্যাগণ "বন্ধু" বলিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া, কেবল দেখা দেওয়া কেন, তাদের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন এবং হাতে ধরাতে পায়ে ধরাতেও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সেই রমণীর নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, পরেও করিবেন। দেখ, যে ঠাকুরটি যোগীদিগের আরাধ্য ধন, যাহাকে সুকৃত সাধকগণ বহু যত্নে বহু কষ্টে অতীব সতর্কতার সহিত ধ্যানে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন, তিনিই নাকি গোপরমণীদের দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কত গালি খাইয়াছেন! তাই বলি, তা'র আদর বাড়াইও না, রাখালকে রাখালই রাখ, সুখ পাইবে।

সাধকের পালনীয় বিষয়।

এ পৃথিবীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজধন মনে করিয়া তাহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাস। প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে, সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই, তাহার সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়। তিনি যাঁর বন্ধু, স্থাবর জঙ্গম সকলই তাঁর বন্ধু; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্ব কারণের কারণ কৃষ্ণকে ভালবাসা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

ধন সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়, তেমনই নাম সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংযম ও গোপন করিতে হয়; পরে যেমন যখন অর্থ অধিক হয়, তখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না,—আপনা আপনি আস'তে থাকে, ব্যাঙ্কের সুদের মত,—তেমনি যখন নাম ধনে ধনী হওয়া যায় তখন আর গোপন করিলেও থাকে না, আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে; তাই বলি প্রথমতঃ সংযম ও গোপন এই দুইটীর সাহায্য লইতে হয়, তা' না হ'লে সামান্য ধন কেহ চুরি করে নিলে, পুঁজি ফাঁক হয়ে যায়।

কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধনরত্ন পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন

প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাঁহাকে বশ করা যায় না; তাই বলি যেন অনুরাগ বজায় থাকে।

আমার নিতাই, নীচজনকে বড় ভালবাসেন। নিজকে নীচ জ্ঞানটী যেন চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। মৃত্তিকা সকল হ'তে নীচ, তাই সকল প্রকার উচ্চরত্নের জন্মভূমি। যে যত নীচ, প্রভুর নজরে সে ততই উচ্চ। প্রভুর নিকট নীচের আদর বেশী; তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনা, যেন চিরদিন নীচ হয়ে থাকিতে পারি, কখন যেন উচ্চ বলিয়া মনে না হয়, কিম্বা উচ্চ হ'বার বাসনা হৃদয়ে না জাগে।

অভিমান শূন্য হইতে হইবে, নতুবা নিতান্ত অভিমান শূন্য নিতাই দয়া করিবেন না। হৃদয়কে নরম করিতে হইবে, নতুবা সেই অতি নরম কৃষ্ণ চরণ কখনই হৃদয়ে আসিবে না; তাই বলি হৃদয়ে যাহা কিছু কঠিনতা আছে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করাই ভাল।

অভিমান শূন্য হইয়া আমার নিতাইয়ের শরণ লও, তিনি আদরে কোলে তুলে কৃষ্ণ প্রেম তোমাদিগকে দিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তাই ব'লে অভিমানীর পক্ষে নন। অভিমানীর পক্ষে, তিনি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। তাই বলি অভিমান ছেড়ে নির্ম্মল হও। প্রেম-পুষ্পের পক্ষে অভিমানই বজ্রকীট স্বরূপ; প্রেম চাওত অভিমান ছাড়, এবং যা'কে দেখিবে তা'কে ইহাই কও।

অভিমান করিতে হয়, সেই কৃষ্ণের উপর করিও। মানুষের উপর কিংবা কীট পতঙ্গের উপর অভিমান করিও না। যার সঙ্গে প্রাণের ভালবাসা, অভিমান তারই উপর করিতে পারা যায়; তাই বলি কৃষ্ণকে প্রাণ দিয়া ভালবাস এবং তাঁহার উপর অভিমান কর। পরের উপর অভিমান চলে না; করিলেও কোন ফল হয় না। কেবল নিজের অভিমানে নিজে পুড়িয়া মরিতে হয়।

এ জগতে পাপী তাপী সকলেই তাঁর নিকট অতি আদরের ও যত্নের ধন, এটী মনে রাখিয়াই কোন পতিতের উপর ঘৃণা করিও না। পাপীও সেই কৃষ্ণের, আর পরম প্রেমিক পুরুষও সেই কৃষ্ণের। যে জল্লাদ রাজাজ্ঞাতে কাহাকেও কাটিয়া ফেলে, কিম্বা ফাঁসি দেয়, সে কি রাজ-সরকারের চাকর নয়? যেমন মন্ত্রী তেমনই জল্লাদ; প্রভু যাকে যেমন কার্য্যের ভার দিয়াছেন, সে তেমনি কাজ করিয়া প্রভুর হুকুম প্রতিপালন করিতেছে। তবে আর পতিতকে দেখিয়া ঘৃণা কেন? তা'কেও হাসি মুখে প্রেমে গলিয়া কোল দিলে, কি কখনও কৃষ্ণ তোমার উপর রাগ করিবেন? কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিবেন; কিন্তু বেশ করে দে'খতে গেলে কথাটীর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। যাহারই সাপ তাহারই মানুষ—তবে আর সাপের উপর রাগ কেন? তাই বলি অযাচিত ভাবে যাকে তাকে নাম দাও, আর প্রাণ খোলা ভালবাসা দাও। যে তোমার শত্রুতা করিতেছে তাকে প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে শিক্ষা কর। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আমাদের চক্ষে যাহারা পাপী তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই কাঁদ, আর সেই পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুর আমার নিতাইকে জানাও, কিন্তু যত দিন বল না পাইতেছ ততদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিতকে উঠাইতে যাইও না। তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে না, লাভের মধ্যে নিজেও প'ড়ে যেয়ে আঘাত লাগাইতে পার। মনে মনে প্রাণে প্রাণে অপরের মঙ্গল প্রার্থনা কর। সদাই প্রেমের জন্য সেই প্রেমের হরির নিকট প্রার্থনা কর, বিনা প্রেমে সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। নিতাই আমার প্রেমময়, সাক্ষাৎ প্রেম স্বরূপ এবং প্রধান প্রেমদাতা। অতএব প্রাণের গৌর পাইতে চান, নিতাইয়ের পদাশ্রয় করিতে ভুলিবেন না। নিতাই বড়ই দয়াময়।

জগৎ সুখময় দেখিতে চাহিলে সুখের গাছের তলায় বসিয়া দেখ। নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় কর, অতি কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁর পদাশ্রয় লও—দেখিবে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইবে, আর প্রেমের চক্ষে সকলই প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময় দেখিবে, তখন কৃতার্থ হইবে, —তখন সকল জ্বালা জুড়াইবে। জ্বালা জুড়াইতে হইলে, যে প্রেমময় কৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করে, সেই কৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে। প্রথম প্রথম অজ্ঞান বশতঃ নিজ স্বার্থ ছাড়িতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্বার্থ ছাড়িলে ক্রমে যাহাদিগকে ছাড়িয়াছি তাহারাই আবার আপনার নিকট আসে; অতএব দুদিনের স্বার্থের জন্য মানুষ যেন চিরদিনের লাভকে ভ্রান্ত হইয়া বিসর্জ্জন না দেয়। যদি চিরসুখে কেহ থাকিতে চান, তিনি সামান্য চক্ষু বুজিয়া তাহার স্বার্থ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন। স্বার্থ থাকিতে হরি ভজন হয় না।

কোন রিপুর হাত হইতে এড়াইবার উপায়—রিপু কম জোরী হইলে তাহাকে বিনাশ কিম্বা আপন অধীনে আনা, আর রিপু বলবান্ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা। এই দুই ব্যতীত তৃতীয় উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলি যদি কেহ কোন শত্রু হাত হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কায়মনোবাক্যে তাহার সঙ্গ না করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কাম বলুন, ক্রোধই বলুন অথবা অন্য যে কোন বলবান্ রিপুর হাত হইতে এড়াইতে ইচ্ছা হইলে, তাহাদের রাজ্যদিকে দৃষ্টিপাতও করিতে নাই। নিজের চেষ্টা এই—আর তার উপর সেই করুণাময় কৃষ্ণের আশ্রয় লওয়া ও তাঁর রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা চাই। কৃষ্ণের নাম শুনিলে সকল শত্রুই দূরে পলায়ন করে, কেননা তাঁকে সকলেই ভয় করে; অতএব যদি কেহ এই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তিনি যেন অহরহঃ

কৃষ্ণ নামে মত্ত থাকেন তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সকল মহাশত্রুই যখন আপনাকে সর্ব্বদাই মহাস্ত্রধারী দেখিবে, তখন নিজে নিজেই তারা আপনার শরণাগত হইয়া পড়িবে। নামের জোরে সকলই হইতে পারে, এই জন্যই ভাগবতে বলেছেন—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

তোমাদের আশ্রয়টী সেই দয়াময় হরির নামটী। এই সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিলে কোন শত্রুই কখনই কোন রকম পীড়া দিতে পারিবে না। যে এই দুর্গের মধ্যে বাস করে সে সদাই নিশ্চিন্ত ও পরম আহ্লাদে থাকিতে পারে। এই দুর্গবাসীদের রক্ষার ও শক্তির জন্য ধ্যান, ধারণা ও উপরতি প্রভৃতি মহা মহা বলবান রক্ষী, সারথি, সৈন্যাধ্যক্ষ রাখিতে হয় না, কেননা চক্রধারীর চক্রটী অতীব সতর্কতার সহিত দুর্গের চারিধার রক্ষা করিতেছে, যে চক্রের দূরদর্শন মাত্রেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি পরম উগ্র ও মহাবলবান্ শত্রুরা ভয়ে দিক্ বিদিক্ না দেখিয়া দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাই বলি ভক্তের নিকট অতীব মধুর এবং শত্রুর পক্ষে বজ্রাদপি কঠিন কৃষ্ণ নামটী কদাচ ভুলিও না। এমন মহাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাকিলে আর কোন ভয় নাই। এই জন্যই চৈতন্য শিক্ষা (১) জীবে দয়া (২) নামে রুচি (৩) বৈষ্ণব সেবন।

সাধ্য মত এই শিক্ষার অনুগমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রথম আরম্ভ—সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে করিতে কৃষ্ণ নামে রুচি হয় এবং নামে রুচি হইলেই নাম করিতে করিতে মহতের দয়া হয়; মহতের দয়া, কৃষ্ণ কৃপা অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কৃষ্ণকে পাইলেই জীব মুক্তি পায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্তকে পাইলে জীব স্বয়ং কৃষ্ণকে পায়

অতএব কৃষ্ণ পাওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ মূল্যবান্। নাম করিতে করিতে কেবল ভক্ত সঙ্গ পাওয়া যায়। নাম করিলে কি হবে না হবে বিচার না করিয়া, অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, চির সুখে ও চিরশান্তিতে থাকিবেন।

রাজসিক ও তামসিক তপ দ্বারা অনেকেই সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ হইয়াও তাঁ'দের নিজ নিজ গুণ শক্তিহীন হয় না, তা'র অনন্ত সাক্ষী পাইবে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহারা সিদ্ধ হইয়াও আপন আপন ইষ্টের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে ছাড়ে নাই,—ইহাই তম। তাই বলি সত্ত্ব গুণ দ্বারা আরাধনা করিতে থাকুন, পবিত্র ও সুখী হইবেন। নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটী ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন, যাকে তাকে দেখাইলে নির্লজ্জা বলিয়া অপবাদ করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাধুজন বার বার বলিতেছেন "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"। তাই বলি আমার এই মাত্র একান্ত ভিক্ষা, যাহা যাহা করিবেন একটু গোপনেই করিবেন। এই যেমন, যদি মাংস ছাড়েন খাইতে বসিয়া বমির ভান করিবেন; একদিন দুদিন এই রকম করিয়া পরে বলিবেন মাংসে অরুচি হইয়াছে। এই রকম চাতুরী সকলই খেলিতে হইবে, তবে বিনা ব্যাঘাতে উন্নতির পথ পাইবেন, নচেৎ অনেক বাধা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়া হরি ভজন করিতে হইলেই চাতুরী চাই; সংসার ছাড়িলে তত দরকার নাই। সংসারে থাকিয়া হরিভজন দেখাইবার আদর্শ ব্রজলীলা,—তাই তাতে সাধারণ চক্ষে এত চাতুরী দেখা যায়।

অন্য চিন্তাতে মনকে খারাপ করিও না। সদাই সেই প্রেমময়ের প্রেম হ্রদে ডুবিয়া সুধা খাও, তখন বিষ খাইলেও মরিবে না। বিষের জ্বালায়

জলিবে না। তবে যদি কোন হতভাগা সেই প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও মুখ বুজিয়া থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র। তারাত সদাই জলিতেছে নিবাইবার আর স্থান কোথায়। এমন মনে করিও না যে আমি এটি অযথা কথা লিখিলাম, কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও কি কখনও জলিতে পারে? যাহার দর্শনে কোটী কাম নিবারণ হয়, তাঁহার স্পর্শেও কি কখনও জ্বালা আসিতে পারে? তার সাক্ষ্য দেখনা জটিলা কুটিলা। তারাত সেই প্রেমময় মুর্ত্তি দেখিয়াছিল তবে কেন জলিত? চন্দ্রাবলীও ত সদাই হ্রদে পড়িয়া থাকিত কিন্তু সেও ত আমার কিশোরীর মত জুড়াইতে পারে নাই। দেখ সাধকগণ সাধিতে সাধিতেও পতিত হয় কি না? তারা-ওত্ সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে, তবে কেন জলে। তাই বলি, সেই প্রেম সরোবরে অনেক বিষাক্ত সর্পও বাস করে। কামে জলকে বেশী চঞ্চল করিলে সেই সব সর্প দংশন করে। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকে, সুধা পান না করে, তারাই জলে তারাই মরে।

গরিব দুঃখীকে দেখিয়া কাতর হইবে ও গরিবের কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান্ হইবে। অর্থ দ্বারা হউক কিম্বা কথার দ্বারায় হউক, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কোন রকম উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও কোন রকম বিপদ গ্রস্ত করিবে না। কোন কারণ বশতঃ রাগ হইলে সেই রাগকে চিরসঙ্গী করিবে না। তখনই রাগকে অন্তর হইতে উঠাইয়া ফেলিবে। অঙ্কুরে যেমনই প্রকাণ্ড বৃক্ষ হউক, বিনা ক্লেশে উঠাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু একটু বড় হইলে তাহাকে উঠাইলে যেমন চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া যায়, ক্রোধও তেমনি একটু বড় হইলে উঠান শক্ত হয় এবং কোন রকমে উঠাইলেও একটী ভয়ানক চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ একবার মাত্র শরীরে স্থান পাইলে প্রায় যায় না, আর কোন রকমে যদি তাড়ান যায় তাহা হইলে

শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াই যায়। তাই বলি, এমন শত্রুকে কদাচ শরীরে বাস করিতে দিবে না। যদি কখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সময় পাইলেই নির্জ্জন স্থানে বেড়াইবে; বনে নদীর ধারে মাঠে বেড়াইয়া যে সুখ ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়ে সে সুখ নাই।

নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উচ্চরবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দুনয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে। নির্জ্জনে আপন মনে গুণ গুণ স্বরে গান যে রকম মধুর বোধ হয়, তানলয়যুক্ত তান্‌সেনের গানও তেমন মিষ্ট ব'লে মনে হয় না, ও হ'তেও পারে না। নির্জ্জনবাসের আনন্দ ব'লে বুঝান যায় না, নির্জ্জনবাসের আনন্দ নির্জ্জনবাসের আনন্দের মত।

যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কাঁদিতে হইবে না! আমরা হারাইয়া গেলেও তিনি খুঁজিয়া লইবেন, আমরা ভুলিলেও তিনি মনে ক'রে দিবেন, আমরা কাঁদিলে তিনি চ'ক্ষের জল মুছাইয়া দিবেন, আমরা হাঁসিলে আমাদের আনন্দ তিনিই বাড়াইয়া দিবেন; এইটী মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন। মা বাপ বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, স্বামী বলিতে হয় তাঁ'কেই বলুন। তাঁ'কে ভুলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বও নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক, তাঁ'কে মনে থাকিলে নরক মধ্যেও বৈকুণ্ঠের অপার আনন্দ পাওয়া যায়। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার ভর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা, তাঁকে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিব?

"পরোপকার" এই কথাটী জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে; "পরপীড়ন" কথাটী অন্তর হইতে অন্তরে রাখিবে। কায়মনোবাক্যের দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য বলিতে ভয় পাইও না,

তবে যেখানে সত্য বলিলে অন্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা মনে করিবে, সেখানে চুপ করিয়া থাকিও। সকল কাজে সে করুণাময় কৃষ্ণকে ও তাঁর মধু মাখা নামটী স্মরণ রখিবে।

রাত দিন খেলা করিও না। মন্দ বই পড়োনা, মন্দ কথায় থেকোনা, মন্দ কাজ নিজেও করোনা এবং লোককেও কর্ত্তে দিও না।

যেটী নিজের মৌরসি, সেই হরিনামটীর মাত্র সদা যত্ন কর। সেটি বাড়াইবার জন্য সুদে খাটাও, দরিদ্রকে তাহা হইতে সাহায্য করিয়া নিজেও হও আর তাকেও কৃতার্থ কর। মার খেয়ে অপমান সহ্য ক'রে যাকে তাকে এই মধুর নামটী দিবার চেষ্টা করিবে। সংসারে কোন দ্রব্যের জন্য তত কাতরতা প্রকাশ করিও না। ভাল মন্দ উভয় কথাই মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা কর। লোকের দেওয়া মান যেমন মানই নয়, তেমনি লোকের দেওয়া অপযশও।

জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণনাম লওয়া, জীবে দয়া করা, অর্থীর অভিলাষ পূরণ করা, আতুরের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করা। এই কার্য্যগুলি না থাকিলে মানুষে আর নিকৃষ্ট পশুতে কিছু প্রভেদ থাকিত না। যতদিন পর্য্যন্ত হরিপ্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অতি যত্নে এই হরিপ্রেম সহচরগুলিতে মন রাখিতে হয়। ইহাদিগকে মনে প্রাণে ভালবাসিলে হরিপ্রেম আসে, তখন আর এদের পৃথক্ যত্ন ক'র্‌তে হয় না। স্বয়ং বরকে পাইলে বরযাত্রীর সেবা কেহ করে না, করিবার অবকাশও পায় না। তাই প্রেমে মত্ত হইবার পূর্ব্বে এই গুলির বিশেষ যত্ন করিবে, কদাচ ইহাদের নিকট মুখ লুকাইয়া সকল দিক হারাইও না। যতদিন বিবাহ না হয়, বর-ঘরের কুকুরটীর পর্য্যন্তও আদর যত্ন করিতেই হইবে; যেমন বিবাহ হইলে সকলকে ছাড়া যায়, কিন্তু বরের মা বাপের সহিত বিরোধ করিতে নাই, তাদের তোষামোদ চিরদিনই করিতে হয়,

তেমনি কৃষ্ণ প্রেম হইলেও কৃষ্ণনামটী ছাড়িও না। নামই প্রেমের মা বাপ, নাম হইতেই প্রেম পাওয়া যায়, আর প্রেম হইতেই প্রেমের হরি। তাই বলি, সকল ছাড় কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নামটী ভুলিও না; অহরহঃ নামে মত্ত থাক। নাম বই তাঁকে পাবার অন্য কোন সহজ উপায় আছে কিনা (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) আমি বলিতে পারি না।

এ জগতে কাহাকেও পর মনে করিও না। সকলকেই নিজ জন মনে করিবে এবং সেই রকম ব্যবহার করিবে। সদ্ব্যবহার পাইয়া কেহ তোমার সহিত অসৎ ব্যবহার করিলে দুঃখিত না হইয়া কাতর প্রাণে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে এবং ক্ষমা করিবে; ক্রমে দেখিতে পাইবে অতীব ভীষণ বন্য পশুও তোমার স্নেহে বশ হইয়া তোমাকে ভালবাসিবে।

মার্ব্বেলের নির্ম্মিত পাইখানা দেখে মানুষ চক্ষে মুখে কাপড় ঢাকিয়া যায়, আর অতীব ভাঙ্গা ফুটা জঙ্গল পূর্ণ দেবস্থানে মস্তক নত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে না কি? কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লও, শরীর দেবমন্দির তুল্য হইয়া যাইবে। হরি ভুলিয়া দেবদেহও নরক তুল্য মনে করিবে। হরিকে ভালবাস আর হরির যাহা যাহা তাহাও ভালবাস। হরিকে ভালবাসিয়া হরির জিনিষগুলি ভাল না বাসিলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই কোন বিলাতী প্রেমময়ী আপনার প্রেমিককে লিখিয়াছিলেন "if you love me, love my dog" (যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকে ভালবাস)। তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎকে ভালবাসা চাই, কেননা সকলই সেই কৃষ্ণের ধন জন। এ পৃথিবীকে আর পৃথিবীর জিনিষকে কৃষ্ণের ধন বলিয়া ভালবাস, তাদের জন্য তা'দিগকে ভালবাসিবে না। যে কেহ চিরজীবনের জন্য শান্তি চায়, সে যেন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ নামটী

নিজের গুপ্তধন মনে করিয়া প্রাণে প্রাণে আদর যত্ন করে। গুপ্তধন যেমন পাছে অন্যে দেখে, এই ভয়ে সকল সময়ে দেখিতে চায় না, কিন্তু ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে ধনের চিন্তা ত্যাগ করে না, সেই রকম কৃষ্ণ ভজনটী গুপ্তধনের মত প্রাণে প্রাণে ভালবাস, লোক দেখাইতে গেলে হয়ত কেহ চুরি ক'রে নিতে পারে। তবে যখন এ ধনে মহাধনী হইয়া পড়িবে, তখন রাজার ধনের ধনাগারের মত সর্ব্ব সমক্ষে রাখিলেও কোন ভয় থাকিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক না হইতে পারিতেছ ততদিন গোপন করা চাই। প্রেমিকা যেমন নানা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও, আপন আপন বন্ধুর চিন্তাটী অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারে না তেমনি এই সংসারে মত্ত থাকিয়াও নিজ ইষ্ট কৃষ্ণনামটী কদাচ ভুলিবে না।

পরপতিরক্তা মূর্খ স্ত্রীগণ দিনরাত উপপতি সহবাস মিথ্যা লালসাতে গৃহে, কুলে, জলাঞ্জলি দিয়া বাহির হয় এবং দুই দিন মধ্যেই সামান্য সুখের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ পায়। তাই সাবধান করিতেছি, সুখে দুঃখে যেন নিজ স্বামীকে ত্যাগ না করে। এ পথের আড়কাটি কে কে তাও বলিয়া দিই। যাহারা সোহাগ চায়, প্রেম চায়, আর স্বামী সুখে সুখিনী হইতে চায়, তাহারা যেন পরের মুখে পরের স্বামীর গুণকীর্ত্তন না শুনে, যে সকল স্ত্রী অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী তা'দের সহবাস না করে। যাহারা স্বামীর সেবা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রতিসুখলালসাতে মত্তা, তা'দের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করে। যাহারা কঠোরপুরুষস্বভাবা তাদের মুখ পর্য্যন্তও দর্শন না করে। যেস্থানে নিজ স্বামীর নিন্দা হইবে, সে স্থান ভ্রমেও না মাড়ান। যাহারা স্বামীর মন না বুঝিয়া নিজেদের রূপযৌবনমদে মত্তা, তাদের নিকট না যান। যাহারা স্বামীর ভালবাসা না চাহিয়া অপদার্থ সংসারের দ্রব্যের জন্য স্বামীর

নিকট সর্ব্বদাই এটী ওটী প্রার্থনা করে, তা'দের পথে গমন না করে। আর, যাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের স্বামীর কথা তুলে বিচার করেন, সে দলে কোন রকমে ভুক্ত না হয়। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের সহায় যাহারা, সদাই তা'দের সঙ্গ করিলেই দিন দিন ভালবাসা বৃদ্ধি হইয়া প্রেম হয়, আর প্রেম হইলেই প্রেমের ধন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এ পথের সঙ্গী কারা, তা'দের নাম জানি বলিয়া দিতেছি, মনে রাখিলেই উপকার হইবে। প্রধান প্রেমিকজন,—তাঁদের সঙ্গ সদা অভিলাষ করিতে সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁরা দয়া করিলে পাথরেও প্রেম জন্মাইতে পারেন। দ্বিতীয় যাঁহারা তোমার মত স্বামী সোহাগিণী ও স্বামী প্রেমোন্মত্তা, তাঁদের জাতি বিচার না করিয়া তাঁদের সহবাস করিতে কদাচ ভুলিবে না। যেখানে নিজ স্বামীর যশঃকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ হয়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে হয়; আর যতদিন এই প্রেম গাঢ় না হয়, ততদিন পর সঙ্গ না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সদাই স্বামীর নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করা চাই। জগতের জন্য কিংবা তোমার জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন জিনিষকেই ভালবাসিবে না। সকল জীবকে সমভাবে দয়া করিতে হইবে, আর অনন্যচিত্ত হইয়া নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইবে। ষোল আনা প্রাণ না দিলে আর প্রেম হয় না। একটী গানে তাই আছে "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। আর প্রেম না হ'লে প্রেমের হরি মিলে না। সকল অপেক্ষা প্রধান ও প্রথম উপায় নাম এবং ইহার গোপন ও উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রেমের সোপান। সকল ভুলিয়া নাম করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিয়া থাকেন।

যৎসামান্য লাভে সুখী হইবে, অসদুপায়ে অর্থ চেষ্টা করিবে না;

নিজ অর্জ্জিত কতক অংশ সদ্ব্যয়ে লাগাইবে। অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্ব নয়, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মনে করিবে পার্থিব আয়াস আরামের জন্য লালায়িত হইবে না।

ভোলাই মজা, ভোলাই সুখ। লোকে বলে—মরিলে হায় করি, বাঁচি, কেন বলে জান? মরিলেই সব ভুলিয়া যায়, কিছুই আর মনে থাকে না। মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, আপন, পর সমস্তই ভুলিয়া যায়, কেহই আর তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। ভোলাতে মজা আছে, তাই শিব সর্ব্ব দেবতা অপেক্ষা মজাতে আছেন।

এ সংসার মধ্যে কষ্ট ভুলা একটি অমূল্য রত্ন, যাহারা ভুলিতে শিখিয়াছে, তাহারা সংসার জয় করিয়াছে। এক পক্ষে ভুলা যেমন একটি মহা রত্ন অপর পক্ষে মনে রাখা তেমনি একটি অমূল্য নিধি। তাই বলি ভুলিতে শিখ, আর মনে রাখিতে শিখ। বুঝিতে পারিয়াছ কি? বোধ হয় মনে করিবে, কি ভুলিব আর কিবা মনে রাখিব? তাই বলি শুন, অপরে যখন তোমাকে অপমান করিবে, তাড়না করিবে, মারিবে, তজ্জন্য যে মনের কষ্ট সেইটী ভুলা, আর তুমি যখন স্বয়ং অন্য কাহারও মনে কষ্ট দিবে সেইটী চিরকাল মনে রাখা এবং তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া এই দুইটীই অগাধ সমুদ্রে মহা রত্ন। যাহারা শিখিয়াছে তাহারা সব বশ করিয়াছে। একটী মরমের কথা শুন—যে দিন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই দিন শ্রীমতী, সখি সকলের সহিত কত বিলাপ, কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সখীদিগকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রতারক, উহার সহিত আর কথা কহিব না, কাল দ্রব্য দেখিব না—উহার নাম পর্য্যন্ত শুনিব না, যদি অন্য কেহ নাম করে তাহার মুখ দেখিব না। পরদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সখীদের নিকট মিনতি স্বীকার করিতেছেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু

সখীরা কুঞ্জে আসিতে দিতেছেন না; তখন পরাদেবী প্যারিজী সখীদিগকে ডাকিয়া শুধাইলেন—হে সখি! প্রাণাধিক কৃষ্ণকে তোমরা অমন করিতেছ কেন? তখন সখীরা বলিল ও দুষ্ট, কাল তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, তাই আমরা উহার সহিত আর আলাপ করিব না। তখন শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কই সখি, আমার মনে হয় না। যে কৃষ্ণ জগতকে আনন্দ দিতেছেন, তিনি আমাকে কখন কষ্ট দিবেন, এ বড় অসম্ভব। সখি! কৃষ্ণকে আমি বরং কত কষ্ট দিয়াছি, হয় ত তিনি আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছেন, ধিক আমাকে! এইরূপ কত বিলাপ করেন। তাই ত তিনি সেই অধরচাঁদকে বশ করিয়াছেন। বল দেখি এমন না হলে কি পরাঠাকুরাণী হইতে পারিতেন?

যে ফুলের মধু নাই, সে ফুলের গন্ধও নাই, এই জন্য সে ফুল কেহ চায় না এবং পূজা প্রভৃতি কোনই কার্য্যে লাগে না; কিন্তু যে ফুলে মধু ভরা সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও পাইতে চায়। মনুষ্য মধ্যেও ঠিক তাই; যাহার গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে এবং সকলেই চায়। রূপে পশু, আর গুণে দেবতাগণ মুগ্ধ হন। রূপে মুগ্ধ হওয়ার ফল পদে পদে বিপদ; আর গুণে মুগ্ধ হওয়ার ফল অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম। যাহারা রূপে মুগ্ধ হয়, তাহারাই বদ্ধ জীব। জীবের গুণই রূপ। যার গুণ আছে, তার মত রূপবান্ বা রূপবতী আর এ জগতে নাই। এইটী একটী সূক্ষ্ম কথায় বলিয়া রাখি—সদাই মনে রাখিও, সদাই ধ্যান করিও। দেখ, কৃষ্ণের রূপের বশ চন্দ্রাবলী, আর গুণের বশ শ্রীমতী রাধিকা। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, রূপে বাড়ায় লালসা আর গুণে বৃদ্ধি করে রতি প্রেম।

যদি কেহ পাপ করে, আর অন্যে সেই পাপের কথা কয়, তাহা হইলে যাহারা কথা কয় তাহারাও পাপী হয় কেন বল দেখি? ধ্রুব

কি প্রহ্লাদের কথা শুনিলে পুণ্য হয় কেন বল দেখি? সাবিত্রীর কথা শুনিলে পাপ দূর হয়, কেন বল দেখি? কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কর্ম্মও পবিত্র, এই জন্য তাঁহাদের কথা শুনিলেই তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম করা হইল কি না? তাহা না হইলে পবিত্র হইল কেন? তাই বলে নিন্দুকে সাধু শোধন করে। কেন না, নিন্দা করিয়া করিয়া সমস্ত পাপ সাধু-শরীর হইতে টানিয়া লয় ও আপনারা পাপী হয়, আর সাধু পবিত্র হইয়া যায়। তাই বলি কখন কাহারও পাপের কথা কহিও না, মনে মনে চিন্তাও করিও না। বরং কেহ পাপ করিলে তাহার যদি কিছু ভাল দেখিতে পাও, সেই ভালটিরই কথা কহিবে, ভালটিই মনে মনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে পবিত্র হইবে, পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারিবে এবং দিন দিন সংসারে সুখী হইতে পরিবে। যাহারা পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, কি মনে মনে স্মরণ করে, কৃষ্ণ কখনই তাহাদিগকে আপন পরিবারে নেন না। তাই বলি, যদি কৃষ্ণপরিবারি হইতে চাও, পরের কথা কখনই মনে করিও না বরং নিজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া বেড়াইবে। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের এইটীই সহজ উপায়। কেবল পূজা, পাঠ, কি তীর্থ দর্শন করিলেই ধর্ম্ম হয় না, দান করিলেই ধর্ম্ম হয় না। দেখনা, যদি কেহ কিছু তোমার নিকট চায় আর তুমিও তাহাকে দাও, কিন্তু মনে মনে কর বেটা কি সাধু, রাত হইলেই চুরি করিবে আর দিনে সাধু, তবে তোমার দানে কি ফল হইল? দেওয়া হইতে না দেওয়াই আচ্ছা ছিল।

কাল, খাঁদা, কি রোগগ্রস্তা কোন কন্যাকে কেহ সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তেমনি পাপী, কপট, স্বার্থপর, বিমুখ ও অবিশ্বাসীকে কৃষ্ণ আপন পরিবার মধ্যে স্থান দেন না। তোমরা চেষ্টা করিয়া সাদা কাচের মত স্বচ্ছ, ধ্রুবের মত বিশ্বাসী হও, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আপনার করিয়া

লইবেন। মন আমাদের পবিত্র নির্ম্মল হউক, মন আমাদের সবল হউক, মন আমাদের নিজের দুঃখের মত অন্যের দুঃখকে দেখিতে শিখুক। আমাদের মনের পরিধেয় বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করুন, আমাদিগকে সোজা পথে লয়ে চলুন।

শ্যামের কাছে কেঁদো না, শ্যাম আবার কান্না সহিতে পারে না। যেখানে আনন্দ পায় সেই খানে থাকিতে ভালবাসে ও থাকে। তাই বলি, যদি সেই সদানন্দ পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা ক'র্‌তে চাও তা'হলে সদানন্দ থাক। সে কান্নাও ভালবাসে, কিন্তু সে কান্না দুঃখের কান্না নয়, সে কান্নাটী প্রেমের কান্না। সে একটু বাঁকা কিনা তাই হাঁসি থেকে প্রেমের কান্না বেশী ভালবাসে, অন্য কান্না দেখিতে পারে না।

নিজের দুঃখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্যার জল, জমি উর্ব্বরা না ক'রে, বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে, কিন্তু অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয়টুকুকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে। হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণনাম মহাস্ত্র দ্বারা হৃদয় সিক্ত ও কর্ষণ করিতে থাক। দেখিবে কি সুখময় ফল পাইবে।

দুঃখ ও সুখ যখন চরম অবস্থাকে পায়, তখন চক্ষে জল থাকে না, মধ্য অবস্থার নিয়ম জল। তাই বলি চক্ষের জলের জন্য কাতর হবে না, এর পর সাম্‌লাইতে পারিবে না। উচ্চ গান নির্জ্জনে করিলেই বুক বেয়ে ধারা পড়্‌বে। পুকুরের পঙ্ক উদ্ধারের সময় কিছু দিন জল কম থাকে, আবার নূতন জলে পাড় ছাপিয়া যায়। পাড় ছাপান জল চিরদিন থাকে না; ঠিক পূর্ণ জল থাকিলে আর ছাপায় না, তখন পুকুরের ঢেউ পুকুরের বাহিরে যায় না। প্রবল হ'লে যাই যাই করে, কিন্তু যায় না। সেই

ভাবটী গৌর আমার শেষ অবস্থাতে জীবকে দেখাইয়া গেছেন, নিতাই নিত্য পরিপূর্ণ, সেই জন্য কখনই তা'র চক্ষে জল নাই।

নাম ভুলিবে না, খাইতে শুইতে মধুর কৃষ্ণনামটী পরম যত্নে নিজ প্রাণের ধন করিবে কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাঁর নিকট কিছুই চাহিতে হবে না। তিনি নিজেই তোমার হৃদয় জানিয়া সকল সুখ শান্তি দিবেন, নিত্য নূতন নূতন আনন্দে ডুবে আত্মহারা হইবে।

তাঁহাকে দিবানিশি স্মরণ করিও, সদাই তাঁর নামটী মনে মনে জপ করিবে। দেখিও ভুলিও না। তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে থাকিবে কি লইয়া? তিনি সংসারের আদি ও মূল কারণ, তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কি আছে?

একটী সামান্য নিশ্বাস জীবনের অনেক সুকৃতিকে ধ্বংশ করিতে পারে, যেন তার জন্য কেহ নিশ্বাস না ফেলে। ভিতর বাহির যেন এক রঙ্গের এক চেহারার হয়। মুখে মনে যেন বেশ মিল থাকে। মুখ মনের আর মন মুখের হইয়া যেন দুটী প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় থাকে। মানুষের চক্ষে ধুলি দিবার জন্য যেন হরিনামের জামা গায় না দেওয়া হয়। ব্যাধের মত যেন পর্ণ কুটীরে বাস না করা হয়। কোন জীবকেই কষ্ট দিবার ইচ্ছা যেন মনে প্রাণে না থাকে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে থাকে।

"কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে অধিক চাতুরী চাই" চাতুরী পীরিতির সম্বন্ধে নয়, চাতুরী বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গে—জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিবার জন্য। কৃষ্ণ ভজন গোপন করিবার তাৎপর্য্য—মায়াকে আর মায়ার সংসারকে ফাঁকি দিবার জন্য; কৃষ্ণের সঙ্গে চাতুরী করিলে চলিবে না, সেখানে হৃত-বসন হইয়া যাইতে হইবে, সামান্য একটু কাপড়ের আবরণও তাঁর সহ্য হয় না; অন্য আবরণের কথাই নাই।

যদি প্রথম হ'তেই অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হ'তে হ'তেই লোকের নিকট নিজ ভজন কথা ব'লে বেড়ান যায়, তা হ'লে লোকের উপহাস প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া নিজ ভজন পথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ও ক্রমে ত্যাগ হ'য়ে যায়। তবে অনুরাগ যখন বাঘের মত সতেজ, দৃঢ় ও অন্যের পক্ষে ভয়প্রদ হবে, তখন আর চাতুরী খেলিতে হ'বে না; তখন এই সকল নিন্দাকারীরূপে মায়ার চরগণ আপনা আপনি ভয়ে জড় সড় হয়ে দূরে পলাইবে কিম্বা শরণাগত হইবে; যত দিন হৃদয় এত সতেজ ও সবল না হয়, তত দিন চাতুরী করিতে হ'বে। তার "কানু অনুরাগ বাঘ, যবহুঁ হৃদে পৈঠল কাঁপল বন ঘন মাঝ"। তখন বাঘের ডাকেই যত যত অন্যান্য জীব জন্তু আছে বন ছেড়ে পলায়ন করিবে, তখন নিজে ত নিরাপদ হবেই, অন্য যাহারা সেই বনে কুকুর শেয়ালের ভয়ে লুকাইয়াছিল, তারাও আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, তারাও নিশ্চিন্ত হবে। এই জন্যই প্রভু আমার সিংহগর্জ্জনে উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রে গেলেন। নামের ধ্বনি শুনে মায়া পৃথিবী ছেড়ে পলাইলে সকলেই মায়া শূন্য হ'য়ে এক মনে এক প্রাণে কৃষ্ণ পদে নত হইল, তাই প্রভু সংকীর্ত্তন সময়ে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেন। এমন প্রেমের কীর্ত্তনে গর্জ্জনের আবশ্যকতা কেবল মাত্র মায়া ও মায়ার অনুচরগণকে জনমের মত বন ছাড়া করা। তাই বলি যারা এদের হাত হতে এড়াতে চান্ তারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র মায়া পলায়ন করিবে, কেননা আমার নিতাই গৌরের প্রতি ভয় এখনও মায়া অসুরের অন্তরে জাগিতেছে, এখন সেই ভীষণ গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে। তাই বলি, যদি এখনও আনন্দে চলে যেতে চাও মধুর নাম উচ্চ এবং অনুচ্চ কীর্ত্তন কর। প্রথমতঃ ধীরে ধীরে আরম্ভ ক'রে যখন প্রেমে মাতাল করে, তখন আপনি উচ্চ হয়ে পড়ে, সেই জন্যই আরম্ভ করিবার সময় চাতুরীর

দরকার, নরোত্তম ঠাকুরও সেই কথা ব'লে গেছেন, "আপন ভজন কথা না কহিবি যথা তথা, আপনারে হবে সবধান," তন্ত্রও তাই বলিতেছেন "গোপণীয়ম প্রযত্নতঃ"। যারা মদ খায়—প্রথমতঃ কোন গুপ্ত স্থানে আরম্ভ করে, তার পর নেশা ধরিলে রাস্তাতে গড়াগড়ি খেতেও কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে না; তাই বলি নেশা হবার আগেই পথে দাঁড়ালে নেশা করা হবে না, মানুষ যখন প্রথম বেশ্যাসক্ত হয় তখন কত গোপন কত সন্তর্পণে আলাপ করে, তার পর যখন পাকা হয়, তখন গোপন করা দূরে থাক, লোকের কাছে তার গুণ ব্যাখ্যা করে বেড়ায়—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রমাণ, তাই নেশা ধরবার আগে চাতুরী চাই।

যতই ভাল ছেলে হউক না, পরীক্ষার বিভীষিকাতে চমকিতেই হয়; তেমনই যতই মহাপুরুষই হউন আর কৃপা পাত্রই হউন, এ পরীক্ষার স্থল পৃথিবীতে আসিলেই মধ্যে মধ্যে ভীত ও ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভাল ছেলের মত ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া যশোবৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রভুর এ খেলা। তিনি চান সকলেই পরম পবিত্র হউক, আর তাঁর খেলার সঙ্গী হউক, তাই তিনি ইচ্ছা ক'রে সকলকে শিক্ষা লাভের জন্যই এ বিদ্যালয়ে পাঠান, পাশ হ'লেই উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিজ পারিষদ্ ভুক্ত ক'রে লন, যিনি পরীক্ষাতে বার বার ফেল্ হন, তাঁর জন্য দুঃখিত হন, নিজ পারিষদ্ মধ্যে গণ্য করেন না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে দয়ার ও স্নেহের নজর উঠাইয়া লন না। এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন ইহারই নাম যোনিভ্রমণ। মনুষ্য জীবন Entrance, তদিতর primary, স্বর্গ college life কিন্তু তিনটীই প্রভুর নিকটস্থ নয়। ছাত্রগণ যেমন Entrance হইতে আপন আপন তারতম্য বশতঃ future career স্থির করে, তেমনই মানুষ জীবনেই আপন উর্দ্ধ অধঃ পথ স্থির করিবার প্রকৃত সময়, এই জন্যই মানুষ হ'লেই

সাবধান হ'তে হয় নচেৎ মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। মানুষ হইয়াই আপন আপন পথ গড়ে নিতে পারা যায় বলেই শাস্ত্রে "দুর্ল্লভ মানব জীবন" বলে গেছে, মানুষ ছাড়া আর কাহারও এ ক্ষমতা নাই। দেবতারাও এ ক্ষমতা হারাইয়াছেন, নরকবাসীরাও হারাইয়াছে, এ দুজনেরই স্বাধীনতা নাই, একজন চাকর অন্যজন কয়েদী, তাই বলি মনুষ্য জীবনই school life and really free life. যেন মানুষ জীবন পাইয়া প্রকৃত মানুষ হ'য়ে সফলমনোরথ হন। এমন সুযোগ আর হয় কি না, বলা যায় না। এ জীবন পাইয়াও যাহারা মুখে কৃষ্ণ হরি না বলেছে, তারা ঠকিয়াছে, সন্দেহ নাই। লক্ষ কষ্টের মধ্যে পড়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন কেহ না হন। যে উদ্দেশ্যে আসা, যেন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিলেও, তাহা হইতে পদস্খলন না হয়। কায়মনঃপ্রাণে হরি নামে বিশ্বাস ক'রে অহরহঃ সেই নামে উন্মত্ত থাকিলে আনন্দের সীমা থাকে না, তখন এ পৃথিবীর চরম দণ্ডও ভয় দেখাইতে পারে না, সকলই আনন্দমাখা নজর আসে, তখন সে আত্মহারা হইয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে।

সামান্য সামান্য পার্থিব কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করা কাহারও উচিত নয়। অবকাশ পাইলেই, হয় নির্জ্জনে একা ব'সে কিংবা যাহারা হরি প্রেমে মত্ত তা'দের সঙ্গে হরি কথাতে ও হরি চিন্তাতে মগ্ন থাকাই উচিত।

যখনই কর্ম্ম হতে অবসর পাবে, অমনই মালা নিয়ে বসবে, মন লাগে না লাগে বিচার করিবে না, হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লইলেই উপকার হবে, কোন সন্দেহ নাই। "সাধক কণ্ঠহার" খানি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিবে এবং চলিতে বসিতে, কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে একটী পদ বলিতে থাকিবে। এই রকম করিতে করিতে আপনা

আপনি চক্ষে জল আসিবে আর এই চক্ষের জল পেয়েই ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রবলা হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। ভক্তিটী লতা—নিজে উঠিতে পারে না, এই জন্য বিশ্বাস বৃক্ষের সঙ্গে লাগাইয়া দিবে, ক্রমে বৃক্ষ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিবে এবং কৃষ্ণ পদ অবলম্বন করিবে। তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া আত্মহারা হইবে, তখন আর সংসার ব'লে মনে থাকিবে না, তখন আর এখানের দুঃখসুখে তোমাকে বশ করিতে পারিবে না? তখন এখানের রাজা হইয়া সকলের উপর হুকুম করিতে পারিবে, বিশ্বাসের সহিত নাম কর।

সাধু বেশধারী কাহাকেও কোন রকমে ঘৃণা করিবে না, কেননা সাধু অসাধু চিনিবার শক্তি নাই। যদি প্রকৃত সাধুকে অসাধু মনে ক'রে অবজ্ঞা কর তা' হ'লে অপরাধ হবে। তাই বলি যত দিন পৃথক্ পৃথক্ সাপ ও তাদের প্রকৃতি বিচার না জানিতে পারা যায়, ততদিন সাপ দেখেই দূরে থাকাই বিধেয় নচেৎ এটার বিষ নাই, ওটার বিষ নাই, করিতে করিতে হয় ত কোন দিন ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে অবজ্ঞা করিতে যাইয়া জীবন হারাইতে হ'বে। তাই বলি সাপ থেকে দূরে থাকাই ভাল; সাধুর বিচার করিবে না, যতদিন না সাপুড়ে হ'বে ততদিন কোন সাপকেই ধরিতে যাবে না, ইহাই আমার একটী প্রার্থনা। তোমার শ্রদ্ধা না হয়, কিছু না দিতে পারো কিন্তু তার সম্বন্ধে যেন কোন cutting remark না করা হয়; বাক্য দ্বারা মিছা যেন কাহারও অন্তরে আঘাত দেওয়া না হয়। বরং কাহারও শরীরে আঘাত দেওয়া ভাল, তবু অন্তরে সামান্য আঘাত দেওয়া কোন রকমে উচিত নয়। অন্তর নরম স্থান, সেখানে সামান্যতেই বেশী আঘাত লাগে; আর সে আঘাত হরিও জানিতে পারেন, কেন না হরি সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন।

যারা একবার গৌর বলেছে, তারা জলে নামিয়াছে, একদিন না এক-দিন মাছ ধ'রেই উঠ্‌বে। অতএব সাবধান। সামান্য মাত্র ভেখ্‌ধারী সাধু-কেও কদাচ ঘৃণা করিবে না। Don't try to take the law in your own hands, let it be judged by the judge. তাই বলি সাধুর ভাল মন্দ বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার উপর আনা মূর্খতা মাত্র। বিচারের ভারটা বিচারককেই দেওয়াই ভাল। এই সামান্য সামান্য গরীব ভিখারী বৈষ্ণবরাও এক একজন মহাজন জ্ঞান করাই safe side. সাধু যেমনই হোক্ অবমাননা করিবে না। হীনাদপি হীনকেও ঘৃণা করিলে এপথের হুকুম "তৃণাদপি ইত্যাদি" কথার মান্য রাখা হয় না। তাই নিবেদন যেন কখন বৈষ্ণব অপরাধ না আশ্রয় করে।

ভিখারী বৈষ্ণবদের, যাহাদিগকে একটু সামান্য চক্ষে দেখ, একবার তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তা'দের সঙ্গে মধুর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম গান ক'রে দেখ, মনঃশান্তির এমন পূর্ণ শক্তিমান্ ঔষধ আর এ জগতে নাই। (সন্ধ্যা বন্দনাদি যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন বিরহিত হয়, তাহা হইলে পরমাসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা অথচ কুষ্ঠ রোগগ্রস্তার মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা হইয়া থাকে।) যদি প্রাণে আনন্দ চাও, যদি শান্তি দেবীর সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে চাও, এই কাঙ্গাল বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ কর, তা'দিগকে ভালবাসিতে শিখ, আর তা'দের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।

একটী কথা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, "হরিভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই।" তাই নিবেদন করিতেছি, কায়-মনঃ-প্রাণে তাঁদের সেবা কর। ছোট, বড়, সাধু, অসাধু, বিচার বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁদের শরণ লইবে, ও তাঁদের সেবা করিবে, দেখিবে অচিরেই পরম শান্তি পাইবে। এবং সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ পাইয়া জীবন সার্থক মনে করিবে। হরিভক্তগণ তুষ্ট

থাকিলে হরির অবাধ্য হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'বার সম্ভব থাকে না। হরি রুষ্ট হইলে হরিভক্তগণ রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু ভক্তগণ অকৃপা করিলে হরি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। তাঁর সকল ক্ষমতা থাকিলেও ভক্তের বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করেন না।

কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, তাই প্রেমীর সহিত অভিমান শূন্য হয়ে মিশিবে, নচেৎ আনন্দ পাইবে না। কৃষ্ণভক্তের সহিত সরল মিলন বড়ই আনন্দের জানিবে।

প্রাণ, হরি ধরি ধরি হ'বার সময়, কি এক নূতন পেঁচ খেলেন, যাহাতে খেলা একেবারে উল্টাইয়া দেন, তাই অনেকে ধরি ধরি ক'রেও ধরিতে পারে না; তার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ধ'রে বসে, আর সকল ভুলে যায়; তবে যে জন সকল ভুলে, সকল ছেড়ে আত্মহারা হয়ে হা প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ, দয়াময় ব'লে তাঁরই চরণে মনঃ প্রাণ অর্পণ ক'রে ডাকে, তা'কে তিনি কদাচ ভুলাইতে পারেন না এবং ভুলাইবার চেষ্টাও করেন না। বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করে যাঁরা প্রভুকে লাভ করিতে চান তাঁ'রাই পড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া যাঁরা কৃষ্ণৈকশরণ হন, তাঁ'রা আর কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনিই পরীক্ষক তিনিই পাশ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। তাই বলি সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হ'য়ে অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিতাই পদ অন্বেষণ কর, অচিরেই সেই সুশীতল পদ পাইবে, শীতলতা অনুভব করিলে চক্ষু মেলিবে; দেখিবে সম্মুখে সেই পরম দয়াল নিতাই শ্যাম নটবরের হাতে সমর্পণ করিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যাঁকে খুঁজে খুঁজে কাতর হইতেছেন, তিনিই আপনার তল্লাশ করিতেছেন। অন্ধ না হ'লে কিন্তু হঠাৎ হাত লাগিবে না। চক্ষু সময়ে যেমন বন্ধুর কার্য্য করে, সময়ে সময়ে তেমনিই শত্রুতা সাধন করে, অতএব যখন বুঝিতে পারা

যায় না চক্ষু শত্রু কিম্বা মিত্র, তখন তা'র সাহায্য না লওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।৵ নীতিশাস্ত্র ও তাই বলেন, যতদিন অজ্ঞাত কুলশীল থাকে, ততদিন কাহাকেও বন্ধু মনে করিতে নাই। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন কোটী কোটী জন্মের সাধনে তা'কে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল লালসাতে। যখন জীবের কোন দ্রব্যে অধিক লালসা হয় তখন সেই জীব অন্ধ হইয়া পড়ে, আর ভাল মন্দ ভবিষ্যৎ চিন্তা রহিত হইয়া লালসার জিনিসের প্রাপ্তি চিন্তা করে, আর ক্রমে পাইয়াও থাকে।৵

বিরহিণীর স্বামী অনুরাগ, যেমন স্বামী সোহাগিনীদের সোহাগের কথা শুনে দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইতে চাও বিরহিণীদের মত যাঁরা স্বামীর সোহাগে গ'লে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গ কর, দেখিবে তুমিও তাঁর প্রেম পাইবে। যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, সেই খানেই যাবে। আর যার সঙ্গে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, তা'র সঙ্গই সদা প্রার্থনা করিবে। কান বুজে আর চক্ষু মুদে চলিতে থাক, এদুটি প্রধান ইন্দ্রিয়কে যেমন নিষ্কর্ম্ম করিবে রসনার কর্ম্ম সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিও, সে যেন জাগিতে ঘুমাতে কৃষ্ণনামে মত্ত থাকে, তা হ'লে কাজ হাসিল।

চতুরের কেমন চাতুরালী। যে যা চায় তার বিপরীতটী প্রথমে দেন, তাতে যদি ভুলে না যায় তা' হলে দয়া করেন। তাই বুঝি ভুক্তভোগী প্রেমিক লিখিয়াছেন 'যে করে মোর আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তাতেও না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস"॥ সেই চতুরের হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরী আবশ্যক। তাই দেখেই চণ্ডিদাস বলেছেন "কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। যদি যাইবে দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে"। এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে। তাই কৃষ্ণদাস

কবিরাজ বলেছেন "কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির"। হাতে আয়না পেয়ে যারা চাঁদ নেবার কান্না ছাড়ে না, তারা মার খায় তাতেও ভুলে না, শেষে পাইয়াই থাকে। তাই বলি যারা কৃষ্ণ চান তারা বেশ চারিদিকে পাকা না হলে, কখনই মনের মত পান না। প্রথমে প্রভু নানা রকমে ভুলিয়ে তা'কে বিমুখ করিয়া রাখেন। এটা একটী খেলা মাত্র, যদি এ চাতুরী না করেন, তাহা হইলে রাজ্য যেমন আরম্ভ তেমনই যে শেষ হ'য়ে যায়। তা' হলে মজা হয় না। আনন্দের জন্যই খেলা, যদি আনন্দই না হ'ল তবে আর খেলা কেন? বার বার যদি সাততুরূক হয় তা' হ'লে যে আনন্দের স্থানটী বিরক্তি আসিয়া অধিকার করে। তাই সে নাটের গুরু কৃষ্ণ, নাটের সামনে attraction রাখিবার জন্যই এই সকল চাতুরী করেন, জল চাইলে আগুন দেন, আগুন চাইলে জল দেন, আর কেউ কান্দে কেউ হাঁসে দেখে বড় আনন্দ পান। ইহাতেই আমার মত মূর্খগণ, না জানিয়া না বুঝিয়া প্রভুকে পক্ষপাতী ইত্যাদি নানা রকম দোষ দেন। কিন্তু যা'রা মনে প্রাণে এ খেলা বুঝিয়াছে তা'রাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তা'রাই পরমানন্দে রহিয়াছে, তা'দের নিকট সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সকলই লোপ হইয়াছে। তারা আর সন্দেহ দোলায় দুনিয়ার সকলকে অস্থির দেখিতেছে না, তা'রা নিজেও স্থির হইয়াছে সকলকে স্থির দেখিতেছে; তখন তা'রা বলিতেছে "বাসুদেবং সর্ব্বমিতি"; তখন তাহাদের সেই ভাব হইয়াছে, "স্থাবর জঙ্গম দেখে না—দেখে তাঁর মূর্ত্তি। যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি"॥ একবার ভাবুন দেখি তখন তা'র কি আনন্দ! চাকর যখন দেখে, তা'র মালিক সঙ্গেই আছে, তখন সে যেমন খাওয়া, থাকা, উঠা, বসা সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়, সাধক তেমনই যখন প্রভুকে সর্ব্বদাই নিজের সাথী বুঝিতে পারে, তখন একবারে

নিশ্চিন্ত হইয়া যেখানে সেখানে আনন্দেই কাল কাটায়। হৃদয়ে সন্দেহ, কেবল মুখে মাত্র, হ'লে কি আর এ আনন্দ আসিতে পারে? মনে মুখে এক করা চাই। তাই বলি প্রভুর কার্য্যে বচার না করে সদা আনন্দে থাক। আমি আসিয়াছি কৃষ্ণ ভজন করিতে, তাই আমার কর্ত্তব্য। আমরা কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রভুর চিন্তা নিজে ঘাড়ে লইয়া প্রভুর আজ্ঞারূপ নিজ কর্ম্ম ভুলে যাই—কেবল "কি খাব কি পরব" এই চিন্তাতে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করি। আমার কর্ত্তব্য হরি বলা, তাই আমি বলে যাই, আমার ফলাফল দেখিবার বা "কেন বলিব, বলিলে কি হইবে" এই বিচার করিবার কি আবশ্যকতা? অদৃশ্যভাবে মাছ জলের ভিতর আছে, আমার হাতে সামান্য সূত্রের অগ্রভাগ, আমি সেই সূতা না টানিয়া, মাছ নাই ভেবে আকুল হ'য়ে, যদি হাতের সূতা ত্যাগ করি, তা হ'লে যেমন দুকুল হারাই, তেমনি "নামে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়" এরূপ চিন্তা ক'রে, যদি নাম ত্যাগ করি, তা হ'লে ঐ ধীবরের মত সকল হারাইয়া কান্দিতে হয়, কেননা ধীবর যখন সূতা ছাড়িয়াছে তখন জালের ভিতরের মৎস্য সব টেনে নিয়ে কোথায় নে যায়, ধীবর খুঁজলেও আর পায় না। তেমনি নাম ছাড়িলেই বিপদ জানিবে। সদাই নাম কর। কি ক'রে করিব, কি অবস্থায় করিব এ বিচার করিবে না, নাম যেমন তেমন ক'রে করিতে থাক, তারপর যার নাম সেই proper order এ ক'রে লইবে, তার জন্য আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই। ধন হইলে যেমন, চাকর বা admirer এর অভাব হয় না, তারা যেমন আপনা হইতেই আসিয়া ধনীর সেবা করে, তেমনি নাম-ধনে ধনী হ'লে, সবাই আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। তবে লোক যখন প্রথম ধনী হ'তে আরম্ভ হয়, তখন যেমন অনেকেই বিরোধী হইয়া

দাঁড়ায়, তা'দের ভয়ে যদি অর্জ্জনকারী ভয় পাইয়া অর্জ্জন উপায় ত্যাগ করে তা' হ'লে সে যেমন ধনী হ'তে পারে না, তেমনই প্রথম প্রথম কাম, ক্রোধ ইহারা নানা রকম ভয় দেখাইলে তা' তে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজ কর্ম্ম করিতে থাক।

এ জগতের কোন ভীষণতা দেখেই অধীর হ'য়ে থাক্‌বে না, ভয় পেলে ছেলে যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় লয় তেমনই আমাদেরও কৃষ্ণনামটী আশ্রয় করা সম্পূর্ণ উচিত, কদাচ যেন ভুল না হয়। শিশুর মাতার আনুগত্যের মত আমাদের যেন কৃষ্ণনামে আনুগত্য হয়, সুখে, দুঃখে যেন তাঁরই মুখপানে চাহিতে শিখি। এক নামই সকল দুঃখ দূর ক'রে আমাদিগকে পূর্ণানন্দে রাখিবে।

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে বর্ত্তমান সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ মধ্যে রাখ, বর্ত্তমানকে নিজের মনে ক'রে তার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যৎ, প্রভুর উপর রাখিয়া, যতটুকু সময় পাও মধুর হরিনাম লইতে থাক। কৃষ্ণ বলিয়া পলকের জীবন, কৃষ্ণ না ব'লে লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও বেশী।

নাম করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে আসিতেছে না ভাবিয়া কাতর হবে না। তিনি নিজের বাসস্থান নিজেই প্রস্তুত ক'রে লইবেন। এত বড় বিরাট্‌কে অতি সামান্য সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে পূরিতে ইচ্ছা করা ভাল নয়, তাতে তাঁর কষ্ট হবার সম্ভব। হৃদয় যখন খুব প্রশস্ত হবে, তখন তিনি আপনা আপনি নিজের বাসস্থান ক'রে লইবেন।

যেমন কোন বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিবার পূর্ব্বে, গৃহের ভিতর বাহির পরিষ্কার করিতে হয় এবং সদাই তাঁর খাতির যত্নের বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তেমনই কৃষ্ণকে আনিতে হ'লে

নিজ ঘরের অন্তর্ব্বাহির খুব পরিষ্কার করিতে হইবে এবং অহরহঃ তাঁর চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতে হইবে, আর তাঁর মনের মত মানুষ দু এক জন নিজ সঙ্গেই রাখিতে হইবে। যে সকল লোকের সঙ্গ তিনি চান না তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

পৃথিবী যে সরাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটি মনে প্রাণে বুঝিয়া নিজ কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিবে না। একদা এক সাধু সন্ধ্যার সময় একজন বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য প্রার্থনা করেন; গৃহ-স্বামী সাধুর কথায় বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করিলেন "বাবা, এ গৃহস্থের বাড়ী, সরাই নয়"। সাধু কিন্তু ক্রোধ না ক'রে হাস্য ক'রে বল্লেন "কেন বাবা, এটি ত সরাই মনে হ'য়েছিল, যাহা হ'ক, বাবা, এ বাড়ীটী কে প্রস্তুত ক'রেছেন? বাড়ীর কর্ত্তা উত্তর কল্লেন "আমার প্রপিতামহ"। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চাই"। তাতে উত্তর করিলেন "তিনি মারা গেছেন, তার পর তাঁর পুত্র এ বাড়ীর মালিক হন, তাঁর মৃত্যুর পর পিতা এ বাড়ী পান এবং পিতার মৃত্যুর পর আমার হইয়াছে, আমার পর আবার আমার ছেলেদের হবে"। এই কথা শুনে সেই সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন "মহাশয় যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলেই ছেড়ে গেছেন, আবার আপনিও ছাড়িবেন, তখন এ সরাই নয় ত আর কি হ'তে পারে"। সাধুর কথায় তার চৈতন্য হয় এবং পরে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে সাধুর সৎকার করেন। তাই বলি এ পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহ আসে নাই, অতএব ইহাকে সরাই ই বলিতে হবে। এ পৃথিবী একটী রাত্রি বাসের জন্য চটি বই আর কিছুই নয় জানিয়াই সকল বিবাদবিসংবাদ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ মনে হরির স্মরণই কর্ত্তব্য; নচেৎ বিপদেই পড়িতে হবে সন্দেহ নাই।

কামিনী কাঞ্চন অন্তের শত্রু, কেহ জয় করিতে চায়, শক্তি

দ্বারা কখনও পারিবে না। ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের নিকট হীনতা স্বীকার করা। তাহাদের হীনতা স্বীকার করিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তোমাকে তা'দের অন্তরঙ্গ মনে করিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমাকে সকল প্রকার অধিকার দিবে। ক্রমে ক্ষমতা পাইয়া সময় বুঝে কোপ মার, আর জয় করতলগত।

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একভাবে চলিলে শরীর কখনই নষ্ট হয় না, তাই বুঝি প্রভুর ইচ্ছাতেই সময়ে সময়ে একটী অঙ্গের বিপরীতগামী হইয়া ধ্বংসের জন্য সাহায্য করে। সেই রকম সংসারটী ও এ পৃথিবীর কোন জিনিষই, চিরদিন সমভাবে চলিবার জন্য প্রভু করেন নাই, স্রষ্টাতে সৃষ্টতে এই মাত্র প্রভেদ, নচেৎ সব একাকার হইত। আনন্দে থাকিতে চাও, প্রভুতে বিশ্বাস কর, তাঁকে ভালবাস আর তাঁর কথাতেই মত্ত থাক। গ্রাম্য কথা অত্যন্ত সুমধুর হইলেও তাহাতে গুপ্তভাবে হলাহলই আছে। নির্জ্জন বাস ভালবাসিতে চেষ্টা কর। জেলখানা হইতে যে পলায়, সে নির্জ্জনে নিজ মনে সকল মন্ত্রণা স্থির করে। যে সকলের নিকট মুখে পালাই পালাই করে, সে কখনই পলাইতে পারে না, বরং তার কারাবাসের দিন আরও বাড়িয়া যায়। তাই বলি গোপনে করিতে ও গোপনে থাকিতে শিক্ষা কর; লুকাচুরী ভাবের পূর্ণ মাত্রাতে বিকাশ ব্রজভূমে, এই জন্যই সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ ব্রজ ভাব অঙ্গীকার কর। মনে মনে ভাবিবে "ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব"; দেখ কত লুকাচুরী। লুকাচুরী খেলা বড় মজা, তাই ব্রজরাজ এ খেলাটী এত ভালবাসেন।

বল দেখি দগ্ধ জীবের জুড়াইবার স্থান কোথায়? বল দেখি ধার্ম্মিকের আনন্দের স্থান কোথায়? বল দেখি পাপীর নরকভয়

এড়াইবার অর্থাৎ ভুলিবার স্থান কোথায়? বিরাগী ও সংসার অনুরাগীর সমান দর কোথায়? সেটী রসিকের নিকট। সেই রসিকের শিরোমণি আমার নিত্যানন্দ। তাই ত' জীব চায় নিত্যানন্দ, তাই ত ভক্ত চায় নিত্যানন্দ, তাই ত পাপী চায় নিত্যানন্দ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলে দেখিবে কি জীব কি নির্জ্জীব, এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর মধ্যে সকলেই চায় নিত্যানন্দ। তাই স্বয়ং গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রেমে মাতাল। তাই তাঁর শয়নে স্বপনে, নিতাই ধ্যান নিতাই জ্ঞান।

নাম ভুলিবে না, আর নাম-দেওয়া-প্রভু নিতাই গৌরকে ভুলিবে না, নিতাই গৌরকে আনিবার মূল কারণ প্রভু অদ্বৈতকেও মনে প্রাণে ভালবাসিবে। স্বামী সোহাগিনী হইয়া সুখী হইতে চাহিলে স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান করার মত অদ্বৈত চাঁদকে যাঁরা মান্য না করেন তাঁরা কখনই স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারেন না, তাই বলি এ তিন প্রভুকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে ও প্রেমের সহিত ভালবাসিবে।

ধীবর, অগাধ জলের মাছ জাল দ্বারা শুষ্ক জমির উপর দাঁড়াইয়া টেনে তুল্‌তে পারে, তেমনই যদি সেই অধরকে কেহ ধরিতে চায় তবে সে যেন পূর্ণ বিশ্বাস রূপ শক্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া নামরূপ জাল বিস্তার করে; ২।১ ক্ষেপ ফাঁক্ যেতে পারে, তাতে উদ্যম হীন না হইয়া জাল ফেলিতে ফেলিতে একবার না একবার আমার অধরচাঁদ ধরা পড়িবেনই পড়িবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঔষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তগুলি যত্নে পালন করিলেই ভবরোগ নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। প্রধান পালনীয় কয়েকটী বলেছি, এই অনুষ্ঠানগুলি যারা

হৃদয়টী পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, আর হৃদয় নির্ম্মল হ'লেই সেই প্রেমের হরি আসিয়া হৃদয়ে উদয় হন, তখন আর দুষ্প্রাপ্য কিছুই থাকে না, তখন মনের সকল আশা মিটিয়া যায়—জীব শান্ত হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম রহস্য।

ভালবাসা ও প্রেম একত্রই থাকে। ভালবাসা স্থূলভাবে কাম নামে অভিহিত হয়, আর উচ্চ ভাবে সেই ভালবাসারই নাম প্রেম। প্রেমের তুলনা প্রেম, প্রেমের ফল প্রেম, প্রেমের আস্বাদন প্রেমাস্বাদনের মত, কোন জগতেই কোন কথা বা দ্রব্য নাই যাহার সহিত তুলনা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। সুধা— যাহা খাইলে অমর হয়, যাহার আস্বাদ পাইয়া দেবতাগণ অমর হইয়াছেন, যাহার মিষ্টতা সম্বন্ধে পুস্তকে যেখানে সেখানে অনেক লেখা আছে, প্রেমের নিকট সেই সুধা বিস্বাদ সামান্য জল মনে হইবে। তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেম, যে প্রেমের দ্বারা সেই প্রেমময় কৃষ্ণকে বাধ্য করে, তাহার তুলনা আর কি হইতে পারে? প্রেমের তুলনা এমন কি প্রেমের ধন কৃষ্ণও হইতে পারেন না। এই প্রেমাস্বাদনের জন্যই, জগৎ প্রাণ কৃষ্ণ—গৌর হ'য়ে, কেবল দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে কেঁদে বেড়াইয়াছেন। যে জিনিষটি হরিকেও পাগল করিতে পারে তারই নাম প্রেম। সেই জন্যই শাস্ত্রকার প্রেমটী বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

> "প্রেম কৃষ্ণরে নাচায়, আর ভক্তেরে নাচায়
> আপনি নাচয়ে তিন নাচে এক ঠাঁই"।

তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেমই। এই অমূল্য মহারত্নটী কেবল মাত্র নাম সমুদ্র মন্থনেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নাই, তাই ভাগবত বার বার বলেছে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

অনবরত নাম সমুদ্র মন্থন করিতে থাক, রত্ন পাইবেই পাইবে, কোন ভুল নাই।

সকলকে ভালবাস, এই ভালবাসার রাজ্য যত প্রশস্ত করিবে ততই চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে। যার এই ভালবাসার সীমা যত সঙ্কীর্ণ, সে ততই নির্দ্দয় ও প্রেমশূন্য। তাই ভালবাসার গাছে প্রেমফল ধরে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নাই, এখানে সকলের সমান অধিকার। তাই বলি ভালবাস। নিজকে না ভুলিলে প্রকৃত ভালবাসা হয় না। মা যখন নিজ শিশুকে দেখেন তখন সকলই ভুলে যান; কারণ, সেখানে ভালবাসা কতক আছে; যতক্ষণ পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করিবে, ততক্ষণ এই ভালবাসা যে কি, আর ইহাতে যে কি মধু আছে, তা' বুঝিতে পারিবে না। তাই বলেছে, ব্রজের ভালবাসা আদর্শ ভালবাসা। কেননা, সেখানে নিজ সুখবাঞ্ছা নাই, পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য আত্ম বিক্রয় করিতেছে। যে প্রেম চায়, সে প্রথমে নিজকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা করুক। আত্মসুখের গন্ধমাত্রও প্রেম সহ্য করিতে পারে না, তখনই শুকাইয়া যায়। প্রেম চাও ভালবাস, প্রেম পাইলেই সেই প্রেমের ব্রজধাম যাইতে পাইবে। শুষ্ক হৃদয় লইয়া কেহ সেখানে যাইতে পায় না। প্রেমময়ীরা সে রাজ্যের রাজা, প্রজা, রক্ষক। ষোল আনা পূর্ণ না পাইলে কাহাকেও সেখানে যাইতে দেয় না, যাইতে দিলেও থাকিতে দেয় না। তাই বলি প্রেম সঞ্চয় কর, যেখানে যতটুকু পাবে, বেশী বেশী মূল্য দিয়া খরিদ কর। লালসা দিন দিন বাড়াও, লালসা মূল্যেই কেবল সে রত্ন বিক্রয় হয়। সাধনা, তপস্যা মূল্য সেখানে অগ্রাহ্য,

কেহ লয় না, এমন কি চ'ক্ষে একবার দেখেও না। সেখানে সকল জিনিষই "সহজ" কোন দ্রব্যে কোন জিনিষই মিশাল নাই। সবই আপনা আপনি পূর্ণ ও প্রেমময়। সে রাজ্যে ধ্যান ধারণার আদরও নাই, অবকাশও নাই। তাই বলি সে রাজ্যে যাবার মত গঠিত হইতে হইলে নিজেকেও "সহজ" করিতে হইবে, কোন রকম মিশাল সেখানে চলে না। সেই প্রেমময় বৃন্দাবন স্বতন্ত্র রাজ্য, এই জন্য সেখানের নিয়মও স্বতন্ত্র। এ সকল কথার প্রমাণ নাই, কেবল চিন্তা ও লালসাতে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হয়। তর্ক বিচার যাঁতাতে পিশিলে, ইহার মধুরতা থাকা দূরের কথা, এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। এ রাজ্যে ঋদ্ধি সিদ্ধির আদর নাই, দেখাইলেও কেহ আশ্চর্য্য হয় না এবং মানে না।

অপদর্শী লোকেই ব্রজলীলার পর মাথুর দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা ব্রজের, তাহারা এই পূর্ণানন্দময়ী ব্রজলীলা চিরস্থায়ী দেখিতে পায়। তাহারা মাথুর লীলা জানে না, কখনই তাহারা বিরহ সহ্য করে না, সদাই মহারাসে উন্মত্তা থাকিয়া আপনা ভুলিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণের রাজ্য প্রেমময়, কৃষ্ণদাস-দাসী সদাই প্রেমপূর্ণ। সেখানে প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা, প্রেম বিনা সেখানে কোন জিনিষ বিক্রয় হয় না। সেখানে প্রেম খাইতে হয়, প্রেম পরিতে হয়, প্রেমের অলঙ্কারে ভূষিত হইতে হয়। সেখানে প্রেমের তারতম্য—কেবল পৃথক্ পৃথক্ প্রেম ক্রীড়ার সূচনা মাত্র। সে রাজ্যে সকলেই নিজ নিজ ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ, কেহই আপন ভাবে ন্যূন নয়। সে বাগানের পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের ফুলও পৃথক্ পৃথক্ সুগন্ধে বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সে রাজ্যের রাজা রাণী, প্রত্যেক তৃণটীর পর্য্যন্ত যখন আদর করেন, তখন আর তারতম্য কোথায় আছে? সবাই সমান সবাই কৃষ্ণকে সমান ভাবে সুখ দিতেছে।

কৃষ্ণের মত ভালবাসিতে আর কে জানে? যিনি ভালবাসা দেখাবার জন্য গোলোক ছেড়ে মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন ও ভালবাসিয়া যান এবং ভালবাসা শিখাইয়া যান, বল দেখি, সে কত ভালবাসিতে জানে?

তা ছাড়া তার ভালবাসার আর একটি গুণ যে, সে ভালবাসা দুদিনের নয়, সে ভালবাসা আজ আছে কাল নাই এমন নয়, সে ভালবাসা চিরদিনের ও নিত্য নূতন। সে ভালবাসা মানুষের ভালবাসার মত কখন পুরাতন হয় না। কৃষ্ণ এত ভালবাসিতে জানে যে ভালবাসা দেখাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভালবাসা মেখে কেঁদে কেঁদে ঋণ পরিষ্কার ক'রে বেড়ায়। তার ভালবাসার টানে মা কোলের ছেলে ফেলে চলে যান। স্ত্রী স্বামী ফেলে চলে যান। তার ভালবাসাতে সকল জীবই মোহিত হয়।

যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন; কিন্তু আমার কিছুই নাই বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানাইয়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, ধ্যান কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না। কৃষ্ণ কিন্তু এত দয়াময় যে, যে তাঁহাকে ভাল না বাসে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, যে তাঁর হিংসা করে তাকেই তিনি দয়া করেন। এমন দয়াময়কে ছেড়ে কেন রাজদ্বারে ভিক্ষা করিব? রসিকের সঙ্গে অরণ্য বাসও প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও তোমার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতরা ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত, তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"তার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছে সার
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী, কিশোরী গলার হার ॥"

তাই বলি যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চাও, নিজে কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চাও, কৃষ্ণ নামে পাগল হউন, যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান তাঁহাকে ভালবাস। যেমন কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জল স্থলে কুকুরের, শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণ ভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।

সত্যই গোপীগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্য কেহ প্রিয় নাই। অতএব তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আর সেই প্রেমময়ী গোপীগণ যে স্থানে থাকেন তাহার নাম বৃন্দাবন, অতএব বৃন্দাবন অপেক্ষা শান্তিময় ও প্রেমময় স্থান দ্বিতীয় নাই। গোপীদিগের মত প্রেম না হইলে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন কেহ যাইতে পায় না। সে প্রেম শিখিতে হইলে গোপী অনুগত হইতে হয়। গোপী অনুগত হইয়া গোপীভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া ক'রে তোমাকে আমাকে সেই প্রেম নিকুঞ্জে ডেকে লন তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, এক মাত্র প্রেম থাকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান কিছুই সেখানে যেতে পায় না। প্রেমের রাজ্যে জ্ঞান চলে না; সেখানে জ্ঞানের আদর নাই। একটী প্রেমের পুতুল শিশুকে কোলে তুলে আদর কর বেশ থাকে—কিন্তু যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে বিজ্ঞান বুঝাইতে যায় তাহা হ'লে সে যেমন সুখ পায় না তেমনি সেই প্রেমময় বৃন্দাবনে জ্ঞান বিজ্ঞান নাই। প্রেমে অনুরক্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেহ প্রেমের আলাপ না করে, ভয়ানক ভয়ানক গূঢ় শাস্ত্রকথা বলিতে যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন হাস্যাস্পদ হয়—বৃন্দাবনে তেমনি জ্ঞানের কথা। সেখানে প্রেম বই আর কিছুরই স্থান নাই।

ব্রজের সকল ভাবই আপন আপন হিসাবে পূর্ণ, তবে এক, অন্য

আস্বাদন করিতে পারে না তাই তারা আপন আপন ভাবে মুগ্ধ থাকে। মধুর ভাবের ভাবুক সকলের উচ্চ, কেন না ইহাতে অন্যান্য চারিটী ভ বও গুপ্তভাবে বর্ত্তমান। এই জন্য মধুরের পাত্রগণ সদাই অভিমানী, সামান্যেই অভিমানে পূরে যায় এবং এই অভিমান জন্যই কদাচ স্বপ্নেও কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দেখিতে পায় না। মা বা সখারা অনেক সময়ে কৃষ্ণকে বেশী জানিয়া ইতস্ততঃ হইয়াছেন কিন্তু মধুরের প্রখরাগণ চিরদিন তাঁকে নিজ অধীন মনে করিয়াছেন, ইহাই মধুরের উৎকর্ষ; যাদের প্রাণ মধুরের দিকে ধাবিত, তাহারা সামান্য ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারে। মধুর মিষ্টতার নিকট সকল মিষ্টতারই লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে দ্বিমত হ'বার উপায় নাই।

কৃষ্ণকে ভালবাসিতে কৃষ্ণ নিজেই শিখান, তা' না হলে জীবের কি সাধ্য যে তাঁকে ভালবাসে। এই জন্য যাঁহারা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁহারা জীব নন; তাঁহারা সেই মহানন্দময় গোলকধামে নিত্যবাসী ও সেই রসময়ের নিত্য সহচর।

জোরে যাহাকে বশ করিতে না পারা যায়, তাহাকে বশ করিবার উপায় কি কিছুই নাই? পুরাকালে ঋষিগণ ভয়ানক হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে কিসে বশ করিতেন? প্রাণের শ্রীগৌরাঙ্গ, মত্ত বন্য হস্তীদিগকে, সুন্দরবনের ভয়ানক ব্যাঘ্রগণকে কিসে বশ করিয়াছিলেন? তাঁ'র নিকট কোন অস্ত্র ফলক ছিল না, তিনি কোন রকমে কাহাকেও শাসন করেন নাই, কেবলমাত্র এক প্রেমে! তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আপন আপন স্বভাবজাত হিংসা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং গৌরের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হইয়াছিল। প্রেমের মূল কারণ নম্রতা, আপনাতে হীনভাব।

নীরস হইয়া কেহ কখন সেই রসিকশেখর কৃষ্ণকে পায় না; তাই চণ্ডিদাস রজকিনীকে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাস কহে, শুন রসবতি, তুমি সে

রসের কূপ, রসিক জনা রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ” যদি কেহ রসিকরাজ কৃষ্ণকে চান, তাহা হইলে নিজে রসিক হওয়া চাই, তবে একটি কথা, রসিক পাওয়া বড় কঠিন, আত্মসুখে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি না দিলে কেহ রসিক হইতে পারে না। রসিকের সংখ্যা অতীব বিরল, তাই চণ্ডিদাস মহাশয় অনেক ভেবে চিন্তে বলেগেছেন “রসিক রসিক সকলে কয়, কেহ সে রসিক নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গণিয়া দেখিলে, কোটীতে গোটিক হয়। সখি রসিক বলিব কারে, বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে।”

চাতুরী শিখিতে ত্রুটী করিও না, গোপনে গোপনে মনের ভাব বিকশিত করিবে গোপনেই আস্বাদন করিয়া গোপনেই লুকাইয়া ফেলিবে গোপনে রাখিলে শীঘ্রই কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীর রঙ্ ধরিয়া আসিবে, কৃষ্ণকলঙ্কিনী-রূপ বড় মধুর, সকলের চক্ষে পড়িলে সকলেই লুটে খেয়ে ফেল্‌বে। ভাতের হাঁড়ি ঢাকা রাখিলে শীঘ্রই ভাত সিদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়ে, তেমনই কৃষ্ণ প্রেম গোপনে রাখিলে শীঘ্রই প্রেম পাকিয়া উঠে। সদাই মনের কথা মনে রাখিবে। একটি সামান্য কথায় বুঝিতে পারিবে রসিক ব্যতীত সে রাজ্যে কেহই যাইতে পারে না। তবে নিষ্কাম রসিক হওয়া চাই, এই সংসারে দেখ, যাহারা এই রকমের লোক, বিবাহের বাসরে সে রকম লোকেরই বেশী আদর, এই রকম সেই স্থানেও। “এখানে সেখানে একইরূপ, তবে জানিবে রসের কূপ”। তাই বলি যদি সেই অনন্ত রাসবাসরে যাইতে চাও, প্রস্তুত হও।

কাম ও প্রেম তত্ত্ব।

ভালবাসা মুখে মুখে থাকিলে তাহাকে কাম বলে, আর অন্তরে অন্তরে থাকিলেই প্রেম নাম হয়। তাই ভালবাসার স্রোতটাকে অন্তরের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করা উচিত। মুখে হা হুতাশ কোন কাজের নয়। ভালবাসা, যাকে ভালবাস, সে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারে; প্রাণের টান প্রাণে প্রাণে রাখ, মুখে যেমন তেমন হইয়া থাকিবে। মুখের কথাতে চক্ষে জল আসে না। প্রাণের কথায় প্রাণে আঘাত পায়। ভালবাসার ধনকে হৃদয়ের রাজা করে রাখ, কিন্তু অন্য কাহাকেও জানিতে দিও না। পায়ে ধরিলেও ভালবাসা হয় না, নিকটে বসে কাঁদ্‌লেও ভালবাসা হয় না। ভালবাসা মনে ও প্রাণে চাই, নয়নে নয়নে নয়। নিকটে থাকিলে এ রকম ভালবাসা হয় না, এইজন্য ভালবাসার ধনকে প্রথম প্রথম দূরেই রাখিতে হয়, যখন কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, সামান্য কামভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায়, তখন যেটুকু থাকে, সেটুকু বিশুদ্ধ ভালবাসা;—তারই নাম প্রেম।

চক্ষে দেখা সকাম, আর দূর হ'তে দেখা নিষ্কাম। এই দেখা দেখিবার জন্যই ত কৃষ্ণের মথুরায় গমন, এই সুখ পাবার জন্যই ত কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণ! নিকটে থাকিলে যাহাকে কাম বলিয়া থাকি, দূরে সেই বিষই অমৃত হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে। তাই ত মথুরায় কৃষ্ণ গমন করিলে শ্রীমতীর নেত্রে জল, তাইত আমার গৌরাঙ্গের নেত্রবারির বিরাম নাই! এমন না হইলে, এত আনন্দ না পাইলে কি, যাহাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া কখন থাকা যায়,—না সম্ভব? বাহিরে যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে একবার পলকের জন্য না দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, তাহাকে প্রাণের ভিতর বসাইয়া নির্জ্জনে এক-

মনে এক প্রাণে ভালবাসিলে কি আনন্দ হয়, এটী অনুভব করিতে হইলে ভালবাসার নিকট হইতে দূরে যাওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা এটী না জানে, তাহারা কখন প্রাণের ভালবাসা জানে না; তাহাদের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, তাহারা প্রণয় কি বুঝিতে পারে না ও পারিবে না। যাহারা কৃষ্ণ কৃপায় এই ভালবাসার ঘ্রাণমাত্রও পাইয়াছে, তাহারা চক্ষের ভালবাসাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। তাহারাই প্রণয়ের প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়াছে ও চরিতার্থ হইয়াছে।

কাম ও প্রেম একই জিনিষ, তবে প্রভেদ এইমাত্র কাম প্রাকৃত ও প্রেম অপ্রাকৃত; মনোবৃত্তি নীচপথগামী হইলেই তাহার নাম কাম, আর কৃষ্ণপথানুরাগিণী হইলে তাহার নাম প্রেম। কাম লৌহ, প্রেম স্বর্ণ। লৌহ পরেশ পাথর স্পর্শে সোনা হয়। পার্থিব কাম ও তেমনি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইলে সোনার মত প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন, "কাম আর প্রেম হয় একই স্বরূপ"। জীবের সকল ইচ্ছাই 'কাম', আর সেই ইচ্ছাই গোপীদের মধ্যে 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। এখন একটু ভাবিলেই বুঝিবে 'কাম' ও 'প্রেম' এক হইয়াও কিসে পৃথক হইতেছে।

রাধা আমার প্রেমের গুরু। আমরা অতি হতভাগা, প্রেম ছাড়িয়া কাম শিখিতেছি, কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচে লোভ পড়িয়াছে। প্রেম কাম অনেক তফাৎ; আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন, কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী; এই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষেই গৌর হওয়া। আর আপনাকে মনে রাখিয়া ভালবাসার নাম কাম; ইহা হইতেই সংসারের যত কিছু সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, শোক, তাপ আসে। প্রেম ভীরুকে সাহসী, সাহসীকে

ভীরু করে; প্রেমই পুরুষকে প্রকৃতি, প্রকৃতিকে পুরুষ করে। প্রেমই কেবল মৃতকে সজীব, সজীবকে মৃত করিতে সক্ষম।

প্রেম বড়ই সরল তবে মাঝে মাঝে কুটিল করে কেন? ইক্ষুদণ্ডের মত, যেমন যেমন গ্রন্থির নিকট হয় মধুরতা ততই বৃদ্ধি হয়, তেমনই প্রেমকে আরও মধুর করিবার জন্যই মাঝে মাঝে কুটিলতা মিশানর দরকার হ'য়ে পড়ে। তাই বুঝি কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃতে" লিখেছেন "কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান, ভালমন্দ নারে বিচারিতে"। বিচার ক'রে দেখুন যার ভাল মন্দ বিচার নাই তার মত সরল আর কেউ নাই; তবে "কুটিল" বলি কেন? এ কেবল মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য; তাই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রেমকে বর্ণনা করিবার সময় ব'লেছেন,

> পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
> নিস্যন্দেন মুদাং সুধামাধুরিমহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
> প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
> জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ। বিদগ্ধমাধব ২।৩০

বঙ্গানুবাদ—

> শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ তাঁর প্রেমা যাঁ'র ইষ্ট
> ইষ্ট কষ্ট দুই ভাগ্যে তাঁর।
> বক্রতার ফলে হায় প্রাণে যে যাতনা পায়
> কালকূট তা'র কাছে ছার॥
> মাধুর্য্য বিক্রমে মরি হৃদয়ে আসিয়া হরি
> যে আনন্দ করেন প্রদান।
> তাঁর কাছে সুধা ছার কি মাধুরী আছে তা'র
> অহঙ্কার তা'র হয় ম্লান॥

পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ।

বড় সাপ অপেক্ষা ছোট সাপের বিষ বেশী, বৃদ্ধ অপেক্ষা বালকের চেষ্টা অধিক, সিদ্ধ অপেক্ষা সাধকের আকুলতা বেশী। পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর যে চেষ্টা ও আকুলতা, এমন কি বিরহে পর্য্যন্ত সে ভাবের অভাব। নব অনুরাগ মহারাগে ও প্রেম মহাভাবে পরিণত হয়। কোন একজনার মহাভাব হইলে সকলেই কৃতার্থ হয়। একজনা খরচ পত্র ক'রে প্রতিমা আনে, হাজার লোক দেখে আনন্দ করে। এক অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিলেন, লক্ষ লক্ষ জীব দর্শনে নিষ্পাপ হইল—প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিল।

চারে মাছ আসিবার পূর্ব্বে যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দ্দিক সামান্য বিচলন হইয়া শিকারীকে মাছের আগমন জানাইয়া দিয়া খুসী করে, তেমনই ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিবার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতান্ত কাতর করে, ইহারই নাম পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগের অবস্থা বড়ই আনন্দে ও কষ্টে মাখামাখি; ইহারই নাম "বিষামৃতে একত্র মিলন"। যখন প্রাণ হু হু করে ও কি একটা অভাব অনুভব হয়, তখন মনে স্থির জানিবে যে মাছ আসিয়াছে, তখন গোলমাল করিলে চলিয়া যাবে, অভিলাষ পূর্ণ হবে না; মাছ গাঁথিতে চাও খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাকিবে তাহা হ'লে শীঘ্রই মাছ গাঁথা পড়িবে। একবার গাঁথা গেলে আর ছাড়িয়া দিলেও ছাড়া যাবে না; তখন কখন দূরে কখনও নিকটে রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিবে। "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়"। একবার সামান্য মাত্র গেঁথে ছেড়ে দাও কেবল মাত্র টানটা যেন আল্‌গা হ'য়ে না পড়ে, তা গাঁথাটা ক্রমে বেশী শক্ত হ'য়ে যাবে আর কৃতকৃতার্থ হ'বে ও অপরকে করিবে। আশা ও বিশ্বাস দৃঢ়

রাখিবে। এই জন্তই বোধ হয় কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথায় ব'লে গেছেন "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় কর মনে"। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন, দর্শন দিবেন, সঙ্গে খেলিবেন ইত্যাদি কথাগুলি মনে প্রাণে এক ক'রে, বিশ্বাস করিবে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা পাইবে, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তবে খেলিতে বড় ভালবাসেন, তাই মজাইয়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া পড়েন, সেই লুকানর সময়ে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়; কৃষ্ণের স্বভাব কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়ে অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, শেষে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে"—দুঃখ সমুদ্রেতে ফেলে দেন কিন্তু মারেন না, সদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মজা দেখেন, নিতান্ত ব্যাকুল দেখিলে হাঁসিয়া হাঁসিয়া কোলে তুলে লন, আর নিজ দোষ স্বীকার ক'রে কতই সাধ্য সাধনা করেন, সেই সময়ের কথাই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা বন্ধুগণ সবে মোর হয় প্রাণসম। তার মধ্যে সখীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন।" আকুলতা অনুসারে আদরেরই তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির মূল। আনন্দ-মনে এই আকুলতা বাড়াও, বিশ্বাস সূতাটিকে ভাল ক'রে দেখে রাখ যেন মাঝ খানে না ছিড়ে যায়। লালসা চার দিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না, অবশ্যই আসিবেনই আসিবেন।

"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়"। ধীরের মত চলিলেই কানুপ্রেম অনুভব হয় নচেৎ বড় কষ্টকর হয়ে উঠে। পূর্ব্বরাগ সত্যই বড় কষ্টকর, এক রকম অসহ্য হয়, কিন্তু তা বলে অস্থির হলে চলবে না, ধীর হ'তে হবে। মহাজনেরা বলে গেছেন—"হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে, জানে ধীরে"। স্বামীর জন্য স্বামী সোহাগিনী সদাই কাঁদে

কিন্তু তাই বলে কি গুরু গঞ্জনাকে ভয় করে না? লোকের উপহাসকে ভয় করে না? এই সব ভয়ে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতাকেও গোপন করিতে বাধ্য হয়। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠে ও সুমিষ্ট হয়।

যখন বিবাহের কথা হয়, কিন্তু বিবাহ হয় না, তখন স্বামীর নাম মাত্র শ্রবণে আনন্দ হয়, বিবাহের পর যখন কেবলমাত্র দেখা দেখি হয়, তখন রূপ ধ্যান এবং গোপনে তাঁর গুণ গান ও নাম জপ করিয়া থাকে ও অপার আনন্দ পায়। তার পর যখন সামান্য প্রণয় হয় তখন গোপনে দাঁড়াইয়া স্বামীর কথা অন্য কেহ কহিলে প্রাণ লাগাইয়া শ্রবণ করিয়া আনন্দ পায়। তার পর যখন প্রণয় গাঢ় হয়, তখন কি আর পরের ও সব ভাল লাগে? যদিই বা লাগে, তাহা হইলে ভালবাসার বিষয়ক বলিয়াই।

বিরহ কত ভাল জিনিষ? বিরহই মনে করিলে কৃষ্ণ দিতে পারে, কেননা বিরহই ত কাম মারিয়া প্রেম করায়, আর কেবল প্রেমেতেই সেই গরুর রাখাল সন্তুষ্ট। যেমন আখের রস হইতে মিছরি প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল একমাত্র আগুণ সহায়, আগুণ ব্যতিরেকে সকলই বৃথা, রস পচিয়া নষ্ট হয়, সেই কাম-ভিয়ান করিয়া প্রেম প্রস্তুত করিতে হইলে চাই একমাত্র বিরহ অগ্নি। বিরহ অগ্নি ব্যতিরেকে কাম জারিয়া প্রেম করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। আশা করি, কৃষ্ণ আমাদিগকে এই বিরহকে পরম সখাজ্ঞানে ভালবাসিতে শিক্ষা দিবেন। তবে একটি কথা, কেবল আগুণ জ্বালিলেই ত আর মিছরি হইবে না। তাহাতে প্রথমতঃ দুধ জল দিয়া ময়লা কাটাইতে হয়, তার পর আবর্ত্তন করা চাই। তাই বলি, এই বিরহ অগ্নি জ্বালিলেই আর কাম মরিয়া প্রেম হইবে না। ইহারও আর একটি উপায় আছে, রসিক ময়রাতে জানে। তবে একটী

কথা বলি, মহাজনগণ যে প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন শুনিয়াছি, বলিতেছি,—

দোঁহার স্বরূপ দোঁহের হৃদয়ে আনিয়া।
নিত্য পরতত্ত্ব মিলি দুই এক হইয়া॥
পুরুষ প্রকৃতি হবে প্রকৃতি পুরুষ।
বস্তু তত্ত্ব ঘরে দেখ কাহার আভাস॥ ইত্যাদি

এখন বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে বিরহই এই রকম ভাবাইবার একমাত্র কারণ। কাছে থাকিলে প্রাণের ভালবাসাকেও প্রাণের ভিতর পূরিয়া ভালবাসা হয় না। নিকটে থাকিয়া সেই রসিকশেখর স্বয়ংই পারেন নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন বংশীস্বরে ব্রজ গোপীগণকে বনে আনিলেন, তখন নিকটে পাইয়া যাহাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কত প্রকার ভৎর্সনা করিলেন, কত কান্দাইলেন, কত বনে ছুটাইয়া কষ্ট দিলেন। এই কারণেই ত রসিক ভক্তগণ বলিয়াছেন "সঙ্গেতে থাকিলে হবে অনুরাগহীন"। মহাজনের বাক্য ত উপরে বলিলাম, এখন মহাজনের কার্য্য দেখ বুঝিতে পারিবে। দেখ মথুরাতে আর বৃন্দাবনে তফাৎ অতি সামান্য, তবে কেন কৃষ্ণ, নিকটে রাখিতে পারিতেন না? এই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কই কেহই ত সঙ্গে রাখেন নাই। কেন জান কি? কেবল কান্দিবার জন্য, কেবল সেই অপরূপ রূপরাশি নির্জ্জনে একমনে ধ্যান করিয়া আত্মহারা হইবার জন্য। দ্বারকাতে কি মথুরাতে কৃষ্ণের প্রেয়সীর ত অভাব থাকে নাই, তবে কেন কান্দিতেন? এইটিই ভাবিবে। ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, ভাবিতে ভাবিতেই প্রকৃতি পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতি হয়। ভাবিতে ভাবিতেই কালা গৌরাঙ্গ হল, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন, ভাবিতে ভাবিতেই ছয় মঞ্জরি ছয় গোস্বামী হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে

রাধা, বাহিরে কৃষ্ণ। অন্তরে প্রকৃতি বাহিরে পুরুষ। রাধা বিরহে কাতর হইয়াই কৃষ্ণ আমার গৌর হয়েছিলেন। এই কারণেই গৌরের চক্ষে সদাই জল।

কৃষ্ণ আজ আমাদের কুঞ্জে নাই, অপর কোন অধিকা অনুগতার মন রক্ষা করিতেছেন, অপর কোন নবীনার প্রেমে পড়িয়া নূতন কুঞ্জে বিহার মানসে আমাদের ভুলিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন। তিনি হলেন বহুবল্লভ, তাঁহাকে অনেকের মন রক্ষা করিতে হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদির প্রাণাধিক, তবে আমরা একা চাহিলে পাইব কেন? আমরা যেমন তাঁকে চাই, তেমনি অপরাপর সকলেই তাঁহাকে চায়। আপনার স্বামীকে কোন পতিব্রতা সতী না চায়? তিনি যে জগৎস্বামী, অস্থির না হইয়া ধৈর্য্য ধরা উচিত। তিনি চক্ষের অন্তর হইয়াছেন বলিয়া মনের অন্তর করা উচিত নয়। সেই রাঙ্গা চরণ শয়নে স্বপনে মনে রাখিবে। সেই কালরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিবে, সে সুধাময় নাম রসনায় জড়াইয়া রাখিবে, আর তাঁহার নানারূপ লীলা ধ্যান করিবে, তাহা হইলে তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান হন, তখন কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা স্মরণ করিয়াই কেবল মাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় চলিয়া যান, তখন শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর নিকট বলিয়াছিলেন চন্দ্রাবলি! তুমি ধন্যা, কেননা তুমি কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছ। অনুরাগ যত প্রবল হয়, ততই প্রিয়বিরহ ও অভাব অধিকতর বোধ হয়। "ধনি, দণ্ডে শতবার, ঘরের বাহিরে, তিলে তিলে আসে যায়। আর বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কদম্ব কাননে চায়"।

নাম মাহাত্ম্য।

নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক। নাম হইতে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরুবস্তু। কৃষ্ণ নাম একটি মহৌষধি; অন্যান্য ঔষধে কেবলমাত্র দৈহিক রোগ নাশ করে, কৃষ্ণনাম পারমার্থিক ব্যাধি নাশ ক'রে জীবকে পবিত্র করে ও শান্তিময় বৃন্দাবনে লইয়া যায়। ভবরোগ নাশের এমন ঔষধ আর নাই। শারীরিক ব্যাধি নামাভাসে নষ্ট হইয়া শরীর পবিত্র হয়। যখন নামে এত বিশ্বাস হয় যে নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখনই ভবরোগ নিবারণ হয়, সামান্য শারীরিক ব্যাধির ত কথাই নাই। নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে—তুমি তাঁর হইয়া যাইবে। চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে—নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না; সকল ভয়ই ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে। তাই বলি নাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্বও মহানরকভোগ মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত; যার যে পলকটী মাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণ নাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে। কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব, শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

মনে প্রাণে সেই রসময় কৃষ্ণের নামটি কণ্ঠভূষণ কর। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"। কৃষ্ণ ভজন করাই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য; জীব আপন কর্ম্ম ভুলিয়াই কেবল কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয়।

"জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল" ॥

কৃষ্ণকে ভুলিলেই জীব মায়ার দাস হইয়া চিরদিনের মত বদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলি কৃষ্ণকে ভুলিও না; কৃষ্ণ পাবার প্রধান উপায় তাঁর নাম করা, অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে থাকা। যে সুশীতল সলিলে সদাই মগ্ন আছে, প্রখর সূর্য্যকিরণ কখন কি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কষ্ট দিতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত জীব হা হা করিলেও দারুণ উত্তাপ জলমগ্ন ব্যক্তির কিছুই করিতে পারে না। তেমনি মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও যাহারা কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে থাকে তাদের কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য উপায় আছে কিনা জানি না, তাই আমার প্রাণ সদাই এই নাম লইতে থাক। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

যাদের ভজন সাধন আছে তারা পার হ'বার জন্য আর সেই কর্ণধারের খোষামদ করে না; তারা দান দিয়া পার হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা ভজন সাধন বিহীন, তাদের আর অন্য উপায় নাই; তাদের কর্ত্তব্য সদাই দয়াময়ের নাম করা ও গুণ গাওয়া। অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁ'র নাম করা ও তাঁ'র গুণ গাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও উচিত।

নাম করা, গুণ গাওয়া ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহার জোরেই শুকদেব শ্রেষ্ঠ। এই মধুর নাম অহরহঃ স্মরণ করিবার অভিলাষে শিব সংসার ত্যাগ ও বিল্বমূল আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সংসার ত্যাগ পারমার্থিক—বিল্ববৃক্ষ ঐহিক শান্তির সোপান। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের

ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী। যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে তাহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্রে ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়। নাম করিলেই সকল তপস্যার ফল আপনা আপনিই আসে ; তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি কাজ আছে জানি না। অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরুবস্তু ও মধুময়। নারদের কোন্ তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও কি সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সর্ব্ব শেষ নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন! নামকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া তাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ও সদাই উন্মত্ত অবস্থাতে কাল কাটাইতেছেন। এই জন্যই কৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

কেবল এইটুকু শিখাইতে ব্রজের জীবন নটবর, নিতাই গৌর হইয়া দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াইয়াছেন।

মানুষে তাঁ'কে দেখিতে পায় না ; কিন্তু তাঁ'র নামটী সদাই আমাদের নিকটে আছে, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে এই নামটী আশ্রয় করিতে পারি। নামকে আমার করিতে পারিলে তিনি স্বয়ংও আমার হইয়া যাইবেন, তখন মানুষই হই আর কীট পতঙ্গই বা হই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। ব্রজের পশু পক্ষীও তাঁ'কে দেখিতেছে ও তাঁর সঙ্গে খেলিতেছে। তাই বলি যদি সেই রসময়ের সঙ্গে রসের খেলা খেলিতে চান নামটী ছাড়িবেন না। যে কখনও হীরার নাম শুনে নাই সে হীরা পাইলেও ফেলিয়া দিবে, কিন্তু যাহারা নাম শুনিয়াছে তাহারা কাচ পাইলেও

হীরা ব'লে কুড়াইবে এবং দু চারবার কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে একবার অবশ্যই হীরা পাইবেই পাইবে। তাই বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে থাকুন, একে তাকে কৃষ্ণ বলিয়া ধরুণ, ক্রমে সত্য সত্যই পাশে বাঘ পড়িয়া যাইবে। কৃষ্ণকে পাইবেন ও তাহা হইলেই মনের সকল আশা পূর্ণ হইবে। এই নামের জোরে জীব শিবত্বকেও তুচ্ছ করিতে শিখে, মহাকালের উপরও হুকুম করে এবং কালের কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহ পর সর্ব্বত্রই সমান সুখে থাকে।

কৃষ্ণ অপেক্ষা পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ নামটী অধিক আদরের ধন। কেন না, পাপী তাপী কৃষ্ণকে পাইতে পারে না। তা'দের শান্তির জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণনামটী বিরাজ করিতেছেন; অতএব এই পরম মঙ্গল কৃষ্ণনামটী সদাই জয়যুক্ত হউক, আর জগতের যত পাপী, তাপী ইহার স্পর্শে পরম শান্তি পাইয়া পাপ তাপ ভুলিয়া যান, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি। যখন নাম আছে, তখন পাপী তাপীর আর ভাবনা কেন? যে পিপাসীর নিকটে পবিত্র সলিলা গঙ্গা আছেন, সে কেন পিপাসায় মরিবে? তাই বলি এস ভাই, আমার মত তাপী যত জন আছে, একত্রে মিশিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিয়া জনমের মত মন প্রাণ জুড়াই। নামে যে আনন্দ, নির্ব্বান মোক্ষেও সে আনন্দ নাই, নামের তুলনা নাই, বড় মধুর—বড় মধুর। যে বুঝিতে চায় খাইয়া দেখুক, বুঝাইবার নয়। নামের মিষ্টতা, নামের মিষ্টতার মতন। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। এমন মধুর নাম কেহ যেন কখন ত্যাগ না করে। মনুষ্য-জীবনের কোন স্থিরতা নাই, আজ আছে কাল নাই, তাই বলি জীবন এই আছে এই নাই মনে করিয়া নামটী আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হরিনাম যে বলে সে ধন্য, যে শুনে সে ধন্য আর যাহারা দর্শন করে তাহারা ধন্য। হরিভক্ত যে দিকে যায়, সে দিক পবিত্র হয়, যাহাকে দয়া

করে তাহার অনন্ত পুরুষ পবিত্র হয়। হরিভক্ত কখন কোন বিপদে পড়ে না, সদাই সুখে থাকে।

ভীষণ ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু পূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ব'সে পশুগণের স্বেচ্ছা বিচরণ দেখায় যেমন আনন্দ, সেখানে থাকিয়া পশুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন রকম ভয় থাকে না, বরং ইচ্ছা করিলে নিজে তাহাদিগকে আক্রমণ ও নির্যাতন করিতে পারা যায়, তেমনই এই মায়ার রম্য কাননরূপ সংসারে যাহারা সুদৃঢ় ও পূর্ণ নিরাপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আনন্দে মায়ার বিহার দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে, মায়া তা'দের কিছুই করিতে পারে না, বরং তা'রাই সময়ে সময়ে মায়াকে মায়াতে ফেলাইয়া মজা দেখিতেছে। তাই বলি, যাঁহারা এ প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে চান তাঁহারা সময় থাকিতে থাকিতে নিরাপদ কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, নচেৎ মায়ার হাতে পড়িয়া নানা কষ্ট পাইবেন। রামের দর্শনে ভূত সকল লয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য যেমন রাম নামটী শুনিবামাত্র ভূতগণ দূরে পলায়, তেমনই কৃষ্ণ নাম শুনিলেই মায়াও দূরে পলায়ন করে। তাই বলি, যতক্ষণ সেই সুদৃঢ় কৃষ্ণপদ আশ্রয় না হয়, ততদিন কায় মন প্রাণে কৃষ্ণ নামটী আশ্রয় ক'রে চলাই সকলেরই কর্ত্তব্য। মায়ার হাত এড়াইবার ইহাই একমাত্র উপায় জানিয়া অহরহঃ কৃষ্ণ নামটী করিতে থাক। মায়া শূন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে। অতএব যাহারা সদা নাম করে, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে সমস্ত তীর্থে আছেন অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সকল তীর্থ সেই খানেই আবির্ভাব হয়েন; সেই জন্যই শাস্ত্র ব'লেছেন যাঁরা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁ'রাই পলকে পলকে সকল তীর্থে স্নান করেন।

এমন উপায় থাকিতে কাহারও হতাশ হ'বার কারণ নাই, নিতাই দয়া ক'রে আমাদের জন্য বিস্তৃত পথ প্রস্তুত ক'রে রাখিয়াছেন, এই নিত্যানন্দের দায় দিয়ে সকলে সেই পথে চলুন কৃতার্থ হইবেন। কৃষ্ণ দুর্গের দ্বার রক্ষক আমার নিতাই যার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছেন অমনি তা'কে দুর্গ মধ্যে টানিয়া লইয়া ভয়শূন্য করিতেছেন। নাম করিলেই নিতাইএর দয়া পাইবে সন্দেহ নাই, আর নিতাই দয়া করিলেই সোনার গোরা প্রেম দিয়া কোলে লইবেন, এমন সুবিধা কেহ যেন না ছাড়েন. পূর্ব্বে লোক কেহ ৬০ হাজার বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ফল পাইয়াছেন, আজ আমরা ৬০ মিনিটের খবর রাখি না অতএব তপস্যা এক রকম আমাদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়াই দয়াল নিতাই পলকে রাজা হ'বার উপায় ব'লে গেছেন।

যখন কেহ কোন অভাব প্রকৃত ভাবে অনুভব করে, নিশ্চয়ই তখন সেই দয়াময় কৃষ্ণ পূরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ থাকে ততদিনই সে সাংসারিক উন্নতির পথে লালায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু একবার কৃষ্ণ বলিলে আর এ সকল তা'র ভাল লাগে না, তখন সকলেই কেমন কেমন অভাব অনুভব এবং সকল ছাড়িয়া একটু শান্তি খুঁজিতে থাকে; ইহাই কৃষ্ণ নামের একটি মহাত্ম্য। মানুষ যতদিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে ক'রে, তারই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান মনে করে, তার অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে; একবার হীরা চিনিলে আর তার কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তেমনি যতদিন জীব কৃষ্ণপথে ধাবিত না হয়, ততদিনই এই সকল পার্থিব লাভ ও উন্নতির জন্য কত যত্ন, কত অন্যায় করিয়া প্রতারিত হয়। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, জীবের স্বভাব এই সকল কুটি নাটি লইয়া আনন্দে

থাকে, কিন্তু দয়াময় হরি তাঁকে চিরজীবন এ ভ্রমে থাকিতে দেন না, একবার ইহার বিষময় ফল আস্বাদন করান, কিন্তু যখন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখনই নিজে নাম ও প্রেম দিয়া তাহার এ বিষ নষ্ট করেন এবং প্রকৃত পথে টানিয়া আনেন। দেখুন দেখি এমন দয়াল আর কেউ কি আছে? তাই নিবেদন, সকল ভুলে সেই দয়াময়ের নাম করুন এবং কায়মনোপ্রাণে তাঁর হউন—পরমানন্দে ভাসিবেন।

হরিনাম করিতে করিতে হৃদয়ে অদম্য বল আসে সকল প্রকার সামান্য অসামান্য ভয় দূরে পলায়ন করে, নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্তও নিকটে আসিতে পারে না। সদাই পূর্ণানন্দে জীবন অতিবাহিত হয়; এত লাভ ছাড়িয়া যাহারা ভয় ও অশান্তির কারণ সংসার চিন্তাতেই সময় কাটায় তাহারাই প্রকৃত ভ্রান্ত তার আর সন্দেহ নাই। হরি বলিতে বলিতে সামান্য কৌপীন পর্য্যন্ত থাকে না সত্য; কিন্তু সেই উলঙ্গ পাগলের পদতলে বড় বড় রাজা মহারাজার রাজমুকুট গড়াগড়ি যায়, এখন বলুন দেখি বড় কিসে হওয়া যায়? তাই বলি পৃথিবীর উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সদাই কাতর প্রাণে হরিনাম, মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে থাকুন, দেখিবেন সকল দুঃখ দূরে গেছে আর এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া আছেন। কৃষ্ণ নামের মত মাদকতা কোন মদেই নাই, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন, এখন দেখুন এমন মাদক আর কি কিছু আছে—নিজে জুড়ান যায় আর অন্যকেও মাতান যায় এমন কৃষ্ণ নামটি ভুলে থাকিবেন না। নিজে করিবেন আর যাকে তাকে করিতে বলিবেন।

কি রাজা, কি মহারাজা, কি নিতান্ত দরিদ্র সকলেই হায় হায় করিতেছে, তবে যাঁরা কৃষ্ণ পদ আশ্রয় করিয়াছে তারাই এ ঘোর

দাবাগ্নির ভিতরের পরম মধুর বসন্ত অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এ পরীক্ষা স্থলে ভয় নাই এমন জীব নাই। নিত্য সুখে কেহই থাকিতে পারে না। ইহাই মায়ার খেলা, বিড়াল যেমন শীকার করিয়া তা'কে নিয়ে খেলে, এক একবার ছেড়ে দেয়, তখন ইঁদুরটী মুক্ত ভাবিয়া একটু আনন্দ পায়, কিন্তু পরক্ষণই আবার দ্বিগুণ বলে আক্রান্ত হইয়া মর মর হয়, তেমনই মায়া জীবগণকে লইয়া খেলিতেছে তবে যা'রা কৃষ্ণ পদাশ্রয় লইয়াছে মায়া তাদের নিকট আর পঁহুছিতে সাহস পায় না। প্রভুর রক্ষিত জীবগণকে তাড়না করিতে গেলে নিজেই লাঞ্ছিত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের প্রতিপাল্যের মধ্যে যাহারা, তাদের উপর মায়ার জোর চলে না, জোর করিতে গেলেও বিতাড়িত হয়, তাই বলি কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, কোন ভয়ই থাকিবে না, যতই যত্নে মায়ার সেবা করুন নিষ্কৃতি পাইবেন না। যতই মায়ার নিজের হই না কেন মায়া কিন্তু কখনই দয়া করে ছাড়িয়া দেয় না, সময় হইলেই মনের মত হাসায় কাদায়, তাই বলি যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে চান, যেন মায়ার মায়াতে মুগ্ধ না হন ; মায়ার রাজত্ব প্রপঞ্চ জগতে যেন প্রাণ মন না ডুবাইয়া দেন, প্রাণ মনকে মায়িক জগৎ হইতে কাড়িয়া কৃষ্ণপদে স্থাপন করুন, দিবা রাত্র চিন্তা শূন্য হ'য়ে থাকিবেন সন্দেহ নাই।

কাঁদিবে তারা, যারা হারাইয়া আর খুঁজে পাবে না ; হরিভক্তের সে ভয় নাই, হরিভক্তেরাই আবার এক হবে। কৃষ্ণ বলিলে এই লাভ হয়।

যে কলিতে নাম মহামন্ত্র প্রচার হইয়াছে, তাহা যে সত্য, ত্রেতা হইতে বেশী আদরের, তার আর সন্দেহ নাই। বিষ যেমন প্রাণ-নাশক, তেমনি মৃতসঞ্জীবন, সন্দেহ নাই। কলিকাল তেমনিই নানা দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু হরিনাম প্রধান, এই মহাগুণে সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে,

জানিবেন। এমন নাম থাকিতে আবার পাপী তাপীর ভয় কেন? এমন অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিতে জীব কষ্টে মরে কেন? যার ইচ্ছা একবার "হা নিতাই" ব'লে দাঁড়ালেই পাত্রাপাত্র বিচার রহিত হইয়া নিতাই ভাণ্ডার বিলাইয়া দিবেন।

উপদেশ দিতেছি "**নাম কর**"; নাম করা অপেক্ষা মহত্তর যজ্ঞ, মহত্তর তপস্যা মহত্তর ব্রহ্মচর্য্য আর কিছুই নাই। সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হইয়া, খেতে শুতে জাগিতে, মধুমাখা কৃষ্ণ নামটি কর। নাম করতে আসন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভুতশুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে হয় না, নিত্য শুদ্ধ নাম তদপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণুপাদ স্পর্শ জন্য; অতএব নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রতর সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক; নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। নাম অন্ধকারের আলো, অতএব অন্ধকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ আলোর সাহায্যেই দেখিতে পাইবে; পবিত্র ভাবে নাম লও আর যাঁ'রা নাম লইতেছে তাঁদের সঙ্গ কর। তাই লক্ষবার বলিতেছি "**নাম বই গতি নাই, নাম লইতে থাকুন কৃতার্থ হ'বেন।**" খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে রসনা যেন নাম মহামন্ত্র ঘোষণা করে।

রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব।

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দর্শন ক'রে ঘরে আসিলে যখন সখিগণ তাঁহার চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"সখি আমি কি রূপ হেরিলাম, মোহন মূরতি পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার ॥"

বুঝি তাঁর তুলনা তাঁতেই আছে। তাই কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণই।

কালার রূপ জগৎকে মাতায়, আর যে রূপে সে মাতে, তাই আমার রাধার রূপ। স্থাবর জঙ্গমের কঙ্কাল দেহে আর রূপে যে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ আর রাধা তাহাই জানিবে। জগতে যত রকম রূপ আছে সবই আমার রাধার; কৃষ্ণদেহ আশ্রয় ক'রে নিজ রূপে জগৎ ভ'রে রহিয়াছে আমার রাধা; সে রূপ-সমুদ্রের আস্বাদন—আপন আপন অনুভবের পাত্র অনুযায়ী। যার যেমন পাত্র, সে সমুদ্র জল সেই পরিমাণে আনিতে পারে; রূপ আস্বাদন সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে।

কৃষ্ণের সব গুণ, একটু দোষও আছে। একটু কাল ও কুটিল। নীলকান্তমণি যে কাল তাই ব'লে কি আর আদর কমে? কৃষ্ণ, কাল লোকের কাছে কাল, সুন্দরের কাছে বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণ, বাঁকার কাছে বাঁকা, সোজার কাছে বড়ই সরল।

যুগল-মূর্ত্তি চিন্তা জীবের স্বাভাবিক অতএব সহজেই মধুর বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট।

মূল গ্রন্থ "পাগল হরনাথ" পুস্তকের সহিত উপদেশামৃত মিলাইবার আবশ্যক হইলে, পাগল হরনাথ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র সংস্করণ ও তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণ দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের।

উপদেশামৃত।

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

২৪নং, নিউইল রোড, ইটালী, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীলালমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের।

উপদেশামৃত।

[প্রথম খণ্ড]

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

২৪নং, মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীলালমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৮০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

একটী মহৎ সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই উপহার পুস্তক হস্তে করিয়া আপনার দ্বারে "জয় রাধে" বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীপুরীধামে গরীব, কাঙ্গাল, প্রেমিক ভক্ত, সাধু, মহাত্মাগণের বিশ্রামের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মাণে উৎসৃষ্ট হইবে। ইহাতে আমাদের একমাত্র স্বার্থ, ঐ আশ্রমটী "হরনাথ আশ্রম" নামে অভিহিত করিয়া আমাদের প্রাণের হরনাথ ঠাকুরের উপর আমাদের হৃদয়ের প্রীতি প্রদর্শন করিবার এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইবে। রাজা, মহারাজার দ্বারে ভিক্ষা করিলে অনেক স্থানে বিতাড়িত হইয়া কোন না কোন স্থানে থলিটী পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু মাধুকরী বৃত্তি করার মত আনন্দ আর কিছুতেই নাই, তাই মাধুকরী করিবার মানসে আপনার দ্বারে "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া দাঁড়াইয়াছি। এ কাঙ্গালকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতর হইবেন না ইহাই আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা। স্মরণ রাখিবেন, আপনার দান যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, উহা ঐ আশ্রমের ইষ্টক সমূহের উপর আর একটী ইষ্টক স্থাপনে সাহায্য করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে।

ভিক্ষাপ্রার্থী

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ।

তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।

তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি এবং যাহা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ভক্তগণ তৎপাঠে সন্তোষ লাভ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের ঠাকুর সন ১২৭২ সালের ২০শে আষাঢ় তারিখে, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার মাতা স্বর্গগতা ভগবতী সুন্দরী দেবী পরম দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার নিকট একটী শালগ্রাম শিলা ছিল; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। কথিত আছে, একদিন একটী সন্ন্যাসী আসিয়া গ্রামের সমস্ত শালগ্রাম শিলা দর্শন করেন ও ঐ শিলাটীকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জানিয়া পূজা করেন এবং ঠাকুরের পিতৃদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। তৎপরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভগবৎকৃপায় তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। যখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর তখন তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান সমৃদ্ধিশালী ও মহামাননীয় বলিয়া পরিগণিত হন। এই রূপে ক্রমশঃই তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং সম্মান বাড়িয়া উঠে। সেই সময় তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। সাত আট বৎসর বয়সে সেই পুত্র দুইটীর মৃত্যু হয়। তৎপর ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। কিছু দিন পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে যথাক্রমে একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মে। শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরই আমাদের দয়াল ঠাকুর ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাকে গর্ভে

ধারণ করিয়াই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর বাল্যকালে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত অসুখে খুব ভুগিয়াছিলেন। ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিতেন না, কিন্তু যখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দেবোদ্দেশে কিছু করিতেন, তখনই তিনি ভাল হইতেন। যখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর, তখন কলিকাতায় একটী কলেজে বি,এ, পড়িতেন। সেই সময়ে তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন এবং এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই উন্মত্ত ছিল; সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত, এখনও তাঁহার এই ভাব বর্ত্তমান আছে। তাঁহাকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া পাছে আত্মীয়েরা ঔষধ খাইতে পীড়াপীড়ি করেন এই জন্য নানা প্রকারে রোগ লুকাইয়া রাখিতেন। কিছু দিন পরে কোন একটী বিস্ময়জনক ঘটনায় তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ লেখা পড়ায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন ও নানা কারণে চাকুরী করিতে ইচ্ছা হয় এবং কাশ্মীরে রাজার অধীনে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন ও আজ ২৪ বৎসর ঐরূপ নগণ্য সামান্য চাকরীতে আছেন, কখনও তিনি পদবৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা করেন নাই। মাতা ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় আমাদের ঠাকুর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর প্রায়ই বলিয়া থাকেন —"আমার জীবন প্রহেলিকাময়, সদাই যেন কে আমাকে চালাইতেছে, আর আমি অন্ধের মতন চলিতেছি, একটি কথাও যেন আমার নিজের নয় বলিয়া মনে হয়"।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় "পাগল হরনাথ" পুস্তকে বাহির হইয়াছে ও দুই একটী ঘটনা Hindu Spiritual Magazine December 1908 ও Januray 1909 সংখ্যায় বাহির হইয়াছে এই কারণে উহার উল্লেখ এ স্থানে করিলাম না।

তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার নাম করিলে এবং গুণ কীর্ত্তন শুনিলে বড়ই আনন্দ লাভ করেন, সেই জন্য তাঁহার জীবনের ২।১ টী ঘটনা মাত্র বিবৃত করিলাম। তিনি সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সচরাচর এরূপ ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না। গৃহস্থ মাসিক পত্রের "অকিঞ্চন," শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যথার্থ চিত্রই আঁকিয়াছেন।

"বিশ্ব পাগলের হাট
শুধু পাগলের নাট
হেরি সদাই এই ত সংসারে,
ধন, রূপ, যশঃ, মান,
যার যা'তে মজে প্রাণ
পাগল সে তাই পাইবারে।
প্রেমের পাগল ওই
এঁর তুল্য আছে কই
হরিপ্রেমে সদা মাতোয়ারা,
সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান
তা'তেই মজেছে প্রাণ
মুখে বহে হরিনাম ধারা।
সে সুধা করিতে দান
সদাই আকুল প্রাণ,
যেন রে নিতাই আরবার,
এসেছেন ধরাধামে
ভাসাইতে হরিনামে
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার।"

তাঁহার ভক্তগণ যেন তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তাঁহারই প্রসাদে, তাঁহারই চরণ দুটী হৃদয়ের উপর রাখিয়া জীবন কাটাইতে পারেন ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

হাতরাস জংসন }
জেলা আলিগড় }

ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী
শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

ভূমিকা।

রসের কথা কহিতে বা শুনিতে লোকের অভাব নাই। রস নানাবিধ। সকল রস সকল সময়ে সকলের ভাল লাগে না অথবা ভাল লাগিলেও সমান রূপে হিতকর নহে। সুরা বসিয়া বিকায়, কিন্তু দুধ বেচিতে গলি গলি ঢুঁড়িতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যে, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, নভেলের ছড়াছড়ি, তথাপি ধর্ম্মের কথা, পরকালের কথা, প্রাণের আরাধ্য ও উপাস্য সম্বন্ধে কথা ভাল লাগে, এমন লোকও আছেন। কারণ ধর্ম্মেও রসের অভাব নাই। শাস্ত্র বলেন "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস স্বরূপ এবং উপাসক একবার ঐ রসের আস্বাদ পাইলে "মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু" রূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া অন্য সমস্ত রসের মাধুর্য্য ভুলিয়া যান। জন সমাজে "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলীর" ধীরে ধীরে পাঠক বৃদ্ধি ও আদর লাভে আমরা এই কথারই প্রমাণ পাই।

পাগল (ঠাকুর) হরনাথকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ভক্ত মণ্ডলীর পিপাসা পরিতৃপ্ত্যর্থ "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী" বিরচিত। আলোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের মানসিক ইতিহাস স্বরূপে একদিন ইহা সাহিত্যে ইহার উপযুক্ত আদরও গৌরব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্রাবলী কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড এবং এই আকার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। একদিকে ব্যয়াধিক্য, তদুপরি নানা কারণে লোকের এখন অবসর অল্প, ইচ্ছা থাকিলেও সমগ্র পত্রাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিতে সকলে পারিয়া উঠেন না, অথচ উহাদের মর্ম্মটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে সাধ যায়। এই অভাব দূরীকরণার্থ এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক-বর্গকে "পত্রাবলী" সহ অধিকতর পরিচিত করিবার মানসে, ঐ 'পত্রাবলী'

হইতে এক এক বিষয়ের ভাবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া "উপদেশামৃত" নাম দিয়া এই চয়ন পুস্তক খানি প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষৎ সমূহের সার রূপে গীতার যেরূপ সমাদর, আশা আছে "পত্রাবলীর" পাঠকবৃন্দ এই উপদেশামৃত খানিকে নিত্যপাঠের পুস্তক স্বরূপ পাইয়া তদ্রূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহাতে নূতন কোন কথা সন্নিবেশিত হয় নাই, অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া—সম্ভবতঃ বিষয়ৈক্য নিবন্ধনই,—যেন ধারাবাহিক রূপে লিখিত এক একটি প্রবন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! বস্তুতঃ বিভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র গ্রথিত হইয়াই ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে মূল পত্রগুলি সহজে বাহির করিতে পারিবার জন্য, পুস্তক শেষে আমরা একটি পরিশিষ্ট প্রদানে চেষ্টা পাইয়াছি।

সর্ব্বশেষে নিবেদন, নির্ব্বাচনের বা সাজাইবার দোষে, "উপদেশামৃত" পুস্তক খানি যদিই কাহারও মনোরঞ্জনে সমর্থ না হয় বা আশানুরূপ সুন্দর বিবেচিত না হয়, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করেন এবং আয়াস স্বীকার করিয়া মূলপত্রগুলি পাঠ করিলে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইবেন না। ইতি

নিবেদক শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

সূচিপত্র।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের

উপদেশামৃত।

প্রকৃতি-রহস্য।

প্রকৃতির খেলা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। যে খেলা খেলাইতেছে, তাঁহাকে বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। ধন্য প্রকৃতি, আর ধন্য সেই প্রকৃতির গুরু—কখনও বা শিষ্য—সেই বেদের বেদে কৃষ্ণ। প্রকৃতিরাই উজান ও নিম্নস্রোত-বিশিষ্টা যমুনা। প্রকৃতিরা যাহাকে দয়া না করেন তাহারা কখনই উজান বহিতে পায় না। অধোগতিতেই জগৎকে জীব-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কে বুঝিবে প্রকৃতির খেলা। ডুবাইতে প্রকৃতিরা,—উঠাইতে প্রকৃতিরা। প্রকৃতিরাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক—প্রকৃতিরাই জীবরাজ্যের রাজা। জীব-রাজ্যে প্রকৃতিই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপিণী। জনম প্রকৃতিরাই দেন, পালন প্রকৃতিরাই করেন, আবার করাল কাল হইয়া গ্রাসও করেন। ধন্য প্রকৃতিদের শক্তি! জাল বদ্ধ করিতে এবং জাল মুক্ত করিতে কেবল মাত্র প্রকৃতিরাই পারেন। প্রকৃতিরাই ইচ্ছাময়ী, দয়াময়ী, পিশাচী ও রাক্ষসী। প্রকৃতিরাই বহুরূপা, যার যেমন ভজন সে তেমনি প্রকৃতিদিগকে দেখে। যে দুর্গা জগৎপালনকারিণী দয়াময়ী, তিনিই আবার ঘোরা ভয়ঙ্করী, অসুরনাশিনী বগলা। প্রকৃতিরাই রাজরাজেশ্বরী—আবার প্রকৃতিরাই কালী করালী। প্রকৃতিদের লীলা খেলা কে বুঝিবে? এখন প্রার্থনা, যেন প্রকৃতিদের দয়া না হারাই।

যেন সদাই প্রকৃতিদের পরম প্রেমময়ী, দয়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহারা রাজা ব'লে রাজা নয়,—ঘরের রাজা, বাহিরের রাজা, স্বর্গের রাজা, নরকের রাজা, বৈকুণ্ঠের রাজা, গোলকের রাজা, বৃন্দাবনের রাই রাজা— শিব ঠাকুর ঘর বার ছেড়ে শ্মশান আশ্রয় করেও এ রাজার হাত এড়াতে পারেন নাই, কি ছার জীবের কথা। ধন্য প্রকৃতি, ধন্য তাদের শক্তি ও মোহিনী মন্ত্র। চরাচর সৃষ্টির ভিতর তাদের একছত্র রাজত্ব। সর্ব্বত্রই তারা রাজরাজেশ্বরী ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কাহাকেও মারিতেছে কাহাকেও কাল মারিবে বলিয়া রাখিয়া দিতেছে, কাহাকেও ডুবাইতেছে, কাহাকেও উঠাইতেছে। এক মাত্র কৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তাদের চাকরী করিতেছে।

যে শক্তি, আস্তে আস্তে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, তা'দিগকে আমরা সামান্য অবলা স্ত্রী মনে করি, একবার ভেবেও দেখিনা তাঁ'রা কি ও তাঁ'দের কার্য্যই বা কি। তাঁ'রা কিন্তু সব জানেন; আমাদিগকে হাবুডুবু খেতে দেখে বড় খুসি; বন্ধনের গ্রন্থি আর একটু শক্ত ক'রে দিতে সদাই যত্নবতী। খুলে দেওয়া দূরে থাক্ নিত্য নূতন ছাঁদে বান্ধিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা এমনি শ্রীপাদপদ্মের ছুঁচা, যে দ্বিরুক্তি না করে হাত ও গলা বাড়াইয়া দিতেছি, আস্তে আস্তে তাঁরা অষ্টাঙ্গ বন্ধ করে নির্জ্জীব জড়ের মত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁরা দয়াময়ীও যেমন, নিষ্ঠুরাও তেমনি, কে জানে তাঁদের লীলা। জীবগণ তাঁ'দের দয়া প্রার্থী হইয়াই ধরাধামে আসে, কিন্তু একটু সতেজ হইলেই দয়া মমতা ভুলে যায়, তাঁদের সমান কিম্বা তাঁদের অপেক্ষা বেশী মনে করিয়া তাঁদের সঙ্গে খেল্‌তে যায় কিন্তু একটু পরেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারে; তখন পরাজিত, ভয়ানক কারাবদ্ধ এবং তখন আর কোন উপায় থাকে না। তখন সত্যই নাক ফোঁড়া বলদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভার বহন ক'রে ও

সময় সময় মার খায়। (এ সাপের সঙ্গে না খেলাই ভাল, যদি খেলতে হয় তবে বেশ করে বুঝে ও মন্ত্র তন্ত্র শিখে। আমরা ক, খ, না পড়েই চাকরী করিতে বাহির হই, তাই প্রভুর লাথি, ঝাঁটা খেয়ে কাঁদিতেই দিন যায়। ক্রমে ক্রমে উন্নতির আশা ত থাকেই না লাভের মধ্যে লাথিটা খুব থাকে। তবে আর একটা মজা, লাথির মত লাথি হ'লে একদিন না একদিন বিতৃষ্ণা হয়ে পড়ে, কিন্তু নরম পায়ের লাথির কি জানি কি গুণ, একবার খেলে, আবার খেতে ইচ্ছা করে) সকলের জীবনেই এ লাথির সাধ বেশ অনুভূত হয়। ধন্য সেই শক্তিকে, যার এত শক্তি ও এত গুণ। এই শক্তি কৃষ্ণের একটা প্রধান আবরণ, এঁদের জন্যই কৃষ্ণকে কেহ দেখিতে পান না, দেখতে গেলেও প্রথমে ইঁহাদেরই হাতে পড়িতে হয়। ইঁহারা শাঁখারীর করাৎ, খুসি হ'লেও বিপদ্ রাগলেও বিপদ্। এঁদের হাত এড়ান রসিকের কাজ, কেন না তাঁহারা মাঝামাঝি রাস্তাটা বেশ জানেন। তাঁদেরই কথা বলি—

"কলঙ্ক সায়রে সিনান্ করিবি,
না ভিজাবি মাথারই কেশ"

জোরের কাজ নয়, খোসামুদির কাজ নয়, এখন মাঝামাঝির কাজ। নীলকণ্ঠ বুঝি সেইটি পাবার জন্যই বলে গেছেন—

"একবার ঠুলি খুলে দে মা ব্রহ্মময়ি
তোর কৃপায় পার হই এ ভব সাগরে"

জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিরূপিনী মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি। সেই কথাতে ব'লে "মেষের শিং বাঁকা, যুঝবার বেলা একা"; সেই রকম সব স্ত্রী এক, এই জন্যই লিখে গেছে (যদিও বুঝে নাই) "All women are the same, but their faces are different" কথাটা সত্য, যে দিকেই লউন কথাটী সত্য। ইংরাজ প্রভু যে senseএ

লিখিয়াছেন তাও সত্য, আর জগতের সকল স্ত্রী সেই মহাশক্তি এটীও মহাসত্য। শাস্ত্রে আছে যখন ব্যাস, শিব দ্বারা কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন কাশী করিবার জন্ম যত্ন করেন এবং গঙ্গাকে আপনার কাশীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যাইবার জন্ম তপস্তা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তখন গঙ্গা দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন "ব্যাস তুমি ভ্রান্ত, পার্ব্বতীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া আমার নিকট পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ; কিন্তু তোমার জানা উচিত পার্ব্বতীতে আমাতে ত অভেদ সত্যই, কিন্তু কেবলই যে পার্ব্বতীতে আমাতে অভেদ তা নয়, পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রী মূর্ত্তি আছে সকলের সঙ্গই আমি অভেদ।" অতএব স্ত্রী রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, দূর হইতে তাহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রী রহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। নির্ব্বাণ পথ পরিষ্কার করিবার মালিকও স্ত্রী, আবার চিরজীবনের জন্ম সে পথ বন্ধ করিয়া ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার করে দেবারও মালিক তারাই। এমন বিরুদ্ধ-শক্তিময়ীদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। (তাঁদের আনন্দময়ী মূর্ত্তিই সুখকরী ও শুভঙ্করী, আর ঘোর পিশাচীর রূপ মহা করাল ও অশুভঙ্করী যেন কখন এই ঘোর রূপ দেখিতে না হয়) (যে স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইয়া আমাকে জীবন দিয়াছে সেই স্তনই আমাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিতেছে।)

সাপের বিষে মানুষ মরে, আবার বিষের জোরেই মানুষ বাঁচে; অতএব সাপের এ দুইটি গুণ আছে; যে সাপ জড়িয়ে রেখেছিল সেই দয়া করে যখন পথ দেখাতে চেষ্টা করেছে তখন চৈতন্য হয়েছে, তখনই চরণে শরণ নিয়েছি। এই জন্যই কুকুরী বিড়ালীও বড় আদরের ও মান্যের সামগ্রী। সকল রূপেই স্ত্রী মূর্ত্তি এমন কি গাছে পাতায় সেইরূপ দেখে আনন্দে বিভোর হইতে হয়। গরলই সুধা, আবার গরলই প্রাণ নাশ

করিবার ঔষধ। শক্তি, প্রাণ নাশিনী ও প্রাণ তোষিণী, উভয় রূপিণী। যে, যে ভাবে এই মহাশক্তিকে দেখে, তিনি তাঁকে সেই ভাবেই দেখা দেন। তাঁদের চরণে এই প্রার্থনা যেন কালী-করালীরূপে আর দেখা না দেন। প্রেমময়ীরাধারূপ তাই এত ভাল। তাপ শুভঙ্কর, যতক্ষণ দূরে থাকে, নিকটে গেলেই দগ্ধ করে দেয়, তখন ভজন সাধন কিছুই মানে না। তাই বলি, স্ত্রী-রহস্য দূরে থেকে দেখিতেই মজা ও আনন্দ, নিকটে গেলেই দগ্ধ ও জীবনশূন্য জড় হইতে হয়। এ রহস্য দুর্ভেদ্য ও গভীর! মহা মহা রথী এ ব্যূহচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়া গেছেন। স্ত্রী কন্যা ভ্রমে যেন এ শক্তির অনাদর না হয়। চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া সাপ খেলিতে হয় কিম্বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। চক্ষের পলক পড়িলেই অমনি দংশন বা ভীষণ আক্রমণ। বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। "ক্ষুর ধারে বাস" বলে তা সত্যই এই। জগৎপ্রসবিনী, পালন ও গ্রাসকারিণী সবই একাধারে। তাঁ'দের অসীম ক্ষমতা, সকলই পারেন কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদিগকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া মুখে কালি মাখাইয়া বাঁদর সাজাইয়া দেখেন আর হাঁসেন; যে না সাজ্‌তে চায় তা'কে একেবারে রাজ্যচ্যুত করেন। উভয় দিকেই বিপদ্। এ স্থানে জগা ভাঁড় না সাজ্‌লে আর উপায় নাই। ধন্য তাঁদের ক্ষমতা! সাধ্য কি তাঁ'দের বিরুদ্ধে একটি কথা কই বা এক পা চলি। যা' বলান তা'ই বলি, আর যা' করান তাই করি; যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাই। যাওয়া আসার কুলুপকাঠি তাঁ'দের হাতে, তাই এত গরব ও এত অহঙ্কার। কৃষ্ণের খেলার প্রধান উপাদান স্ত্রী, এঁদের সঙ্গেই কৃষ্ণের মনের মিল বেশী। ইঁহাদের কাছেই কৃষ্ণ বন্ধ। প্রকৃতি ছাড়া হইলেই তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, পরম ব্রহ্মরূপে ভাসিত হন। এমন জিনিষ থাকা, না থাকা, উভয়ই সমান। এই জগতের সকল স্ত্রীলোকেরই

মনে প্রাণে আদর করিলে, কখন না কখনও কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যাইবেই যাইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনই স্থির থাকিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এত স্থূল প্রকৃতির কথা; আবার গোলোক বৃন্দাবনের মহা প্রকৃতিদের কথা কে জানে বলুন; সেই প্রকৃতিরা যা'র উপর দয়া করেন, তারাই কেবল বুঝিতে পারে। যাঁহারা কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি এবং কৃষ্ণকে পলকে পলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, কে তাঁ'দের শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারেন? এই জন্যই প্রকৃতি মাত্রেরই আদর করিয়া চলা ভাল, কেন না, কে জানে কোন বনে মহা সের (বাঘ) শুইয়া আছে, উঠিয়া একেবারেই গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে। প্রাচীন কথা আছে—অজ্ঞানা নদীতে কখনও সাঁতরাইতে নামা উচিত নয়, কে জানে যদি কুম্ভীরাদি গ্রাস করে। তাই নিবেদন, যখন এই মহা সমুদ্রের কুল কিনারা কিছুই জানি না, তখন দূর হ'তে জল স্পর্শ করিয়াই নমস্কার করা বিধেয়। এ রকম করিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইতে পারা যায়। তাঁ'দের খেলা তাঁরাই জানেন, ছার পুরুষ অভিমানীরা কি বুঝিবে? না বুঝে, কত রকমে এ মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করে, জানে না যে যাহাতে সুধাকর চন্দ্র তাহাতেই জীবন নাশক বিষ।

যদি কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমী হইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী-কন্যারূপিণী, মাতৃ ও ভগিনীরূপিণী অধিকারিণীগণের আশ্রয় লও। তাঁরাই কৃষ্ণ প্রেমদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। এ রাজ্যের পথ প্রদর্শক এক মাত্র প্রেমময়ীরা, তবে কি জানেন, তাঁদের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলেই, প্রেমময় রাধাকুণ্ড দেখাইবার ছলে, ভয়ানক নরক কুণ্ড দেখাইয়া দেন। আমরা ভ্রান্ত, চিনি না, তাই রাধাকুণ্ড ভ্রমে নরক কুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মহা দুঃখকে

পরম সুখ জ্ঞানে তাতেই ডুবে থাকি। যে রাজ্যের পথ জানিনা, সে রাজ্যের পথ-প্রদর্শকগণের সঙ্গে চতুরতা দেখান, নিজের ধ্বংসের প্রধান কারণ হয়ে পড়ে। আমরা না জানিয়া এ প্রেমময়ীদিগকে ভীষণ গরল সমুদ্র-রূপে পরিণত করিয়া আপনার সখের বিষে নিজেই জ'রে মরি। যে সমুদ্র রত্নাগার, চন্দ্র ও সুধাঘটের উৎপত্তি স্থান, সেই সমুদ্রই আবার জগৎ প্রলয়কর বিষাগারও বটে। নারায়ণের মত রসিক না হ'লে সুধা ও লক্ষ্মী পাওয়া যায় না, শিবের মত বেবুঝ হইলে কেবলই গরল। রসিকরাই কেবল এ সমুদ্রের হাঁসি কান্না রূপ তুফানে, বুঝিয়া পাড়ি মারিতে পারেন। অন্য লোকে ডুবে মরে। যেখানে লাভ ও ভয় দুইই আছে, সেখানে বিজ্ঞগণ লাভের আশা ত্যাগ করেন, একবারে সেদিক মাড়ান না, এবং শাস্ত্রেও বলে গেছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" তাই বলি এমন সমুদ্রের ধারে যেতেই নাই, তবে যদি যেতে হয়, দেখে শুনে পাড়ি মারিবার চেষ্টা করিতে হয়। নাবিকদের খোষামোদ করিতে হয়, তবে যদি কখনও সেই রসের নাগরের দেশে পৌঁছিতে পারা যায়; নচেৎ হাবুডুবু লোনা জল খেয়ে "পেটটা ডাগর" হ'য়ে পড়ে। প্রকৃতির গুণ জানিবার শক্তি কাহারও নাই, যদি কাহারও থাকে, তবে সেই কৃষ্ণের। যাঁ'র প্রকৃতি তিনিই জানেন তাতে কত বল আছে। তবে জগতের যা' কিছু দেখিতেছি সকলেরই আধারস্থল প্রকৃতি; প্রকৃতি প্রসব ও পালন না করিলে কিছুই থাকিতে পা'রে না। সত্য সম্বন্ধে জগতে যা কিছু আছে, সবই প্রকৃতি। যতই আমরা পুরুষ অভিমানে অভিমানী হই না কেন, সত্য সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নই এবং হইতেও পারিব না। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা মাণিক ইত্যাদি যাহাই দেখনা, সকলই যেমন মাটী ব্যতীত আর কিছুই নয়, তেমনি নর নারী কুকুর, বিড়াল, গাছ, পালা, কীট, পতঙ্গ

যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই এক প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই অনন্ত প্রকৃতি লইয়া চৈতন্যরূপে কৃষ্ণই, একমাত্র পুরুষরূপে নিত্য মহারাসলীলা করিতেছেন। এই রাসলীলা অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। ইহার নামই মহারাস। সেই একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ, মহাপ্রকৃতি লইয়া খেলিতেছেন; এ খেলার বিরাম নাই—শেষ নাই। এই রাসের কথা ভাবিতে যাইয়াও, ব্রহ্মা, শিব আদি অগাধ চিন্তা সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার শক্তি, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এ খেলার তত্ত্বটী এক কৃষ্ণ আর সেই মহাপ্রকৃতি রাধাই জানেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

এ মহা সমুদ্র কখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আলোড়িত করিতে যাইও না। সমুদ্রের সামান্য আলোড়নে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরণী সমূহ তৃণবৎ লয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলি এ প্রকৃতি সমুদ্রের সামান্য চঞ্চলতাতে অসংখ্য অসংখ্য জীবের ধ্বংস হইয়া যায়। কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, প্রকৃতিগণ আমাদের উপর দয়া করুন। যে খেলা খেলিবার জন্য এমন ভয়সঙ্কুল অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি, যেন খেলিয়া যাইতে পারি। এই কারণেই রামানন্দ, আমার গৌরহরিকে নিবেদন করিয়াছেন—"কে তোমার মায়া নাটে হইবেক স্থির"। এ প্রকৃতি সমুদ্রে স্থির থাকা বড় কঠিন। তবে এই প্রকৃতির তোষামোদ এবং সেই প্রকৃতির নেতা জগৎ-স্বামী কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যদি কখন কূল পাওয়া যায়। প্রকৃতি যে জাতীয় হউক,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে রূপেই তাঁর অবস্থান হউক,—সদা যেন আমরা ভক্তিনেত্রে দেখিতে পারি। এ মহা সমুদ্রের ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব মনে করা—আর ঘৃত সংযুক্ত তুলা অঙ্গে আবরণ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে সুস্থ কায়ে থাকিবার

ইচ্ছা একই প্রকার নয় কি? ধন্য প্রকৃতি তোমার বল! এই বল দেখিয়াই শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাঃ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

এই কারণেই গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" ইত্যাদি।

যখন সেই সচ্চিদানন্দময় নিত্যানন্দ স্বরূপ চৈতন্য, প্রকৃতি সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খান, তখন আমরা ত কোন ছার! তবে আমরা যেন এই মহাপ্রকৃতিকে সদাই সভয় ও সভক্তি নেত্রে দর্শন করি। এই প্রকৃতির কৃপা হইলে, একদিন সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাইব। আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার ভগিনী জ্ঞানে যেন কখন প্রতারিত না হই। প্রকৃতি মাত্রেই প্রণম্যা, সে যে হউক। প্রকৃতির ভাব ভাবিতে ভাবিতেই ত কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন, তত্রাচ অন্ত না পাইয়া গৌরাঙ্গরূপে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়াছেন। গৌর কাঁদাতে কেবল মহাপ্রকৃতি জানেন, আর ত কাহারও সাধ্য নাই। গৌর কান্দাইতে হাঁসাইতে কেবল তিনিই জানেন। না জানি তাঁহার কি আছে যাহার জন্য গৌর কান্দে। আমরা সেইটী চাই। আমরাও কান্দিতে চাই। সে জিনিষটী কি তা তিনিই জানেন, আর সে জানে, যাকে তিনি জানান। জগতের সকলেই প্রকৃতিদেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেই মুখ দেখিলেই প্রকৃতিদেবীর কোমল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া যাইবে এবং সকলকেই শান্তিপূর্ণ কোলে উঠাইয়া সকলের দুঃখ দূর করিবেন। তিনিই জগৎগুরু, তিনিই জগৎজননী, আবার তিনিই প্রেমের আধার। এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ ও জীব সমুদয়ের তিনিই একমাত্র আধার ও আশ্রয়। তিনি না থাকিলে, পলকে এই

সুন্দর সৃষ্টি একেবারে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রকৃতিদেবীর কর্ত্তব্য দেখাইবার জন্যই প্রভু আমার, কালী, তারা, দুর্গা সীতা, সাবিত্রী এবং সর্ব্বমূলাধার শ্রীরাধারূপে আসিয়াছেন। ঘনকৃষ্ণ শ্যাম কেবল রাইয়ের দেওয়া রূপে কেমন সোণার গৌরাঙ্গ হইয়াছেন? কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া রাধার মত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতার রূপে নব দুর্ব্বাদল হইয়াছিলেন। এই জগতে যে নানারূপ দেখা যায় ইহার কারণ প্রকৃতি। যখন প্রকৃতি না থাকে তখন এ জগৎ থাকিতে পারে না। তাই প্রকৃতিদেবী যাহাকে যেমন সাজান তাহারা তেমনি সাজে। আপনা আপনি সাজিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কলকাঠী প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিলে কাহাকেও স্বর্ণজ্যোতিঃ দেন, কাহাকেও আবার ঘোর নরকে ঘন কৃষ্ণবর্ণে আবৃত করিয়া ইহকালে পরকালে সমান হেয় করিয়া রাখেন। প্রকৃতিদেবীর মর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। যাঁর মর্ম্ম সেই সর্ব্ব কারণের আদি কারণ নন্দনন্দন বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ, তাঁর মর্ম্ম এ ছার জীব কি বুঝিবে! তিনি কি কাহাকেও তাঁর মর্ম্ম বুঝিতে দেন! তিনি সদাই তাঁর স্বরূপ আবরণ করিয়া নূতন সাজে দেখা দেন আর জগতে আবদ্ধ করেন। যতদিন জীব বিরজার পরপারে না যাইতে পারে ততদিন সাধ্য কি যে তাঁকে চিনিতে পারে। যতদিন তিনি কৃপা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না দেখান ততদিন কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে চিনিতে পারে।

প্রকৃতিরাই রাসমণ্ডলের দ্বারী, সেখানে তাঁহারা ব্যতীত অন্যে থাকিতে পায় না, তাঁহারাই এই সমগ্র সংসারকে মোহিত করিয়া সেই রাসমণ্ডল ভুলাইয়া দিয়াছেন, সেই অনন্তসুখ ভুলাইয়া এই ঘোর দুঃখ পূর্ণ সংসারের বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিয়া মজা দেখিতেছেন, আর আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। ধন্য বাজী শিখিয়াছেন, তা না

হ'লে কি, সব বাজীকরের ওস্তাদ বাজীকরকে এমন করিয়া মোহিত করিয়া রাখিতে পারেন? তা না হ'লে কি সেই গোলকের ধনকে এই মর্ত্ত্যে আনিতে পারেন? ধন্য তাহাদের ক্ষমতা! এই পড়ি পড়ি করে একে ভয়ে জড়সড়, তার উপর আবার ভয় দেখান কেন? আমাদিগকে পথ ছাড়, আমাদের উপর কুহকের জালখানি আর ফেলাইও না। যদি একবার মুখ তুলিয়াছি, তোমাদের স্বরূপ দেখাও ও জানাও। একখানি খোলের লোভেই ত বলদ ভয়ানক শক্ত ঘানি কাঁধে করিয়া সারাদিন বয়। এ কথাটীও আমাদের পক্ষে খোল ব'ই ত নয়, পাবার আশাতেই ত ঘানি টানি। তোমরা চিরকাল আমাদিগকে খাটাও খাটিব, বিনা বেতনে খাটিব কিন্তু একবার আগে দেখি। মনিব কেমন আগে দেখিয়া লই পরে যত খাটাও খাটিব তখন না বলিব না। যাহার উপর তোমরা করুণা কর তাহার আর এ ভয়ানক সংসারসমুদ্রে কোনই ভয় নাই কিন্তু যখন কাহারও উপর অকৃপা করিয়া বিভীষিকাময়ী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কর তখন তাহার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও নিশ্চিন্ত হইবার স্থান নাই। তোমাদের উগ্রতেজে ঐ সকল হতভাগারা পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। দেখ অগ্নির তাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে গুলির পুষ্টি হয়, ঐ অগ্নি দূরে রাখিয়া তাহার তাপ অঙ্গে সেক নিলে শীত নিবারণ ও বিশেষ উপশম হয়; সেই অগ্নিতে ঘৃত মধু দান করিলে মহা পুণ্য হয়, কিন্তু যখন কোন মূর্খ অজ্ঞান বশতঃ এই সর্ব্বমঙ্গলময় অগ্নির সহিত বিরোধ করিতে যায় তবে তাহার দশা আর ভাবিতে হয় না, সে স্বয়ং অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তোমাদের জয় বেদের লিখন, কার সাধ্য খণ্ডন করে? কৃষ্ণ, যিনি বেদের বেদ, ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনিই স্বয়ং হারিয়া জগৎকে দেখাইয়া গেছেন। তাঁর হার কেবলমাত্র লোক শিক্ষা দিবার জন্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান" তাই তোমাদের জয় চিরদিন বাঁধা আছে ও থাকিবে।

তুলসীর মত তোমাদের কেহ ছোট বড় নাই তোমরা সবাই সমান, সবাই এক।

প্রকৃতিরা এই ভয়ানক কষ্টপূর্ণ সংসারকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছেন। এক পলকের জন্য যদি তাঁদের শক্তি অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। পুরুষের উগ্রতেজে কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁ'রা আপন কোমলতাতে এই ভয়ানক পুরুষ-শক্তিকে সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাই এই বিশ্ব শান্তিতে রহিয়াছে। তাঁদের লীলা অচিন্ত্য; কাহাকেও ডুবাইতেছেন, কাহাকে ভাসাইতেছেন, আবার কাহাকে কৃপা করিয়া সেই চিরশান্তিময় বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। তাঁহাদের অপরূপ মায়া অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে যে চিনিয়াছে, সে সকলকে জিনিয়াছে; তাহার আর ভাবনা নাই, সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে পাইয়াছে। কায়মনোবাক্যে সদাই প্রার্থনা, যেন আমরা তাঁদের স্বরূপ জানিতে পারি। তাঁদের উপরের আবরণ খুলিয়া যেন অন্তরের ভাব বুঝিতে পারি। তাঁদের সাহায্যে যেন সেই নিত্যধামের পথ দেখিতে পাই। যেন কখন তাঁ'দের বাহিরের আবরণ দেখিয়া চিরমুগ্ধ হইয়া অন্ধের মত না ঘুরিয়া বেড়াই। পুরুষ-মাত্রেই তাঁদের অকৃপাতে চির অন্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; সদা প্রার্থনা আমাদিগকে তোমরা যেন কখনও অকৃপা না কর। সদাই যেন তোমাদের কৃপাভাজন হইয়া তোমাদেরই ভাবে মুগ্ধ থাকি। বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া যেন কখন মুগ্ধ না হই। এই কঠিন পুরুষ দেহে, যেন তোমাদের সরলতা মাখা কোমলভাব কখনও অনুভব করিতে পাই। তোমাদের ভাব এই দেহে একদিনের জন্য যদি আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমরা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের সহিত কৃতার্থ হইব ও জীবন

সার্থক মনে করিব। তোমাদিগকে ভুলিতে জগতের কোনও জীব কি পারে? তোমরাই জগতের চৈতন্যরূপিণী, তোমরা যাহাকে ভুল, সে অচৈতন্য হয়। ধন্য তোমরা, আর ধন্য তাহারা যাহারা তোমাদিগকে চিনিয়াছে। তোমাদের জন্যই সেই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ হইয়া আজীবন নয়নজলে ভাসিতে হইয়াছিল। ধন্য তোমরা, যাহারা কৃষ্ণকে ঋণী করিতে পার; ধন্য তোমরা যাহারা কৃষ্ণকে কাঁদাইতে পার! যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতিকে কৃষ্ণ কত ভালবাসিতেন কিন্তু অনেক সময়ে হয় ত তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইতেন না অথচ দ্রৌপদী ডাকিলে আর কোথাও থাকিতে পারিতেন না। সখাদের ডাকে কখনও কখনও আসিতেন না, কিন্তু সখীদের ডাকে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী। তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁ'দের বশ। আমরা পুরুষ অভিমানে ভ্রান্ত হয়ে, হৃদয়কে নিতান্ত অমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই সদাই মন ভ্রমিতেছে, স্থির হবার স্থান পায় না। যাহাদিগকে আমরা পুরস্ত্রী বলি ও স্ত্রীলোক মনে ক'রে ভ্রান্তিবশতঃ নগণ্যা মনে করি তাহারাই সামান্য গৃহ মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া হৃদয় বিস্তার পূর্ব্বক অধরকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী প্রাণপ্রিয়তমা। তিনি নিজে ব'লেছেন, "ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণসম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন"। শ্রীমতীকে এ কথা বলিবার অভিপ্রায়ই তাই। নারীগণ অধরকে ধরিবার প্রকৃত উপায় জানেন, তাঁ'দিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন রকমে কর্ত্তব্য নয়। তা'রা নিত্যশুদ্ধা, কিছুতেই অপবিত্রা হ'তে পারে না। তা'রা এ সৃষ্টির রাজা অতএব আইনের পার জানিবে।

আইন প্রজার জন্য, রাজার জন্য নয়। রাজাই আইন কর্ত্তা, আইন তার অধীন, সে আইনের অধীন নয়।

আমরা পতঙ্গের আগুণে পড়ার মত উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আর যাতনায় ছটফট্ করিয়া মরিয়া যাই, কিন্তু যাহারা তোমাদের গুণ জানিয়া সরল-ভাবে ও সভক্তি তোমাদের শরণ লয়, তাহাদিগকে তোমরা আপন কোমল ক্রোড়ে, তুলিয়া লও এবং চিরশান্তিনিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখ ; সেখানে স্বপন নাই। ভীতকে আর অধিক ভয় দেখাইও না। যে সদাই কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কাঁদাইলে বেদম হইয়া মরিয়া যাইবে। আমি শরণাগত, আমায় আর ভয় দেখাইও না। অনেক জন্ম বিফলে গেছে, আর যেন এ দুর্লভ জন্ম না হারাইতে হয়। চাঁদ চাহিতেছি, চাঁদ দাও ; আর আয়না দেখাইয়া ভুলাইও না। ক্ষীর ক্ষীর করিয়া, কান্দিতেছি ক্ষীর খাইতে দাও, মাড় খাওয়াইয়া আর কষ্ট দিও না, এই মিনতি। আমাদের দুঃখ তোমরা নিত্যই দেখিতেছ, তোমাদিগকে না চিনিয়া নিশ্চয়ই আমরা অগাধ বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি, তা'ত স্বচক্ষে দেখিতেছ। আর ডুবাইও না, আশ্রয় চাহিতেছি আশ্রয় দাও। তোমরাই কৃষ্ণ দিবার মালিক, তাঁকে চাহিতেছি একবার দেখিতে দাও। তোমাদের ধন তোমাদেরই থাকিবে, কেবল আমরা একবার মাত্র দেখে লব কেড়ে নিব না। কেবল চক্ষের দেখা দেখ্‌ব মাত্র। ব্রজপদ্ধতি শিখাইবার ও বৃন্দাবন দিবার জন্য তোমরাই একমাত্র অধিকারিণী, এই জন্যই অনেক তপস্যার পর আমার চণ্ডিদাস যখন তোমাদিগকে চিনিয়া-ছিলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "বাশুলি আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে, শুন রজকিনী রাই, রজকিনী প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, যেই প্রেমে কামগন্ধ নাই"। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়া-ছেন "ব্রজদেবীর কোন ভাব লয়ে যেবা ভজে, ভাব যোগ্য দেহ পাই

কৃষ্ণ পায় ব্রজে"। সেই ভাবযোগ্য দেহ কেবল তোমাদেরই দেহ মাত্র। তোমরাই রাধা, তোমরাই ললিতা, বিশাখা, তোমরাই বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, তোমরাই লীলা এবং তোমরাই লীলার পোষক। তোমরাই ব্যাধি তোমরাই ঔষধ। শ্রীমতী রাধাই কৃষ্ণের প্রেম জ্বরের কারণ আবার তিনিই তাহার ঔষধ। তিনিই শতছিদ্রকুম্ভে জল আনিয়া কৃষ্ণকে বাঁচান। তোমাদের দোষে আমরা মূর্খ। তোমাদের দোষেই বল আর গুণেই বল, আমাদের হাত কাঁপে, লেখা ভাল হয় না। তোমরা শাঁখারীর করাত, হেসে চাইলেও শরীর কাঁপে, রেগে চাইলেও শরীর কাঁপে; যখন সকল সময়েই কাঁপিতে হয় তখন ঠিক করে লিখি কখন? দেখ কি ছার আমাদের কথা, যখন সেই জগৎস্বামী জগৎপ্রাণ জগতের আধার কৃষ্ণই কেঁপে উঠেন, তখন আমাদের ত কথাই নাই। যখন ইন্দ্রবৃষ্টি হইতে গোকুল রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গুলীতে শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ শ্রীমতীর দর্শনে সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপে নাই? প্রায় হাত হইতে কেঁপে গোবর্দ্ধন "পড়ে পড়ে" হইয়াছিল। কিন্তু পরেই শ্রীমতীর অন্য ভাব দেখিয়া স্থির হইলেন। বলি কৃষ্ণ যখন কংসগৃহে কুবলয়পীড় হস্তীকে আক্রমণ করেন, তখন শ্রীমতীর দেখা পান নাই, কেবল মাত্র শ্রীমতীর স্মরণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবকাশের জন্য প্রায় মূর্চ্ছিতের মত কাল কাটাইয়া পরে সেই হস্তীকে মারিয়া ফেলেন। যখন কৃষ্ণের হাতের লেখা দেখিয়া বৃন্দা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই"। তোমরা না পার কি? চূড়া বাঁশী কেড়ে নিতে পার, ধাবী সাজাতে পার, মেয়ে সাজাতে পার, পায়ে ধরাতে পার, আর যে কি না পার তা' জানি না! কৃষ্ণ প্রেম-হাটের তোমরাই দোকানদার বিনামূল্যে বেচা কেনা তোমরাই কর,

যাহার উপর দয়া কর তাহারাই পাইয়া থাকে, অন্যে অনন্ত রত্ন দিয়াও এক পল মাত্রও পায় না।

তোমাদিগকে যে জানিয়াছে সেই তরিয়াছে কিন্তু তোমাদিগকে যে চেনে নাই সে অকুল পাথারে ডুবিয়াছে! প্রার্থনা যেন আমরা তোমাদিগকে চিরদিন চিনিতে পারি এবং কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। সদাই যেন তোমাদের আদরের ও দয়ার পাত্র হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। যেন কখন তোমাদের "ঘোরা করালবদনা" রূপ দেখিতে না হয়। সমুদ্রের ঘোর ভয়ঙ্কর তুফানও তোমাদের নিকট কিছুই নয়, আর স্বর্গের মহানন্দের নন্দন কাননও তোমাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে স্বর্গ যাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? আর তোমাদের ভয়ানক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে নরকের মহাযন্ত্রণাময়স্থানও পরম সুখের বলিয়া মনে হয়! তাই তোমাদের নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যেন কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। তোমরাই জগতের মূল, তোমরাই সকলের আদি, এই জন্যই সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া গেছেন "জগতের নারী যত তাহে মোর মনঃ রত"। কৃষ্ণ তোমাদের, তোমরাই কৃষ্ণের, এ হাটের দোকানদার তোমরা, যাকে তাকে তোমরা কৃষ্ণ দিতে পার, এ হাটের প্রধান পণ্য কৃষ্ণপ্রেম, তাইবলি কৃষ্ণ তোমরাই দিতেপার। মনে নাই কি ললিতা, সেই পরম রসিকা বিশাখা, সেই চম্পক লতা? তোমরা তাদের মধ্যে এক এক জন ধনুর্ধর, কৃষ্ণ তোমাদেরই, রাসে তোমরা, কুঞ্জলীলাতে তোমরা, যমুনা জল কেলিতে তোমরা, গোষ্ঠে তোমরা, পুলিনবিহারে তোমরা, কাঁধে চাপিতে তোমরা, পায়ে ধরাইতে তোমরা, তোমরাই এ রাজ্যের রাজা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, কৃষ্ণকে দ্বারবান রাখিতে কেবল তোমরাই পারিয়াছ। যে কৃষ্ণকে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি দ্বারা মহা মহা যোগিগণও ধরিতে পারেন

নাই, সেই কৃষ্ণকে উদুখলে বাঁধিতে কেবল তোমরাই পার। তোমরা কত শক্তিমতী, আমরা তোমাদের নিকট মহা তরঙ্গের মুখে সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র, অজ্ঞানতা বশতঃ যে তোমাতে ঝাঁপ দিবে তা'র আর কোন উপায় নাই। চিরদিনের জন্য সে ভাসিয়াছে কখনই কুল পাইবে না, কুল হারাইয়াছে।

অধিক কথা কি বলিব, কৃষ্ণ যখন তোমাদিগকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্য পরে কা কথা। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সকলেই ইহাই বলিতেছে। বৃন্দাবনের একটী কথা শুন—একদিন বৃন্দাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃন্দা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ"? বৃন্দা উত্তর দিল "প্রিয় সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ অর্থাৎ তোমার প্রাণবন্ধু হরির শ্রীচরণ নিকট হইতে"। ইহা শুনিয়া শ্রীমতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায় কি করিতেছেন"? বৃন্দা উত্তর দিলেন "তিনি রাধাকুণ্ড বনে নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন" ইহা শুনিয়া শ্রীমতী অত্যাশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৃন্দে, আমি এখানে রহিয়াছি তবে তিনি গুরু পাইলেন কোথায়"? বৃন্দা বলিলেন, "প্রত্যেক তরু লতাতে তোমার মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইয়া, সেই নটরাজ কৃষ্ণকে নাচ শিখাইতেছে এবং কৃষ্ণ তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিয়া বেড়াইতেছেন"। এখন আমরা গুরুরূপী তোমাদের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া কাতরে প্রার্থনা করিতেছি যেন আমাদের মনো বাসনা অপূর্ণ না থাকে।

২

ভার্য্যা রহস্য।

জলের স্বভাব বহিয়া যাওয়া, কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তবে ঘড়ার ভিতর রাখিলে চিরকালের জন্য স্থির থাকিয়া যায়। মনও তেমনি শক্ত ঘড়ার ভিতর না রাখিলে ক্রমেই চল্‌তে থাকে। মন চলিবার দুইটি মহা মহা খাদ—কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুয়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধান, অতএব মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই। তুমি কি জান না, যে বড় নদীর নিকটে কূপ খুঁড়িলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত; তবে যখন মনকে শক্ত বেড়ার মধ্যে পুরিবে, তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ঘড়া জল-পূর্ণ করিয়া নদীতে ডুবাইয়া রাখিলে নদী বাড়িলেও বাড়িবে না, আর কমিলেও কমিবে না, সে সদাই পূর্ণ থাকিবে। তাই বলি সাপের সঙ্গে খেলিতে হইলে প্রথমে সাপ বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মন্ত্র না জেনে সাপ ধরিতে গেলেই বিষে প্রাণ যাবে তার আর সন্দেহ নাই। আগে মন্ত্র শিখ তারপরে সাপ ধ'রতে যাবে। এই জন্যই রসিকগণ বলিয়াছেন—"স্ত্রীরূপ নদীতে কেউ নাইতে নেমো না" ইত্যাদি। অগাধ সমুদ্ররূপিণী স্ত্রীতে না জেনে ঝাঁপ দিতে দৌড় না। আলো দেখিয়া পতঙ্গের মত উড়ে পড়তে চেয়ো না। চালাক তাকে বলি, যে এই নিরানন্দময় ভূমিতে আনন্দে থাক্‌তে পারে। নিরানন্দ স্থানে নিরানন্দে থাকা বাহাদুরী নয়। মাতালের মধ্যে মাতাল হয়ে থাকা বেশী কথা নয়; চোরের মধ্যে চোর হয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু বিপরীত গুণ অধিকার করে থাকা বাহাদুরী ও

আদরের সামগ্রী। তাই বলি কান্নার দেশে হেঁসে যাওয়াই রসিকতা ও মহা সাধন। দূরে রাখিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক রেখে চলার নাম চতুরতা।

স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ পরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্। তাঁকে চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণ গুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়; এই রকম আদান প্রদানে ঘনিষ্টতা বাড়িয়া ক্রমে দুটীতে একটী হইতে হয়। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসিয়াছ যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের উপযুক্ত মান্য করিবে। তাঁরাই গৃহলক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবে। জগতের স্ত্রী মাত্রেই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। তাঁদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁহারাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

স্ত্রী আদরের ও ভালবাসার ধন। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁর সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই তাঁর নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁর নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সবাকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমাদের প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর

স্বর্গের পথও তিনি দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরাই দেখাইতে পারেন। এই কারণে তাঁদের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই। জগতের সকল স্ত্রীকেই যথাযথ মান্য করিতে ভুলিও না। তাঁরা রাজকর্ম্মচারীর মত কেহ বা ধরিতেছেন, কেহ বা ফাঁসির, কেহ বা খালাসের হুকুম দিতেছেন, যিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নরকে যাইতে ইচ্ছা করেন, অতি আনন্দে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য, কেহ বা বেশ্যা, কেহ বা রাক্ষসী, কেহ বা পিশাচী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন; আবার তাঁহারাই নিজের রক্ত দিয়া আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। তাঁরাই সানন্দে মোক্ষ পথ দেখাইয়া দিতেছেন; তাই বলি স্ত্রী যেমনই হউক তাঁহার অমান্য করিবে না। তাঁরাই যাবার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন। তাঁরা সকল খেলাই জানেন এই জন্য তাঁদের সহিত উল্টা খেলা খেলিতে যাইবে না।

স্ত্রী লাস্যের দ্রব্য নন্। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন, তাঁরাই প্রেমভক্তির আধার! আবার অসদ্ব্যবহার করিলেই তাঁহারাই ঘোর কালরূপিণী, পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র। স্ত্রীরূপিণী মহাসমুদ্রে মহা মহা রত্নও আছে। রসিকগণ সেই সব মহারত্নের অধিকারী হইয়া চিরসুখে জীবন কাটান, আর আমাদের মত দুর্ব্বল ও ঘৃণিত ব্যক্তিগণ কামান্ধে মত্ত হইয়া ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অচিরে অস্তিত্ব হারায়। অতি সাবধানে এ মহাশক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। কদাচ কামনয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে। স্ত্রীর অবমাননা আশু ধ্বংসের কারণ মাত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দ্রৌপদীর অবমাননা,

কুরুকুল ধ্বংসের কারণ, সীতার অবমাননা, রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের কারণ, হেলেনের অবমাননা, ট্রয় ধ্বংসের কারণ, সরোজিনীর অবমাননা, মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের কারণ। এ মহৎ দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে, দূর যাইবার কোন কারণ ও আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘরে স্ত্রীর অবমাননা হয়, তাহার ঘরে শান্তি ও সুখ কোথায় চলিয়া যায়। ভাল স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া আপন স্ত্রী গড়িতে চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে রাখিও "নারীরূপ পতিব্রতা"। সুন্দর রূপ হউক আর নাই হউক কিছু আসে যায় না, গুণবতী হওয়া চাই। দুঃখিনী মায়ের ও গুরুজনের আজ্ঞাকারিণী হওয়া চাই, স্বামীর দুঃখে সুখে সহযোগিনী হওয়া আবশ্যক। তাঁর নাম স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী। চক্ষুর মত স্ত্রী অনেক পাওয়া যায়, আজ কাল মনের মত স্ত্রী পাওয়া বড় কষ্টকর।

হিন্দু রমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরিবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা না হলে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শ যুগলকে ভজনা করিবে। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" তাই বলিয়া সকল পুত্রই পুত্র নয়। একটী মাত্র পুত্র, বাকী সকল গুলিই কামজ। তাই বলি কেবল পুত্র কন্যাতে ঘর ভরিবার জন্য স্ত্রী নয়। অধিক পুত্র কন্যা অধিক যাতনার মূল এটী যেন মনে থাকে। পুত্র কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও, সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না। এ দিল্লিকা লাড্ডু না খাওয়াই ভাল, যে খাইয়াছে সে জনমের মত পস্তাইতেছে, অতএব এর জন্য এর দোর, তার দোর করে বেড়াইও না। একটী ছিলে, দুটী হয়েছ আর বিস্তীর্ণ হবার আশা রাখিও না। এ দুটীতে একটী হও, আর ভাবের দেহ পাইয়া ব্রজের ধামে চ'লে যাও। দুটীতে একটী না হ'লে, সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও সুখ পাবে না। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, প্রভৃতির

মধ্যে মধুরই, প্রকৃত মধুর ; অতএব তাই আস্বাদনের চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখ। নারিকেল, স্থপারি, ইহারা কেবলই উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৌড়িতেছে. ইহাদের পাতা পর্য্যন্ত আকাশমুখী, কেন বলিতে পার কি ? এদের শাখা নাই ব'লে। তেমনি যদি পুত্র কন্যা বিহীন হই, আমাদের মনঃপ্রাণ কেবল উর্দ্ধদিকেই দৌড়িবে, কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। স্ত্রীকে সামান্য পার্থিব অলঙ্কারে সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া অপার্থিব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিও এবং সেই রকম শিক্ষা দিও। স্ত্রীকে কেবল নিজের ছেলের মা করিও না, জগজ্জননী করিবার মত বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ দিও। কোমলাঙ্গীদের হৃদয় যদি কোন রকমে কঠিন হয়, তাহা হইলে সেটী বজ্রাদপি কঠিন হয়, এটী মনে রাখিও। কোমল হৃদয়ে সরল প্রাণটাই সাজে ভাল। তাহাদিগকে মা সাজাইতে বেশী চেষ্টা ও শিক্ষা দিতে হয় না। They are by birth mothers. (তাহাদের জন্মই মাতৃরূপে)।

এ পৃথিবীতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করা কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ পূরণ উদ্দেশ্যে নহে। এমন অনেক সেবা মা বাপের আছে, যাহা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে নিজ দ্বারা হইতে পারে না। এই জন্য এই একটী স্নেহরূপিণী দেবীর দরকার। যে সমুদ্র, চন্দ্র ও রত্নকে প্রসব করিয়া রত্নাকর হইয়াছে, প্রাণনাশক হলাহলও সেই সমুদ্র সম্ভূত, এটী যেন মনে থাকে। যখন তোমার নিকট রত্ন বিষ দুইই রাখিয়া দিয়াছেন, তোমার ইচ্ছানুসারে যেটী খুসি লইতে পার। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী করা কিংবা ঘোর পিশাচী করা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীগণ সকলের মাতৃস্থানীয়া ও পরম পূজ্যা। বিষও একটী রত্ন, কিন্তু পাত্র বিশেষে তাহার ব্যবহার জানিবে। শিব হও, তখন দেব ও পিশাচ উভয়ই তোমার সেবকরূপে পরিগণিত হইবে।

প্রত্যেক ঘাতের সমান প্রতিঘাত, তাই বলি তাহাদিগকে সদাই স্নেহের চক্ষে দেখিবে, তাঁরাও তোমায় তেমনই দেখিবেন। পিতামাতার সেবা আরম্ভ করিয়া, যেন সকল দুঃখীর সেবা শিখিতে পারেন।

এ সংসারে যাহার স্ত্রী সত্যই সহধর্ম্মিণী, সেই সুখী ও সেই ধার্ম্মিক। কাজ কি তার স্বর্গে, কাজ কি তার মোক্ষে, সংসার তাহার পক্ষে বন্ধন নয়, সংসার তাহার পক্ষে নরক নয়, এমন কুস্থানও তাহার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন, সেই স্থানই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের বিলাসভূমি। শান্তি ও সমস্ত তীর্থ সেই গৃহে বাস করেন, সমস্ত দেবগণ সেই স্থানেই নিত্য ভ্রমণ করেন। এমন স্ত্রী যাহার নাই, তাহার বৈকুণ্ঠও নরক। তাহার জীবনই সাক্ষাৎ মৃত্যু, আর মৃত্যুই সাক্ষাৎ জীবন।

স্ত্রী ও স্বামী দুয়ে এক না হইলে সেখানে যাইবার অধিকার নাই। একক কেহ কখন যাইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া হয় ত তুমি মনে করিবে, তবে যাহারা কখন বিবাহ করে নাই, যাহারা জন্মাবধি একক, তাহারা যাইতে পাইবে না, চেষ্টা করিলেও তাহারা যাইতে পাইবে না; কিন্তু তা নয়। তবে প্রভেদ এই, সহজ আর কষ্টকর। একক যাইতে হইলে অনেক সাধন, অনেক তপস্যা, অনেক ভজন বল দরকার হয়, আর দুয়ে এক হইলে অতি সহজ। তোমরা শুনিয়াছ অগস্ত্য প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ যে আশ্রমে বাস করিতেন, সে আশ্রমের বৃক্ষগণ সব কল্পবৃক্ষ ছিল; আম গাছে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সমস্ত ফলই ফলিত। ঐ ঋষিগণ যে বৃক্ষের নিকট যে ফল ভিক্ষা করিতেন, সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইতেন। এ সব উগ্রতপের ফলে, কিন্তু আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, না হয় শুনিয়া থাকিবে যে, কলম বান্ধিলে এক বৃক্ষে নানা রকম ফুল ফুটিতেছে। এক বৃক্ষের এক ধারে এক রকম, অন্যধারে অন্য রকম ফল ফলিতেছে। দেখ দুটীতে তফাৎ, একটী কত কষ্টকর,

অন্যটী কত সহজ। সেইরূপ যাহারা একক, তাহারা বহু কষ্টে আপনাকে দুইভাগ করিয়া পরস্পর ভালবাসিতে শিখিবে। এখন দেখ, এক প্রাণকে দুই ভাগ করা কত কষ্ট? তাহাতে আরও কঠিন, ঐ দুইয়ের একটী ভাগ পুরুষ, অন্যটীকে প্রকৃতি করিতে হইবে; এখন বল দেখি কত কঠিন? কিন্তু যাহারা এক না হইয়া ভাগ্যবশতঃ দুই হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কত সহজ? কত শীঘ্র তাহারা নিত্যধামে যাইতে পারে, কত শীঘ্র কৃষ্ণের কৃপা পাইতে পারে। এখানে তোমাদের মনে হইতে পারে, তবে ত যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারাই কৃষ্ণকে পাইবে, কিন্তু তাহা নয়। বিবাহ করিয়া যুগল হইয়াছে বটে, কিন্তু কই যুগল এক ত হয় নাই, যুগল যুগলই আছে। এই যুগল এক না হইলে, যাইতে পায় না। এখন বোধ হয় মনে করিবে দুয়ে এক কি করিলে হয়? এইটীই সাধন, এইটীই ভজন। দুয়ে এক হইতে হইলে, পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কপটতা ছাড়িয়া সরল হইতে হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সদাই ভাবনা করিতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপতি রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইবে। সে ভোগের জিনিষ, সে অনুভবের জিনিষ, সে লিখিবার কহিবার জিনিষ নয়। যাহারা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণ যাহাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাহারাই জানে। চণ্ডিদাস ও রজকিনী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জয়দেব, পদ্মাবতী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। কত শত এমন এই সংসারে আছেন, তাহার ঠিক করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তবে যাহারা সেই ঘরের, সেই পরিবারের, তাহারা চিনিতে পারে, তাহারা দেখিতে পায়, অন্যের অসাধ্য। দেখনা হাটতলায় কেহ কি কাহাকে চিনিতে

পারে? তাহারা ত নিকটে রহিয়াছে, তবু চিনিবার ক্ষমতা নাই। কৃষ্ণ পরিবারেও এই নিয়ম, যে সেই পরিবারের একজন হইতে পারিয়াছে, সেই সকলকে চিনিতে পারিয়াছে।

সুখই একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সুখ পাবার জন্যই আমরা ধনের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা ইত্যাদি নানা রকমে প্রতারিত হইয়া আসল সুখের খনি কৃষ্ণপদ ভুলে যাই। তবে যাহারা চতুর, তারা এর মধ্যেই সহজ পথটী পাইয়া কৃষ্ণভজন ক'রে, মায়াকে ফাঁকি দেয়। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণভজন অসম্ভব না হইলেও চতুরতার আবশ্যক, তা হ'লে এমন সহজ আর কোথাও নাই। স্ত্রী যথার্থই গলার ফাঁস, ইচ্ছা করিয়া সে ফাঁস গলায় না দেওয়াই ভাল। তবে যদি চতুর হইতে পার, দেবতা-দের মত স্ত্রী গ্রহণ করে সাধনের পথটী রসময় করিয়া আনন্দে যাইতে পারিবে। স্ত্রীভাব শূন্য পথটি অনেকটা নিষ্কণ্টক বটে, তবে ভয়ানক নীরস, মরুভূমি তুল্য। সে পথের ধারে ধারে মনোরম পুষ্পোদ্যান নাই, মাঝে মাঝে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপ ও নাই, সে পথটী নিষ্কণ্টক বটে, কিন্তু ক্ষুরধার তুল্য, সামান্য এদিক ওদিক হ'লেই নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। অতএব সে পথটি লইবার আগেই পথিকের নিজশক্তির যথার্থ ওজন করিয়া লওয়াই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। শ্রীনিত্যানন্দের কোন দরকার না থাকিলেও আমাদের মত ভ্রান্ত জীবের শক্তিতে কুলাইবে না, তাই দয়াপরবশ হইয়া প্রভু নিজ দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা এই সরস পথটি পরিষ্কার করাইয়া জীবের উপর দয়া দেখাইয়া গেলেন। এ পথে যাইতে যাইতে যদি কোন কারণে পদস্খলন হয়, তবু তত নিন্দার হবে না। এ পথের একটি সুখ, হারিলে তত বেশী লোকসান নাই কিন্তু জিতিলে খুব বেশী লাভ, অতএব আমাদের মত শক্তিহীন জীবের পক্ষে এ পথটিই ভাল মনে হয়।

সে সকল জীব একবার শিকল পায়ে লাগাইয়াছে তাহারা স্বাধীন ভাব একেবারে ভুলে গেছে, কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয় তা পর্য্যন্ত জানে না, পিপাসাতে মরি মরি হ'লেও পুষ্করিণীতে বা নদীতে কেমন করে খাইতে হয় সে অভ্যাস থাকে না। তা ছাড়া সহজে অন্য স্বাধীন স্বজাতি না দেখিতে পাইয়া, নিজ পূর্ব্ব স্বাধীন ভাব আনিতে পারে না। জগতে আজকাল এ ভাবের লোক বিরল বুঝেই, আমার গৌর, কুমার বৈরাগ্য যাহার সেই নিত্যানন্দকে, বৃদ্ধ বয়সে সংসার করিতে অনুমতি করিয়া গেছেন; এর তাৎপর্য্য জীব শিক্ষা, তখনকার না হ'লেও তার পরের জন্য। কৃষ্ণ ব'লে যে পথে যাবে তাই সরস ও মধুর, কৃষ্ণনামে বন্ধুর ভূমি থাকে না; অতএব, সরস নীরস বাহিরের লোকের বিচার মাত্র, নচেৎ দুইই সমান।

পিতা, মাতা ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান।

মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটী কথা—আমি যে দেব মূর্ত্তিটি পূজা করি সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটিকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কিনা বল দেখি? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা

হয়; তাই বলি নিজের মার মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুকুর, বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মাদিকেও ঘৃণা করিও না। যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিও।

পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয় তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা মাপ সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁর সেবা করিতে সক্ষম হইবে। জানত "charity begins at home" সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে চিরদিন negligent studentএর মত গলদ spelling করিতে হইবে। তাই বলি প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়ে করিতে চেষ্টা করা উচিত। মা বাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটীতে মন না লাগাইলে চিরদিন careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা মাতাকে মনুষ্যদেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে। যদি কেহ ঈশ্বরকে চর্ম্মচক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান, তাঁহারা মা বাপকে দেখুন। Entrance examination এ pass না হলে কেহ কখন Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতা মাতার সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর Collegeএ থাকার ইচ্ছা রাখা বাতুলের কর্ম্ম।

এ সংসারে যে বস্তুর উপর নজর পড়ে, সেইখানেই মায়ের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাই। মনে হয় যদি এ পৃথিবীতে মায়ের

ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্ত ও এ সংসার থাকিত না। যেমন জল বিনা কোন ফসলই থাকিতে পারে না, তেমনি মাতৃস্নেহ ব্যতীত এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না।

মা আশীর্ব্বাদ করিলে কখনও কাহারও কষ্ট থাকে না। মা সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে এ জগতে তাহার কিছুই অভাব থাকে না, সর্ব্বদাই সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া অন্তিমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার মা কান্দেন, তাহার সোণার সংসারও দেখিতে দেখিতে ছারখার হইয়া যায়, আর মহা ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হইলেও অন্তে নরক বই আর অন্য স্থান হয় না।

মা কি জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বলি। দেখ গাভীর দুগ্ধ খাই এই জন্য তিনি মা এবং পরম পূজনীয়া, পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য তিনি মা, দেবদেবীগণ আমাদিগকে সুখ দিতে-ছেন এই জন্য তাঁহারা পূজনীয়। সাধুগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেখাইতেছেন এই জন্য তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। গুরু মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেছেন, এই জন্য তিনি পরম পূজনীয়। এই সমস্ত গুলিই আমাদের পূজার জিনিষ; কিন্তু এক মাই দুধ দিতেছেন, সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিতেছেন, আমরা কিসে ভাল হব, আমরা কিসে সুখে থাকিব, সদাই তাহার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে গৃহকর্ম্ম হইতে দেব সেবা পর্য্যন্ত শিখাইতেছেন, কোনটী করিতে হয়, আর কোনটী করিতে নাই, শিক্ষা দিতেছেন, আর পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কেননা পূর্ব্ব মত শিক্ষা। এখন দেখ দেখি, এক মায়ে একাধারে সমস্ত গুলিই আছে কিনা? মা গাভী, মা পৃথিবী, মাই দেবতা, মাই সাধু, মাই গুরু। এক মা সন্তুষ্ট হইলে এই সমস্ত গুলিই সন্তুষ্ট হন।

যতদিন মা আছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া তাঁর তুষ্টি সাধন করিবে। মা সানন্দ মনে যখন যা বলিবেন তাই পাইবে। মা বাপের আশীর্ব্বাদ

কখনই বৃথা যায় না, এটী স্থির জানিয়া তাঁদের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

মা বাপ যতই অনাদর ও অযত্ন করুন, ছেলে মেয়ের তাঁদিগকে অগ্রাহ্য করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে পাপ হয়। এক পাপের ফলে এমন নির্দ্দয় মা বাপ পাইয়াছি, আবার কেন নূতন পাপ ক'রে নূতন কষ্টের সূত্রপাত করি? তাই বলি মনে মনে কখন মা বাপকে অবজ্ঞা করিও না, কেবল নিজ কর্ম্ম দোষ মনে করিয়া কর্ম্মকেই দোষ দাও, দেখিবে প্রভু মঙ্গলই করিবেন।

পিতা মাতার শ্রীচরণতল অপেক্ষা মহাতীর্থ আর নাই। অতএব মাতৃচরণ আশ্রয় ক'রে থাক; সমস্ত তীর্থই ঘরে বসে দর্শন করিতে পারিবে। একবার "পিতাধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি কথা কয়টি মনে ক'রে দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে। তাঁদের চরণোদক নিত্য পান করিয়া সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল ঘরে বসে লইতে ভুলিও না; ঐ চরণ ধৌত জলই ভবরোগ নিবারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় করিবে; এটি মনে প্রাণে এক করিয়া জানিও. ইহাতে যেন কোন রকম সন্দেহ না আসে।

পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ নররূপী দেবতা মনে করিবে; তাঁহাদিগকে সেবা, বাক্য প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তোমায় সমস্ত বর দান করিবেন। দেখ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব যে শ্রীকৃষ্ণকে এত বশ করিয়াছিলেন, এ কোন তপের ফলে নয়, এ কোন যজ্ঞের ফলে নয়, কেবলমাত্র মাতৃভক্তির দ্বারা, কুন্তির বরে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। কুন্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, আমার ছেলেদিগকে বনে বনে রক্ষা করিও; কৃষ্ণও তাহাই করিতে বাধ্য। কার সাধ্য মাতৃবাক্য

অবহেলা করে; আরও দেখ লক্ষ্মণ যে ১৪ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় ছিলেন, এ কেবল মাতৃ আজ্ঞার জোরে। এটী মনে মনে রাখা কর্ত্তব্য, মা যখন যাহা বলেন সেগুলি বেদবাক্যের মত সত্য ও ফলপ্রদ। পিতা-মাতা কখনই মিথ্যা বলেন না। পিতা মাতা সাক্ষাৎ গুরু, সাক্ষাৎ দেবতা, এ কথাটী নিদ্রিত অবস্থাতেও ভুলিও না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ঘরে থাকিলে মার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবে, যখন কেহই নিকটে থাকিবে না তখন উভয়কেই উদ্দেশে প্রণাম করিবে। দেখিও ভুলিও না, ইহাতে লজ্জা কি? লজ্জা করিয়া পাপের পথ পরিষ্কার করিও না। ঈশ্বরের নিকট আবার লজ্জা কি? যাহাদের পিতা মাতা নাই তাহারা উদ্দেশে আপন আপন মা বাপকে প্রণাম করিবে, এই ত শাস্ত্র বচন।

গুরুজনের উপর বিশেষ ভক্তি করিবে, তাঁরা কোন অন্যায় কথা বলিলে তাঁদের উপর ক্রোধ করা উচিত নয়। বল দেখি যদি আমি সাঁতার দিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে জলকে দোষ দিব, না কি সাঁতার না জানার জন্য আপনাকে দোষ দিব? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, তার জন্য আগুনকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, নিজের অসাবধানতার জন্য নিজেকেই দোষ দেওয়া উচিত। সেই রকম যখন গুরুজন কোন প্রকার ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন দুর্ব্বাক্য বলিবেন তখন তাঁদের উপর কোন প্রকার অসন্তুষ্ট না হইয়া আপনার কর্ম্মের উপর ক্রোধ করা উচিত। এমন কোন কার্য্য করিতে নাই যাহাতে গুরুজনের মনে কষ্ট হয়।

স্বামী পরম দেবতা, স্বামীর মা বাপ নিজের মা বাপ জ্ঞান করিবে। যাঁরা তোমায় জন্ম দিয়াছেন, তাঁরা তোমাকে দান করে দিয়েছেন, অতএব দেওয়া জিনিষের উপর তাঁহাদের কোন দাওয়া দাবী নাই।

যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া করে, তবে তার পাপই হয়। এই রকম শ্বশুর শাশুড়ীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী মনে করিবে। তাঁরা আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে কোন কষ্টই হইবে না। কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে থাকিলেও আনন্দ পাইবে না।

যেমন সকল পূজাতেই নারায়ণ চাই, "সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ", তেমনি সকল কাজেই স্বামী চাই। যেমন নারারণ সন্তুষ্ট হইলেই সকল দেবতা তুষ্ট হন, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" তেমনি স্বামী তুষ্ট হইলেই আর তার কিছু বাকী থাকে না।

সংসার রহস্য।

এ জগতে যা কিছু দেখিতেছেন সকলই দুদিনের, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে। সেই জন্য যাহারা এ পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যায়, তাহারা সকল রকমে প্রতারিত হয়। কেহ আপনা ভুলিয়া পুত্র কন্যাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, তাহারা না বলিয়া দাগা দিয়া চলিয়া গেল; কেবল কান্দিবার জন্যই ভালবাসিয়াছিল। কেহ স্বামীকে, কেহ স্ত্রীকে, কেহ অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে গিয়া এই রকমে প্রতারিত হয়।

এ পৃথিবী দুদিনের জন্য এবং এ পৃথিবীর সুখ দুঃখও অল্প কালের জন্য তাই বলি, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনের আনন্দকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণই চির সুহৃৎ, তিনিই নিজ জন, তিনিই পরাণের পরাণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহাকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণ ছাড়িয়া যাহাকেই ভালবাসিতে চান, তিনিই দাগা দিবেন, কৃষ্ণ ছাড়া যাহাই চাহিতে যান, তাহাতেই মনস্তাপ বই আর

কিছুই পাইবেন না। তিনি একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়ের প্রেমময় বন্ধু। এমন অকপট বন্ধুকে ভুলিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়া মায়িক কপট বন্ধুদের নিকট আদর ও ভালবাসা চাহিয়া প্রতারিত হই। এ পৃথিবীতে যাহা দেখুন সকলেই এই আছে এই নাই, কোন জিনিষকেই চির দিনের বলিয়া ভালবাসিতে পারা যায় না। এমন মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, কতবার পাইয়াছি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি আবার প্রতারিতও হইয়াছি। যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কই তাহাদের জন্য ত একবারও ভাবিনা, আর তারাও ত সকলে ভুলে আছে! আমার মত সকলেই এই ভব ঘোরে পড়ে হাবু ডুবু খাইতেছে, একবার মুখ তুলে হাঁপ ছাড়িয়া মনে করিতেছে, চিরদিনের মত জুড়াইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অতলে ডুবিয়া চেতন হারাইতেছে; এমন গোলক ধাঁধাঁ আর কিছুই নাই। আজ যাঁহাকে পলকে পলকে হারাইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছি, কাল তাঁহাকে হারাইয়া আবার একটী ঐ রকম ক্ষণস্থায়ী জিনিষে প্রাণ লাগাইয়া, আনন্দে সব ভুলিতেছি। ধন্য প্রভু তোমার এ খেলা, যাহার আদি নাই অন্ত নাই চিরদিনই এক রকম ভাবে চলিতেছে, অনন্ত চেষ্টাতেও একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই ও করিবারও ক্ষমতা নাই, যেমন চালাইয়া দিয়াছ তেমনই চলিতেছে ও চলিবে। প্রভু হে, দয়া করে এ অপূর্ব্ব রাধা চক্র হইতে একবার নামাইয়া দাও, মনের সাধ মিটাইয়া চক্রটী দেখে লই। প্রভু, ঘুরিতে ঘুরিতে আর কত দেখিব! কাতর প্রাণে অধীর হইব, না আনন্দ পাইব!! ঘুরে ঘুরে কাতর হইয়াছি প্রভু একবার নামাইয়া দাও!! এ পৃথিবীর কোন দ্রব্যই আপনার আমার চিরদিনের জন্য নয়, আজ যিনি দিয়াছেন কাল তিনি কাড়িয়া লইবেন। যিনি দেন তিনিই নেন, আমরা দুচার দিনের জন্য পালন করি বলে নিজের মনে করি ও তাই হারাইলে কাতর হই। একটু

বুঝিলে আর মিথ্যা ভ্রমে পড়িতেও হয় না আর হারাইয়া কাঁদিতেও হয় না। তাই বলি এ জগতের সকল দ্রব্যই তিনিই দেন আবার তিনিই লন এখানে আমার বলিতে আমার কিছুই নাই; এ শরীরটীও তিনিই দিয়াছেন ইচ্ছা হইলেই লইয়া যান। পরের ধনকে নিজের মনে করিয়া অনর্থক ছাড়িবার সময় কষ্ট পাই। কৃষ্ণ যেন আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সদাই আমাদিগকে এটী মনে পড়াইয়া দেন।

সংসারে পুত্র কন্যা ভ্রান্তির পতাকা ও ফলস্বরূপ, ভ্রমে উৎপন্ন পদার্থ হইতে যাহারা সুখ বাঞ্ছা করে তাহারা দ্বিগুণ ভ্রমে পতিত হয়; তবে রসিক জন আপনাদের পরাজয়-নিশান সম্মুখে রাখিয়া কাজ করে—যেন, আর দ্বিতীয় বার ভ্রমে না পড়ে।

কাহারও জন্য বেশী ভাবিবেন না, কোন জিনিষেই বেশী মুগ্ধ হইবেন না। বেশী ভালবাসিতে চান, বেশী আদর যত্ন করিতে চান তাহা হইলে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকে আদর করুন চির সুখে থাকিবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা করুন, তবে বেশী ভালবাসিয়া প্রতারিত হইবেন না। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকুন, ভবিষ্যৎ চিন্তাতে বৃথা কাতর হইবেন না।

এ সংসার চিরদিন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এ সংসারে যাহা কিছু আমার বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই থাকিবে না। মান বল, ধন বল, স্ত্রী পুত্র পরিবার বল, কিছুই আমার চিরদিনের জন্য নয়, এটী একেবারে স্থির। একটী বাগান কিংবা একখানি বাড়ী আপনি আজ ভাড়া করিয়া দুদিনের জন্য তাহাকে নিজের মনে করিতেছেন সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই তাহারা আবার অন্যের হইয়া যাইবে। বাগানবাড়ী ইত্যাদি তেমনই থাকিবে, কেবল আপনিই তাদের অধিকারী থাকিবেন না। তাই বলি

দুদিনের যা, তার জন্য কেন কাতর হন? লক্ষ কোটী টাকা থাকিলেও আপনার উদরপূরণমত মাত্রের আপনি অধিকারী, তারপর সকলই অন্য স্থানে একত্র হইয়া থাকে মাত্র।

এ পান্থনিবাস। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্তই থাকিবে, তারপর অন্য স্থানে; এই রকম ক্রমাগত এক একটী ছাড়িতে হইবে। তবে আর বর্ত্তমানটীর উপর একবারে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট না হইয়া, সদাই পান্থশালা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। এখানে যে সকল দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, যতই মূল্য দিয়া খরিদ কর, আর যতই যত্ন কর, লইয়া যাইতে কেহ কখনও পারেন নাই আর পারিবেনও না। তবে একটী দ্রব্য আছে, যাহা জীব মাত্রেই প্রথমতঃ অরুচিকর জ্ঞানে গ্রহণ করে না, সেইটী সংগ্রহ করিতে পারিলেই সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং কৃতার্থ হইবে। সেই দ্রব্যটীর নাম "হরিনাম"। জীবগণ নানা রকমে মোহে পতিত হইয়া, এ নাম শ্রবণ-মাত্রেই শিহরিয়া উঠে ও দূরে পলায়ন করে। কেননা এই নামের এমনই গুণ, যে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ ইহার ধ্বনিমাত্র স্পর্শেই দূরে পলায়ন করে। জীবকে ঐহিক সুখে বঞ্চিত করিয়া চিরস্থায়ী পারমার্থিক সুখে ডুবাইয়া দেয়। তাই বলি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী মনে করিবেন না।

হে পরমেশ্বর, তোমার অচিন্ত্য মায়া। তোমার এই মায়ার এমনি চমৎকার গুণ যে জীব সকল আপনা আপনি অতি আনন্দের সহিত এই ফাঁসটী গলায় লইতেছে। যা' হউক তুমিই ধন্য! যার এমন কৌশল!! জীব সকলের যেমন পায়ের সংখ্যা বাড়ে, ততই তাহারা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না; পা থাকা সত্বেও মাটি ধরিয়া চলিতে হয়। দেখ, মানুষের দুটি পা তারা বেশ মাটী ছাড়িয়া চলিতে পারে, তারপর যত পায়ের বৃদ্ধি ততই অকর্ম্মণ্য। দেখ, বিছে, কাণকোটারি

প্রভৃতির অনেক পা এই জন্য তাদের পৃথিবীর উপর ভর দিয়া চলিতে হয়, তাহারা অধিকতর পৃথিবীর হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের রাস্তাতেও তাই, যতক্ষণ মনুষ্যের দুইটী মাত্র পা থাকে, ততক্ষণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, পরে যখন বিবাহ হয়, তখন আর দুটি পা বৃদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয়; কিন্তু তখনও চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তারপর যত পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ ইত্যাদি হইতে থাকে, ততই পদ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর কখনই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তখনই পূর্ণরূপে মায়াফাঁসে হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া এই দুঃখময় সংসারে হাবুডুবু খায়। এই প্রকার বদ্ধজীবের ক্রন্দন, পরমেশ্বর করুণাময় হইয়াও শুনেন না। যতই এই সংসারের খেলা খেলিব না মনে করিতেছি, ততই দিন দিন নূতন নূতন খেলা আসিয়া আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে। জানিনা আমাদের এ খেলার অন্ত আছে কিনা? যা যা খেলা আসিতেছে খেলিতে থাকুন, কিন্তু এটী সদাই যেন মনে রাখিবেন যে দুই দিনের পর এ সব ছেড়ে যেতে হবে। এই সংসারের খেলাকে নিত্য চিরস্থায়ী মনে করিয়া যেন বদ্ধ না হন, এই ভাবে খেলা খেলিতে থাকুন কিন্তু মনকে সেই নিত্যসখার পাদপদ্মে রাখিয়া দেন। দুই দিনের জন্য যে সকল খেলার সাথী, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামীরূপে মিলিয়াছে তাহাদিগকে পাইয়া সেই নিত্য আর বড় দয়াল প্রাণের সখা হরিকে ভুলিবেন না।

এ সংসারের সম্বন্ধ সমস্তই অল্পদিনের জন্য। এ জন্মের পূর্ব্বে আমরা কতবার কত নূতন নূতন রূপে এ সংসারে আসিয়াছি। কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন পশু, কখন পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে এ সংসারে আসিয়াছিলাম, তখনও ত আমাদের ঘর, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ সকলই ছিল কিন্তু দেখুন, তাহারা এখন কোথায়! কই আমরা ত একবারও এখন

তাহাদের জন্য ভাবি না! দেখুন তখনও আজকার মত সুখের পাতান ভালবাসা ছিল, কিন্তু সময়ে আমরা সে সকলকে ভুলিয়া গিয়াছি, তেমনি আবার যখন এই আজকার পাতান সংসারও ত্যাগ করিব, তখন, আবার এই সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছি, তাহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাইব। এ সংসার ছেলেদের খেলাশালের মত আজ এখানে পাতিতেছে, কাল আবার এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই দুই চারি দিনের ভালবাসা পাইয়া, সেই কৃষ্ণের নিত্য ভালবাসাকে ভুলিবেন না। সকলের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ, সকল সময়েই খেলিবার সঙ্গী ; যখন জীব সকল গর্ভে থাকে, তখন নিত্য সঙ্গী কৃষ্ণ, সেই ঘোর নরকের মত স্থান গর্ভেও তাঁহার সঙ্গে খেলেন। কখন হাঁসান, কখন নাচান, ক্ষুধা পাইলে আহার, তৃষ্ণা পাইলে পানীয়, দিয়া রক্ষা করেন। এখন বলুন দেখি, তাঁর চেয়ে আর কেহ কি অধিক ভাল-বাসিতে পারে,—না কি অধিক ভালবাসে? তাই বলি সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে ভালবাসুন। তাঁহাকেই কেবল আপনার মনে করুন। তিনি সকলেরই মা, বাপ, ভাই, বন্ধু ও স্বামী। তাঁহাকে ভালবাসিলে সকলকে ভালবাসা হইল। এই কথা বলিলাম বলে মনে করিবেন না আমি এই সংসারের সমস্ত আপনার জনকে ভালবাসিতে নিষেধ করিলাম। সকলেই আপন আপন বন্ধু বান্ধবকে প্রাণের সহিত ভালবাসুন কিন্তু মুগ্ধ হইবেন না। সদাই মনে রাখিবেন যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেবল সেই রাধাগোবিন্দকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসুন, আর তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনিও আপনাদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিবেন, তিনিও আপনাদিগকে আপনার করিয়া লইবেন। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, আর নিত্য নূতন ; তাই বলি তাঁহাকে ভালবাসুন।

যাহার লক্ষ ভাবনা, দিনান্তে সমস্ত গুলির বিষয় ভাবিয়া শেষ করিতে

পারে না, তাহাকে আবার একটী ভাবিবার নূতন পথ দেখিয়ে দিতে হয়? একটী মানুষ মরণদশায় পতিত দেখিয়া কেহ কি তাহার গলা টিপিয়া দেয়? আমরা সর্ব্বদা চিন্তাসমুদ্রে বাস করিতেছি, তার উপর মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ডেকে আনা কি ভাল? যাহা হউক হাঁসিতে শিখুন, হাঁসাইতে শিখুন, তবে দুঃখের সংসারে কিছু সুখ পাইবেন। সংসারে একেই ত সুখ নাই, তার উপর সর্ব্বদা কাঁদিয়া কেন দুঃখ বৃদ্ধি করেন? ঘোর অন্ধকার তাহার উপর আবার চক্ষু বুজা কেন? চাল সহজেই চিবান যায় না, তাহার উপর তেঁতুল খাইয়া দাঁত টকান কেন?

এই পৃথিবীর কটা দিন পথিকের পান্থশালায় রাত্রিবাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া রাত্রিটুকু কাটায়, তাহারা উভয়পক্ষেই ঠকে মাত্র, না বিশ্রাম করিতে পারে, না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয়বার গমনের জন্য সবল হইতে পারে। তাই নিবেদন, এ পৃথিবীর কোন কার্য্যের জন্যই বেশী চিন্তিত না হইয়া অহরহঃ হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে, সবল ও সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ পৃথিবীতে যে কটা কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি, চিন্তা করি বা না করি, অবশ্যই করিয়া যাইতে হবে, তবে আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি! সেই সময় টুকু হরিনাম ও হরিগুণগানে কাটাইয়া জীবন সার্থক করি না কেন!

জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবাই সেই প্রাণবল্লভের যাদুঘরে নাচিতে খেলিতে আসিয়াছে। সবাই আপন আপন খেলা দেখাইয়া সময়ে চ'লে যাবে। প্রাণ-বল্লভের নজর সকলের উপরেই সমান; এ theatreএ কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ঋষি, মুনি, দণ্ডী, স্বামী, পরমহংস আর কেউ বা হনুমান্, কুকুর, শৃগাল, মাতাল সাজিয়াছে মাত্র।

তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলের খেলাই তাঁর মন আকর্ষণ করিতেছে। যে যেমন কাজ করিতেছে তাকে তেমনই নূতন নূতন ফল—হয় ভাল না হয় মন্দ—দিতেছেন; তবে বেতন সবাই পাইতেছে। যাত্রাদলে একজন পুস্তক নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সকলকে তাঁ'দের part বলে দেয়, সকলের সমক্ষে বলিতে গেলে, রসভঙ্গ হবে আর লোকে হাঁসিবে। তেমনি আমার কালাচাঁদ, লুকিয়ে লুকিয়ে সকলের কথা শুনে, ভুললে ব'লে দেয়, দেখা দেয় না, তা হলে মাধুর্য্যের লোপ হয়। এর জন্য আমার প্রাণনাথকে নিষ্ঠুর বলিবেন না; আমরা ভাল act করিতে পারিলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। যাত্রা ভাঙ্গলে কত কি পুরস্কার দেন, ইহারই নাম জীবের ক্রমোন্নতি। আবার যারা ভাল act না করিতে পারে তাহাদিগকে বেতন দেন, আর নিজে মাষ্টার রাখিয়া শিক্ষা দেন; নিজের খরচে শিক্ষক, নিজের খরচে শিক্ষা দিয়া আবার তাহাদিগকে ভাল কর্ম্ম করিতে দেন। দেখুন নাথ আমার কত দয়াময়! আর তাঁকে নিষ্ঠুর বলিবেন না। বলুন দেখি যখন কেহ দ্রৌপদী সাজিয়া, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ, ব'লে চক্ষের জলে ধরা ভাসাইয়া শ্রোতৃগণকে কাঁদাইতেছে, সে সময় যার দল সে এসে যদি সেই অবস্থাতে দাড়ি ধ'রে চুম খায়, তা হ'লে লাগা গান ভেঙ্গে যায় কি না? কেবল এই জন্য আমার দয়াল হরি ইচ্ছা থাকিলেও সব সময় দেখা দেন না, এর জন্য তাঁকে নিষ্ঠুর বলি কেন?

জন্ম-মৃত্যু-রহস্য।

জন্ম মৃত্যু দুইটি একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার করে মরে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই; আমরা কেবলমাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই।

আগুনে মানুষ পুড়ে, আগুন নিভে যায় কিন্তু জালা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। মানুষ চলে যায়, কিন্তু স্মৃতি কেবল যাতনা দেয়। যদি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটুকুও চলিয়া যাইত, তবে কোনই কষ্ট থাকিত না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ নিভিয়া যাইত। স্মৃতিই কষ্টের মূল।

মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে একবার বিশ্রাম ক'রে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আবার আমাদের নবজীবন আসে, তখন আমরা নিজের পথে চলিতে থাকি। জেল হইতে খালাস পাওয়ার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময়, সম কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ হয়, তখন একজনার খালাস হ'লে, অন্য কয়েদীগণ যেমন দুঃখ ক'রে কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে, তেমনই আমরা যে যায়, তার জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই। প্রকৃত সাধুগণ এই জন্যই ইহার জন্য কাতর হন না, তাঁরা মনে প্রাণে বুঝেন যে জীব কয়েদ হ'তে খালাস হইল, একটা দোষ, ভোগের দ্বারা নষ্ট হইল।

এ ভবে আসিয়া তুমি চাহিবে কি? আর চাহিলেই বা পাইবে কোথায়? যেমন চাকরিতে ঢুকিতে হ'লে একটা agreementএ দস্তখত ক'রে দিতে হয় এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হয়—যে যেমন কাজ করে পূর্ব্ব হইতেই যেমন তাহার একটা নিয়মবদ্ধ থাকে,—তেমনই জীব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার কর্ম্মের ফিরিস্ত হইয়া থাকে। জীব আসিয়া সেই কর্ম্ম কয়টী করে আর নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়; ইহারই নাম জন্মমৃত্যু।

কর্ম্মফল বা পাপ পুণ্য।

যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়, কিন্তু যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভান করিয়া পাপ করে তাহাদের উদ্ধার কোথায়? গত কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, তার জন্য দুঃখ করিও না। পাপীগণ যে দিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহাদের পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নব জীবন হয়।

মৃত্তিকাতে যে যে বীজ বপন করা হইয়াছে, সময়ে যেমন সেই সকল বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, কেহ বা ফল ফুলে শোভিত হইয়া নিজেও সুখ পায়, আর যে দেখে তাকেও সুখ দেয়, কেহ বা অঙ্কুরিত হইয়াই অল্পক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায় সেই রকম, যে যে কর্ম্মবীজ জড়িত হইয়া এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল বীজ অবশ্যই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে সময়ে সুখ ও দুঃখ দিতে থাকে।

একটি কথা, কদাচ আপনাকে ঘৃণিত পাতকী মনে করিও না। যাহারা কৃষ্ণ নাম লইয়াছে পাপ তাহাদের নিকট যাইতে ভয় পায়। একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম লইলে সুদর্শন চক্র সদাই তাহার চারিদিক

রক্ষা করেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করেন। তবে বল দেখি কি করিয়া পাপ নিকটে থাকিতে পারে? তার কি প্রাণে ভয় নাই? তাই বলি কখনও এমন মনে করিয়া কৃষ্ণের মনে কষ্ট দিও না। যেমন, যদি কোন স্বামী আপন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং সেই স্ত্রী সদাই মরি মরি করিয়া অনর্থক স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি সে স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়! তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ আপনাদিগকে পাপী পাপী মনে করিলে কৃষ্ণের বড় কষ্ট হয়, তাই বলি এইরূপ করিও না।

যারা কৃষ্ণ চায়, তারা কি পাপ পুণ্যকে ভয় করে? তাদের আবার পাপ পুণ্য কোথা হ'তে আস্‌বে? কৃষ্ণের রাজ্যে পাপ পুণ্য নাই, সে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ ধাম, সেখানে পাপ পুণ্য যেতে পারে না। যেন পাপ পুণ্য বিচার আমাদের না থাকে, আমরা যেন কৃষ্ণ কৃপাতে এ দুইয়েরই বাহিরে থাকিতে পাই। পাপ পুণ্য যাদের জন্য তারা বিচার করুক, আমাদের ও সব দরকার কি?

পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামের অধিক আদর। পাপ পুণ্য ততক্ষণই জীবকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থল ত্রিতাপতাড়িত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল।

মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। যে কাজটি করা হ'লে, পরে চিন্তা করিলে মন প্রফুল্ল হয়, সেইটীই পুণ্য কার্য্য; আর যাহার চিন্তাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইটী পাপ কার্য্য। সেই কাজটি করিতে হয়, যাহা পাঁচ জনের কাছে বলিতে ভয় ও লজ্জা না হয়।

স্বর্গ নরকে কোন প্রভেদ নাই, আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এ প্রভেদ দেখিতে পাই। যেমন সুখ হইতে দুঃখ ভাল, তেমনি স্বর্গ হইতে নরক বরং আমার জ্ঞানে মহা আনন্দের স্থান। বিস্মৃতি লইয়া স্বর্গ, আর স্মৃতি লইয়া নরক। অতএব নরকই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাই বলি, এ দুয়েরই প্রতি দৃকৃপাত না করিয়া সদা হরিপ্রেমে মজিয়া থাক, কোন ভয় থাকিবে না। মাতাল, সুখ দুঃখ দুইই বর্জ্জিত।

দেখ, দুইজন লোক সমুদ্রে পতিত হইয়াছে. কিন্তু এক জনার পাশে পাশে একখানি নৌকা রহিয়াছে। বল দেখি দুই জনেই বিপদ্‌গ্রস্ত বটে কি না ? তবে পৃথক্ এইমাত্র, যে, যাহার পাশে পাশে নৌকা আছে, সে প্রাণের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে মাত্র, সম্পূর্ণ আশা আছে এখনি আমার কষ্ট হইলেই, নাবিক আমাকে উঠাইবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু যাহার নিকট নৌকা নাই, সে যে দিকে চাহিতেছে কেবল অগাধ জলরাশি নজরে আসিতেছে, কোন কুলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, তাহার কষ্টে শান্তি বা আনন্দ কেমন করিয়া আসিতে পারে ? সে'ত এক সমুদ্র পতনে ভয়ে ভীত, তার উপর আবার হতাশার প্রবল তাড়নাতে তাড়িত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে করিয়া প্রাণ যাইবার পূর্ব্বেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। এখন দেখ, তাঁর আশ্রয় লওয়াতে ফল আছে কি না ? কর্ম্মমাত্রেরই ফলভোগ সকলকেই করিতে হইবে (কর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমান শরীর ধারণ কারণ), তবে যারা সেই নাবিকের শরণ লইবে, তাহাদের ভয় থাকিবে না। নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে করিতে কোন দিন উত্তীর্ণ হইবেই হইবে। একবার নাবিকের সাহায্যে নৌকাতে উঠিলে আর জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র এই জীবনের কর্ম্মমাত্র ভোগ করিয়া আর আর যে কর্ম্ম সকল সঞ্চিত রহিয়াছে, তা'দিগকে ধ্বংস করিবে এবং

জন্মে জন্মে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু যাহারা সেই কর্ণধারের আশ্রয় লইবে না, তাদের চারিদিকে জলরাশি, কখনও সুখ কখনও দুঃখ পাইয়া অবিরাম গতিতে ঘুরিতে ফিরিতে থাকিবে এবং নিস্তার পাইবার কোনই উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে, এই জন্য পলকের জন্য স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে না, সমুদ্র যেমন তীরশূন্য, কর্ম্মও তেমনি অসীম। একের শেষে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত, একের অন্তে অন্যের আরম্ভ। এ প্রকার সে কর্ম্মনাশা হরিকে ভুলিলে কখনই কর্ম্ম শেষ হইবে না। ভোগের দ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট হয় কিন্তু কর্ম্ম যায় না, যেমন কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। চিন্তার দ্বারা এই কঙ্কালটীর চতুর্দ্দিকে মাংস, পেশী, ধমনী, ইত্যাদি দ্বারা এবং উপরে নানা অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দেখিবে কেমন সুন্দর। এই কারণেই মহাত্মাগণ লিখিয়াছেন "হরি-স্মৃতি সর্ব্বাপদ্-বিধ্বংসী।"

যদি একটি আমগাছ রোপণ কর, সময়ে তাহাতে ফল হইলে, আম-গাছে কাঁঠাল কেন হইল না মনে করিয়া কখনও কি দুঃখ করিবে? বোধ হয় কেহ কখন করে না। আম গাছে আমই হইবে, কাঁঠালে কাঁঠাল ইত্যাদি! ইহার জন্য যেমন কেহ দুঃখ করে না, বরং দুঃখ করিলে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করে, তেমনই কতকগুলি কর্ম্মবীজ লইয়া এই শরীরটি হইয়াছে, সময়ে এক একটির ফল ভোগ করিতে হয়, কোনটির আস্বাদন সুমিষ্ট, কোনটির আস্বাদন অতীব বিস্বাদ। এই জন্যই এই সংসারের সুখ দুঃখে মোহিত হওয়া কদাচ উচিত নয়। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা ভোগ করিবার তাহা অবশ্যই ভোগ করিব, কোন উপায়ে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে মিথ্যা কেন ভাবিয়া আপন সময় নষ্ট করি! অনর্থক ভাবনার পরিবর্ত্তে বরং যাহাতে আর এ প্রকার অকাট্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না আসিতে হয়, যাহাতে

সেই চিরানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের চিরসহচরী হইয়া থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? এই কারণেই বলি, সংসারের কার্য্যগুলিকে নিয়মের এবং তজ্জন্য অবশ্য করণীয় মনে করিয়া করা উচিত, এবং তাহাতে, কোনরূপ অহঙ্কারী হওয়া অনুচিত, সাংসারিক কার্য্যগুলি এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া, অহরহঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন প্রাণ কি ঢালিয়া দেওয়া ভাল নয়? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, তবে আর তার জন্য ভাবিবার দরকার? তোমার ব্যাঙ্কে যে টাকাগুলি আছে তাহা পাইবার জন্য তুমি কি কখন কোন চিন্তা কর? তাই যে কর্ম্মগুলি ভুগিতে আসিয়াছ এবং অবশ্য ভুগিতে হইবে, সে গুলির জন্য ভাবিবার কোন দরকার নাই, তবে এ রকম ভব ঘোরে আর না আসিতে হয়, তার জন্য সেই জগচ্চিন্তামণির চিন্তা সদাই করিতে থাক, একদিন অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইবে, আর এমন গোলমালে আসিতে হইবে না। চিরদিনের জন্য কালার সোহাগিনী হইয়া সুখে থাকিবে।

আমরা কলের পুতুল, যেমন নাচান তেমনি নাচি; যাহারা পুরুষকার পুরুষকার করে চীৎকার করিতেছে, তাহারা প্রকৃত ঘরে ঢুকে নাই। ব্রহ্মবাদিগণ জগৎ ব্রহ্মময় বলে, প্রকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঠিক ভাবে বুঝে না, একটা কি না কি মনে করে রাখে। জগৎ ব্রহ্মময় হ'লে, তুমি আমি বা সেইই প্রত্যেক পদার্থ পরম জ্যোতির্ম্ময় দেখে না কেন? জগৎ ব্রহ্মময় এই ভাবে—আমাদের মহারাজ এখন কোথায় হাজার হাজার ক্রোশ দূরে ইংলণ্ডে, আর আমরা এখানে; কিন্তু আমাদের এখানে ছোট হইতে মহৎ এমন একটি পদার্থ বাহির করিতে পার কি, যাহাতে মহারাজ বিরাজ না করিতেছেন? দুর্গম জঙ্গলে, জলশূন্য প্রান্তরে, অন্যায় কর্ম্ম করিলে কে আমাদিগকে ধরে বল দেখি? সেই বিলাতে বসে আছেন যিনি! গাছের ভিতর, পাথরের ভিতর, দেওয়ালের ভিতর, শূন্যে, আকাশে,

সকল স্থানেই যেমন সেই মহারাজ বিদ্যমান, অথচ যেমন সমগ্র রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও সেই মহারাজকে দেখিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাবে, সমগ্র জগতের মূলকারণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অথচ জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ নাই! এই ভাবেই তিনি জগৎ রক্ষা করিতেছেন; সামান্য দেহরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন, অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে রক্ষা পাইতেছে। শরীরের যেমন কোন স্থানে অত্যাচার আরম্ভ হ'লে, সেখানে নানা প্রকার পীড়া ও অশান্তি আসিয়া প্রথমে ঠিক করিতে চায়, তারপর যখন উৎপাত বেশী হয়, তখন ধ্বংস করিয়া রাজাকে বন্দী করা হয়, রাজা ভাল হলে সন্ধি স্থাপন করা হয়, (ইহাই নরক স্বর্গ), তেমনই ব্রহ্মাণ্ড শাসিত হইতেছে; এমন সুচারু শাসন অন্য কোথাও নাই। এখানে যিনি শাসনের ভার পাইয়াছেন, তিনি নিজেই শাসিত! আমার শাসন আমারই হাতে, আমার দণ্ড পুরস্কার আমারই হাতে, কেমন বল দেখি! একটি পয়সা খরচ নাই অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে; ইহাকেই গীতা "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু" বলে গেছেন।

আর একটি মজা দেখ—কর্ম্ম যে করে সেই ধরিয়ে দেয় ও দণ্ড বিধান করায়? কেমন মজা বল দেখি? আমি চুরি ক'রে পলায়ন ক'রেছি সত্য, কিন্তু আমার সেই চুরি করা কর্ম্মটিই এমনই কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়াছে যাহারা মুখ খুলে খুলে আমার বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে রাজার লোককে বলিয়া দিতেছে আর তাহাদের সাহায্যেই আমাকে ধরে দণ্ড দিতেছে! তেমনই এ ভবে আমার সমস্ত কর্ম্মগুলি আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা করি, করিবার সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মহা মোসাহেবের মত সত্যকে অসত্য আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ক্রীতদাসের মত আমার

মতে মত দিয়া আমার হুকুমে চলেছে, আবার তারাই একত্র হ'য়ে আমাকে কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়াইতেছে। বল দেখি কেমন শাসনপ্রণালী।

এমন সুচারু রাজা-প্রজা মাখান নিয়মে যে রাজত্ব চলে, সেখানে পুরুষকাররূপ despotism কোথায় পাইবে বল দেখি? তাই বলি, এ জগতে যা পাবার নয়, চাহিলেও তা পা'বে না; অতএব মিথ্যা চাওয়া কেন? পাওয়া না পাওয়া সবই অচাওয়ার মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর নাম কর। নাম করা বা হরিভজন করা জীবের বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের মধ্যে নহে—এটা স্ক্রুর উল্টা পেঁচ; বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের হাত হ'তে ছাড়ান পাবার এই একমাত্র উপায়; তাই বলি সব ভুলে নাম কর, সুখে থাকিবে আনন্দ পাইবে। এমন সুশৃঙ্খল রাজত্বে বিদ্রোহ আনিও না; তা'তে নিজেরও অশান্তি, অপরেরও সমান কষ্ট; এ রকম হ'লে অপরাধী নিরপরাধী সমান কষ্ট পাইয়া থাকে। যদি বল নিরপরাধী কেন অন্যের জন্য কষ্ট পাইবে? নিয়মের অতিরিক্ত স্নান ভোজনে আমি অসুস্থ হ'লাম, সত্যই আমি অপরাধী, তবে আমার জন্য গৃহের অপরাপর নিরপরাধীর কত কষ্ট, কত অশান্তি কত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ! তাই বলি প্রভু যেন পুরুষকারবাদ মুখে না আনিতে প্রবৃত্তি দেন। সকল কর্ম্ম তাঁর পায়ে ফেলে দাও আর নিশ্চিন্ত হও। কর্ম্ম অনুসারে শরীর; অতএব তার জন্য চাহিবার কিছু নাই। মাছিকে হাতীর শরীর দিবার দরকার নাই; একটা সন্দেশ-চোরকে কি আর হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়? তাই বলি, শরীরগুলি এক একটী জেলখানা, কর্ম্ম অনুসারেই পাওয়া যায়, যেমন যেমন কর্ম্ম তেমনই তেমনই কয়েদ ঘর। এ কয়েদ ঘর হ'তে বাহির হবার জন্য কি দুঃখ করা উচিত? বরং যাতে আর কয়েদ না আসিতে হয় তার জন্যই কায়-

মনোবাক্যে রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? তাই বলি সব ভুলে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ লও, সুখে থাকিবে, কোন অশান্তি হঠাৎ আসিয়া ধরিবে না। সব ভুলে যাও নিশ্চিন্ত হও। পরের বালাখানা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া দিলে যা ছিল তাও যাবে, গাছতলা আর লোকের উপহাস সার হবে মাত্র। যে জিনিষ সদাই দুলিতেছে তাতে বসে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম্ম। এ জগতে সবই দুলিতেছে, এক মাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম স্থির! অতএব স্থির হইতে হইলে সেই নিত্যস্থির পদার্থটীকে আশ্রয় কর; তাকে ছাড়িয়া ধন জন যৌবন কিছুতেই শান্তি পাইবে না।

যারা গা না ঢেলে, অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে, কিম্বা স্রোতের মাঝেই একবার এটা একবার সেটা ধরে ধরে চিরদিনই চুবনী খায়: ইহাই স্বর্গ নরক। যখন মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ে তখন স্বর্গ, আর যখন তলিয়ে যায় তখনই নরক। এই রকমে জীব স্রোতে গা না ঢালিলে নাস্তানাবুদ হয়।

অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত।

অনুতাপই প্রকৃত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, তবে এটী যেন মনে থাকে অনুতাপের পর দ্বিতীয়বার অনুতাপ হইতে পারে না, তখন কর্ম্মটী অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মটীও চিরদিনের মত ছাড়িতে চেষ্টা করা বিধি।

পূর্ব্ব কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, পর কর্ম্মের জন্য একটু সতর্ক হও। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ কর, অবশ্যই কৃষ্ণ দয়াময় স্নেহের নজর করিবেন।

ত্যাগ কাহাকে বলে।

চিরদিন একই ভাব কোন কাজের ভাল নয়। সম্বৎসর পড়িয়া বৎসরান্তে পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে উন্নতি অবনতির কথা বুঝিতে পারা যায়। ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। মনে মনে ত্যাগ করা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।

সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্তের অবস্থা।

কৃষ্ণের নিকট সকলই সমান, জগৎকে আপনার ভাব; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এইজন্য তাঁর দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগৎকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা দ্বেষ আসিবে না; কেন না পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলে সে দ্রব্যে কখন আত্মজ্ঞান হইবে না। রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে ভাই—আমার গরুটা ফিরাইয়া আন, আমার গরুটার অসুখ করেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হয়েছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না; কেন না সে মনে প্রাণে জানে গরুগুলি তার নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে প্রাণে জানিতে পারা যায়, এ সমস্তই কৃষ্ণের, তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি, ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি। এই চিন্তাতেই জীব মুক্ত হয়, এ রকম পুরুষই জীবন্মুক্ত।

ধন রত্ন তত্ত্ব।

অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও খাওয়াই, অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। রাজচক্রবর্ত্তীও যাবার সময়, ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময়ে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সুদসৎকর্ম্ম; তাই বলি অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থ দ্বারা সৎ কর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল, যাহা সঙ্গে যাবে।

এই জগতে যে কেহ আসে, খালি হাত পা নিয়ে এসে, খালি হাতে আবার ফিরে যায়। এখানকার কোন ধন রত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরিবের দুঃখ মোচন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা, এক এক জনকে ভাণ্ডারী করিয়া অন্যান্য ভাই ভগিনীদের ভার তা'র উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে, পিতা আবার তাকে অন্যের দয়ার ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্তকে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা, জীব জন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিবেন না, তা হ'লে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্ন বস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন।

উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাশা না থাকিলে চাকরীতে থাকাই ভাল। অনেকটা সময় নিজের অধীনে থাকে। তবে অর্থ পিপাসা বলবতী থাকিলে অন্য কথা। সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থ লালসা দ্বারা

জীব করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই, যার যত অর্থ পিপাসা কম সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটী শক্ত শিকল "অর্থ"। এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর,—অসম্ভব নয়।

সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সঞ্চিত একটি পয়সা আর এক ভাণ্ড বিষে কোন প্রভেদ নাই। সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা বিষ বরং ভাল। বিষ সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য ক'রে জরিয়া মারে। সঞ্চিত অর্থ জারে, অচৈতন্য করে, কিন্তু মারে না, কেবল জনমে জনমে নিদারুণ কষ্ট দেয় মাত্র। তাই বলি, অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবেন না; বেশী আসে, নিজের নিকট রাখিবেন না; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ যে নিতে চাহিবে তাকেই দিবেন অন্যকে দিতে সামর্থ্য থাকে আরও ভাল। অর্থ থাক্ আর না থাক্ এ ভবে যা সুখদুঃখ ভোগ করিতে আসিয়াছেন, তাহা বিনা চিন্তাতে ও চেষ্টাতে ভোগ হইবে, তবে আর ভাবনা কেন? ধনকে শাস্ত্রে "দুষ্ট মদ" বলেছে, একে মদ তাতে আবার দুষ্ট, তাই এ ধনকে কখনই এক এক পয়সা ক'রে যুড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। যা'দের সামান্য উপার্জ্জন তারাই অনেকটা সুখী. বেশ করে খায়, আর হায় করে নিদ্রা যায়, কখনই কোন দুশ্চিন্তা তা'দিগকে কষ্ট দেয় না।

পরের ধনে পোদ্দারি বড়ই আনন্দের। এ সংসারে যা কিছু আপনার বলিতেছেন, সে সকল আপনি আনেন নাই, নিয়েও যা'বেন না, কেন না এ সকলই পরের ধন। তবে কেন বৃথা আতু আতু ক'রে খরচ করা, পরের ধন খরচ করিতে আর চিন্তা কেন? মাঝে থেকে খোস্‌নাম নিয়ে যান। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে যিনি আদর করেন তিনিও "অফিসার" এবং তিনি যত বেতন পান—সেই পদস্থ অন্য জন, যিনি নিম্নস্থগণকে তাড়না করেন, তিনিও সেই বেতনই পান। তবে এ দুজনের মধ্যে লাভবান্ কে হয় বলুন দেখি? তার যেমন কিছু খরচ করিতে হয় না,

শুধু মুখের মিষ্টতা, পরের টাকা দিয়ে বেতন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, ইহাতে তার নিজের কিছুই যায় না, মাঝে থেকে সকলের প্রাণ চুরি করে, তেমনই এ পৃথিবীতে আসিয়া পরের ধন বিলাইয়া ফাঁকে ফাঁকে খোস্‌নাম কেন না লইয়া যাই? ধন যার তারই থাকিবে, কেহই নিয়ে যেতে পারবে না, তবে আর মিছামিছি আমার আমার করে কেন ভ্রমে প'ড়ে হাবুডুবু খাই? একবার চক্ষু মুদিলেই, আপনার যারা তারাই বা কে কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় চ'লে যাব, তার কিছুই স্থির নাই। চিরদিন এই মজার খেলা হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কেহ যায় না ব'লেই আসল মজাটী দেখিতে পায় না। পরের ধনে নিজের কার্য্য ক'রে চলুন। কৃষ্ণের ফুল তুলসী কৃষ্ণেরই হ'তে, কৃষ্ণপদে দিলে লাভ বই লোকসান নাই। জগতের সকলই সেই একজনের, তবে আর ভয় কেন, চিন্তাই বা কেন? তার অফুরন্তি ধন যত পারেন লুটান।

আতুরের দুঃখ নিবারণ না করিতে পারিলে অর্থের সার্থকতা হয় না। পুত্রকন্যারূপী যে কয়েকটী পরকে আপনার ভাবিতেছি, কেবল তাহাদের ভরণ পোষণই অর্থের সার্থকতা নয়, এটি মনে মনে জানিবেন, এবং এটি অন্যকে জানিতে না দিয়া গোপনে সাধন করিবেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে দেখিবেন রসিক শেখর কৃষ্ণ আপনার হইয়া যাইবেন।

যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত, শরীর পোষণ করে কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনই অর্থ আসা যাওয়াতে হৃদয় নরম ও পবিত্র করে, আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করিয়া দেয়। এই ভাবে অর্থ উপার্জ্জন, শরীর ও মন শোধন ক'রে।

চিন্তার গরীয়সী শক্তি।

কোন বিষয়ে অধিক চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিতে ভয় পাও সেটী মনে চিন্তা করিতে ভয় পাইবার চেষ্টা করিও। যেটা কার্য্যে কর সেটি গোপন করিবার চেষ্টা করিও না; এমন কাজ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, যাহার বিষয় পরে চিন্তা করিলে মনে কষ্ট পাইতে হয়; এমন কাজ করিতে নাই, যাহা লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না।

অসৎ চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। মন্দ কর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ চিন্তার বেশী ক্ষমতা, এই জন্য হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়। একটি কর্ম্ম অন্যটী চিন্তা। চিন্তার এত শক্তি, যে নাই বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে, অদৃশ্য বস্তুকে দেখাইতে পারে এবং অধরকে ধরিতে পারে। তাই বলি নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই মার্জ্জন করিবে। চিন্তা মার্জ্জিত হইলেই ঘোর অন্ধকার ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আর কিছুই অজানিত থাকিবে না, নখদর্পণবৎ সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে।

পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। বরং কার্য্য দ্বারা অনিষ্ট করিবে তবু যেন অনিষ্ট চিন্তা না করা হয়। চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। চিন্তার এতদূর জোর যে চিন্তার দ্বারা সেই অচিন্ত্যকেও ধরা যায়। চিন্তার শক্তি ও গতি সর্ব্ব সময়ে অপ্রতিহত। শক্তিমন্ত জিনিষকে কখন শত্রু করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এ রকম বলবান্ পদার্থ যাহার মিত্র, তার পক্ষে কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই বলি সদা চিন্তার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে সেই পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণ সদা হৃদয়ে বাস করিবেন, তখন তাঁহাকে না ডাকিলেও আসিবেন, তাড়াইলেও যাইতে চাহিবেন না।

পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপের চিন্তা অধিক অনিষ্টকারী অতএব সর্ব্বদাই সংচিন্তাতে সময় কাটাইবে।

একটী স্বাভাবিক নিয়ম, ইচ্ছা বলবতী হ'লে ফলবতী হ'তে আর বিলম্ব হয় না, অবশ্যই ফলবতী হয়, এইজন্যই শাস্ত্রে বাসনাকে এত শক্তিমতী ক'রে লিখেছেন, এই জন্যই দেহের নাম বাসনাময় কোষ। দেহ ও দেহ-জনিত ভোগাভোগ, বাসনাই গঠন করেন।

চিন্তাই শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিবার প্রধান জিনিষ। পার্থিব চিন্তা যেমন শরীর জীর্ণ করে, কৃষ্ণচিন্তা তেমনই শরীর মন প্রাণকে প্রফুল্ল করে। উভয়েরই নাম চিন্তা বটে; কিন্তু গুণ, এক অন্যের বিপরীত, একই চিন্তা অনুপান ভেদে পৃথক্ ফল দিয়া থাকে। অতএব সুখে থাকিতে হইলে অহরহঃ কৃষ্ণচিন্তা করাই কি বিধেয় নয়? নিত্যানন্দের চিন্তা নিত্যানন্দের কারণ, অতএব ভ্রান্ত আমরা কেন যে নিতাই পদ চিন্তা না করি বলিতে পারি না।

সর্ব্বদা সংচিন্তা করিবে। এটি মনে রাখিও, চিন্তার শক্তি কর্ম্মের অপেক্ষা কোটীগুণ বলবতী। এইজন্য সেই অধরকে ধরিতে হইলে একমাত্র চিন্তারই আশ্রয় লইতে হয়। অসং চিন্তা দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হ'তে পারে অসৎ কর্ম্মের দ্বারা তত হ'তে পারে না। পরোপকার-ব্রতকে সংচিন্তার সঙ্গিনী ক'রে দিও, এদের দুটিতে সুমিল।

কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়াই, চিন্তাগুলি সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধোতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে।

সদাই সদালাপ করিবে। বন্ধুর সঙ্গে পরিহাসচ্ছলেও কখন কুকথা কহিও না বা কুভাব মনে আনিও না। দেখ অন্তরটি হরির থাকিবার স্থান, কোন রকম ময়লা রাখিয়া প্রভুকে কষ্ট দিও না। বরং কুকার্য্য করিও,

কিন্তু কুচিন্তা কদাচ অন্তরে স্থান দিও না। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার শক্তি বেশী, তাই বলি, নিজ নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে; যে দেখিবে সেই আনন্দিত হইবে। কৃষ্ণ ভজনের প্রথম ধাপই এইটি। চিন্তাগুলিকে সৎ করিতে সদাই যত্নবান্ হইবে।

জীবনের ও সাধনের সত্ব, রজ, তম অবস্থা।

ঈশ্বরসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, যে তম আরম্ভ, রজ মধ্য অবস্থা, সত্ব শুদ্ধ অবস্থা। জীব যদি ক্রমে তম হইতে আরম্ভ করিয়া সত্বের দিকে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে তার শরীর আপনা আপনি খারাপ হইয়া পড়ে। বাল্যকাল জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই গণ্য নয়; যৌবন হইতে অবস্থার আরম্ভ, সেই অবস্থাতে মানুষ তম গুণাক্রান্ত হইয়া নানা কার্য্য করে, তখন সহ্যও হয়; পরে প্রৌঢ় অবস্থা আসে; তখন মানুষ তম সত্বের মাঝামাঝি থাকে; পরে বার্দ্ধক্য অবস্থা, তখন সত্বগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাধন সম্বন্ধেও তাই, শক্তি আরম্ভ, শৈব সৌর প্রভৃতি মধ্য অবস্থা এবং বৈষ্ণবতা চরম। আমাদের এখন মার নিকট থাকিবার সময় নাই, বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছি; অতএব এখন জগৎস্বামী কৃষ্ণের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। এখন অনেক পুণ্যফলে ব্রজধামে আসিয়াছেন, অন্তর্ব্বাহিরের ময়লা ধৌত করিয়া মধুর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখে থাকিবেন। মাংস ইত্যাদি তামস ভোজনে, পশু হিংসা ইত্যাদি তামস যাগ যজ্ঞে রত থাকিয়া শরীর মন অপবিত্র করিবার আর সময় নাই। এখন শুদ্ধাহারে ও কৃষ্ণ নামে রত হওয়া উচিত।

যদি বলেন পুরুষানুক্রমে শাক্ত, কেমন করিয়া নূতন পথ লইব? ইহার জন্য কেবল প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও বিদুরকে দেখাইতেছি। যত দিন অজ্ঞান অবস্থা তত দিনই মা মা করিয়া, মেয়ে মার নিকট থাকিতে চায়, তার পর স্বামীর জন্য পলকে প্রলয় বোধ করে। কৃষ্ণই একমাত্র জগৎ স্বামী এই জন্য নিবেদন কায়মনোবাক্যে সতীর মত সেই স্বামীর শরণাগত হইয়া কৃতার্থ হউন।

সৎ ও অসৎ সঙ্গ।

যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরি কথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধু পদবাচ্য হইতে পারে না।

অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। অসৎ সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা করিবে যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায় তাহা কখনই দুষ্প্রাপ্য থাকে না; তাই বলি পাও আর নাই পাও, সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে, দেখিবে সেই ইচ্ছাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন। তখন পলকে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া যাইবে এবং চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে; ইহা সত্য বলিয়া জানিও, যে লাভ কৃষ্ণ সঙ্গেও দুর্ল্লভ, সাধু সঙ্গে তাহা অতীব সুলভ। সাধুর এ মান্য কৃষ্ণই দিয়াছেন। সাধুগণ সকলই কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়াছেন, কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁদের মান্য এতটা বাড়াইয়াছেন। তাই বলি সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে।

নিতান্ত সংসারীর সহবাস মনে ত্যাগ করিবে, ভক্তগণের সহবাস মনে প্রাণে ইচ্ছা করিবে।

মনের মত সঙ্গী না পাইলে সর্ব্বদাই একলা থাকিবে।

পার্থিব বন্ধুগণকে পৃথিবীর ভালবাসা দিবে কিন্তু প্রাণের বন্ধুদিগকে প্রাণের ভালবাসা দিতে ভুলিও না। যাহারা প্রাণপতির সোহাগ চিনিয়াছে এবং তাঁহার কথাতেই সুখী হয়, তাহারাই প্রাণের বন্ধু; আর যাহারা সংসারের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হয়, তাহারাই পার্থিব বন্ধু। দেখিও একের প্রাপ্য অন্যকে দিও না তাহা হইলে কেহই সুখী হইতে পারিবে না।

সাধু সহবাস ব্যতীত যেন অসৎ সঙ্গ কখন করিবার ইচ্ছা না হয়। নিতান্ত ভালবাসার উপরোধেও যেন অসৎ স্থানে ও অসৎ সঙ্গে না যাওয়া হয়।

অসৎ সঙ্গ ও অসৎ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, যা'দের নিকট বসিলে হরি কথা হয় এমনই সঙ্গ করিবে।

শরীর ও আহার তত্ত্ব।

শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হবে? মাটীর দ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে পারে না। সোনা মাটী হইতে পারে না। সেই রকম তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিকই হইয়া থাকে।

শরীর ভাল রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ; বীর্য্য ধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটী যেন মনে থাকে।

শরীরই সাধনের মূল। শরীরটী সুস্থ থাকিলে যেমন ইষ্ট চিন্তাতে আনন্দ হয় তেমন রুগ্ন শরীরে হয় না। এই জন্য মুনি ঋষিগণ সমাধি অবলম্বন করিয়া শরীরকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন, কেননা তাহা করিতে পারিলে অনেক দিন ধরিয়া সাধন করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যই হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। শরীরের উপর বিশেষ যত্ন রাখিবেন। যুক্ত আহার বিহারে সদাই যত্নবান্ ও সাবধান হইবেন। ভাল খাদ্য ব্যতীত মন্দ ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করিবেন না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি দেবোপভোগ্য দ্রব্যের উপর নজর বেশী রাখিবেন। শাক প্রভৃতি ও ফলাদি বেশী ব্যবহার করিতে পারিলে, শরীর বেশ ভাল থাকে ও অনেকটা নীরোগ হইয়া থাকে মনে রাখিবেন।

দেবতাগণ, সত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কোনও না কোন গুণের পক্ষপাতী। সত্ব গুণাবলম্বী হইয়া কোন দেবতার আরাধনা করিতে হয়, কেহবা রজগুণ প্রিয়, আর কেহ বা তামসিক। আবার এই তিনটী গুণের যোগ বিয়োগে শরীর। তাই বলি শরীর অনুযায়ী সাধন করিলেই সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। শরীর আবার আহারের উপর নির্ভর করে, এই জন্য যার যেমন আহার, শরীর তদনুরূপই হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এই জন্যই প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ব্যাধির সময় ও তারপর প্রকৃত বৈদ্যগণ কেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা করেন বলুন দেখি? লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ব গুণের উদয় করায়; আর সত্বগুণটী শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই সত্বপ্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমগুণই নাশের কারণ, এই কারণে তম-প্রধান শিবকে সংহার কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি

শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে, বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন, কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত। ফল, মূল শাকশবৃজি ইহাই সাত্বিক আহার আর মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন, প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণিত। শরীর নীরোগ করিতে চান তো প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করিবেন। ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবেন; মৎস্য মাংস একেবারেই ত্যাগ করিবেন, যেন তাতে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে। ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ব ফল বিল্ব, এই জন্যই তম-প্রধান ঠাকুরটী এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুল ও ফল প্রত্যেকেরই তম নাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকলগুলিই ভালবাসেন। এই বিল্বফলটী পাইলেই খাইবেন, ফল অভাবে পাতার রস খাইবেন। শরীর সত্ব পূর্ণ হইলে মন অসৎ চিন্তা ত্যাগ করিবে, তখন অতি আনন্দে মধুর কৃষ্ণ নামটী লইয়া ইহপরজীবন সার্থক করিতে পারিবেন।

মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয় নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফল মূল তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে আর মন ভাল হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল করে ডাকিতে পারিবেন।

শরীরের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। Spiritual food এ মনকে সবল ও সতেজ রাখুন শরীর আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। শুনেছেন বোধ হয় যোগসমাধিস্থ পুরুষগণ বিনা আহারে শত সহস্র বৎসর পুষ্ট থাকিতে পারেন, অতএব যা'তে আত্মার উন্নতি হয় তা'রই চেষ্টা বিশেষ করিয়া করিবেন। শরীর আপনা আপনি ভাল থাকিবে। অসৎ চিন্তা,

পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাইয়া দিলেই মন নিজের বল পাইয়া পূর্ণমাত্রায় নিজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, তখন নাম বীজ হইতে ভক্তিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং সুরম্য প্রেমফল দান করে।

নামের শব্দ যতদূর যায়, ভবরোগ ততদূর আসিতে পারে না, সামান্য দৈহিক রোগের ত কথাই নাই। অতএব সদাই কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিলে সামান্য দেহের রোগ আসিতে পারে না। প্রত্যহ তুলসীতলায় প্রাতঃ-সন্ধ্যায় প্রণাম, স্নানান্তে জলদান এবং তুলসীতলার মৃত্তিকা প্রাতঃসন্ধ্যায় অঙ্গে লেপন করিলে কোন ব্যাধিই আসিতে পারে না। নাম ভুলিলেই মায়াতে ধরে, মায়াতে ধরিলেই মায়ার অনুচরগণ নানা প্রকার ব্যাধি সঙ্গে লইয়া মায়াবদ্ধকে অশেষরূপে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। যেখানে কৃষ্ণনাম সেখানে মায়া নাই এবং সেইজন্য কোন রকম নিরানন্দের ছায়াও আসিতে পারে না।

শরীরই সাধনের মূল। এমন অমূল্য রত্ন হেলায় ছাড়িতে চাওয়ার মত দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে, এখন বরং শরীরের বেশী যত্ন করা উচিত। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে, যত্নে তার মেরা-মত করিয়া আবার পূর্ব্বমত করুন।

শরীর নীরোগ বা রোগপূর্ণই হউক, একদিন না একদিন অবশ্য চলিয়া যাইবে। সুধা পাইয়া অমরগণও শারীরিক ব্যাধির হাত হইতে কোন রকমে এড়াইতে পারেন নাই। ব্যাধি শরীরের ধর্ম্ম, তবে আর ভয় কেন? কৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণকে দিয়া দাও, তাঁর যা ইচ্ছা করুন। আহারের দ্রব্য মধ্যে যাহাতে তমগুণের বা রজগুণের উদ্রেক করিবে তেমন দ্রব্য মাত্রই খাইবেন না। তাই বলে একেবারে এমন করিবেন না যে জগতের কোন জিনিষ খাইবেন না। মিষ্টান্ন ইত্যাদি যাহা মন

যাইবে, খাইবেন তবে অতিরিক্ত ভোজন নিষেধ। অতিরিক্ত আহার যেমন নিষিদ্ধ, একেবারে কম আহারও তেমনি নিষিদ্ধ। আহার, বিহার, পান ইত্যাদি সকলই একটি নিয়মের অধীন রাখিবার চেষ্টা করিবে, সীমার বাহির হইতে দিবেন না। সীমার মধ্যে থাকিলেই শুভ ফল পাইবেন কোন সন্দেহ নাই।

সরাইয়ে যেমন ঘর মিলিয়াছে, তাতেই সন্তুষ্ট মনে বিশ্রাম ক'রে, শ্রান্তি দূর করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এ ঘর কিছু চিরদিনের নয়; আজ বাদে কাল ছাড়িয়া আবার অন্য ঘরে থাকিতে হবে, অতএব সরাইয়ের ঘর সাজাইতে সাজাইতে যেন রাত্রি প্রভাত না হইয়া যায়; তাহ'লে পরদিন চলিতে পারিবেন না এবং ঠিক সময়ে পৌছিতে না পারায় হয় ত এর অপেক্ষাও মহা কদর্য্য ঘরে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব সময় থাকিতে বিশ্রাম ক'রে সুস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার এ ভবে আসা, ঘর সাজাইবার জন্য নহে, হরি বলিবার জন্য; অতএব ঘর যেমন তেমন হউক হরি ব'লে, আসা সার্থক কেন করি না! ভাড়াটে ঘরের উপর আবার মমতা কি? যার ঘর সে যদি সেরে না দেয়, অন্য ঘরে উঠে যাব। তাই বলি শরীর লইয়া আমাকে চিরদিন থাকিতে হইবে না; এখানকার শরীর এখানেই থাকিয়া যাইবে, অতএব যাকে নিয়ে চিরদিন ঘর করিতে হবে না, তার দোষগুণ বিচার করা কি প্রকৃতপক্ষে পরচর্চ্চা নয়? অনর্থক সময় নষ্ট কি তাহাতে হয় না?

কালী-কৃষ্ণ-শিব—সবই এক।

ইষ্ট মন্ত্র যাহা হউক, নাম লইবার সময় মধু মাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবেন; সবই এক, নামমাত্র প্রভেদ। কোন রকম দ্বিধা করিবেন না।

স্বামীকে পাইলে পিতা মাতাকে বিস্মরণ হইবার কথা ত কোন শাস্ত্রে বলিতেছে না, তবে এই মাত্র বলিতেছে যে স্বামী পাইয়া আর পিতা মাতাকে আশ্রয় করিও না। যে স্ত্রীর এ জ্ঞান না হয়, সে স্বামী-সোহাগিনী হইতে পারে না। বিবাহের পর পিতা মাতাকে বেশী টান দেখাইলে লোকে তার নিন্দা করে ও স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই বলি স্বামী পাইয়া পিতা মাতাকে নিজের মনে করিতে হয় এবং স্বামীকে পরম আশ্রয় মনে করিতে হয়। শাস্ত্রে তাই বলিতেছে—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে না হইবে তৎপর,
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর"॥

দেখুন ব্রজগোপীরা মহা কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, জগন্মাতা সন্তুষ্টা হইলেন, তখন তাঁর নিকট কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য বর লইয়াছিলেন। এমন নয়, যে স্বামী পেয়ে মা বাপকে শত্রু ভাবিতে হবে, যাহারা করে, তাহারা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য ও মহাপাতকী। তাদের কোন গতি নাই। কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? রূপ, রং, চেহারা, নাম, সকলই সেই থাকে, পরিবর্ত্তিত কেবলমাত্র হয় কতকগুলি অদৃশ্য পদার্থ, তাহাদের নাম—হৃদয় মন ও প্রাণ। কন্যা সম্প্রদান করিবার পর কন্যার চারি হাতও বাহির হয় না, কিম্বা ত্রিনয়নও প্রকাশ পায় না। সেই রকম ইহাতেও সকলই তাই থাকিবে কেবল ("গোত্রান্তর") যেটি কথার কথা মাত্র, সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থ টীর পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিবর্ত্তন কেবল মনের ভাবন ও প্রাণের গতি। সেই রকম সকলই তাই রাখুন,—মন্ত্র, তন্ত্র, সকলই তাই রাখুন কেবল মাত্র প্রাণের টান সেই এক স্বামীর উপর রাখুন; তা হলে মা বাপের আদরও পাবেন, স্বামী-সোহাগিনী ও

হ'বেন। স্বামী সোহাগিনী হওয়া কত আনন্দের তা' সতীরাই জানেন, আদরিণীরাই তাহা অনুভব করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। যাহারা স্বামীর সোহাগ চেনেনা তাহারাই মাঝে মাঝে আদরিণীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করে মাত্র। সোহাগিনী কিন্তু নিন্দুকের নিন্দাতে কর্ণপাতও করে না; তার আনন্দ সেই জানে। এই জন্য দেওয়ান রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ কয় এমনি জনে, পরের নিন্দা শুনবে কেনে, তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু রাত্রি দিনে, কালী নামামৃত পীযূষ পানে"। প্রেমিক কখনও পরের কথায় কর্ণপাতও করে না। সে আপন সুখে আপনি মাতোয়ারা। তাই নিবেদন কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না, হবে কেবল মাত্র মনের ঢেউকে; আর প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে কইতে হবে, অন্তের সঙ্গে নয়। "আপন ভজন কথা না, কহিবে যথা তথা"। একটা গানেও শুনিয়াছি "প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না আপন বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না"। ইহার অর্থ আপনার জন ব্যতীত অন্তের নিকট প্রাণের কথা কহিতে নাই তাতে দুদিক যায়।

প্রভু একজনই, তাকে পুরুষই বলুন, প্রকৃতিই বলুন আর ক্লীবই বলুন। যাতে প্রাণ গলে যায় তাই করিতে থাকুন, তার পর সেকৃয়া মনের মত ছাঁচে ঢালিয়া লইবেন। যাতে প্রাণের শান্তি হয় তাই এখন করিতে থাকুন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতা বাক্যই স্থির জানিবেন; অতএব পৃথক্ দেখিবার আবশ্যক নাই, পৃথক্ দেখিলেই কমবেশী বিচার আসিবে। এই জন্যই শাস্ত্র বলে "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম"। ইহাই মনে মনে বিচার করিবেন, দেখিবেন কোথায় দাঁড়ায়। যাতে প্রাণ ডুবেছে, তা হ'তে কাড়িবার, চেষ্টা করিবেন না, স্রোতে গা ঢেলে দেন, তীরের দিকেই লইয়া যাইবে, কেন না স্রোত সকলের শেষ তীরভূমি। যে স্রোতকেই আশ্রয় করুন,

সময়ে মহাসমুদ্রেই যাইবেন ; তাই বলি গা ঢেলে দেন, নিশ্চিন্ত হবেন। যারা গা না ঢেলে অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে।

নাম সাধন ও অন্য সাধনের পার্থক্য।

নামের উপর নির্ভর করিয়া বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া যাঁহার নাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। যোগ তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বর্ত্তমান, এই কারণেই ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই। জীবকে এই নির্ভুল পথটী দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট অবতার শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পথে জাতীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যোগের পথে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য ; কিন্তু নামের পথে সকলই একতা সর্ব্বত্রই সমতা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই জাতীয় মালা লইয়া সেই দয়াময়ের, নানা ভাষাতে নাম করিতেছে। তাই বলি, এমন নিত্য, শুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত পথটী আর নাই ; অতএব সকল ভুলিয়া প্রাণের আনন্দে নামে মজিয়া থাক। নিজে ও নিজ জনকে মহা আনন্দে রাখিতে পারিবে। মনকে দৃঢ় কর, সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, নিশ্চিন্ত হইবেই হইবে। নামের আর একটী প্রাধান্য এই যে, তপস্যা করিতে করিতে অনেক ঐশিক শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে জীব মুগ্ধ হয় ও আত্মহারা হইয়া জীবনের জীবনকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়ে, নামে সে ভয় নাই, যত ক্ষমতা হইবে ততই প্রেম বৃদ্ধি হইয়া জীবকে নত ও শান্ত করিবে। তপস্যার ফল অনৈসর্গিক,

আর নামের ফল প্রেম, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে পরের সঙ্গে বিচার করিও না, বিচার করিতে হয় নিজের প্রাণের সঙ্গে, আর নিজের প্রাণের মানুষের সঙ্গে করিও, বুঝিতে পারিবে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকলের নজরে আসে না, এই জন্য যার তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কহিলে আনন্দের স্থানে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্ত্তে ক্রোধ এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া অনেক দিনের অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনটী নিমিষেই হারাইতে হইবে। তাই বলি যতদিন সম্পূর্ণরূপ বল না পাইতেছ, ততদিন সঙ্কোচে ও সংগোপনে চলিতে হইবে, পরে আর ভয় নাই। মৎস্য শিশু প্রথমে সামান্য স্থির জলে প্রতিপালন করিয়া মহা সঙ্কুল ও নানা হিংস্র জীব পূর্ণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে এবং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু প্রথমেই যদি সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, সামান্য সামান্য জীবে তাহাদিগকে অক্লেশে খাইয়া ফেলিবে, তখন আর ফিরাইয়া পাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বলি, প্রথমে একটু সাবধানে চলিতে হইবে।

প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়ম মত না করিতে পারিলে, কষ্টই পাইতে হয়, অতএব তা'হতে সুফলের বাসনা ক'রে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না।

পাড়ে জাল রেখে দিনরাত জলে ডুবে থাকিলেও, যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনই নামে বিশ্বাস না রাখিয়া যতই যোগ তপ কর, কৃষ্ণ ধরিতে কেহ সমর্থ হবে না। নামকে আশ্রয় করিলে একদিন না একদিন যাঁর নাম তাঁকে পাবেই পাবে, কোন সন্দেহ নাই। নাম জানা থাকিলে জিনিষ পেতে কষ্ট হয় না, নচেৎ চক্ষুর নিকট থাকিলেও তাকে চিনিয়া ধরিতে পারা যায় না! এই সহজ উপায়টি পতিত জীবকে দিবার জন্যই গোলকের নিধি কাঙ্গাল হ'য়ে নবদ্বীপে আসিয়াছেন আর কেন্দে কেন্দে বলিতেছেন জীব রে! নাম কর, নাম কর, নাম করিলেই প্রেম পাবি

আর প্রেম পেলেই প্রেমের হরি তোর হ'বে। তাই বলি নিতাই চরণ সার ক'রে নাম আশ্রয় কর কৃতার্থ হইবে। অন্য উপায় থাকিলেও এমন সহজ ও সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই, এই জন্য চারি যুগের মধ্যে কলি ধন্য হইয়াছেন।

যে দেশে যে ব্যাধি বেশী, তার ঔষধও সেই দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র খুঁজিলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তেমনই কলিযুগে ভূতের ভয় বেশী সেই জন্যই অমোঘ ঔষধ এই যুগেই পাওয়া যায়, অন্যান্য যুগের ঔষধে তত শক্তি নাই; ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রে বার বার তিন বার "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" বলিয়া কলির জীবগণকে সতর্ক করিতেছেন। তাই বলি, যাগযজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদিতে এই কলিযুগে যত ফল পাওয়া যায় (অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর), এক হরিনামে অতি সহজে তার অনন্ত গুণ লাভবান্ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রভু যখনই আসেন তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য, —ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসেন না। তিনি গৌর হ'য়ে, বেদান্তের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ও প্রধান বেদবিৎ কাশীবাসী প্রকাশানন্দকে শিষ্যগণ সম্মুখে কেন বিচারে পরাস্ত করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন? ইহার তাৎপর্য্যই, ভূতের বাড়াবাড়ির সময় প্রকৃত ভূত তাড়ান মন্ত্রই লওয়া বিধেয়। তাই বলি বিনা বিচারে নাম লইতে থাক। "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম আচণ্ডালে দান করা হইল, অতএব ইহা কোন রকম নিয়ম বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদের বার হইতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই এক এক নাম মন্ত্র প্রচার আছে, ইহা বেদ বলিতেছেন, অতএব কলিযুগের "হরেকৃষ্ণ" নামটীও সেই বেদের অন্তর্গত। সকলের সঙ্গে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আর অন্তরঙ্গের সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন।

ভগবান্ অপেক্ষা ভগবানের নাম বড় কেন।

যেমন তিনি, তেমনি তাঁর নাম, নাম তাঁর অপেক্ষা মধুর। যেমন কোন মিষ্ট বস্তুর নাম সেই বস্তুর আনুষঙ্গিক অমিষ্টতা লোপ করিয়া কেবল মিষ্টতাই মনে আনিয়া দেয়, তেমনি নাম আনুষঙ্গিক অনেক দুঃখ লোপ করিয়া কেবল আনন্দটাই আনিয়া দেয়। পদ্ম বলিলে সুন্দর রং, সুন্দর গঠন, সুন্দর গন্ধ, যত কিছু সুন্দর বলিতে আছে মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু মৃণালে কণ্টক ও পদ্ম পাইতে কষ্ট এ সব কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু স্বয়ং পদ্মটি দেখিলে তার মৃণাল, শুষ্ক শুষ্ক রূপ, স্থান চ্যুতির জন্য নিরানন্দময়তা ইত্যাদি অনেক কষ্টের দ্রব্য নজরে আসিয়া পূর্ণ মাত্রায় সুখ দিতে পারে না। আম বলিতেও তাই; আম নামটি ও সত্য একটী আমে অনেক প্রভেদ। আম বলিলে আমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টতাই মনে আসিবে, আম পাইলে সন্দেহ আসিবে মিষ্ট বটে কি না, তার পর ছাল, আঁটি, সব মনে আসিবে, কেহ তিক্ত, কেহ কঠিন— কিন্তু আম নামে সে সব কিছুই নাই, আঁটি নাই, ছাল নাই, কেবল মধুর রসটুকু। তেমনি আমার কৃষ্ণ নাম আর কৃষ্ণে পার্থক্য। নামে কেবল মাত্র মধু আছে, কৃষ্ণে সকলই আছে, তাঁতে নানা ভয়ানকত্বও আছে বীভৎসত্বও আছে; কিন্তু নামে কেবল মধুরতা টুকু, তাই বলি নামই অধিক মধুর। নাম প্রধান হবার আর একটী প্রধান কারণ এই যে নাম মূল্যে কৃষ্ণ কেনা যায়। যখন টাকা দিয়ে কোন বস্তুটীকে কিনিতে পাওয়া যায় তখন টাকাই আমার পক্ষে প্রধান বলতে হবে। টাকা থাকলেই যখনই লালসা হবে তখনই অভিলষিত দ্রব্য কিনিতে পারিব। এই জন্য নাম সংগ্রহ করে রাখতে রাখতে যখনই

কৃষ্ণ কিনিবার লোভ হবে, তখনই কিন্‌তে পারবো। এই জন্যই নামই আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেননা পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী, কৃষ্ণ নামটী ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে, এবং কৃষ্ণ নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে ; তাই বলি আমাদের নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামটী বেশী আদরের ধন মনে করিতে হইবে। কৃষ্ণের নিকট স্থানাস্থান বিচার আছে, ভাল মন্দের প্রভেদ আছে, কিন্তু নামের নিকট তা কিছুই নাই।

কৃষ্ণকে বরং ভুলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কৃষ্ণ নামটী ভুলিও না। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেমের ফল স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবে। প্রেমের নিকট কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব পর্য্যন্তও কিছুই নয়, অন্য সকলের ত কথাই নাই। এ রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনিতে চায় না ; মুক্তি এখানে দোকানে প'ড়ে থেকে বস্তা পচা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণের নামই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। দেখ, যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম মাত্র চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সময়ে সেই ব্যক্তির নিজের লোক তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যেমন তাঁহাকে অবশেষে মিলাইয়া দেয় বা মিলাইবার রাস্তা বলিয়া দেয়, সেই প্রকার যদি কেহ আমার সেই অধর কৃষ্ণচাঁদকে ধরতে চায়, সদাই সে যেন তাঁর নামটী স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তা' হ'লেই একদিন সেই সব মহাত্মারা, যাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন সেই ব্রহ্মদেবীগণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবার গুপ্ত পথটী বলিয়া দিবেন।

প্রভুর কাছে কি প্রার্থনা কর্ত্তব্য।

প্রভুর নিকট সমস্ত চাও, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাহিও না। "আমি তোমার নাম করিতেছি, তুমি আমাকে দাও" এ ভাবে কদাচ কোন পদার্থ নিজের জন্য চাহিও না, তবে এ স্থত্রে যদি চাহিতে হয়, পরের উপকারের জন্য চাহিও; "হে প্রভু! আমার শরীরে ভোগদ্বারা হউক অথবা কোন সুকৃতির পরিবর্ত্তে হউক, অমুক দুঃখীর দুঃখ মোচন কর" এ ভাবে প্রার্থনা বিনিময় নহে।

কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব! প্রার্থনা না করিতে তুমিত আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও, সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজি আছে আমি জানি না, সেই জন্য ভয়, পাছে মহারত্নের পরিবর্ত্তে এক টুকরা কাচ লইয়া আসি; তাই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন, প্রভু চাহিব না, যে রত্নটী সত্যই মহারত্ন সেইটীই আমাকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারি হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না বলে, যেন মনে করিও না, যে আমার অভাব নাই। আমার অভাব জানিয়া, তাহাই তুমি পূরণ কর।

এ পৃথিবীর দুই একটী চেয়ে, কেবল বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁর নিকট যা চাইব তাই পাইব। বিশ্বাসের জন্য কেবল দুই একটা চাওয়া, তারপর যেন আর এ পৃথিবীর কোন বস্তু চাহিও না। তাঁর নিকট কেবলমাত্র প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না। প্রেম চাহিতে গেলে প্রথমে দুই একটা বড় বড় ধাক্কা খাইতে হইবে, তাহাতে পেছুপা করিলে আর নয়। আর যদি তাতেও অগ্রসর হওয়া যায়,

তবে কেল্লা ফতে। প্রেম চাহিলে ছেলেকে চাঁদ ভুলানর মত কত কি খেলনা দিবেন, কিন্তু যেন ভুলিয়া যাইও না।

মানুষ ভুলেই তাঁর নিকট এ দাও, ও দাও বলে তাঁকে কত কষ্ট দিতে যায়। ছি! ছি! তাঁর নিকট আবার আমরা চাহিবার কি জানি? তাঁর ভাণ্ডারে কত কি মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে, আমরা তার কিছুই জানি না; না জেনে সেই দয়াময়ের দ্বারে সামান্য সামান্য খেলনা লইয়া ফিরে আসি। এমন হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? আমরা না বুঝিয়া, যাঁর এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নিকট সামান্য দুদিনের পার্থিব সুখ চাহিতে যাইয়া প্রতারিত হই মাত্র। যখন আমরা সেই অগাধ ও অজানিত ভাণ্ডারের রত্ন সমূহের বিষয় কিছুই জানি না, তখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেই রত্নটী আমাকে দাও, এই রকম প্রার্থী নিশ্চয়ই সেই প্রেমময়ের প্রেম পাইবে; কেন না সে ভাণ্ডারের সকল রত্ন অপেক্ষা সেই রত্নটিই মহামূল্যবান্। যে কৃষ্ণপ্রেম চায়, সে যেন তাঁর নিকট কিছুই প্রার্থনা না করে।

তাঁহাকে সদাই মনে করিবে, মনের দুঃখ তাঁহাকেই জানাইবে। তিনি বই দুঃখ শুনিতে আর কেহ নাই, তিনি সকলেরই কথা শুনেন। আর একটী কথা, তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তোমার নিকটে, এই জন্য যখনই তুমি তাঁহাকে কিছু বলিবে, অমনই তিনি শুনিবেন। মনে মনে বলিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। তিনি মনের কথা বেশী আগ্রহ করিয়া শুনেন। তাঁহাকে চিৎকার করিয়া বলিলে যত শুনুন আর নাই শুনুন মনে মনে বলিলে শুনিবেনই শুনিবেন। তাই তোমরা আপন আপন মনের দুঃখ, মনের কথা এবং মনের আশা তাঁহাকে জানাও, দেখিবে তিনি শুনেন কিনা? বুঝিতে পারিবে, তিনি তোমাদের আপনার হতেও আপনার কিনা? তিনি বড় দয়াল। তিনি কাহারও চক্ষুর জল

দেখিতে পারেন না। যাঁহার চক্ষুতে জল দেখেন অমনি দূরে থাকিয়া অজানিতরূপে দুঃখের কারণ ঘুচাইয়া দেন। যদি সেই হৃদয়বন্ধু জগদ্বন্ধু কৃষ্ণকে তোমরা সবাই আপনাপন মনের ভাল মন্দ সমস্ত কথাই বল, তা'হ'লে তিনিও তোমাদিগকে তাঁহার অচিন্ত্য, অতি গোপনীয় ও প্রাণ-মনো-মোহনকারী অপূর্ব্ব লীলা কথা বলিবেন ও শুনাইবেন; তাহা হইলে তোমরা ধন্য হইবে।

মোক্ষপ্রার্থী ও কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী উভয়ের প্রভেদ।

স্নেহের টান বড় শক্ত, এ বন্ধন লৌহবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য। এ টানে প'ড়ে পশুরাও হাবুডুবু খায়, ইহারই নাম দৈবীমায়া। এ টান প্রভুর দিকে উন্মুখ হ'লে, জীব কি আর কখন এ ভবে থাকিতে পারে? যেখান হইতে টান পড়ে, সেই খানে চ'লে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই মুক্তি পক্ষে প্রধান যুক্তি। এ টান টানার মূল কারণ জানিয়া যাহারা ভাসে, তাহারাই কারণ বুঝিয়া নিকটে যেয়ে সাবধান হয়, যেন পরস্পর সংঘর্ষণ না হয়; ইহারাই রসিক ভক্ত, টানের কেন্দ্রের নিকটে যাইয়া আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখিতে পারে ও পৃথক্ থাকিয়া সেই লীলাময়ের খেলাতে যোগদান করে, সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, আর যা'রা তাঁকে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়া ভাসে, তা'রা তাঁর প্রকৃত স্থান না জানিয়া সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিয়া যায়, ইহারই নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ। আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন তাঁর ললিত-মধুর-মুরতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যেন পৃথক্ থাকিয়া তাঁ'র লীলা পুষ্টি করিতে পারি।

গুরু ও কৃষ্ণ অভেদ।

সামান্য পাথরকে গুরু স্বীকারে কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইতেছে। একলব্য মাটির গুরু ক'রে, তাতে সর্ব্বপ্রধান হ'য়েছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এমন অনন্ত যুগ যুগান্তর জীবগণ পাথরের দেবমূর্ত্তি পূজিয়া মনের সকল সাধ মিটাইতেছে, আর হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা সজীব গুরু উপকার করিবে না! কোন স্ত্রীর স্বামী যদি অন্ধ, খঞ্জ ও গলিত-কুষ্ঠী হয়, স্ত্রী কিন্তু সতী ব'লে খ্যাতি পায় কি না? এবং সে সতী জগৎ তারিতে পারে কি না? মহাভারতে কি সতী স্ত্রীর কথা প'ড়ে দেখ নাই? নিজ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতাকে একত্র করিয়া মৃত স্বামীকে জীবিত করিয়া জগতে ধন্য নাম রাখিয়া গিয়াছে। তেমনই মন্ত্রদাতা গুরু। স্বামী যেমনই হোক্ যেমন স্ত্রীর দেবতা, তেমনই গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যাকে যে রূপেই দর্শন দেন ও কৃপা করেন সকলই সেই এক রসময়ের শরীর; অতএব কদাচ ভ্রমে প'ড়ে কৃষ্ণের অবমাননা করিও না। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কুৎসিত রূপে আমাদের নিকট আসেন, আমরা ভ্রমে প'ড়ে হেলায় এ রত্ন না হারাই। এ রত্ন একবার হাত ছাড়া করিলে আর কখনই পাইব না। আবার সেই হাতেখড়ি হ'তে ঘোষিতে হবে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! এমন দুর্লভ জনম পাইয়া তার উপর মহামন্ত্র পাইয়া প্রতারিত হইবার চেষ্টা না করি। আড়কাটির প্রলোভনে প'ড়ে জনম না হারাই। স্বামীসোহাগিনী সতীর মত স্বামীর কথা যার তার নিকট বলিও না। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী যেমন সুন্দর, অন্যের চক্ষে তা' হ'বার কথা না হইতে পারে। অতএব যদি তোমার নিকট কেহ তোমার স্বামীর নিন্দা করে, তা'হলে মহানরকে যাইতে হবে, তাই

বলি ছট্‌ফট্ করে অগ্নিতে পড়িও না, পরের কথায় কান দিও না, পরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিও না। মন প্রাণ গুরুর চরণে ঢালিয়া দিয়া আনন্দ সাগরে ভাস এবং সময়ে ইচ্ছা হ'লে ডুবে ডুবে রত্ন তুল, এ কথা কটী মিথ্যা মনে করিও না। গুরুকে সর্ব্বদা নিকটে ভাবিয়া ও জানিয়া, সকল কর্ম্ম করিবে। তাঁর পদে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিবে। তাঁর মূর্ত্তিতে এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই, অভেদ জানিয়া চিন্তা করিবে। সমস্ত দিন বৃথা কাজে কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় যেন আসল ভুলেছি ব'লে কাঁদ্‌তে না হয়। যত যত গুরুমূর্ত্তি সকলই সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিবে, তবে মনে করিতে পার এ সকল মূর্ত্তিতে সে সকল শক্তি নাই কেন, সে লালিত্যই বা কোথায়? কোন সাধক শবাসনা আরাধনা করিতে গেলে, যেমন ইষ্টদর্শনের পূর্ব্বে নানারকম তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, কিন্তু সত্য বিচারে সকল মূর্ত্তিগুলিই সেই আমার ইষ্টদেবের, তেমনই কৃষ্ণ পাবার আগে, সকল গুরুমূর্ত্তি প্রভুরই এক একটী মূর্ত্তি জানিয়া আদর করিও, নচেৎ ঐ সাধকের মত হঠাৎ নষ্ট হইয়া চিরদিনের তরে নিজের পথে কণ্টক রোপণ করিবে। কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব'লে গেছেন "যত আচার্য্যমূর্ত্তি সবগুলিই আমারই মূর্ত্তি জানিবে, সন্দেহ করিও না।"

মন্ত্র রহস্য।

কৃষ্ণ নাম প্রণবেরও উপর। আগে পাছে প্রণব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রণব বেদের বীজ, আর কৃষ্ণনাম বেদের পর পারে। তবে এইমাত্র নিবেদন করি, যদি প্রণবের আবশ্যক হইত—তবে তিনি যখন গৌর হ'য়ে নাম বিলাইতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রণব দিয়া নাম

বিলাইতেন। প্রণব শূদ্র স্পর্শে হীন তেজ হয়, কৃষ্ণনাম চণ্ডালকে পবিত্র করে।

মন্ত্র কা'কে বলে শুনিবে? মনে কর, কোন সহরে আমার একটি ভালবাসার পুরুষ কিম্বা নারী আছে, আমি যখনই সেই পথে যাই, তা'কে দেখিবার জন্য কোন একটী সঙ্কেতসূচক শব্দ (কেবল সে জানে আর আমি জানি মাত্র) করিলেই, যেমন সে শব্দ অন্যের নিকট meaning-less হ'লেও, আমার ভালবাসার ধন যেন তাতে একটী নূতন স্বর্গ দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তেমনই মন্ত্র আর কিছুই নয় কেবল আমার প্রাণবল্লভ-কে ডাকিবার একটী সঙ্কেত শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ কেবল আমি জানি আর আমার সে জানে। লোকের নিকট তা'কে ডাকিলে সকলে জানিতে পারিবে, সেই জন্যই আমি একটী নূতন রকমের শব্দ করি। সেটী আমার বন্ধু বই আর কেউ বুঝে না, সেই শব্দটীর নামই মন্ত্র। মন্ত্র অন্য হাতী ঘোড়া নয়। মন্ত্র সকল সময়েই করিতে পার, হরেকৃষ্ণ নামটী যখন তখন মনে মনে বা উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্বসমক্ষেই করিবে। কিন্তু নিজের গুপ্ত নামটী মনে মনে করিবে, অন্যে যেন শুনিতে না পায়। মনই করিবে মনই শুনিবে। ইষ্টমন্ত্র জপের একটা সংখ্যা প্রথমে রাখা কর্ত্তব্য। কতবার প্রত্যহ নিশ্চয়ই করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবে, তারপর যখন খেতে শুতে, অভ্যাস ক্রমে রসনা নাম আর ছাড়িবে না, তখন সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক হ'বে না। যতদিন সংখ্যার মধ্যে থাকিবে, মাঝে মাঝে সংখ্যা বাড়াইতে হবে। যা কিছু পূজা পাঠ সবই এই মন্ত্র মধ্যে জানিবে।

মন্ত্র সকল সময় না লইতে পার, তারকব্রহ্ম নামটি করিবে; ইহাই প্রশস্ত, তবে এটি মনে প্রাণে জানিবে, নাম ও মন্ত্র উভয়ই এক। একটি সঙ্কেত নাম মাত্র; অতএব যখনই যেমন সুবিধা হ'বে তখনই সেই রকম নাম লইবে।

তীর্থ দর্শন রহস্য।

দলবল মিলে প্রভু দর্শনে যাইও না, একা গোপনে দর্শন করিতে যা'বে, বেশী গোলমালের সময় প্রভুর দর্শনে যাইও না, তখন সিংহদ্বারে বসে হরিনাম করিও। উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রভুর নিজজনের দর্শন করিয়াই পরমানন্দ ভোগ করিও, সে সময় দর্শনে গেলে তত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নয়।

বেশী ঘটা ক'রে তীর্থদর্শনে গেলে, তীর্থ দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায় না, কেবল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সময় টুকু যায়। তাই নিবেদন, বেশী ঘটা ক'রে যাবেন না। নিতান্ত গরিবের ভাব লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলে, আনন্দের সীমা থাকে না।

অলৌকিক ঘটনা তত্ত্ব।

পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবেন। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। জীব পুতুল কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার করুন, চিরসুখে থাকিবেন ও নিশ্চিন্ত হইবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিবেন, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ মনে করিবেন; জীবকে কখন কৃষ্ণ মনে করিবেন না।

সামান্য শিলাতে প্রভুর প্রধান অস্তিত্ব নাই, জগতের অন্য সকল বস্তুতে ও অবস্থাতে প্রভুর সত্তা যতটুকু, শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রভৃতিতেও ততটুকু। তবে কেন শিলারূপী লিঙ্গ প্রভৃতির মান্য এত অধিক বলিতে

পারেন? শুনেন নাই কি, যে সামান্য শিলার মধ্য হইতে ত্রিশূলধারী শিব বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সামান্য শিলা হইতে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য জগৎপ্রাণ হরি স্বয়ং বাহির হইয়া ভক্তের মান রাখিয়াছিলেন? এখন বলুন দেখি, পাথরে হরির প্রকাশ কি পাথরের গুণে, না কি ভক্তের ভক্তির জোরে?

মানুষ পাথর পূজিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন ক'রে ব'লে, পাথরের কোন গুণ বলিতে পারা যায় না। পাথর চিরদিনই পাথর, তবে ভক্তের নিকট প্রভু লুকাইতে পারেন না ব'লে পাথরেই প্রকাশ পান।

সমুদ্র তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করে, কিন্তু তরঙ্গ উঠায় বায়ু, অতএব তরঙ্গ তুলিবার কর্ত্তা বায়ু। তেমনই ভাবুক নানা ভাব হৃদয়ে ধরে বটে, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করা তার শক্তিতে নাই; উপযুক্ত পাত্র দেখে সে ভাব আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে ঠেলা মারে।

প্রকৃত বৈষ্ণব কে?

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য ও চরম শিক্ষা। মুখের কথা কাণে রাখিও, প্রাণের ভিতর যাইতে দিও না। তবে যে সকল কথা হৃদয়ের, তাহাদিগকে অতি যত্নে হৃদয় মধ্যে স্থাপন ও ধারণ করিবে। এ জীবন আমার নয়, তাঁর মনে করিয়া ইহাকে সযতনে রক্ষা করিবে। কথাটী কখনও ভুলিও না। প্রভুর দ্রব্যটীকে সাক্ষাৎ প্রভু-মনে করিয়া যাবৎ প্রভু সন্দর্শন না হয়, রক্ষা করিবে। বিদেশগত স্বামীর সামান্য কোন একটী দ্রব্যকে পতিপ্রাণা স্ত্রী যে ভাবে দেখে ও যত্ন করে, স্বামীর ধনকে সেই রকম যত্নে রক্ষা করিতে কদাচ তুচ্ছ

তাচ্ছীল্য করিও না। সকলের নিকট প্রকাশও করিও না, হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তবে মরমের লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ভয় করিও না, সেখানে দ্বিগুণ আনন্দ পাইবে।

বৈষ্ণব হ'লেই মানুষ বয়ে যায়, কেননা সে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া জড়বৎ দিন কাটায়। কথায় বলে "জাত হারালেই বৈষ্ণব"। জীবের জাতিধর্ম্ম—অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ এ সকল গুণ থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। যতক্ষণ জীব স্বজাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে, বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সত্যই বৈষ্ণব হ'লে জীব বয়ে যায়, কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যে দিকে জীব-সমুদ্রের গতি সে দিকে যায় না। তার বিপরীত দিকে যায়—ইহারই নাম যমুনার উজান গতি। এই উজান গতিতে চলিতে থাকে এবং ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া গতি শূন্য হইয়া পড়ে, তখন তীর পায় ও নিশ্চিন্ত হয়। জীব কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীর হইতে দূর দূরতর দেশে কখন ডুবে, কখন ভেসে, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকে, বিশ্রাম করিবার জন্য এক পলকও অবকাশ পায় না। কৃষ্ণ করুন, যেন বৈষ্ণব হয়ে আমরা বয়ে যাই। যমুনার এই উজান গতির একমাত্র কৃষ্ণের বংশীর স্বরই কারণ। এই উজান গতিতে চলিলেই, বংশী ধ্বনি শুনিতে পায় এবং সে বংশী শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই বংশী বাদকেরও দেখা পায় এবং কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাহারা জীব গতিতে চলিতে থাকে, তাহারা ক্রমেই এই মধুর শব্দকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাবে শুনে ও পরে একেবারে হারাইয়া চিরদিনের মত পথ হারা হয়ে পড়ে। তখন কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ও ভীষণতম হইয়া জীবকে বিতাড়িত করে। তখন কাতরে আর্ত্তনাদ করিলেও কোন বিশেষ ফল হয় না, তখন আত্মকার্য্য চিন্তা করিয়া জীব

অনুতাপে দগ্ধ হয়। তাই বলি বেশী করে বয়ে যাও। জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হও। বড় মজা! বড় মজা! জাত হারান বড় মজা! জাত দিলে অন্নের জন্য ভাবনা নাই; যেখানে সেখানে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন। এই জন্যই লোকে কথায় বলে চৈতন্যের "চার খুঁট ফাঁক"।

বিবেক বিকাশ।

দুই দিনের পৃথিবীকে চিরশান্তি স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেননা পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না; আমি এই আছি, আর তখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি দুদিনের পৃথিবীকে চিরদিনের মনে করিয়া যেন আমরা অনন্ত শান্তি নিকেতন ভুলিয়া না যাই। তাই বলি, চিরদিনের এবং সকল অবস্থায় অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণ নামকে ভুলিয়া যেন দুদিনের পার্থিব সুখ দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই।

এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন দ্রব্যেই প্রাণ দিওনা, তাহা হইলে কাতর হইতে হইবে। এ স্থানের সকল দ্রব্যই বাজিকরের বাজি মাত্র এখনই এক রকম, তখনই আর এক রকম, তাই বলি এ ভ্রান্তিতে ভুলে থেক না। একমাত্র কৃষ্ণই অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরস্থায়ী, অতএব তাঁকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, কখনই হারাইয়া কাঁদিতে হইবে না, কেননা যে জিনিস কখনই হারান যায় না, সে চিরদিন সমান ভাবে থাকে।

এ পৃথিবীর দুদিনের সম্পর্কের জন্য চির সম্বন্ধটী যাঁহার সঙ্গে তাঁহাকে যেন ভুলিবেন না এবং পর ভাবিবেন না। এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে কত বারই পাইয়াছেন, কত মা, বাপ, বন্ধু, স্ত্রী, স্বামী, জনমে জনমে পাইয়াছি কই কোথাও ত এ সম্বন্ধটী চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁরাও ভুলেছেন আমিও ভুলেছি, কিন্তু কোন জন্মেইত কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই। যখন যাহা দরকার তাই দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। এমন স্বামীকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে।

এ পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়, তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া যাহা যাহা করা যায়, সেই কৃতকর্ম্মগুলি মাত্র, ভোগ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া, ভোগাবসানে তাহারাও ক্ষয় হয়; এই জন্য নিজ কর্ম্মগুলির উপর সদাই নজর রাখা কর্ত্তব্য।

একদিন মানুষ ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারে, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে দিন কোন দিন বুঝিয়াছ কি? যে দিন হস্ত, পদ, নয়ন, কর্ণ সমস্তই থাকে কিন্তু কার্য্য করে না, যে দিন মনুষ্য মধ্য স্থলে দাঁড়ায়, এক দিকে মা বাপ ভাই পুত্র কন্যা সব, আপনার মায়া মমতার ঘর বাড়ী প্রভৃতি এবং অন্য দিকে যমদূত, ভীষণ মূর্ত্তি, কর্কশ স্বর, লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—সেই দিন; কিন্তু সে দিনে আর হাত নাই, সমস্তই অচল; তাই বলি সে ভয়ানক দিন। কাহার কবে আসিবে, কিন্তু আসিবে নিশ্চয়, না আসিতে আসিতে চেষ্টা কর। আপন পরিবারে মুগ্ধ না থাকিয়া সেই আপনার ধন কৃষ্ণ রত্নে মন দাও, সুখ পাইবে।

জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই যায় যায় হইয়াছে, আর কেন এ সকল খেলা? এ সকল খেলিবার দিন অনেক দিন গেছেত? এখন যে কয়েকটী দিন বাকি যেন সকলকে আনন্দ দিয়া নিজেও সদানন্দে থাকেন, এই মাত্র আমার কথা। বড় মধুর হরিনামটী যেমন কণ্ঠ ভূষণ হয়।

খেলাশাল সৃষ্টির আদি হইতেই পাতিয়াছেন আর ভাঙ্গিতেছেন, কৈ সাধ ত এখনও মিটে নাই। আজ যে খেলাশালটী সাজাইয়া বড় আনন্দের সহিত দেখিতেছেন আর আত্মহারা হইতেছেন এটী ও ত আবার ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বের গুলির মত এটীও আবার ভুলিয়া যাইবেন। তাই বলি এবারের খেলাশালের খেলাতে প্রকৃত গৃহ কর্ম্ম মনে পড়াইয়াছে, নিজ কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে। এখনও অনেক সময়ও আছে, এই জন্য নিবেদন, পূর্ণানন্দে সেই রসময় প্রাণবল্লভের প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তাঁর সঙ্গে খেলিলে, আর এ সকল মিথ্যা খেলাতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ খেলা খেলাইতে দেন, আপনি আপনার খেলা খেলুন; এ জগতে সকলই এক রকম মিথ্যা; পাগলের যে দর, না পাগলেরও সেই দর; বরং পাগল ভালর থেকে বেশী দরে বিক্রয় হয়, কেন না তার অনেক কাজ কম হয়ে পড়ে, দায়িত্বও থাকে না। তাই বলি, পাগল বোধ হয় ভালর থেকে বেশী দামী। এই জন্যই যাহারা এই পৃথিবী ভুলিয়া স্বামীর দিকে বেশী অগ্রসর হয় তাহাদেরই একটী সোহাগের নাম হয় "পাগল"। স্বামী স্ত্রীকে যত রকম সোহাগের নাম দিতে পারে "পাগলী" নামই সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করে। কেন না আনন্দে আত্মহারা হইলে এই আদরের নামটী আপনা আপনি মুখ হ'তে বাহির হয়। যাই হোক, এ জগতের কোন কার্য্যের জন্য বেশী চিন্তিত হবেন না। এখানকার সকলেই নিয়মের অধীন, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি এখানকার কাহারও নাই। যিনি জজ তিনি হঠাৎ কাহাকেও একটা মন্দ কথা বলিলে, পরে হয় ত তার জন্য বিষম অনুতপ্ত হন কিন্তু সেই জজ কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দিয়া আবার খুসী হন, কেন বলুন দেখি? ফাঁসি আইনের ভিতর, তাই দোষীকে ফাঁসি না দিলে জজ বরং দুঃখিতই হন। তাই

বলি এ জগতের যা দেখিবেন সবই নিয়মে বাঁধা, কিছুরই জন্য বেশী দুঃখিত হবেন না। যাহারা আদালত কখনও দেখে নাই তারাও ফাঁসির কিম্বা জেলের হুকুম শুনিলে, কিম্বা ফাঁসিতে ঝুলিতেছে লাস বা কয়েদী দেখিলে, তখনই তাদের মনে হয়, যেমন করিয়াছিল তারই ফল পাইতেছে, অতএব তার জন্য বেশী দুঃখ কেহ করে না। কাহারও ফাঁসি হইতেছে, লোকে দুঃখ করা দূরে থাক, খেলা ও মজা দেখিতে যায়। তাই বলি, এ পৃথিবীর সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন; সকল কয়েদীরই একই কর্ম্ম হয় না, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ লোক নিযুক্ত হয়, একজন কয়েদী অন্যের কষ্টকর কর্ম্ম দেখে যদি ভুলে সাহায্য করিতে যায় তাহা হইলে তার নিজ কর্ম্মও হয় না, আর অন্যের কর্ম্ম করিবার তার শক্তিই নাই বরং তার জন্য তিরস্কৃত হইতে হয়।

এ জগতে যা কিছু আছে সত্য ভুলাইবার জন্য, অতএব যাহারা এ পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সুখ দুঃখকে কৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া জানিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্। রাধাচক্রে একবার চড়িলে প্রথম প্রথম কষ্ট অনুভূত হয় এবং ভয়ে ভীত হইতে হয়; কিন্তু যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মস্তিষ্ক নিজের প্রকৃত অবস্থা হারায়, তখন আর যেমন ঘুরিতে কষ্ট বোধ না হইয়া সেই দারুণ কষ্টই আনন্দ ব'লে মনে হয়, তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে প্রথম প্রথম ঘুরানিটাই অসহ্য হ'য়ে পড়ে, তারপর সময়ে নামিয়া না পড়িলে, এ যাতনাময় সংসারকেই আনন্দের ব'লে মনে হয় এবং প্রকৃত স্থির আনন্দকে ভুলিয়া যাইতে হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নেশা হ'য়ে পড়িলে আর আপনার ইচ্ছায় নামিতে চায় না, তখন জোর ক'রে নামাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে আসল ভুলিয়া যাইলেও, সেই দয়াময়, চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য কোন রকম ব্যাধি কিম্বা কোন আত্মীয় বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদিগের

চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও চৈতন্য না হইলে তখন আরও জোর ঘুরপাক লাগাইয়া একেবারে চিরদিনের মত অচৈতন্য করাইয়া দেন। তখন মায়া নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিতে থাকে এবং আপন ইচ্ছামত কখন একটু ধীরে আর কখন একটু জোরে রাধাচক্র ফিরাইয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসে।

ভাই সকল, তোমাদের কোমল প্রাণ; এখন যে দিকে লইবে সেই দিকেই যাইবে ও চির সুখী হইবে। এ সময় গেলে, কৃষ্ণ ভজন করা কঠিন। বর্ষার সময় জল ভরে না রাখিলে, গ্রীষ্মের সময় লক্ষ চেষ্টা করিলেও জল পাইবে না। জীবের বর্ষাকাল যৌবন, যদি হেলাতে এ সুখময় সময়টি কাটান যায়, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে আর কি করিবে? এইজন্যই "চরিতামৃতে" আছে "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সেই যৌবন দিন দুই চারি"। তাই বলি এই প্রকৃত সময় কৃষ্ণ ভজন করিবার, এমন সময়টী পৃথিবীর খেলাতে না কাটাইয়া, আমার কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য খেলিবার উপায় করা কি ভাল নয়? যৌবনে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার যত্ন কর, ক্রমে যখন চেষ্টা সফল হইবে, তখন গ্রীষ্মের আতপ সহ্য করিয়া, পথিকের শ্রম দূর করিতে পারিবে। আর যদি অঙ্কুরে তাপ লাগিয়া শুষ্ক হয় লক্ষ বর্ষাতে তার কোন উপকার করিতে পারিবে না। তাই বলি, সযত্নে ও সতর্কতার সহিত এই বহুমূল্য সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার কর। এমন যৌবন লক্ষ কোটি বার পাইয়াছ, আর হারাইয়াছ, তাই বলি এবার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, যদি নেশা ছুটিয়াছে, কৃষ্ণ ব'লে আর কৃষ্ণ ভ'জে, যৌবন সার্থক ক'রে লও। যৌবনে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তি প্রবৃত্তির সহিত রিপুগণ সবাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়টিই ঠিক ষোল আনা পূর্ণ, কৃষ্ণের সঙ্গে পিরীত করিতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় কর, কেননা ষোল আনার কম হইলে আর প্রকৃত পিরীত হয় না।

তাই বোধ হয় কোন রসিক গাহিয়াছেন, "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ" এর কম হ'লে চলবে না। এই ক্ষণস্থায়ী যৌবন পাইয়াছ সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হও। এ অষ্টমী নবমীর সংযোগ, ২।৪ দিন ব্যাপিয়া থাকে না, অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী। যৌবনও তাই, গেলে আর পাবে না। এ মধ্যাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্ন এক মিনিট অতীত হইলেই সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হইতে একটু একটু নামিয়া পরে লুকাইয়া যাইবে। এখনও সাবধান! "Make hay while the sun shines" তোমরা পড়িয়াছ, সময় থাকিতে থাকিতে অগ্রসর হও। নচেৎ পান্থনিবাসে পৌছিবার পূর্ব্বেই, ঘোর অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টি বন্ধ করিবে এবং নানা বিপদে ফেলিবে।

রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, প্রথমতঃ নাম লইতে হয়; তারপর সামান্য চৈতন্য হইলে রোগী যেমন আপনা আপনি ঔষধের কথা মনে করিয়া লয়, তেমনই নামের সামান্য মিষ্টতা অনুভব হ'লে, আর কাহারও অনুরোধ উপরোধ অপেক্ষা করিতে হবে না; তখন নাম করিতে কোন বাধা আসিলে, অনন্ত অশান্তি মনে হবে।

রোগীর প্রথম ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, কৃষ্ণনামটী লইতে থাক; ক্রমেই মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে। নাম স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও কাহাকেও দিও না; নামের মূল্য নাই; অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে সামান্য কাচখণ্ড খরিদ করিবার ইচ্ছা করিও না; নামের নিকট নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্তও সামান্য কাচখণ্ড তুল্য পরিগণিত। এ সম্বন্ধে বিচার করিও না; নামরত্ন, কৃষ্ণ অপেক্ষাও জীবের নিকট মূল্যবান্, কেন না নাম দিয়াই কৃষ্ণ কিনিতে পারা যায়। এমন মহারত্ন প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে কদাচ উপেক্ষা করিও না; নাম লইতে সময় অসময় বিচার করিও না; নাম সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই লইবে। মিছরীকে আর কোন রকম পাকের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না, সদাই মুখে দাও।

যখন সেই প্রাণবল্লভের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে, তখন আর ব'সে না থাকিয়া তাঁরই উদ্দেশে যাত্রা করা কি উচিত নয়? যতদিন বালিকা ছিলাম, স্বামীর নাম শুনে ভয় হ'ত, তখন খেলাশালের খেলা, স্বামীর আদর, যত্ন ও মধুর ব্যবহার অপেক্ষা ভাল লাগিত বটে, কিন্তু আজ কি আর ও সকল ভাল লাগে? আজ কাল স্বামীর জন্য যখন ভাবিতে শিখিয়াছেন, যখন স্বামী কি চিনিয়াছেন, তখন আর কেন বসে থাকা, তাকে পাবার চেষ্টা করাই সর্ব্ব রকমে বিধেয়, এখন দূতীর দরকার হইয়াছে, এই জন্যই নিবেদন, যে সকল লোক প্রভুর কথা কয় কিম্বা প্রভুর তত্ত্ব রাখে, তাদের নিকট সন্ধান করুন, প্রভুর অবস্থান জানিতে পারিবেন। এ সকল লোকের ছোট বড় বিচার করিবেন না, এ'দের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছিবেন না। যাকেই সে পথে দেখিবেন, কাতর প্রাণে প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কেহ চুপ ক'রে চলে যাবে বটে, কিন্তু আবার কেহ আপনাকে আদর ক'রে হাতে ধরে প্রাণবঁধুর নিকট লইয়া যাবে, আর নূতন দাসী ক'রে প্রেমময়ের প্রেম সেবাতে নিযুক্ত করিবে, তখন কৃতার্থ হবেন, তখন সকল জ্বালা জুড়াইবেন, তখন প্রাণবল্লভের মধুর আলাপে ও যত্নে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। তাই বলি, এখন আর বসে থাক্‌লে চল্‌বে না, এখন কাতর প্রাণে প্রাণনাথের উদ্দেশে ছুটিতে হ'বে; আর সময় নাই, আঁধার আসিলে পথ চিনে যাওয়া যাবে না, কেন না সে পথ আমার ভাল রকম জানা নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন চির অভ্যস্ত পথে আসিয়া পড়িতে হবে, তা হ'লে আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আবার সেই ক, খ, হ'তে আরম্ভ কর্‌তে হবে। এখন সময় আছে, এই জন্যই একটু ত্বরিত পদে চলিতে হবে। সে পথের সঙ্গী চান, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গিনী করুন। তাঁকেও বলুন যেন বিলম্ব না করেন। দুজনে এক মন এক প্রাণ হয়ে না গেলে, সেখানে যাওয়া

যায় না। পলকের বিলম্বে লক্ষ যোজন ব্যবধান প'ড়ে যায়, তাই দুজনে মিলে মিশে যাত্রা করুন, তা হ'লেই কৃতার্থ হবেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তে ভজন ফলদায়ক কি না?

নাম করিবার সময় অন্য চিন্তা আসিলে কাতর হইবেন না, তাহাতে কোনই দোষ হয় না, কিন্তু নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গে লইয়া বসিবেন। একবার সংকল্প করিয়া কোন কাজে ব্রতী হইবার পর আর কোন প্রকার অশৌচই স্পর্শ করিতে পারে না, তবে দেখিবেন যেন বসিবার পূর্ব্বে কোন অশৌচ লাগিয়া না থাকে।

হরিনাম করিবার আর কোন রকম আছে? "যেন তেন প্রকারেণ" হরি বলিলেই হইল। নিত্যশুদ্ধ ও পরম সিদ্ধ মন্ত্র স্বরূপ হরিনাম আবার কেমন করিয়া করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যখনই সময় পাবেন, নির্জ্জনে যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে "হরি হে" ব'লে ডাকিবেন আর চক্ষে জল আসিয়া হৃদয় ধৌত হইবে, প্রাণে অপার আনন্দ পাইবেন, আর হৃদয়ে বল পাইবেন।

হরিনাম, যেমন তেমন ক'রে কর, সকলই মনের মত হ'য়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নাম কর, হইতেছে না হইতেছে, নিতাই বিচার করিবেন। বাগান খুঁড়িতে লাগিয়াছি, খুঁড়ে যাই, কেয়ারি বাঁধা কাজ মালী নিজে করিবে, আমার দেখ্‌বার দরকার নাই। নাম করিতে ব'লেছেন ক'রে চল। মন যে দিকে যায় যাক্। মনের জন্য আমি কি করিব, মনকে আমার অধীন ক'রে দিন, আমি তাকে মনের মত কাজ করাইব। এখন বিচারশূন্য হ'য়ে মাটী কেটে চলুন, যেখানে মালীর

মনের মত না হবে নিজেই ডেকে দেখাইয়া দিবে, ও নজরে রাখিয়া করাইয়া লইবে, তোমার আমার চিন্তা করিতে হ'বে না। মালীর উপর নির্ভর ক'রে তার হুকুম মত খাটিয়া চল। কোদাল ঘাড়ে করিলেই তখনই বাগানটি স্বরূপ দেখাইবে না, প্রথম প্রথম যা ছিল তার অপেক্ষা খারাপই নজরে আসিবে। তবে মালী যখন কাটা মাটি নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া লইবে, তখন একপ্রান্তে ব'সে দেখিও, যেখানে নজর পড়িবে, সেই খানেই ছবি আঁকা রহিয়াছে, তখন যাহা যাহা নেত্রে পড়িবে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণরূপ নজরে পড়িবে। সেদিনও দূরে নয়, সেও আমাদের হাতে; আমরা যত শীঘ্র কুপিয়ে দিব, তত শীঘ্রই বাগান সাজিয়া যাবে। অতএব, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে চল, নিতাই মালী পাছে পাছে সাজাইয়া যাইবে, তখন নয়ন মন তৃপ্ত হবে, কোন চিন্তা নাই। চতুর্দ্দিকে আঁকা ছবি দেখিতে ইচ্ছা থাকে, মালীকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঠিক হুকুম মানিতে হবে। তাই বলি মন মন ক'রে ক্ষেপিবার আবশ্যক নাই, নিতাই পদ দৃঢ় করে ধরিয়া চলুন, মনের সাধ মিটিবে চতুর্দ্দিকে রমণীয় রাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শন পাইবেন কোন চিন্তা নাই।

যদি কৃষ্ণ চান, অহরহঃ তাঁর নামে মত্ত থাকুন, খাইতে শুইতে নাম লইতে থাকুন, পবিত্র অপবিত্র মনে করিয়া নাম লইবার সময় অসময় খুঁজিয়া বেড়াইবেন না, সদা নাম করুন, প্রাণে মনে হউক আর নাই হউক, মুখে সদা নাম লইতে থাকুন। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, প্রেম পাইলে কৃষ্ণ পাইবেন।

নাম লইতে কোন বিচার আনিবেন না; মন যে দিকে যায় যাইতে দিবেন; মনকে স্থির করিবার জন্যই নাম। Trained horse কে break করিবার কি আবশ্যক বল দেখি? তবে যে untrained horse,

তাকে সায়েস্তা করিবার জন্যই নানা উপায় করিতে হয়; সেই মনকে কাবুতে আনিবার জনাই যত কিছু সাধন ভজন। ঘোড়া প্রথম প্রথম যেমন নানা দিকে যায়, সোয়ার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না কেবল লাগাম জোরে টানিয়া ধ'রে রাখে, তেমনি হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলে মনও ঘোড়ার মত নানাদিকে যাবার চেষ্টা করিবেই; তাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, জোরে হরিনামটি ধরে রাখিবেন; দেখিবেন অল্পদিনেই মন বাক্য সকলই আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে। নাম কোন রকমে ভুলিবেন না, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাভিমানীদের কোন যুক্তিই মনে স্থান দিবেন না; এক প্রাণে নাম করিতে থাকিবেন, ফল আপনি বুঝিতে পারিবেন। তবে একটি কথা—গাছ রোপণ ক'রেই ফল প্রত্যাশী হ'য়ে গাছের ছাল পাতা নিপীড়ন ক'রে খাইবেন না, তাতে গাছও মরিবে মিষ্টতাও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাই বলি হইতেছে কি না হইতেছে চিন্তাশূন্য হ'য়ে, নাম লইতে থাকিবেন, সেই অধর অবশ্যই একদিন ধরা পড়িবেন। তাঁকে ধরিবার জন্য নামরূপ জালটী প্রশস্ত জাল; তাই বলি এ জাল যত ঘন ও দৃঢ় করিবেন, ততই অধর ধরার উপযোগী হবে। নাম করিতে করিতে যেন বিরাম দেওয়া না হয়; তা হ'লে সেই ফাঁকটি দিয়ে সে ফাঁকি দিয়ে পলাইবে এবং জালের পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিবে; তাই বলি যেন বয়নে বিরাম না থাকে। নাম করিতে করিতে পাগল হ'য়ে যান, ইহাই আমার প্রার্থনা।

মন দৌড়িতেছে, ছাড়িয়া দিবেন। যাক্ সে যেখানে যাবে, আর তার পাছে পাছে না দৌড়ে, আপনারা নাম করিতে থাকিবেন। ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হ'য়ে আপনা আপনিই আসিবে। মন বালকের মত, যত "আয় আয়" ব'লে ডাকিবেন ততই, দূর হ'তে দূরে পলাইবে। তাই বলি তার যাওয়া আসার দিকে দৃষ্টিশূন্য থাকুন, আপনি ফিরিয়া আপন স্থানে

বসিবে। আপনি কিন্তু লক্ষ্যটী ঠিক্ রাখিবেন, নাম লইতে কোন রকমে ছাড়িবেন না, মনের দিকেই মন দিবেন না। সকল অবস্থাতে ও সকল সময়ে কৃষ্ণনামটী জীবনের সম্বল করুন, কৃতার্থ হ'বেন।

ভজন কালীন শুচি অশুচি বিচার।

সদাই হরিনামে মত্ত থাক; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণ নামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে।

যদি কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে কোন রত্ন পায়, তা' হ'লে কি সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া ঐ রত্ন উঠাইবে না? রত্ন লইবার জন্য মানুষ কখন পবিত্রতা অপবিত্রতা মনে স্থান দেয় না। তাই বলি মালা ধারণ করিতে ও মালা জপ করিতে আবার পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান কেন? তা' ছাড়া, যে বস্তু সদাই পরমপবিত্র, তার আবার অপবিত্রতা কোথায়? পাপী যদি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান না করে, তবে তার পাপ যাবে কেমন করে? পাপী আছে ব'লেই গঙ্গার এত মান—এত মাহাত্ম্য। পাপী না থাকিলে কেহ গঙ্গার এত আদর করিত না।

নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই। ইহাতে আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ। নাম নিত্যশুদ্ধ, নাম লইলেই সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে। যেমন অগ্নির নিকট কোন অপ-বিত্রতা থাকিতে পারে না, স্পর্শমাত্রেই যেমন সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া উঠে, সেই রকম কৃষ্ণনামের নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে

পারে না। সঙ্কল্পের পর আর অশৌচ স্পর্শ করিতে পারে না। তখন মৃতাশৌচই কি আর জাতাশৌচই বা কি কিছুই স্পর্শ করে না। তাই বলি যখন নাম করিতে সঙ্কল্পটী করিবেন, তখন মনকে নিকটে রাখিয়া তারপর আর মনের জন্য চিন্তা করিবেন না।

বিশ্বপ্রেম—লাভের উপায়।

নিজের ছেলের মত পরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। এই রকম করিতে করিতে তবে সংসার ছেড়ে সেই কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারা যায়। আপনার না ভুলিলে পরকে ভালবাসা, আর পরকে ভাল না বাসিলে, কৃষ্ণপ্রেম আসে না। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য, সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন—

(১) নামে রুচি
(২) জীবে দয়া
(৩) বৈষ্ণব সেবন।

এ তিনটীর কোনটী করিতে গেলেই আপনাকে ভুলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আপনাকে ছাড়িলে তবে সেই আপনার ধন কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ পাইলেই জগৎকেই পাওয়া হইল, তখন জগৎই আপনার হইয়া যাইবে। আজ যাহাকে ভূলে কৃষ্ণ পাইলেন, কৃষ্ণ পাইলেই, তাহারাই আবার আপনার হইয়া আসিবে।

পাখী ধরে খাঁচার ভিতর দেখা অপেক্ষা জঙ্গলী পাখী দেখে সুখী হও। পাখী দেখিতে চেষ্টা কর, ধরিতে চেষ্টা করিও না। যে পাখী

ধরে, তার একটী মাত্র পাখী, আর যে না ধরে, জগতের সকল পাখী তার।

পাগলের ভুলিয়া আনন্দ আর প্রেমীর ভুলিয়া আনন্দ, কয়েদীর জেলখানা আর Jail Superintendentএর জেলখানার মত; একজন অধীন, আর অন্য জন স্বাধীন। পাগলের আনন্দ বা ভুল তার আয়ত্ত নাই, প্রেমীর ভুল আয়ত্ত। পাগল সকল ভুলে যায়, প্রেমী সকল মনে রাখিয়া ভুলে যায়। এই ভিত্তির উপর সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত ক'রে লইও।

নেশার আনন্দ ঐরূপ; আনন্দ আমাতে নাই, নেশাতে। নেশার সঙ্গেই তার শেষ হয়। প্রেমের মজা প্রেমীই জানে, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। শরীর ভুলিলেই প্রেম আসে, শরীরের চিন্তা প্রেমকে শুষ্ক করে। আপনা ভুলে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার সুখ কেহ অনুভব করিতে পারে না। ফিরে পাবার আশা রাখিয়া ভাল বাসিলে ভালবাসা হইল না, সেটী ব্যবসা হইল; দিলাম আর সমান মূল্য নিলাম। একবার ভুলে ভালবাসিয়া দেখ কি মজা!

জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণ প্রেম আসিবে। সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরের পরকে ভাল বাসিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিয়েছেন। জীব প্রথমে নিজকে ও নিজের মা বাপ, ভাই, ভগ্নীকে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে বড় হলে এগুলি ছাড়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভালবাসে, তারপর বিবাহ হ'লে ক্রমেই আর একটি সংসারের অনেকগুলিকে ভালবাসিতে শিখে, তার পর ছেলে মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা আরও কতকগুলি অপরিচিত পরকে নিজের ক'রে লইতে হয়, এই রকম বাড়িতে বাড়িতে যখন কেবল সম্বন্ধটী ছাড়ে, তখন

ঐ ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম হয়, তখন কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণ বলিতে পারে ও অপার আনন্দ পায়। তাই বলি ভালবাসিতে পয়সা খরচ হয় না, সেটা কেবল মনকে একটু প্রশস্ত করা মাত্র। যখন শক্তি হবে, তখন অর্থ দ্বারা, বস্ত্র দ্বারা, পরের দুঃখ ঘুচাইবে, আর সকল সময়ে মিষ্ট কথাতে পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিবে। একটা আম নিজের ছেলেকে দিতেছ, সেখানে একটা দুঃখীর সন্তান থাকিলে, তারই একটু তাকে দিলেই চলে, তাতে কোন ক্ষতি হয় না; ছেলের পাঁচটা জামা আছে, অন্যের ছেলে একটা, শীতে কাতর হইতেছে দেখে, তারই একটা দিলে, ছেলের আর কম হইল না, অথচ একটা গরিব শীত হইতে বাঁচিল; এই রকমে আরম্ভ করিতে হয়, তার পর আপনা আপনি হৃদয় কোমল হইয়া পড়ে।

প্রভুর কৃপা শীঘ্র লাভের উপায়।

আকুলতাকে ও তার আদরের ভগ্নী লালসাকে, নিত্য সঙ্গিনী করিবে। ইহারাই বৃন্দাবনের ললিতা, বিশাখা, ইহারাই কৃষ্ণ দিবার নিবার একমাত্র অধিকারিণী। এ দুজনের সঙ্গ কদাচ ছাড়িও না। ইহারাই তোমার হাত ধরিয়া নিকুঞ্জ কাননে যুগল মিলন দেখাইবে। ইহারাই তোমায় হাত ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের নিকট নিত্য সেবার জন্য নূতন দাসী করিয়া অর্পণ করিবে। কুমীর পোকার মত ইহারাই তোমাকে নিজেদের রং ধরাইবে; তাই বলি ইহাদিগকে ভুলিয়া থেক না। যে আহার দিলে ইহারা পরম পুষ্ট হইবে সযতনে তাহাই দিবে। ইহারা কি খাইলে ভাল থাকে ও পুষ্ট হয়, যদি

নিজে না জানিতে পার, তাহা হইলে যাঁহাদের নিকট ইহারা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহাদিগকে রাখিও না মলিন হইয়া যাইবে। সদা নানা আবরণে আবৃত রাখিও, যতদিন না রং পাকে ততদিন আবরণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও। স্ত্রীলোকের লজ্জাই আবরণ, লজ্জা হারাইলে আর সে মধুরতা থাকে না। এইজন্য ইহাদের মুখাবরণ যার তার নিকট খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিও না। যাহারা কামের নজরে দেখিবে, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দিও না; ইহাতে সদাই সাবধান হইবে।

আহারে, নিদ্রাতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, জগতে যত খেলা খেল, তাঁকে মনে রাখ। তাঁহাকে সদা ভাবিবে বলিয়া কি আর সংসারের কোন কার্য্য করিবে না? সংসারের কাজ সেই সব করিবে, কিন্তু এমন কোন পলকটী যাইবে না যে সময়ে তুমি তাঁহাকে মনে না করিবে। এইরূপ ভাবে তাঁকে মনে রাখিলে মায়া ফাঁস আর থাকিবে না; নিশ্চিন্ত হইবে।

কুলরমণীর উপপতি চিন্তার মত কৃষ্ণ চিন্তা করিলেই, মনে প্রাণে, অন্তরে বাহিরে, কৃষ্ণ ভাবা হয়, তাতেই প্রেম আসে। এই কথাই নরোত্তম ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন "রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। কৃষ্ণ কখন কাহাকেও চরণ ছাড়া করেন না, তা হ'লে তাঁর থাকিবার স্থান কোথায়? গীতা বলেছেন "একাংশেন স্থিতং জগৎ" অতএব কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে থাকিবার স্থান নাই; তবে যেমন মাথা বিগড়ান ছেলে মনে করে "মা বাপ তাকে ভালবাসে না," তেমনই বহির্ম্মুখ জন কৃষ্ণ কৃপা বুঝিতে পারে না। এখন বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাবে দোষ কার? ভালবাসা, আদান প্রদানে পরিপুষ্ট ও মধুর হয়, আংশিক হলে তত মধুর বলে মনে হয় না। আমি

যারে ভালবাসি, সে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না, আর পূর্ণ না হলেও মধুর হয় না। তাই নিবেদন, আপনি সরল হ'লে তিনিও সরল হবেন; সরল হবেন বল্লে ভুল বলা হল, কেননা তিনি সরলই; আমি সরল হলেই, তাঁর প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে পারিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই মত কৃষ্ণপ্রেম বলিতে গিয়া ব'লেছেন "বিষামৃতে একত্র মিলন"; আরও বলেছেন "কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যাজন"। দেখুন ইক্ষু বড়ই ঠাণ্ডা, কিন্তু মাধুর্য্য বেশী করিবার জন্য যেমন উত্তাপ দেওয়া যায়, তেমনই সরল প্রেমকে সমধিক মধুর করিবার জন্যই কুটিল করা হয়, নচেৎ প্রেম অপেক্ষা সরল আর কিছুই নাই। আর সেই প্রেমের আধার কৃষ্ণ কি কখন কুটিল হ'তে পারে? গোপীদের কান্না, মা যশোদার কান্না, ভক্তের কান্না, এইরূপ প্রেমের গ্রন্থি বড়ই মধুর। তাই ভক্ত, প্রভুর নিকট সকল ছেড়ে কান্না প্রার্থনা করে, কান্নাই প্রেমের গাঁঠ এই জন্য বেশী মিষ্ট। ভাল-বেসে যে না কাঁদে, তার ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সোণার যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না, দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণ করুন, যেন আমরা চিরদিন কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিতে পাই। কান্না প্রেম স্রোতের ঘূর্ণি, এই জন্যই বেশী গভীর।

কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, কেহই আজ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁর নিকট হ'তে ফিরে নাই, যে যা চায়, তিনি তাকে তাহাই দিয়ে কৃতার্থ করেন। মনে ভুলে মুখে ডাকিলে তাঁর দয়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়, তাই বলি, যারা শীঘ্র তাঁর দয়া পাইবার ইচ্ছা রাখে, তারা যেন মনে মুখে এক করে।

নাম করিতে হয়, নামের জন্য করিও না, তাঁর নাম বলিয়া মনে করিও। পাঠ করিতে হয়, তাঁর গুণ কীর্ত্তন মনে করিয়া পাঠ করা উচিত

নয় কি? শ্রবণ করিতে হয়, প্রাণের ভালবাসার কথা মনে করিয়া গোপনে শুনিতে হয়।

প্রভুর নাম "অধমতারণ" "ঠাকুর" ইত্যাদি দিলে, তাঁকে একটু দূর করা হয়। স্ত্রী তার প্রাণের প্রাণকে ততদিন "আপনি" "আসুন" ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, যতদিন ঘনিষ্ঠতা না হয়। তাই বলি, সেই প্রাণের প্রাণবল্লভকে ও সব নামে অভিহিত করিলে, তাঁকে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটু দূর করা হয়। আমার রসিকশেখর নটবরকে রাখাল বেশটী ভাল লাগে, কাজ কি তাকে রাজা সাজানতে? একজন অতীব ফাজিলকে যদি ভাল লোক, ভাল লোক, করিয়া আদর করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদরকারীর নিকট আপনার চঞ্চল স্বভাব ভুলিয়া যাইয়া ভদ্রলোক সাজে। সেইজন্য বলি, আমার রাখালটীকে রাজা সাজাইওনা, তা'কে প্রাণনাথ, বন্ধু, হৃদয়বল্লভ ইত্যাদি নামেই ডাকিবে। দয়াময়, অধমতারণ ইত্যাদি নামে ডাকিয়া তা'র আদর বাড়াইও না। তাহা হইলে তাঁহাকে পাইতে একটু দেরী হইবে। ঋষি মুনিগণ অনন্তকাল তাঁহাকে "পতিতপাবন" "দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়াও পান নাই; কিন্তু ব্রজের গোপকন্যাগণ "বন্ধু" বলিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া, কেবল দেখা দেওয়া কেন, তাদের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন এবং হাতে ধরাতে পায়ে ধরাতেও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সেই রমণীর নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, পরেও করিবেন। দেখ, যে ঠাকুরটি যোগীদিগের আরাধ্য ধন, যাহাকে সুকৃত সাধকগণ বহু যত্নে বহু কষ্টে অতীব সতর্কতার সহিত ধ্যানে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন, তিনিই নাকি গোপরমণীদের দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কত গালি খাইয়াছেন! তাই বলি, তা'র আদর বাড়াইও না, রাখালকে রাখালই রাখ, সুখ পাইবে।

সাধকের পালনীয় বিষয়।

এ পৃথিবীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজধন মনে করিয়া তাহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাস। প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে, সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই, তাহার সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়। তিনি যাঁর বন্ধু, স্থাবর জঙ্গম সকলই তাঁর বন্ধু; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্ব কারণের কারণ কৃষ্ণকে ভালবাসা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

ধন সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়, তেমনই নাম সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংযম ও গোপন করিতে হয়; পরে যেমন যখন অর্থ অধিক হয়, তখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না,—আপনা আপনি আস'তে থাকে, ব্যাঙ্কের সুদের মত,—তেমনি যখন নাম ধনে ধনী হওয়া যায় তখন আর গোপন করিলেও থাকে না, আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে; তাই বলি প্রথমতঃ সংযম ও গোপন এই দুইটীর সাহায্য লইতে হয়, তা' না হ'লে সামান্য ধন কেহ চুরি করে নিলে, পুঁজি ফাঁক হয়ে যায়।

কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধনরত্ন পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন

প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাঁহাকে বশ করা যায় না ; তাই বলি যেন অনুরাগ বজায় থাকে।

আমার নিতাই, নীচজনকে বড় ভালবাসেন। নিজকে নীচ জ্ঞানটী যেন চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। মৃত্তিকা সকল হ'তে নীচ, তাই সকল প্রকার উচ্চরত্নের জন্মভূমি। যে যত নীচ, প্রভুর নজরে সে ততই উচ্চ। প্রভুর নিকট নীচের আদর বেশী; তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনা, যেন চিরদিন নীচ হয়ে থাকিতে পারি, কখন যেন উচ্চ বলিয়া মনে না হয়, কিম্বা উচ্চ হ'বার বাসনা হৃদয়ে না জাগে।

অভিমান শূন্য হইতে হইবে, নতুবা নিতান্ত অভিমান শূন্য নিতাই দয়া করিবেন না। হৃদয়কে নরম করিতে হইবে, নতুবা সেই অতি নরম কৃষ্ণ চরণ কখনই হৃদয়ে আসিবে না; তাই বলি হৃদয়ে যাহা কিছু কঠিনতা আছে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করাই ভাল।

অভিমান শূন্য হইয়া আমার নিতাইয়ের শরণ লও, তিনি আদরে কোলে তুলে কৃষ্ণ প্রেম তোমাদিগকে দিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তাই ব'লে অভিমানীর পক্ষে নন। অভিমানীর পক্ষে, তিনি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। তাই বলি অভিমান ছেড়ে নির্ম্মল হও। প্রেম-পুষ্পের পক্ষে অভিমানই বজ্রকীট স্বরূপ; প্রেম চাওত অভিমান ছাড় এবং যা'কে দেখিবে তা'কে ইহাই কও।

অভিমান করিতে হয়, সেই কৃষ্ণের উপর করিও। মানুষের উপর কিংবা কীট পতঙ্গের উপর অভিমান করিও না। যার সঙ্গে প্রাণের ভালবাসা, অভিমান তারই উপর করিতে পারা যায়; তাই বলি কৃষ্ণকে প্রাণ দিয়া ভালবাস এবং তাঁহার উপর অভিমান কর। পরের উপর অভিমান চলে না; করিলেও কোন ফল হয় না। কেবল নিজের অভিমানে নিজে পুড়িয়া মরিতে হয়।

এ জগতে পাপী তাপী সকলেই তাঁর নিকট অতি আদরের ও যত্নের ধন, এটী মনে রাখিয়াই কোন পতিতের উপর ঘৃণা করিও না। পাপীও সেই কৃষ্ণের, আর পরম প্রেমিক পুরুষও সেই কৃষ্ণের। যে জল্লাদ রাজাজ্ঞাতে কাহাকেও কাটিয়া ফেলে, কিম্বা ফাঁসি দেয়, সে কি রাজ-সরকারের চাকর নয়? যেমন মন্ত্রী তেমনই জল্লাদ; প্রভু যাকে যেমন কার্য্যের ভার দিয়াছেন, সে তেমনি কাজ করিয়া প্রভুর হুকুম প্রতিপালন করিতেছে। তবে আর পতিতকে দেখিয়া ঘৃণা কেন? তা'কেও হাসি মুখে প্রেমে গলিয়া কোল দিলে, কি কখনও কৃষ্ণ তোমার উপর রাগ করিবেন? কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিবেন; কিন্তু বেশ করে দে'খতে গেলে কথাটীর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। যাহারই সাপ তাহারই মানুষ—তবে আর সাপের উপর রাগ কেন? তাই বলি অযাচিত ভাবে যাকে তাকে নাম দাও, আর প্রাণ খোলা ভালবাসা দাও। যে তোমার শত্রুতা করিতেছে তাকে প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে শিক্ষা কর। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আমাদের চক্ষে যাহারা পাপী তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই কাঁদ, আর সেই পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুর আমার নিতাইকে জানাও, কিন্তু যত দিন বল না পাইতেছ ততদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিতকে উঠাইতে যাইও না। তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে না, লাভের মধ্যে নিজেও প'ড়ে যেয়ে আঘাত লাগাইতে পার। মনে মনে প্রাণে প্রাণে অপরের মঙ্গল প্রার্থনা কর। সদাই প্রেমের জন্য সেই প্রেমের হরির নিকট প্রার্থনা কর, বিনা প্রেমে সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। নিতাই আমার প্রেমময়, সাক্ষাৎ প্রেম স্বরূপ এবং প্রধান প্রেমদাতা। অতএব প্রাণের গৌর পাইতে চান, নিতাইয়ের পদাশ্রয় করিতে ভুলিবেন না। নিতাই বড়ই দয়াময়।

জগৎ সুখময় দেখিতে চাহিলে সুখের গাছের তলায় বসিয়া দেখ। নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় কর, অতি কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁর পদাশ্রয় লও—দেখিবে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইবে, আর প্রেমের চক্ষে সকলই প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময় দেখিবে, তখন কৃতার্থ হইবে, —তখন সকল জ্বালা জুড়াইবে। জ্বালা জুড়াইতে হইলে, যে প্রেমময় কৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করে, সেই কৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে। প্রথম প্রথম অজ্ঞান বশতঃ নিজ স্বার্থ ছাড়িতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্বার্থ ছাড়িলে ক্রমে যাহাদিগকে ছাড়িয়াছি তাহারাই আবার আপনার নিকট আসে; অতএব দুদিনের স্বার্থের জন্য মানুষ যেন চিরদিনের লাভকে ভ্রান্ত হইয়া বিসর্জ্জন না দেয়। যদি চিরসুখে কেহ থাকিতে চান, তিনি সামান্য চক্ষু বুজিয়া তাহার স্বার্থ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন। স্বার্থ থাকিতে হরি ভজন হয় না।

কোন রিপুর হাত হইতে এড়াইবার উপায়—রিপু কম জোরী হইলে তাহাকে বিনাশ কিম্বা আপন অধীনে আনা, আর রিপু বলবান্ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা। এই দুই ব্যতীত তৃতীয় উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলি যদি কেহ কোন শত্রু হাত হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কায়মনোবাক্যে তাহার সঙ্গ না করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কাম বলুন, ক্রোধই বলুন অথবা অন্য যে কোন বলবান্ রিপুর হাত হইতে এড়াইতে ইচ্ছা হইলে, তাহাদের রাজ্যদিকে দৃষ্টিপাতও করিতে নাই। নিজের চেষ্টা এই—আর তার উপর সেই করুণাময় কৃষ্ণের আশ্রয় লওয়া ও তাঁর রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা চাই। কৃষ্ণের নাম শুনিলে সকল শত্রুই দূরে পলায়ন করে, কেননা তাঁকে সকলেই ভয় করে; অতএব যদি কেহ এই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তিনি যেন অহরহঃ

কৃষ্ণ নামে মত্ত থাকেন তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সকল মহাশত্রুই যখন আপনাকে সর্ব্বদাই মহাস্ত্রধারী দেখিবে, তখন নিজে নিজেই তারা আপনার শরণাগত হইয়া পড়িবে। নামের জোরে সকলই হইতে পারে, এই জন্যই ভাগবতে বলেছেন—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

তোমাদের আশ্রয়টী সেই দয়াময় হরির নামটী। এই সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিলে কোন শত্রুই কখনই কোন রকম পীড়া দিতে পারিবে না। যে এই দুর্গের মধ্যে বাস করে সে সদাই নিশ্চিন্ত ও পরম আহ্লাদে থাকিতে পারে। এই দুর্গবাসীদের রক্ষার ও শক্তির জন্য ধ্যান, ধারণা ও উপরতি প্রভৃতি মহা মহা বলবান রক্ষী, সারথি, সৈন্যাধ্যক্ষ রাখিতে হয় না, কেননা চক্রধারীর চক্রটী অতীব সতর্কতার সহিত দুর্গের চারিধার রক্ষা করিতেছে, যে চক্রের দূরদর্শন মাত্রেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি পরম উগ্র ও মহাবলবান্ শত্রুরা ভয়ে দিক্ বিদিক্ না দেখিয়া দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাই বলি ভক্তের নিকট অতীব মধুর এবং শত্রুর পক্ষে বজ্রাদপি কঠিন কৃষ্ণ নামটী কদাচ ভুলিও না। এমন মহাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাকিলে আর কোন ভয় নাই। এই জন্যই চৈতন্য শিক্ষা (১) জীবে দয়া (২) নামে রুচি (৩) বৈষ্ণব সেবন।

সাধ্য মত এই শিক্ষার অনুগমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রথম আরম্ভ—সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে করিতে কৃষ্ণ নামে রুচি হয় এবং নামে রুচি হইলেই নাম করিতে করিতে মহতের দয়া হয়; মহতের দয়া, কৃষ্ণ কৃপা অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কৃষ্ণকে পাইলেই জীব মুক্তি পায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্তকে পাইলে জীব স্বয়ং কৃষ্ণকে পায়

অতএব কৃষ্ণ পাওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ মূল্যবান্। নাম করিতে করিতে কেবল ভক্ত সঙ্গ পাওয়া যায়। নাম করিলে কি হবে না হবে বিচার না করিয়া, অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, চির সুখে ও চিরশান্তিতে থাকিবেন।

রাজসিক ও তামসিক তপ দ্বারা অনেকেই সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ হইয়াও তাঁ'দের নিজ নিজ গুণ শক্তিহীন হয় না, তা'র অনন্ত সাক্ষী পাইবে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহারা সিদ্ধ হইয়াও আপন আপন ইষ্টের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে ছাড়ে নাই,—ইহাই তম। তাই বলি সত্ত্ব গুণ দ্বারা আরাধনা করিতে থাকুন, পবিত্র ও সুখী হইবেন। নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটী ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন, যাকে তাকে দেখাইলে নিলর্জ্জা বলিয়া অপবাদ করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাধুজন বার বার বলিতেছেন "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"। তাই বলি আমার এই মাত্র একান্ত ভিক্ষা, যাহা যাহা করিবেন একটু গোপনেই করিবেন। এই যেমন, যদি মাংস ছাড়েন খাইতে বসিয়া বমির ভান করিবেন; একদিন দুদিন এই রকম করিয়া পরে বলিবেন মাংসে অরুচি হইয়াছে। এই রকম চাতুরী সকলই খেলিতে হইবে, তবে বিনা ব্যাঘাতে উন্নতির পথ পাইবেন, নচেৎ অনেক বাধা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়া হরি ভজন করিতে হইলেই চাতুরী চাই; সংসার ছাড়িলে তত দরকার নাই। সংসারে থাকিয়া হরিভজন দেখাইবার আদর্শ ব্রজলীলা,—তাই তাতে সাধারণ চক্ষে এত চাতুরী দেখা যায়।

অন্য চিন্তাতে মনকে খারাপ করিও না। সদাই সেই প্রেমময়ের প্রেম হ্রদে ডুবিয়া সুধা খাও, তখন বিষ খাইলেও মরিবে না। বিষের জ্বালায়

জ্বলিবে না। তবে যদি কোন হতভাগা সেই প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও মুখ বুজিয়া থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র। তারাত সদাই জ্বলিতেছে নিবাইবার আর স্থান কোথায়। এমন মনে করিও না যে আমি এটি অযথা কথা লিখিলাম, কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও কি কখনও জ্বলিতে পারে? যাহার দর্শনে কোটী কাম নিবারণ হয়, তাঁহার স্পর্শেও কি কখনও জ্বালা আসিতে পারে? তার সাক্ষ্য দেখনা জটিলা কুটিলা। তারাত সেই প্রেমময় মুর্ত্তি দেখিয়াছিল তবে কেন জ্বলিত? চন্দ্রাবলীও ত সদাই হ্রদে পড়িয়া থাকিত কিন্তু সেও ত আমার কিশোরীর মত জুড়াইতে পারে নাই। দেখ সাধকগণ সাধিতে সাধিতেও পতিত হয় কি না? তারা-ওত সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে, তবে কেন জ্বলে। তাই বলি, সেই প্রেম সরোবরে অনেক বিষাক্ত সর্পও বাস করে। কামে জলকে বেশী চঞ্চল করিলে সেই সব সর্প দংশন করে। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকে, সুধা পান না করে, তারাই জ্বলে তারাই মরে।

গরিব দুঃখীকে দেখিয়া কাতর হইবে ও গরিবের কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান্ হইবে। অর্থ দ্বারা হউক কিম্বা কথার দ্বারায় হউক, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কোন রকম উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও কোন রকম বিপদ গ্রস্ত করিবে না। কোন কারণ বশতঃ রাগ হইলে সেই রাগকে চিরসঙ্গী করিবে না। তখনই রাগকে অন্তর হইতে উঠাইয়া ফেলিবে। অঙ্কুরে যেমনই প্রকাণ্ড বৃক্ষ হউক, বিনা ক্লেশে উঠাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু একটু বড় হইলে তাহাকে উঠাইলে যেমন চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া যায়, ক্রোধও তেমনি একটু বড় হইলে উঠান শক্ত হয় এবং কোন রকমে উঠাইলেও একটী ভয়ানক চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ একবার মাত্র শরীরে স্থান পাইলে প্রায় যায় না, আর কোন রকমে যদি তাড়ান যায় তাহা হইলে

শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াই যায়। তাই বলি, এমন শত্রুকে কদাচ শরীরে বাস করিতে দিবে না। যদি কখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সময় পাইলেই নির্জ্জন স্থানে বেড়াইবে; বনে নদীর ধারে মাঠে বেড়াইয়া যে সুখ ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়ে সে সুখ নাই।

নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উচ্চরবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দুনয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে। নির্জ্জনে আপন মনে গুণ গুণ স্বরে গান যে রকম মধুর বোধ হয়, তানলয়যুক্ত তান্‌সেনের গানও তেমন মিষ্ট ব'লে মনে হয় না, ও হ'তেও পারে না। নির্জ্জনবাসের আনন্দ ব'লে বুঝান যায় না, নির্জ্জনবাসের আনন্দ নির্জ্জনবাসের আনন্দের মত।

যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কাঁদিতে হইবে না! আমরা হারাইয়া গেলেও তিনি খুঁজিয়া লইবেন, আমরা ভুলিলেও তিনি মনে ক'রে দিবেন, আমরা কাঁদিলে তিনি চ'ক্ষের জল মুছাইয়া দিবেন, আমরা হাঁসিলে আমাদের আনন্দ তিনিই বাড়াইয়া দিবেন; এইটী মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন। মা বাপ বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, স্বামী বলিতে হয় তাঁ'কেই বলুন। তাঁ'কে ভুলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বও নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক, তাঁ'কে মনে থাকিলে নরক মধ্যেও বৈকুণ্ঠের অপার আনন্দ পাওয়া যায়। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার ভর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা, তাঁকে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিব?

"পরোপকার" এই কথাটী জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে; "পরপীড়ন" কথাটী অন্তর হইতে অন্তরে রাখিবে। কায়মনোবাক্যের দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য বলিতে ভয় পাইও না,

তবে যেখানে সত্য বলিলে অন্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা মনে করিবে, সেখানে চুপ করিয়া থাকিও। সকল কাজে সে করুণাময় কৃষ্ণকে ও তাঁর মধু মাখা নামটী স্মরণ রখিবে।

রাত দিন খেলা করিও না। মন্দ বই পড়োনা, মন্দ কথায় থেকোনা, মন্দ কাজ নিজেও করোনা এবং লোককেও কর্ত্তে দিও না।

যেটী নিজের মৌরসি, সেই হরিনামটীর মাত্র সদা যত্ন কর। সেটি বাড়াইবার জন্য স্থদে খাটাও, দরিদ্রকে তাহা হইতে সাহায্য করিয়া নিজেও হও আর তাকেও কৃতার্থ কর। মার খেয়ে অপমান সহ্য ক'রে যাকে তাকে এই মধুর নামটী দিবার চেষ্টা করিবে। সংসারে কোন দ্রব্যের জন্য তত কাতরতা প্রকাশ করিও না। ভাল মন্দ উভয় কথাই মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা কর। লোকের দেওয়া মান যেমন মানই নয়, তেমনি লোকের দেওয়া অপযশও।

জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণনাম লওয়া, জীবে দয়া করা, অর্থীর অভিলাষ পূরণ করা, আতুরের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করা। এই কার্য্যগুলি না থাকিলে মানুষে আর নিকৃষ্ট পশুতে কিছু প্রভেদ থাকিত না। যতদিন পর্য্যন্ত হরিপ্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অতি যত্নে এই হরিপ্রেম সহচরগুলিতে মন রাখিতে হয়। ইহাদিগকে মনে প্রাণে ভালবাসিলে হরিপ্রেম আসে, তখন আর এদের পৃথক্ যত্ন ক'র্‌তে হয় না। স্বয়ং বরকে পাইলে বরযাত্রীর সেবা কেহ করে না, করিবার অবকাশও পায় না। তাই প্রেমে মত্ত হইবার পূর্ব্বে এই গুলির বিশেষ যত্ন করিবে, কদাচ ইহাদের নিকট মুখ লুকাইয়া সকল দিক হারাইও না। যতদিন বিবাহ না হয়, বর-ঘরের কুকুরটীর পর্য্যন্তও আদর যত্ন করিতেই হইবে; যেমন বিবাহ হইলে সকলকে ছাড়া যায়, কিন্তু বরের মা বাপের সহিত বিরোধ করিতে নাই, তাদের তোষামোদ চিরদিনই করিতে হয়,

তেমনি কৃষ্ণ প্রেম হইলেও কৃষ্ণনামটী ছাড়িও না। নামই প্রেমের মা বাপ, নাম হইতেই প্রেম পাওয়া যায়, আর প্রেম হইতেই প্রেমের হরি। তাই বলি, সকল ছাড় কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নামটী ভুলিও না; অহরহঃ নামে মত্ত থাক। নাম বই তাঁকে পাবার অন্য কোন সহজ উপায় আছে কিনা (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) আমি বলিতে পারি না।

এ জগতে কাহাকেও পর মনে করিও না। সকলকেই নিজ জন মনে করিবে এবং সেই রকম ব্যবহার করিবে। সদ্ব্যবহার পাইয়া কেহ তোমার সহিত অসৎ ব্যবহার করিলে দুঃখিত না হইয়া কাতর প্রাণে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে এবং ক্ষমা করিবে; ক্রমে দেখিতে পাইবে অতীব ভীষণ বন্য পশুও তোমার স্নেহে বশ হইয়া তোমাকে ভালবাসিবে।

মার্ব্বেলের নির্ম্মিত পাইখানা দেখে মানুষ চক্ষে মুখে কাপড় ঢাকিয়া যায়, আর অতীব ভাঙ্গা ফুটা জঙ্গল পূর্ণ দেবস্থানে মস্তক নত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে না কি? কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লও, শরীর দেবমন্দির তুল্য হইয়া যাইবে। হরি ভুলিয়া দেবদেহও নরক তুল্য মনে করিবে। হরিকে ভালবাস আর হরির যাহা যাহা তাহাও ভালবাস। হরিকে ভালবাসিয়া হরির জিনিষগুলি ভাল না বাসিলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই কোন বিলাতী প্রেমময়ী আপনার প্রেমিককে লিখিয়াছিলেন "if you love me, love my dog" (যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকে ভালবাস)। তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎকে ভালবাসা চাই, কেননা সকলই সেই কৃষ্ণের ধন জন। এ পৃথিবীকে আর পৃথিবীর জিনিষকে কৃষ্ণের ধন বলিয়া ভালবাস, তাদের জন্য তা'দিগকে ভালবাসিবে না। যে কেহ চিরজীবনের জন্য শান্তি চায়, সে যেন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ নামটী

নিজের গুপ্তধন মনে করিয়া প্রাণে প্রাণে আদর যত্ন করে। গুপ্তধন যেমন পাছে অন্যে দেখে, এই ভয়ে সকল সময়ে দেখিতে চায় না, কিন্তু ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে ধনের চিন্তা ত্যাগ করে না, সেই রকম কৃষ্ণ ভজনটী গুপ্তধনের মত প্রাণে প্রাণে ভালবাস, লোক দেখাইতে গেলে হয়ত কেহ চুরি ক'রে নিতে পারে। তবে যখন এ ধনে মহাধনী হইয়া পড়িবে, তখন রাজার ধনের ধনাগারের মত সর্ব্ব সমক্ষে রাখিলেও কোন ভয় থাকিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক না হইতে পারিতেছ ততদিন গোপন করা চাই। প্রেমিকা যেমন নানা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও, আপন আপন বন্ধুর চিন্তাটী অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারে না তেমনি এই সংসারে মত্ত থাকিয়াও নিজ ইষ্ট কৃষ্ণনামটী কদাচ ভুলিবে না।

পরপতিরক্তা মূর্খ স্ত্রীগণ দিনরাত উপপতি সহবাস মিথ্যা লালসাতে গৃহে, কুলে, জলাঞ্জলি দিয়া বাহির হয় এবং দুই দিন মধ্যেই সামান্য সুখের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ পায়। তাই সাবধান করিতেছি, সুখে দুঃখে যেন নিজ স্বামীকে ত্যাগ না করে। এ পথের আড়কাটি কে কে তাও বলিয়া দিই। যাহারা সোহাগ চায়, প্রেম চায়, আর স্বামী সুখে সুখিনী হইতে চায়, তাহারা যেন পরের মুখে পরের স্বামীর গুণকীর্ত্তন না শুনে, যে সকল স্ত্রী অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী তা'দের সহবাস না করে। যাহারা স্বামীর সেবা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রতিসুখলালসাতে মত্তা, তা'দের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করে। যাহারা কঠোরপুরুষস্বভাবা তাদের মুখ পর্য্যন্তও দর্শন না করে। যেস্থানে নিজ স্বামীর নিন্দা হইবে, সে স্থান ভ্রমেও না মাড়ান। যাহারা স্বামীর মন না বুঝিয়া নিজেদের রূপযৌবনমদে মত্তা, তাদের নিকট না যান। যাহারা স্বামীর ভালবাসা না চাহিয়া অপদার্থ সংসারের দ্রব্যের জন্য স্বামীর

নিকট সর্ব্বদাই এটী ওটী প্রার্থনা করে, তা'দের পথে গমন না করে। আর, যাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের স্বামীর কথা তুলে বিচার করেন, সে দলে কোন রকমে ভুক্ত না হয়। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের সহায় যাহারা, সদাই তা'দের সঙ্গ করিলেই দিন দিন ভালবাসা বৃদ্ধি হইয়া প্রেম হয়, আর প্রেম হইলেই প্রেমের ধন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এ পথের সঙ্গী কারা, তা'দের নাম জানি বলিয়া দিতেছি, মনে রাখিলেই উপকার হইবে। প্রধান প্রেমিকজন,—তাঁদের সঙ্গ সদা অভিলাষ করিতে সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁরা দয়া করিলে পাথরেও প্রেম জন্মাইতে পারেন। দ্বিতীয় যাঁহারা তোমার মত স্বামী সোহাগিনী ও স্বামী প্রেমোন্মত্তা, তাঁদের জাতি বিচার না করিয়া তাঁদের সহবাস করিতে কদাচ ভুলিবে না। যেখানে নিজ স্বামীর যশঃকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ হয়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে হয়; আর যতদিন এই প্রেম গাঢ় না হয়, ততদিন পর সঙ্গ না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সদাই স্বামীর নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করা চাই। জগতের জন্য কিংবা তোমার জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন জিনিষকেই ভালবাসিবে না। সকল জীবকে সমভাবে দয়া করিতে হইবে, আর অনন্যচিত্ত হইয়া নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইবে। ষোল আনা প্রাণ না দিলে আর প্রেম হয় না। একটী গানে তাই আছে "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। আর প্রেম না হ'লে প্রেমের হরি মিলে না। সকল অপেক্ষা প্রধান ও প্রথম উপায় নাম এবং ইহার গোপন ও উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রেমের সোপান। সকল ভুলিয়া নাম করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিয়া থাকেন।

যৎসামান্য লাভে সুখী হইবে, অসদুপায়ে অর্থ চেষ্টা করিবে না;

নিজ অর্জ্জিত কতক অংশ সদ্ব্যয়ে লাগাইবে। অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্ব নয়, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মনে করিবে পার্থিব আয়াস আরামের জন্য লালায়িত হইবে না।

ভোলাই মজা, ভোলাই সুখ। লোকে বলে—মরিলে হায় করি, বাঁচি, কেন বলে জান ? মরিলেই সব ভুলিয়া যায়, কিছুই আর মনে থাকে না। মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, আপন, পর সমস্তই ভুলিয়া যায়, কেহই আর তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। ভোলাতে মজা আছে, তাই শিব সর্ব্ব দেবতা অপেক্ষা মজাতে আছেন।

এ সংসার মধ্যে কষ্ট ভুলা একটি অমূল্য রত্ন, যাহারা ভুলিতে শিখিয়াছে, তাহারা সংসার জয় করিয়াছে। এক পক্ষে ভুলা যেমন একটি মহা রত্ন অপর পক্ষে মনে রাখা তেমনি একটি অমূল্য নিধি। তাই বলি ভুলিতে শিখ, আর মনে রাখিতে শিখ। বুঝিতে পারিয়াছ কি ? বোধ হয় মনে করিবে, কি ভুলিব আর কিবা মনে রাখিব ? তাই বলি শুন, অপরে যখন তোমাকে অপমান করিবে, তাড়না করিবে, মারিবে, তজ্জন্য যে মনের কষ্ট সেইটী ভুলা, আর তুমি যখন স্বয়ং অন্য কাহারও মনে কষ্ট দিবে সেইটী চিরকাল মনে রাখা এবং তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া এই দুইটীই অগাধ সমুদ্রে মহা রত্ন। যাহারা শিখিয়াছে তাহারা সব বশ করিয়াছে। একটী মরমের কথা শুন—যে দিন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই দিন শ্রীমতী, সখি সকলের সহিত কত বিলাপ, কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সখীদিগকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রতারক, উহার সহিত আর কথা কহিব না, কাল দ্রব্য দেখিব না—উহার নাম পর্য্যন্ত শুনিব না, যদি অন্য কেহ নাম করে তাহার মুখ দেখিব না। পরদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সখীদের নিকট মিনতি স্বীকার করিতেছেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু

সখীরা কুঞ্জে আসিতে দিতেছেন না; তখন পরাদেবী প্যারিজী সখীদিগকে ডাকিয়া শুধাইলেন—হে সখি! প্রাণাধিক কৃষ্ণকে তোমরা অমন করিতেছ কেন? তখন সখীরা বলিল ও দুষ্ট, কাল তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, তাই আমরা উহার সহিত আর আলাপ করিব না। তখন শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কই সখি, আমার মনে হয় না। যে কৃষ্ণ জগতকে আনন্দ দিতেছেন, তিনি আমাকে কখন কষ্ট দিবেন, এ বড় অসম্ভব। সখি! কৃষ্ণকে আমি বরং কত কষ্ট দিয়াছি, হয় ত তিনি আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছেন, ধিক আমাকে! এইরূপ কত বিলাপ করেন। তাই ত তিনি সেই অধরচাঁদকে বশ করিয়াছেন। বল দেখি এমন না হলে কি পরাঠাকুরাণী হইতে পারিতেন?

যে ফুলের মধু নাই, সে ফুলের গন্ধও নাই, এই জন্য সে ফুল কেহ চায় না এবং পূজা প্রভৃতি কোনই কার্য্যে লাগে না; কিন্তু যে ফুলে মধু ভরা সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও পাইতে চায়। মনুষ্য মধ্যেও ঠিক তাই; যাহার গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে এবং সকলেই চায়। রূপে পশু, আর গুণে দেবতাগণ মুগ্ধ হন। রূপে মুগ্ধ হওয়ার ফল পদে পদে বিপদ; আর গুণে মুগ্ধ হওয়ার ফল অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম। যাহারা রূপে মুগ্ধ হয়, তাহারাই বদ্ধ জীব। জীবের গুণই রূপ। যার গুণ আছে, তার মত রূপবান্ বা রূপবতী আর এ জগতে নাই। এইটী একটী সূক্ষ্ম কথায় বলিয়া রাখি—সদাই মনে রাখিও, সদাই ধ্যান করিও। দেখ, কৃষ্ণের রূপের বশ চন্দ্রাবলী, আর গুণের বশ শ্রীমতী রাধিকা। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, রূপে বাড়ায় লালসা আর গুণে বৃদ্ধি করে রতি প্রেম।

যদি কেহ পাপ করে, আর অন্যে সেই পাপের কথা কয়, তাহা হইলে যাহারা কথা কয় তাহারাও পাপী হয় কেন বল দেখি? ধ্রুব

কি প্রহ্লাদের কথা শুনিলে পুণ্য হয় কেন বল দেখি? সাবিত্রীর কথা শুনিলে পাপ দূর হয়, কেন বল দেখি? কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কর্ম্মও পবিত্র, এই জন্য তাঁহাদের কথা শুনিলেই তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম করা হইল কি না? তাহা না হইলে পবিত্র হইল কেন? তাই বলে নিন্দুকে সাধু শোধন করে। কেন না, নিন্দা করিয়া করিয়া সমস্ত পাপ সাধু-শরীর হইতে টানিয়া লয় ও আপনারা পাপী হয়, আর সাধু পবিত্র হইয়া যায়। তাই বলি কখন কাহারও পাপের কথা কহিও না, মনে মনে চিন্তাও করিও না। বরং কেহ পাপ করিলে তাহার যদি কিছু ভাল দেখিতে পাও, সেই ভালটিরই কথা কহিবে, ভালটিই মনে মনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে পবিত্র হইবে, পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারিবে এবং দিন দিন সংসারে সুখী হইতে পরিবে। যাহারা পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, কি মনে মনে স্মরণ করে, কৃষ্ণ কখনই তাহাদিগকে আপন পরিবারে নেন না। তাই বলি, যদি কৃষ্ণপরিবারি হইতে চাও, পরের কথা কখনই মনে করিও না বরং নিজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া বেড়াইবে। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের এইটীই সহজ উপায়। কেবল পূজা, পাঠ, কি তীর্থ দর্শন করিলেই ধর্ম্ম হয় না, দান করিলেই ধর্ম্ম হয় না। দেখনা, যদি কেহ কিছু তোমার নিকট চায় আর তুমিও তাহাকে দাও, কিন্তু মনে মনে কর বেটা কি সাধু, রাত হইলেই চুরি করিবে আর দিনে সাধু, তবে তোমার দানে কি ফল হইল? দেওয়া হইতে না দেওয়াই আচ্ছা ছিল।

কাল, খাঁদা, কি রোগগ্রস্তা কোন কন্যাকে কেহ সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তেমনি পাপী, কপট, স্বার্থপর, বিমুখ ও অবিশ্বাসীকে কৃষ্ণ আপন পরিবার মধ্যে স্থান দেন না। তোমরা চেষ্টা করিয়া সাদা কাচের মত স্বচ্ছ, ধ্রুবের মত বিশ্বাসী হও, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আপনার করিয়া

লইবেন। মন আমাদের পবিত্র নির্ম্মল হউক, মন আমাদের সবল হউক, মন আমাদের নিজের দুঃখের মত অন্যের দুঃখকে দেখিতে শিখুক। আমাদের মনের পরিধেয় বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করুন, আমাদিগকে সোজা পথে লয়ে চলুন।

শ্যামের কাছে কেঁদো না, শ্যাম আবার কান্না সহিতে পারে না। যেখানে আনন্দ পায় সেই খানে থাকিতে ভালবাসে ও থাকে। তাই বলি, যদি সেই সদানন্দ পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা ক'র্‌তে চাও তা'হলে সদানন্দ থাক। সে কান্নাও ভালবাসে, কিন্তু সে কান্না দুঃখের কান্না নয়, সে কান্নাটী প্রেমের কান্না। সে একটু বাঁকা কিনা তাই হাঁসি থেকে প্রেমের কান্না বেশী ভালবাসে, অন্য কান্না দেখিতে পারে না।

নিজের দুঃখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্যার জল, জমি উর্ব্বরা না ক'রে, বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে, কিন্তু অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয়টুকুকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে। হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণনাম মহাস্ত্র দ্বারা হৃদয় সিক্ত ও কর্ষণ করিতে থাক। দেখিবে কি সুখময় ফল পাইবে।

দুঃখ ও সুখ যখন চরম অবস্থাকে পায়, তখন চক্ষে জল থাকে না, মধ্য অবস্থার নিয়ম জল। তাই বলি চক্ষের জলের জন্য কাতর হবে না, এর পর সাম্‌লাইতে পারিবে না। উচ্চ গান নির্জ্জনে করিলেই বুক বেয়ে ধারা পড়্‌বে। পুকুরের পঙ্ক উদ্ধারের সময় কিছু দিন জল কম থাকে, আবার নূতন জলে পাড় ছাপিয়া যায়। পাড় ছাপান জল চিরদিন থাকে না; ঠিক পূর্ণ জল থাকিলে আর ছাপায় না, তখন পুকুরের ঢেউ পুকুরের বাহিরে যায় না। প্রবল হ'লে যাই যাই করে, কিন্তু যায় না। সেই

ভাবটী গৌর আমার শেষ অবস্থাতে জীবকে দেখাইয়া গেছেন, নিতাই নিত্য পরিপূর্ণ, সেই জন্য কখনই তা'র চক্ষে জল নাই।

নাম ভুলিবে না, খাইতে শুইতে মধুর কৃষ্ণনামটী পরম যত্নে নিজ প্রাণের ধন করিবে কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাঁর নিকট কিছুই চাহিতে হবে না। তিনি নিজেই তোমার হৃদয় জানিয়া সকল সুখ শান্তি দিবেন, নিত্য নূতন নূতন আনন্দে ডুবে আত্মহারা হইবে।

তাঁহাকে দিবানিশি স্মরণ করিও, সদাই তাঁর নামটী মনে মনে জপ করিবে। দেখিও ভুলিও না। তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে থাকিবে কি লইয়া? তিনি সংসারের আদি ও মূল কারণ, তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কি আছে?

একটী সামান্য নিশ্বাস জীবনের অনেক সুকৃতিকে ধ্বংশ করিতে পারে, যেন তার জন্য কেহ নিশ্বাস না ফেলে। ভিতর বাহির যেন এক রঙ্গের এক চেহারার হয়। মুখে মনে যেন বেশ মিল থাকে। মুখ মনের আর মন মুখের হইয়া যেন দুটী প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় থাকে। মানুষের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য যেন হরিনামের জামা গায় না দেওয়া হয়। ব্যাধের মত যেন পর্ণ কুটীরে বাস না করা হয়। কোন জীবকেই কষ্ট দিবার ইচ্ছা যেন মনে প্রাণে না থাকে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে থাকে।

"কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে অধিক চাতুরী চাই" চাতুরী পীরিতির সম্বন্ধে নয়, চাতুরী বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গে—জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিবার জন্য। কৃষ্ণ ভজন গোপন করিবার তাৎপর্য্য—মায়াকে আর মায়ার সংসারকে ফাঁকি দিবার জন্য; কৃষ্ণের সঙ্গে চাতুরী করিলে চলিবে না, সেখানে হৃত-বসন হইয়া যাইতে হইবে, সামান্য একটু কাপড়ের আবরণও তাঁর সহ্য হয় না; অন্য আবরণের কথাই নাই।

যদি প্রথম হ'তেই অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হ'তে হ'তেই লোকের নিকট নিজ ভজন কথা ব'লে বেড়ান যায়, তা হ'লে লোকের উপহাস প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া নিজ ভজন পথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ও ক্রমে ত্যাগ হ'য়ে যায়। তবে অনুরাগ যখন বাঘের মত সতেজ, দৃঢ় ও অন্যের পক্ষে ভয়প্রদ হবে, তখন আর চাতুরী খেলিতে হ'বে না; তখন এই সকল নিন্দাকারীরূপে মায়ার চরগণ আপনা আপনি ভয়ে জড় সড় হয়ে দূরে পলাইবে কিম্বা শরণাগত হইবে; যত দিন হৃদয় এত সতেজ ও সবল না হয়, তত দিন চাতুরী করিতে হ'বে। তার "কানু অনুরাগ বাঘ, যবহুঁ হৃদে পৈঠল কাঁপল বন ঘন মাঝ"। তখন বাঘের ডাকেই যত যত অন্যান্য জীব জন্তু আছে বন ছেড়ে পলায়ন করিবে, তখন নিজে ত নিরাপদ হবেই, অন্য যাহারা সেই বনে কুকুর শেয়ালের ভয়ে লুকাইয়াছিল, তারাও আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, তারাও নিশ্চিন্ত হবে। এই জন্যই প্রভু আমার সিংহগর্জ্জনে উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রে গেলেন। নামের ধ্বনি শুনে মায়া পৃথিবী ছেড়ে পলাইলে সকলেই মায়া শূন্য হ'য়ে এক মনে এক প্রাণে কৃষ্ণ পদে নত হইল, তাই প্রভু সংকীর্ত্তন সময়ে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেন। এমন প্রেমের কীর্ত্তনে গর্জ্জনের আবশ্যকতা কেবল মাত্র মায়া ও মায়ার অনুচরগণকে জনমের মত বন ছাড়া করা। তাই বলি যারা এদের হাত হতে এড়াতে চান্ তারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র মায়া পলায়ন করিবে, কেননা আমার নিতাই গৌরের প্রতি ভয় এখনও মায়া অসুরের অন্তরে জাগিতেছে, এখন সেই ভীষণ গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে। তাই বলি, যদি এখনও আনন্দে চলে যেতে চাও মধুর নাম উচ্চ এবং অনুচ্চ কীর্ত্তন কর। প্রথমতঃ ধীরে ধীরে আরম্ভ ক'রে যখন প্রেমে মাতাল করে, তখন আপনি উচ্চ হয়ে পড়ে, সেই জন্যই আরম্ভ করিবার সময় চাতুরীর

দরকার, নরোত্তম ঠাকুরও সেই কথা ব'লে গেছেন, "আপন ভজন কথা না কহিবি যথা তথা, আপনারে হবে সবধান," তন্ত্রও তাই বলিতেছেন "গোপণীয়ম প্রযত্নতঃ"। যারা মদ খায়—প্রথমতঃ কোন গুপ্ত স্থানে আরম্ভ করে, তার পর নেশা ধরিলে রাস্তাতে গড়াগড়ি খেতেও কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে না; তাই বলি নেশা হবার আগেই পথে দাঁড়ালে নেশা করা হবে না, মানুষ যখন প্রথম বেশ্যাসক্ত হয় তখন কত গোপন কত সন্তর্পণে আলাপ করে, তার পর যখন পাকা হয়, তখন গোপন করা দূরে থাক, লোকের কাছে তার গুণ ব্যাখ্যা করে বেড়ায়—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রমাণ, তাই নেশা ধরবার আগে চাতুরী চাই।

✓যতই ভাল ছেলে হউক না, পরীক্ষার বিভীষিকাতে চমকিতেই হয়; তেমনই যতই মহাপুরুষই হউন আর কৃপা পাত্রই হউন, এ পরীক্ষার স্থল পৃথিবীতে আসিলেই মধ্যে মধ্যে ভীত ও ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভাল ছেলের মত ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া যশোবৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রভুর এ খেলা। তিনি চান সকলেই পরম পবিত্র হউক, আর তাঁর খেলার সঙ্গী হউক, তাই তিনি ইচ্ছা ক'রে সকলকে শিক্ষা লাভের জন্যই এ বিদ্যালয়ে পাঠান, পাশ হ'লেই উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিজ পারিষদ্ ভুক্ত ক'রে লন, যিনি পরীক্ষাতে বার বার ফেল্ হন, তাঁর জন্য দুঃখিত হন, নিজ পারিষদ্ মধ্যে গণ্য করেন না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে দয়ার ও স্নেহের নজর উঠাইয়া লন না। এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন ইহারই নাম যোনিভ্রমণ।✓ মনুষ্য জীবন Entrance, তদিতর primary, স্বর্গ college life কিন্তু তিনটীই প্রভুর নিকটস্থ নয়। ✓ছাত্রগণ যেমন Entrance হইতে আপন আপন তারতম্য বশতঃ future career স্থির করে, তেমনই মানুষ জীবনেই আপন ঊর্দ্ধ অধঃ পথ স্থির করিবার প্রকৃত সময়, এই জন্যই মানুষ হ'লেই

সাবধান হ'তে হয় নচেৎ মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। মানুষ হইয়াই আপন আপন পথ গড়ে নিতে পারা যায় বলেই শাস্ত্রে "দুর্ল্লভ মানব জীবন" বলে গেছে, মানুষ ছাড়া আর কাহারও এ ক্ষমতা নাই। দেবতারাও এ ক্ষমতা হারাইয়াছেন, নরকবাসীরাও হারাইয়াছে, এ দুজনেরই স্বাধীনতা নাই, একজন চাকর অন্যজন কয়েদী, তাই বলি মনুষ্য জীবনই school life and really free life. যেন মানুষ জীবন পাইয়া প্রকৃত মানুষ হ'য়ে সফলমনোরথ হন। এমন সুযোগ আর হয় কি না, বলা যায় না। এ জীবন পাইয়াও যাহারা মুখে কৃষ্ণ হরি না বলেছে, তারা ঠকিয়াছে, সন্দেহ নাই। লক্ষ কষ্টের মধ্যে পড়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন কেহ না হন। যে উদ্দেশ্যে আসা, যেন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিলেও, তাহা হইতে পদস্খলন না হয়। কায়মনঃপ্রাণে হরি নামে বিশ্বাস ক'রে অহরহঃ সেই নামে উন্মত্ত থাকিলে আনন্দের সীমা থাকে না, তখন এ পৃথিবীর চরম দণ্ডও ভয় দেখাইতে পারে না, সকলই আনন্দমাখা নজর আসে, তখন সে আত্মহারা হইয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে।

সামান্য সামান্য পার্থিব কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করা কাহারও উচিত নয়। অবকাশ পাইলেই, হয় নির্জ্জনে একা ব'সে কিংবা যাহারা হরি প্রেমে মত্ত তা'দের সঙ্গে হরি কথাতে ও হরি চিন্তাতে মগ্ন থাকাই উচিত।

যখনই কর্ম্ম হতে অবসর পাবে, অমনই মালা নিয়ে বসবে, মন লাগে না লাগে বিচার করিবে না, হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লইলেই উপকার হবে, কোন সন্দেহ নাই। "সাধক কণ্ঠহার" খানি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিবে এবং চলিতে বসিতে, কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে একটী পদ বলিতে থাকিবে। এই রকম করিতে করিতে আপনা

আপনি চক্ষে জল আসিবে আর এই চক্ষের জল পেয়েই ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রবলা হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। ভক্তিটী লতা—নিজে উঠিতে পারে না, এই জন্য বিশ্বাস বৃক্ষের সঙ্গে লাগাইয়া দিবে, ক্রমে বৃক্ষ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিবে এবং কৃষ্ণ পদ অবলম্বন করিবে। তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া আত্মহারা হইবে, তখন আর সংসার ব'লে মনে থাকিবে না, তখন আর এখানের দুঃখসুখে তোমাকে বশ করিতে পারিবে না? তখন এখানের রাজা হইয়া সকলের উপর হুকুম করিতে পারিবে, বিশ্বাসের সহিত নাম কর।

'সাধু বেশধারী কাহাকেও কোন রকমে ঘৃণা করিবে না, কেননা সাধু অসাধু চিনিবার শক্তি নাই। যদি প্রকৃত সাধুকে অসাধু মনে ক'রে অবজ্ঞা কর তা' হ'লে অপরাধ হবে। তাই বলি যত দিন পৃথক্ পৃথক্ সাপ ও তাদের প্রকৃতি বিচার না জানিতে পারা যায়, ততদিন সাপ দেখেই দূরে থাকাই বিধেয় নচেৎ এটার বিষ নাই, ওটার বিষ নাই, করিতে করিতে হয় ত কোন দিন ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে অবজ্ঞা করিতে যাইয়া জীবন হারাইতে হ'বে। তাই বলি সাপ থেকে দূরে থাকাই ভাল; সাধুর বিচার করিবে না, যতদিন না সাপুড়ে হ'বে ততদিন কোন সাপকেই ধরিতে যাবে না, ইহাই আমার একটী প্রার্থনা। তোমার শ্রদ্ধা না হয়, কিছু না দিতে পারো কিন্তু তার সম্বন্ধে যেন কোন cutting remark না করা হয়; বাক্য দ্বারা মিছা যেন কাহারও অন্তরে আঘাত দেওয়া না হয়। বরং কাহারও শরীরে আঘাত দেওয়া ভাল, তবু অন্তরে সামান্য আঘাত দেওয়া কোন রকমে উচিত নয়। অন্তর নরম স্থান, সেখানে সামান্যতেই বেশী আঘাত লাগে; আর সে আঘাত হরিও জানিতে পারেন, কেন না হরি সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন।'

যারা একবার গৌর বলেছে, তারা জলে নামিয়াছে, একদিন না একদিন মাছ ধ'রেই উঠ্‌বে। অতএব সাবধান। সামান্য মাত্র ভেখ্‌ধারী সাধুকেও কদাচ ঘৃণা করিবে না। Don't try to take the law in your own hands, let it be judged by the judge. তাই বলি সাধুর ভাল মন্দ বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার উপর আনা মূর্খতা মাত্র। বিচারের ভারটা বিচারককেই দেওয়াই ভাল। এই সামান্য সামান্য গরীব ভিখারী বৈষ্ণবরাও এক একজন মহাজন জ্ঞান করাই safe side. সাধু যেমনই হোক্ অবমাননা করিবে না। হীনাদপি হীনকেও ঘৃণা করিলে এপথের হুকুম "তৃণাদপি ইত্যাদি" কথার মান্য রাখা হয় না। তাই নিবেদন যেন কখন বৈষ্ণব অপরাধ না আশ্রয় করে।

ভিখারী বৈষ্ণবদের, যাহাদিগকে একটু সামান্য চক্ষে দেখ, একবার তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তা'দের সঙ্গে মধুর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম গান ক'রে দেখ, মনঃশান্তির এমন পূর্ণ শক্তিমান্ ঔষধ আর এ জগতে নাই। (সন্ধ্যা বন্দনাদি যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন বিরহিত হয়, তাহা হইলে পরমাসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা অথচ কুষ্ঠ রোগগ্রস্তার মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা হইয়া থাকে।) যদি প্রাণে আনন্দ চাও, যদি শান্তি দেবীর সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে চাও, এই কাঙ্গাল বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ কর, তা'দিগকে ভালবাসিতে শিখ, আর তা'দের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।

একটী কথা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, "হরিভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই।" তাই নিবেদন করিতেছি, কায়-মনঃ-প্রাণে তাঁদের সেবা কর। ছোট, বড়, সাধু, অসাধু, বিচার বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁদের শরণ লইবে, ও তাঁদের সেবা করিবে, দেখিবে অচিরেই পরম শান্তি পাইবে। এবং সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ পাইয়া জীবন সার্থক মনে করিবে। হরিভক্তগণ তুষ্ট

থাকিলে হরির অবাধ্য হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'বার সম্ভব থাকে না। হরি রুষ্ট হইলে হরিভক্তগণ রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু ভক্তগণ অকৃপা করিলে হরি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। তাঁর সকল ক্ষমতা থাকিলেও ভক্তের বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করেন না।

কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, তাই প্রেমীর সহিত অভিমান শূন্য হয়ে মিশিবে, নচেৎ আনন্দ পাইবে না। কৃষ্ণভক্তের সহিত সরল মিলন বড়ই আনন্দের জানিবে।

প্রাণ, হরি ধরি ধরি হ'বার সময়, কি এক নূতন পেঁচ খেলেন, যাহাতে খেলা একেবারে উল্টাইয়া দেন, তাই অনেকে ধরি ধরি ক'রেও ধরিতে পারে না; তার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ধ'রে বসে, আর সকল ভুলে যায়; তবে যে জন সকল ভুলে, সকল ছেড়ে আত্মহারা হয়ে হা প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ, দয়াময় ব'লে তাঁরই চরণে মনঃ প্রাণ অর্পণ ক'রে ডাকে, তা'কে তিনি কদাচ ভুলাইতে পারেন না এবং ভুলাইবার চেষ্টাও করেন না। বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করে যাঁরা প্রভুকে লাভ করিতে চান তাঁ'রাই পড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া যাঁরা কৃষ্ণৈকশরণ হন, তাঁ'রা আর কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনিই পরীক্ষক তিনিই পাশ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। তাই বলি সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হ'য়ে অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিতাই পদ অন্বেষণ কর, অচিরেই সেই সুশীতল পদ পাইবে. শীতলতা অনুভব করিলে চক্ষু মেলিবে; দেখিবে সম্মুখে সেই পরম দয়াল নিতাই শ্যাম নটবরের হাতে সমর্পণ করিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যাঁকে খুঁজে খুঁজে কাতর হইতেছেন, তিনিই আপনার তল্লাশ করিতেছেন। অন্ধ না হ'লে কিন্তু হঠাৎ হাত লাগিবে না। চক্ষু সময়ে যেমন বন্ধুর কার্য্য করে, সময়ে সময়ে তেমনিই শত্রুতা সাধন করে, অতএব যখন বুঝিতে পার।

যায় না চক্ষু শত্রু কিম্বা মিত্র, তখন তা'র সাহায্য না লওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।৵ নীতিশাস্ত্র ও তাই বলেন, যতদিন অজ্ঞাত কুলশীল থাকে, ততদিন কাহাকেও বন্ধু মনে করিতে নাই। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন কোটী কোটী জন্মের সাধনে তা'কে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল লালসাতে। যখন জীবের কোন দ্রব্যে অধিক লালসা হয় তখন সেই জীব অন্ধ হইয়া পড়ে, আর ভাল মন্দ ভবিষ্যৎ চিন্তা রহিত হইয়া লালসার জিনিসের প্রাপ্তি চিন্তা করে, আর ক্রমে পাইয়াও থাকে।৵

বিরহিণীর স্বামী অনুরাগ, যেমন স্বামী সোহাগিনীদের সোহাগের কথা শুনে দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইতে চাও বিরহিণীদের মত যাঁরা স্বামীর সোহাগে গ'লে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গ কর, দেখিবে তুমিও তাঁর প্রেম পাইবে। যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, সেই খানেই যাবে। আর যার সঙ্গে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, তা'র সঙ্গই সদা প্রার্থনা করিবে। কান বুজে আর চক্ষু মুদে চলিতে থাক, এছুটি প্রধান ইন্দ্রিয়কে যেমন নিকর্ম্ম করিবে রসনার কর্ম্ম সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিও, সে যেন জাগিতে ঘুমাতে কৃষ্ণনামে মত্ত থাকে, তা হ'লে কাজ হাসিল।

চতুরের কেমন চাতুরালী। যে যা চায় তার বিপরীতটী প্রথমে দেন, তাতে যদি ভুলে না যায় তা' হলে দয়া করেন। তাই বুঝি ভুক্তভোগী প্রেমিক লিখিয়াছেন 'যে করে মোর আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তাতেও না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস"॥ সেই চতুরের হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরী আবশ্যক। তাই দেখেই চণ্ডিদাস বলেছেন "কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। যদি যাইবে দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে"। এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে। তাই কৃষ্ণদাস

কবিরাজ বলেছেন "কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির"। হাতে আয়না পেয়ে যারা চাঁদ নেবার কান্না ছাড়ে না, তারা মার খায় তাতেও ভুলে না, শেষে পাইয়াই থাকে। তাই বলি যারা কৃষ্ণ চান তারা বেশ চারিদিকে পাকা না হলে, কখনই মনের মত পান না। প্রথমে প্রভু নানা রকমে ভুলিয়ে তা'কে বিমুখ করিয়া রাখেন। এটা একটী খেলা মাত্র, যদি এ চাতুরী না করেন, তাহা হইলে রাজ্য যেমন আরম্ভ তেমনই যে শেষ হ'য়ে যায়। তা' হলে মজা হয় না। আনন্দের জন্যই খেলা, যদি আনন্দই না হ'ল তবে আর খেলা কেন? বার বার যদি সাততুরুক হয় তা' হ'লে যে আনন্দের স্থানটী বিরক্তি আসিয়া অধিকার করে। তাই সে নাটের গুরু কৃষ্ণ, নাটের সামনে attraction রাখিবার জন্যই এই সকল চাতুরী করেন. জল চাইলে আগুন দেন, আগুন চাইলে জল দেন, আর কেউ কান্দে কেউ হাঁসে দেখে বড় আনন্দ পান। ইহাতেই আমার মত মূর্খগণ, না জানিয়া না বুঝিয়া প্রভুকে পক্ষপাতী ইত্যাদি নানা রকম দোষ দেন। কিন্তু যা'রা মনে প্রাণে এ খেলা বুঝিয়াছে তা'রাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তা'রাই পরমানন্দে রহিয়াছে, তা'দের নিকট সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সকলই লোপ হইয়াছে। তারা আর সন্দেহ দোলায় দুনিয়ার সকলকে অস্থির দেখিতেছে না, তা'রা নিজেও স্থির হইয়াছে সকলকে স্থির দেখিতেছে; তখন তা'রা বলিতেছে "বাসুদেবং সর্ব্বমিতি"; তখন তাহাদের সেই ভাব হইয়াছে, "স্থাবর জঙ্গম দেখে না—দেখে তাঁর মূর্ত্তি। যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি"॥ একবার ভাবুন দেখি তখন তা'র কি আনন্দ! চাকর যখন দেখে, তা'র মালিক সঙ্গেই আছে, তখন সে যেমন খাওয়া, থাকা, উঠা, বসা সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়, সাধক তেমনই যখন প্রভুকে সর্ব্বদাই নিজের সাথী বুঝিতে পারে, তখন একবারে

নিশ্চিন্ত হইয়া যেখানে সেখানে আনন্দেই কাল কাটায়। হৃদয়ে সন্দেহ, কেবল মুখে মাত্র, হ'লে কি আর এ আনন্দ আসিতে পারে? মনে মুখে এক করা চাই। তাই বলি প্রভুর কার্য্যে বচার না করে সদা আনন্দে থাক। আমি আসিয়াছি কৃষ্ণ ভজন করিতে, তাই আমার কর্ত্তব্য। আমরা কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রভুর চিন্তা নিজে ঘাড়ে লইয়া প্রভুর আজ্ঞারূপ নিজ কর্ম্ম ভুলে যাই—কেবল "কি খাব কি পরব" এই চিন্তাতে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করি। আমার কর্ত্তব্য হরি বলা, তাই আমি বলে যাই, আমার ফলাফল দেখিবার বা "কেন বলিব, বলিলে কি হইবে" এই বিচার করিবার কি আবশ্যকতা? অদৃশ্যভাবে মাছ জলের ভিতর আছে, আমার হাতে সামান্য সূত্রের অগ্রভাগ, আমি সেই সূতা না টানিয়া, মাছ নাই ভেবে আকুল হ'য়ে, যদি হাতের সূতা ত্যাগ করি, তা হ'লে যেমন দুকূল হারাই, তেমনি "নামে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়" এরূপ চিন্তা ক'রে, যদি নাম ত্যাগ করি, তা হ'লে ঐ ধীবরের মত সকল হারাইয়া কান্দিতে হয়, কেননা ধীবর যখন সূতা ছাড়িয়াছে তখন জালের ভিতরের মৎস্য সব টেনে নিয়ে কোথায় নে যায়, ধীবর খুঁজলেও আর পায় না। তেমনি নাম ছাড়িলেই বিপদ জানিবে। সদাই নাম কর। কি ক'রে করিব, কি অবস্থায় করিব এ বিচার করিবে না, নাম যেমন তেমন ক'রে করিতে থাক, তারপর যার নাম সেই proper order এ ক'রে লইবে, তার জন্য আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই। ধন হইলে যেমন, চাকর বা admirer এর অভাব হয় না, তারা যেমন আপনা হইতেই আসিয়া ধনীর সেবা করে, তেমনি নাম-ধনে ধনী হ'লে, সবাই আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। তবে লোক যখন প্রথম ধনী হ'তে আরম্ভ হয়, তখন যেমন অনেকেই বিরোধী হইয়া

দাঁড়ায়, তা'দের ভয়ে যদি অর্জ্জনকারী ভয় পাইয়া অর্জ্জন উপায় ত্যাগ করে তা' হ'লে সে যেমন ধনী হ'তে পারে না, তেমনই প্রথম প্রথম কাম, ক্রোধ ইহারা নানা রকম ভয় দেখাইলে তা' তে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজ কর্ম্ম করিতে থাক।

এ জগতের কোন ভীষণতা দেখেই অধীর হ'য়ে থাকবে না, ভয় পেলে ছেলে যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় লয় তেমনই আমাদেরও কৃষ্ণনামটী আশ্রয় করা সম্পূর্ণ উচিত, কদাচ যেন ভুল না হয়। শিশুর মাতার আনুগত্যের মত আমাদের যেন কৃষ্ণনামে আনুগত্য হয়, সুখে, দুঃখে যেন তাঁরই মুখপানে চাহিতে শিখি। এক নামই সকল দুঃখ দূর ক'রে আমাদিগকে পূর্ণানন্দে রাখিবে।

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে বর্ত্তমান সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ মধ্যে রাখ, বর্ত্তমানকে নিজের মনে ক'রে তার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যৎ, প্রভুর উপর রাখিয়া, যতটুকু সময় পাও মধুর হরিনাম লইতে থাক। কৃষ্ণ বলিয়া পলকের জীবন, কৃষ্ণ না ব'লে লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও বেশী।

নাম করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে আসিতেছে না ভাবিয়া কাতর হবে না। তিনি নিজের বাসস্থান নিজেই প্রস্তুত ক'রে লইবেন। এত বড় বিরাট্‌কে অতি সামান্য সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে পূরিতে ইচ্ছা করা ভাল নয়, তাতে তাঁর কষ্ট হবার সম্ভব। হৃদয় যখন খুব প্রশস্ত হবে, তখন তিনি আপনা আপনি নিজের বাসস্থান ক'রে লইবেন।

যেমন কোন বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিবার পূর্ব্বে, গৃহের ভিতর বাহির পরিষ্কার করিতে হয় এবং সদাই তাঁর খাতির যত্নের বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তেমনই কৃষ্ণকে আনিতে হ'লে

নিজ ঘরের অন্তর্ব্বাহির খুব পরিষ্কার করিতে হইবে এবং অহরহঃ তাঁর চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতে হইবে, আর তাঁর মনের মত মানুষ দু এক জন নিজ সঙ্গেই রাখিতে হইবে। যে সকল লোকের সঙ্গ তিনি চান না তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

পৃথিবী যে সরাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটি মনে প্রাণে বুঝিয়া নিজ কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিবে না। একদা এক সাধু সন্ধ্যার সময় একজন বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য প্রার্থনা করেন; গৃহ-স্বামী সাধুর কথায় বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করিলেন "বাবা, এ গৃহস্থের বাড়ী, সরাই নয়"। সাধু কিন্তু ক্রোধ না ক'রে হাস্য ক'রে বল্লেন "কেন বাবা, এটি ত সরাই মনে হ'য়েছিল, যাহা হ'ক, বাবা, এ বাড়ীটী কে প্রস্তুত ক'রেছেন? বাড়ীর কর্ত্তা উত্তর কল্লেন "আমার প্রপিতামহ"। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চাই"। তাতে উত্তর করিলেন "তিনি মারা গেছেন, তার পর তাঁর পুত্র এ বাড়ীর মালিক হন, তাঁর মৃত্যুর পর পিতা এ বাড়ী পান এবং পিতার মৃত্যুর পর আমার হইয়াছে, আমার পর আবার আমার ছেলেদের হবে"। এই কথা শুনে সেই সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন "মহাশয় যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলেই ছেড়ে গেছেন, আবার আপনিও ছাড়িবেন, তখন এ সরাই নয় ত আর কি হ'তে পারে"। সাধুর কথায় তার চৈতন্য হয় এবং পরে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে সাধুর সৎকার করেন। তাই বলি এ পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহ আসে নাই, অতএব ইহাকে সরাই ই বলিতে হবে। এ পৃথিবী একটী রাত্রি বাসের জন্য চটি বই আর কিছুই নয় জানিয়াই সকল বিবাদবিসংবাদ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ মনে হরির স্মরণই কর্ত্তব্য; নচেৎ বিপদেই পড়িতে হবে সন্দেহ নাই।

কামিনী কাঞ্চন অজ্ঞের শত্রু, কেহ জয় করিতে চায়, শক্তি

দ্বারা কখনও পারিবে না। ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের নিকট হীনতা স্বীকার করা। তাহাদের হীনতা স্বীকার করিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তোমাকে তা'দের অন্তরঙ্গ মনে করিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমাকে সকল প্রকার অধিকার দিবে। ক্রমে ক্ষমতা পাইয়া সময় বুঝে কোপ মার, আর জয় করতলগত।

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একভাবে চলিলে শরীর কখনই নষ্ট হয় না, তাই বুঝি প্রভুর ইচ্ছাতেই সময়ে সময়ে একটী অঙ্গের বিপরীতগামী হইয়া ধ্বংসের জন্য সাহায্য করে। সেই রকম সংসারটী ও এ পৃথিবীর কোন জিনিষই, চিরদিন সমভাবে চলিবার জন্য প্রভু করেন নাই, স্রষ্টাতে সৃষ্টতে এই মাত্র প্রভেদ, নচেৎ সব একাকার হইত। আনন্দে থাকিতে চাও, প্রভুতে বিশ্বাস কর, তাঁকে ভালবাস আর তাঁর কথাতেই মত্ত থাক। গ্রাম্য কথা অত্যন্ত সুমধুর হইলেও তাহাতে গুপ্তভাবে হলাহলই আছে। নির্জ্জন বাস ভালবাসিতে চেষ্টা কর। জেলখানা হইতে যে পলায়, সে নির্জ্জনে নিজ মনে সকল মন্ত্রণা স্থির করে। যে সকলের নিকট মুখে পালাই পালাই করে, সে কখনই পলাইতে পারে না, বরং তার কারাবাসের দিন আরও বাড়িয়া যায়। তাই বলি গোপনে করিতে ও গোপনে থাকিতে শিক্ষা কর; লুকাচুরী ভাবের পূর্ণ মাত্রাতে বিকাশ ব্রজভূমে, এই জন্যই সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ ব্রজ ভাব অঙ্গীকার কর। মনে মনে ভাবিবে "ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব"; দেখ কত লুকাচুরী। লুকাচুরী খেলা বড় মজা, তাই ব্রজরাজ এ খেলাটী এত ভালবাসেন।

বল দেখি দগ্ধ জীবের জুড়াইবার স্থান কোথায়? বল দেখি ধার্ম্মিকের আনন্দের স্থান কোথায়? বল দেখি পাপীর নরকভয়

এড়াইবার অর্থাৎ ভুলিবার স্থান কোথায়? বিরাগী ও সংসার অনুরাগীর সমান দর কোথায়? সেটী রসিকের নিকট। সেই রসিকের শিরোমণি আমার নিত্যানন্দ। তাই ত' জীব চায় নিত্যানন্দ, তাই ত ভক্ত চায় নিত্যানন্দ, তাই ত পাপী চায় নিত্যানন্দ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলে দেখিবে কি জীব কি নির্জ্জীব, এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর মধ্যে সকলেই চায় নিত্যানন্দ। তাই স্বয়ং গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রেমে মাতাল। তাই তাঁর শয়নে স্বপনে, নিতাই ধ্যান নিতাই জ্ঞান।

নাম ভুলিবে না, আর নাম-দেওয়া-প্রভু নিতাই গৌরকে ভুলিবে না, নিতাই গৌরকে আনিবার মূল কারণ প্রভু অদ্বৈতকেও মনে প্রাণে ভালবাসিবে। স্বামী সোহাগিনী হইয়া সুখী হইতে চাহিলে স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান করার মত অদ্বৈত চাঁদকে যাঁরা মান্য না করেন তাঁরা কখনই স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারেন না, তাই বলি এ তিন প্রভুকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে ও প্রেমের সহিত ভালবাসিবে।

ধীবর, অগাধ জলের মাছ জাল দ্বারা শুষ্ক জমির উপর দাঁড়াইয়া টেনে তুল্‌তে পারে, তেমনই যদি সেই অধরকে কেহ ধরিতে চায় তবে সে যেন পূর্ণ বিশ্বাস রূপ শক্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া নামরূপ জাল বিস্তার করে; ২।১ ক্ষেপ ফাঁক্ যেতে পারে, তাতে উদ্যম হীন না হইয়া জাল ফেলিতে ফেলিতে একবার না একবার আমার অধরচাঁদ ধরা পড়িবেনই পড়িবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঔষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তগুলি যত্নে পালন করিলেই ভবরোগ নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। প্রধান পালনীয় কয়েকটী বলেছি, এই অনুষ্ঠানগুলি যারা

হৃদয়টী পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, আর হৃদয় নির্ম্মল হ'লেই সেই প্রেমের হরি আসিয়া হৃদয়ে উদয় হন, তখন আর দুষ্প্রাপ্য কিছুই থাকে না, তখন মনের সকল আশা মিটিয়া যায়—জীব শান্ত হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম রহস্য।

ভালবাসা ও প্রেম একত্রই থাকে। ভালবাসা স্থূলভাবে কাম নামে অভিহিত হয়, আর উচ্চ ভাবে সেই ভালবাসারই নাম প্রেম। প্রেমের তুলনা প্রেম, প্রেমের ফল প্রেম, প্রেমের আস্বাদন প্রেমাস্বাদনের মত, কোন জগতেই কোন কথা বা দ্রব্য নাই যাহার সহিত তুলনা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। সুধা— যাহা খাইলে অমর হয়, যাহার আস্বাদ পাইয়া দেবতাগণ অমর হইয়াছেন, যাহার মিষ্টতা সম্বন্ধে পুস্তকে যেখানে সেখানে অনেক লেখা আছে, প্রেমের নিকট সেই সুধা বিস্বাদ সামান্য জল মনে হইবে। তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেম, যে প্রেমের দ্বারা সেই প্রেমময় কৃষ্ণকে বাধ্য করে, তাহার তুলনা আর কি হইতে পারে? প্রেমের তুলনা এমন কি প্রেমের ধন কৃষ্ণও হইতে পারেন না। এই প্রেমাস্বাদনের জন্যই, জগৎ প্রাণ কৃষ্ণ—গৌর হ'য়ে, কেবল দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে কেঁদে বেড়াইয়াছেন। যে জিনিষটি হরিকেও পাগল করিতে পারে তারই নাম প্রেম। সেই জন্যই শাস্ত্রকার প্রেমটী বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"প্রেম কৃষ্ণরে নাচায়, আর ভক্তেরে নাচায়
আপনি নাচয়ে তিন নাচে এক ঠাঁই"।

তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেমই। এই অমূল্য মহারত্নটী কেবল মাত্র নাম সমুদ্র মন্থনেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নাই, তাই ভাগবত বার বার বলেছে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অনবরত নাম সমুদ্র মন্থন করিতে থাক, রত্ন পাইবেই পাইবে, কোন ভুল নাই।

সকলকে ভালবাস, এই ভালবাসার রাজ্য যত প্রশস্ত করিবে ততই চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে। যার এই ভালবাসার সীমা যত সঙ্কীর্ণ, সে ততই নির্দ্দয় ও প্রেমশূন্য। তাই ভালবাসার গাছে প্রেমফল ধরে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নাই, এখানে সকলের সমান অধিকার। তাই বলি ভালবাস। নিজকে না ভুলিলে প্রকৃত ভালবাসা হয় না। মা যখন নিজ শিশুকে দেখেন তখন সকলই ভুলে যান; কারণ, সেখানে ভালবাসা কতক আছে; যতক্ষণ পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করিবে, ততক্ষণ এই ভালবাসা যে কি, আর ইহাতে যে কি মধু আছে, তা' বুঝিতে পারিবে না। তাই বলেছে, ব্রজের ভালবাসা আদর্শ ভালবাসা। কেননা, সেখানে নিজ সুখবাঞ্ছা নাই, পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য আত্ম বিক্রয় করিতেছে। যে প্রেম চায়, সে প্রথমে নিজকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা করুক। আত্মসুখের গন্ধমাত্রও প্রেম সহ্য করিতে পারে না, তখনই শুকাইয়া যায়। প্রেম চাও ভালবাস, প্রেম পাইলেই সেই প্রেমের ব্রজধাম যাইতে পাইবে। শুষ্ক হৃদয় লইয়া কেহ সেখানে যাইতে পায় না। প্রেমময়ীরা সে রাজ্যের রাজা, প্রজা, রক্ষক। ষোল আনা পূর্ণ না পাইলে কাহাকেও সেখানে যাইতে দেয় না, যাইতে দিলেও থাকিতে দেয় না। তাই বলি প্রেম সঞ্চয় কর, যেখানে যতটুকু পাবে, বেশী বেশী মূল্য দিয়া খরিদ কর। লালসা দিন দিন বাড়াও, লালসা মূল্যেই কেবল সে রত্ন বিক্রয় হয়। সাধনা, তপস্যা মূল্য সেখানে অগ্রাহ্য,

কেহ লয় না, এমন কি চ'ক্ষে একবার দেখেও না। সেখানে সকল জিনিষই "সহজ" কোন দ্রব্যে কোন জিনিষই মিশাল নাই। সবই আপনা আপনি পূর্ণ ও প্রেমময়। সে রাজ্যে ধ্যান ধারণার আদরও নাই, অবকাশও নাই। তাই বলি সে রাজ্যে যাবার মত গঠিত হইতে হইলে নিজেকেও "সহজ" করিতে হইবে, কোন রকম মিশাল সেখানে চলে না। সেই প্রেমময় বৃন্দাবন স্বতন্ত্র রাজ্য, এই জন্য সেখানের নিয়মও স্বতন্ত্র। এ সকল কথার প্রমাণ নাই, কেবল চিন্তা ও লালসাতে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হয়। তর্ক বিচার যাঁতাতে পিশিলে, ইহার মধুরতা থাকা দূরের কথা, এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। এ রাজ্যে ঋদ্ধি সিদ্ধির আদর নাই, দেখাইলেও কেহ আশ্চর্য্য হয় না এবং মানে না।

অপদর্শী লোকেই ব্রজলীলার পর মাথুর দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা ব্রজের, তাহারা এই পূর্ণানন্দময়ী ব্রজলীলা চিরস্থায়ী দেখিতে পায়। তাহারা মাথুর লীলা জানে না, কখনই তাহারা বিরহ সহ্য করে না, সদাই মহারাসে উন্মত্তা থাকিয়া আপনা ভুলিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণের রাজ্য প্রেমময়, কৃষ্ণদাস-দাসী সদাই প্রেমপূর্ণ। সেখানে প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা, প্রেম বিনা সেখানে কোন জিনিষ বিক্রয় হয় না। সেখানে প্রেম খাইতে হয়, প্রেম পরিতে হয়, প্রেমের অলঙ্কারে ভূষিত হইতে হয়। সেখানে প্রেমের তারতম্য—কেবল পৃথক্ পৃথক্ প্রেম ক্রীড়ার সূচনা মাত্র। সে রাজ্যে সকলেই নিজ নিজ ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ, কেহই আপন ভাবে ন্যূন নয়। সে বাগানের পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের ফুলও পৃথক্ পৃথক্ সুগন্ধে বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সে রাজ্যের রাজা রাণী, প্রত্যেক তৃণটীর পর্য্যন্ত যখন আদর করেন, তখন আর তারতম্য কোথায় আছে? সবাই সমান সবাই কৃষ্ণকে সমান ভাবে সুখ দিতেছে।

কৃষ্ণের মত ভালবাসিতে আর কে জানে? যিনি ভালবাসা দেখাবার জন্য গোলোক ছেড়ে মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন ও ভালবাসিয়া যান এবং ভালবাসা শিখাইয়া যান, বল দেখি, সে কত ভালবাসিতে জানে?

তা ছাড়া তার ভালবাসার আর একটি গুণ যে, সে ভালবাসা ছুদিনের নয়, সে ভালবাসা আজ আছে কাল নাই এমন নয়, সে ভালবাসা চিরদিনের ও নিত্য নূতন। সে ভালবাসা মানুষের ভালবাসার মত কখন পুরাতন হয় না। কৃষ্ণ এত ভালবাসিতে জানে যে ভালবাসা দেখাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভালবাসা মেখে কেঁদে কেঁদে ঋণ পরিষ্কার ক'রে বেড়ায়। তার ভালবাসার টানে মা কোলের ছেলে ফেলে চলে যান। স্ত্রী স্বামী ফেলে চলে যান। তার ভালবাসাতে সকল জীবই মোহিত হয়।

যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন; কিন্তু আমার কিছুই নাই বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানাইয়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, ধ্যান কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না। কৃষ্ণ কিন্তু এত দয়াময় যে, যে তাঁহাকে ভাল না বাসে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, যে তাঁর হিংসা করে তাকেই তিনি দয়া করেন। এমন দয়াময়কে ছেড়ে কেন রাজদ্বারে ভিক্ষা করিব? রসিকের সঙ্গে অরণ্য বাসও প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও তোমার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতরা ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত, তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"তার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছে সার
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী, কিশোরী গলার হার ॥"

তাই বলি যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চাও, নিজে কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চাও, কৃষ্ণ নামে পাগল হউন, যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান তাঁহাকে ভালবাস। যেমন কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জল স্থলে কুকুরের, শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণ ভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।

সত্যই গোপীগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্য কেহ প্রিয় নাই। অতএব তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আর সেই প্রেমময়ী গোপীগণ যে স্থানে থাকেন তাহার নাম বৃন্দাবন, অতএব বৃন্দাবন অপেক্ষা শান্তিময় ও প্রেমময় স্থান দ্বিতীয় নাই। গোপীদিগের মত প্রেম না হইলে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন কেহ যাইতে পায় না। সে প্রেম শিখিতে হইলে গোপী অনুগত হইতে হয়। গোপী অনুগত হইয়া গোপীভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া ক'রে তোমাকে আমাকে সেই প্রেম নিকুঞ্জে ডেকে লন তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, এক মাত্র প্রেম থাকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান কিছুই সেখানে যেতে পায় না। প্রেমের রাজ্যে জ্ঞান চলে না; সেখানে জ্ঞানের আদর নাই। একটী প্রেমের পুতুল শিশুকে কোলে তুলে আদর কর বেশ থাকে—কিন্তু যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে বিজ্ঞান বুঝাইতে যায় তাহা হ'লে সে যেমন সুখ পায় না তেমনি সেই প্রেমময় বৃন্দাবনে জ্ঞান বিজ্ঞান নাই। প্রেমে অনুরক্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেহ প্রেমের আলাপ না করে, ভয়ানক ভয়ানক গূঢ় শাস্ত্রকথা বলিতে যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন হাস্যাস্পদ হয়—বৃন্দাবনে তেমনি জ্ঞানের কথা। সেখানে প্রেম বই আর কিছুরই স্থান নাই।

ব্রজের সকল ভাবই আপন আপন হিসাবে পূর্ণ, তবে এক, অন্য

আস্বাদন করিতে পারে না তাই তারা আপন আপন ভাবে মুগ্ধ থাকে। মধুর ভাবের ভাবুক সকলের উচ্চ, কেন না ইহাতে অন্যান্য চারিটী ভাবও গুপ্তভাবে বর্ত্তমান। এই জন্য মধুরের পাত্রগণ সদাই অভিমানী, সামান্যেই অভিমানে পূরে যায় এবং এই অভিমান জন্যই কদাচ স্বপ্নেও কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দেখিতে পায় না। মা বা সখারা অনেক সময়ে কৃষ্ণকে বেশী জানিয়া ইতস্ততঃ হইয়াছেন কিন্তু মধুরের প্রখরাগণ চিরদিন তাঁকে নিজ অধীন মনে করিয়াছেন, ইহাই মধুরের উৎকর্ষ; যাদের প্রাণ মধুরের দিকে ধাবিত, তাহারা সামান্য ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারে। মধুর মিষ্টতার নিকট সকল মিষ্টতারই লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে দ্বিমত হ'বার উপায় নাই।

কৃষ্ণকে ভালবাসিতে কৃষ্ণ নিজেই শিখান, তা' না হলে জীবের কি সাধ্য যে তাঁকে ভালবাসে। এই জন্য যাঁহারা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁহারা জীব নন; তাঁহারা সেই মহানন্দময় গোলকধামে নিত্যবাসী ও সেই রসময়ের নিত্য সহচর।

জোরে যাহাকে বশ করিতে না পারা যায়, তাহাকে বশ করিবার উপায় কি কিছুই নাই? পুরাকালে ঋষিগণ ভয়ানক হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে কিসে বশ করিতেন? প্রাণের শ্রীগৌরাঙ্গ, মত্ত বন্য হস্তীদিগকে, সুন্দরবনের ভয়ানক ব্যাঘ্রগণকে কিসে বশ করিয়াছিলেন? তাঁ'র নিকট কোন অস্ত্র ফলক ছিল না, তিনি কোন রকমে কাহাকেও শাসন করেন নাই, কেবলমাত্র এক প্রেমে! তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আপন আপন স্বভাবজাত হিংসা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং গৌরের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হইয়াছিল। প্রেমের মূল কারণ নম্রতা, আপনাতে হীনভাব।

নীরস হইয়া কেহ কখন সেই রসিকশেখর কৃষ্ণকে পায় না; তাই চণ্ডিদাস রজকিনীকে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাস কহে, শুন রসবতি, তুমি সে

রসের কূপ, রসিক জনা রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ” যদি কেহ রসিকরাজ কৃষ্ণকে চান, তাহা হইলে নিজে রসিক হওয়া চাই, তবে একটি কথা, রসিক পাওয়া বড় কঠিন, আত্মসুখে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি না দিলে কেহ রসিক হইতে পারে না। রসিকের সংখ্যা অতীব বিরল, তাই চণ্ডিদাস মহাশয় অনেক ভেবে চিন্তে বলেগেছেন “রসিক রসিক সকলে কয়, কেহ সে রসিক নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গণিয়া দেখিলে, কোটীতে গোটিক হয়। সখি রসিক বলিব কারে, বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে।”

চাতুরী শিখিতে ক্রটী করিও না, গোপনে গোপনে মনের ভাব বিকশিত করিবে গোপনেই আস্বাদন করিয়া গোপনেই লুকাইয়া ফেলিবে গোপনে রাখিলে শীঘ্রই কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীর রঙ্ ধরিয়া আসিবে, কৃষ্ণকলঙ্কিনী-রূপ বড় মধুর, সকলের চক্ষে পড়িলে সকলেই লুটে খেয়ে ফেল্‌বে। “ভাতের হাঁড়ি ঢাকা রাখিলে শীঘ্রই ভাত সিদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়ে, তেমনই কৃষ্ণ প্রেম গোপনে রাখিলে শীঘ্রই প্রেম পাকিয়া উঠে।” সদাই মনের কথা মনে রাখিবে। একটি সামান্য কথায় বুঝিতে পারিবে রসিক ব্যতীত সে রাজ্যে কেহই যাইতে পারে না। তবে নিষ্কাম রসিক হওয়া চাই, এই সংসারে দেখ, যাহারা এই রকমের লোক, বিবাহের বাসরে সে রকম লোকেরই বেশী আদর, এই রকম সেই স্থানেও। “এখানে সেখানে একইরূপ, তবে জানিবে রসের কূপ”। তাই বলি যদি সেই অনন্ত রাসবাসরে যাইতে চাও, প্রস্তুত হও।

কাম ও প্রেম তত্ত্ব।

ভালবাসা মুখে মুখে থাকিলে তাহাকে কাম বলে, আর অন্তরে অন্তরে থাকিলেই প্রেম নাম হয়। তাই ভালবাসার স্রোতটাকে অন্তরের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করা উচিত। মুখে হা হুতাশ কোন কাজের নয়। ভালবাসা, যাকে ভালবাস, সে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারে; প্রাণের টান প্রাণে প্রাণে রাখ, মুখে যেমন তেমন হইয়া থাকিবে। মুখের কথাতে চক্ষে জল আসে না। প্রাণের কথায় প্রাণে আঘাত পায়। ভালবাসার ধনকে হৃদয়ের রাজা করে রাখ, কিন্তু অন্য কাহাকেও জানিতে দিও না। পায়ে ধরিলেও ভালবাসা হয় না, নিকটে বসে কাঁদলেও ভালবাসা হয় না। ভালবাসা মনে ও প্রাণে চাই, নয়নে নয়নে নয়। নিকটে থাকিলে এ রকম ভালবাসা হয় না, এইজন্য ভালবাসার ধনকে প্রথম প্রথম দূরেই রাখিতে হয়, যখন কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, সামান্য কামভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায়, তখন যেটুকু থাকে, সেটুকু বিশুদ্ধ ভালবাসা;—তারই নাম প্রেম।

চক্ষে দেখা সকাম, আর দূর হ'তে দেখা নিষ্কাম। এই দেখা দেখিবার জন্যই ত কৃষ্ণের মথুরায় গমন, এই সুখ পাবার জন্যই ত কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণ! নিকটে থাকিলে যাহাকে কাম বলিয়া থাকি, দূরে সেই বিষই অমৃত হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে। তাই ত মথুরায় কৃষ্ণ গমন করিলে শ্রীমতীর নেত্রে জল, তাইত আমার গৌরাঙ্গের নেত্রবারির বিরাম নাই! এমন না হইলে, এত আনন্দ না পাইলে কি, যাহাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া কখন থাকা যায়,—না সম্ভব? বাহিরে যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে একবার পলকের জন্য না দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, তাহাকে প্রাণের ভিতর বসাইয়া নির্জ্জনে এক-

মনে এক প্রাণে ভালবাসিলে কি আনন্দ হয়, এটী অনুভব করিতে হইলে ভালবাসার নিকট হইতে দূরে যাওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা এটী না জানে. তাহারা কখন প্রাণের ভালবাসা জানে না; তাহাদের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, তাহারা প্রণয় কি বুঝিতে পারে না ও পারিবে না।৮ যাহারা কৃষ্ণ কৃপায় এই ভালবাসার ঘ্রাণমাত্রও পাইয়াছে, তাহারা চক্ষের ভালবাসাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। তাহারাই প্রণয়ের প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়াছে ও চরিতার্থ হইয়াছে।৴

কাম ও প্রেম একই জিনিষ, তবে প্রভেদ এইমাত্র কাম প্রাকৃত ও প্রেম অপ্রাকৃত; মনোবৃত্তি নীচপথগামী হইলেই তাহার নাম কাম. আর কৃষ্ণপথানুরাগিণী হইলে তাহার নাম প্রেম। কাম লৌহ, প্রেম স্বর্ণ। লৌহ পরেশ পাথর স্পর্শে সোনা হয়। পার্থিব কাম ও তেমনি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইলে সোনার মত প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে।৮

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন, "কাম আর প্রেম হয় একই স্বরূপ"। জীবের সকল ইচ্ছাই 'কাম', আর সেই ইচ্ছাই গোপীদের মধ্যে 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। এখন একটু ভাবিলেই বুঝিবে 'কাম' ও 'প্রেম' এক হইয়াও কিসে পৃথক হইতেছে।

রাধা আমার প্রেমের গুরু। আমরা অতি হতভাগা. প্রেম ছাড়িয়া কাম শিখিতেছি, কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচে লোভ পড়িয়াছে। প্রেম কাম অনেক তফাৎ; আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন, কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী; এই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষেই গৌর হওয়া। আর আপনাকে মনে রাখিয়া ভালবাসার নাম কাম; ইহা হইতেই সংসারের যত কিছু সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, শোক, তাপ আসে। প্রেম ভীরুকে সাহসী. সাহসীকে

ভীরু করে; প্রেমই পুরুষকে প্রকৃতি, প্রকৃতিকে পুরুষ করে। প্রেমই কেবল মৃতকে সজীব, সজীবকে মৃত করিতে সক্ষম।

প্রেম বড়ই সরল তবে মাঝে মাঝে কুটিল করে কেন? ইক্ষুদণ্ডের মত, যেমন যেমন গ্রন্থির নিকট হয় মধুরতা ততই বৃদ্ধি হয়, তেমনই প্রেমকে আরও মধুর করিবার জন্যই মাঝে মাঝে কুটিলতা মিশানর দরকার হ'য়ে পড়ে। তাই বুঝি কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃতে" লিখেছেন "কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান, ভালমন্দ নারে বিচারিতে"। বিচার ক'রে দেখুন যার ভাল মন্দ বিচার নাই তার মত সরল আর কেউ নাই; তবে "কুটিল" বলি কেন? এ কেবল মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য; তাই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রেমকে বর্ণনা করিবার সময় ব'লেছেন,

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো
নিষ্যন্দেন মুদাং সুধামাধুরিমহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ। বিদগ্ধমাধব ২।৩০

বঙ্গানুবাদ—

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ তাঁর প্রেমা যাঁ'র ইষ্ট
ইষ্ট কষ্ট দুই ভাগ্যে তাঁর।
বক্রতার ফলে হায় প্রাণে যে যাতনা পায়
কালকূট তা'র কাছে ছার॥
মাধুর্য্য বিক্রমে মরি হৃদয়ে আসিয়া হরি
যে আনন্দ করেন প্রদান।
তাঁর কাছে সুধা ছার কি মাধুরী আছে তা'র
অহঙ্কার তা'র হয় ম্লান॥

পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ।

বড় সাপ অপেক্ষা ছোট সাপের বিষ বেশী, বৃদ্ধ অপেক্ষা বালকের চেষ্টা অধিক, সিদ্ধ অপেক্ষা সাধকের আকুলতা বেশী। পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর যে চেষ্টা ও আকুলতা, এমন কি বিরহে পর্য্যন্ত সে ভাবের অভাব। নব অনুরাগ মহারাগে ও প্রেম মহাভাবে পরিণত হয়। কোন একজনার মহাভাব হইলে সকলেই কৃতার্থ হয়। একজনা খরচ পত্র ক'রে প্রতিমা আনে, হাজার লোক দেখে আনন্দ করে। এক অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিলেন, লক্ষ লক্ষ জীব দর্শনে নিষ্পাপ হইল—প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিল।

চারে মাছ আসিবার পূর্ব্বে যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দ্দিক সামান্য বিচলন হইয়া শিকারীকে মাছের আগমন জানাইয়া দিয়া খুসী করে, তেমনই ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিবার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতান্ত কাতর করে, ইহারই নাম পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগের অবস্থা বড়ই আনন্দে ও কষ্টে মাখামাখি; ইহারই নাম "বিষামৃতে একত্র মিলন"। যখন প্রাণ হু হু করে ও কি একটা অভাব অনুভব হয়, তখন মনে স্থির জানিবে যে মাছ আসিয়াছে, তখন গোলমাল করিলে চলিয়া যাবে, অভিলাষ পূর্ণ হবে না; মাছ গাঁথিতে চাও খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাকিবে তাহা হ'লে শীঘ্রই মাছ গাঁথা পড়িবে। একবার গাঁথা গেলে আর ছাড়িয়া দিলেও ছাড়া যাবে না; তখন কখন দূরে কখনও নিকটে রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিবে। "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়"। একবার সামান্য মাত্র গেঁথে ছেড়ে দাও কেবল মাত্র টানটা যেন আল্গা হ'য়ে না পড়ে, তা গাঁথাটা ক্রমে বেশী শক্ত হ'য়ে যাবে আর কৃতকৃতার্থ হ'বে ও অপরকে করিবে। আশা ও বিশ্বাস দৃঢ়

রাখিবে। এই জন্তই বোধ হয় কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথায় ব'লে গেছেন "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় কর মনে"। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন, দর্শন দিবেন, সঙ্গে খেলিবেন ইত্যাদি কথাগুলি মনে প্রাণে এক ক'রে, বিশ্বাস করিবে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা পাইবে, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তবে খেলিতে বড় ভালবাসেন, তাই মজাইয়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া পড়েন, সেই লুকানর সময়ে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়; কৃষ্ণের স্বভাব কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়ে অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, শেষে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে"—দুঃখ সমুদ্রেতে ফেলে দেন কিন্তু মারেন না, সদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মজা দেখেন, নিতান্ত ব্যাকুল দেখিলে হাঁসিয়া হাঁসিয়া কোলে তুলে লন, আর নিজ দোষ স্বীকার ক'রে কতই সাধ্য সাধনা করেন, সেই সময়ের কথাই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা বন্ধুগণ সবে মোর হয় প্রাণসম। তার মধ্যে সখীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন।" আকুলতা অনুসারে আদরেরই তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির মূল। আনন্দ-মনে এই আকুলতা বাড়াও, বিশ্বাস সূতাটিকে ভাল ক'রে দেখে রাখ যেন মাঝ খানে না ছিড়ে যায়। লালসা চার দিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না, অবশ্যই আসিবেনই আসিবেন।

"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়"। ধীরের মত চলিলেই কানুপ্রেম অনুভব হয় নচেৎ বড় কষ্টকর হয়ে উঠে। পূর্ব্বরাগ সত্যই বড় কষ্টকর, এক রকম অসহ্য হয়, কিন্তু তা বলে অস্থির হলে চলবে না, ধীর হ'তে হবে। মহাজনেরা বলে গেছেন—"হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে, জানে ধীরে"। স্বামীর জন্ত স্বামী সোহাগিনী সদাই কাঁদে

কিন্তু তাই বলে কি গুরু গঞ্জনাকে ভয় করে না? লোকের উপহাসকে ভয় করে না? এই সব ভয়ে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতাকেও গোপন করিতে বাধ্য হয়। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠে ও সুমিষ্ট হয়।

যখন বিবাহের কথা হয়, কিন্তু বিবাহ হয় না, তখন স্বামীর নাম মাত্র শ্রবণে আনন্দ হয়, বিবাহের পর যখন কেবলমাত্র দেখা দেখি হয়, তখন রূপ ধ্যান এবং গোপনে তাঁর গুণ গান ও নাম জপ করিয়া থাকে ও অপার আনন্দ পায়। তার পর যখন সামান্য প্রণয় হয় তখন গোপনে দাঁড়াইয়া স্বামীর কথা অন্য কেহ কহিলে প্রাণ লাগাইয়া শ্রবণ করিয়া আনন্দ পায়। তার পর যখন প্রণয় গাঢ় হয়, তখন কি আর পরের ও সব ভাল লাগে? যদিই বা লাগে, তাহা হইলে ভালবাসার বিষয়ক বলিয়াই।

বিরহ কত ভাল জিনিষ? বিরহই মনে করিলে কৃষ্ণ দিতে পারে, কেননা বিরহই ত কাম মারিয়া প্রেম করায়, আর কেবল প্রেমেতেই সেই গরুর রাখাল সন্তুষ্ট। যেমন আখের রস হইতে মিছরি প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল একমাত্র আগুণ সহায়, আগুণ ব্যতিরেকে সকলই বৃথা, রস পচিয়া নষ্ট হয়, সেই কাম-ভিয়ান করিয়া প্রেম প্রস্তুত করিতে হইলে চাই একমাত্র বিরহ অগ্নি। বিরহ অগ্নি ব্যতিরেকে কাম জারিয়া প্রেম করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। আশা করি, কৃষ্ণ আমাদিগকে এই বিরহকে পরম সখাজ্ঞানে ভালবাসিতে শিক্ষা দিবেন। তবে একটি কথা, কেবল আগুণ জ্বালিলেই ত আর মিছরি হইবে না। তাহাতে প্রথমতঃ দুধ জল দিয়া ময়লা কাটাইতে হয়, তার পর আবর্ত্তন করা চাই। তাই বলি, এই বিরহ অগ্নি জ্বালিলেই আর কাম মরিয়া প্রেম হইবে না। ইহারও আর একটি উপায় আছে, রসিক ময়রাতে জানে। তবে একটী

কথা বলি, মহাজনগণ যে প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন শুনিয়াছি, বলিতেছি,—

দোঁহার স্বরূপ দোঁহের হৃদয়ে আনিয়া।
নিত্য পরতত্ত্ব মিলি দুই এক হইয়া॥
পুরুষ প্রকৃতি হবে প্রকৃতি পুরুষ।
বস্তু তত্ত্ব ঘরে দেখ কাহার আভাস॥ ইত্যাদি

এখন বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে বিরহই এই রকম ভাবাইবার একমাত্র কারণ। কাছে থাকিলে প্রাণের ভালবাসাকেও প্রাণের ভিতর পূরিয়া ভালবাসা হয় না। নিকটে থাকিয়া সেই রসিকশেখর স্বয়ংই পারেন নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন বংশীস্বরে ব্রজগোপীগণকে বনে আনিলেন, তখন নিকটে পাইয়া যাহাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কত প্রকার ভর্ৎসনা করিলেন, কত কান্দাইলেন, কত বনে ছুটাইয়া কষ্ট দিলেন। এই কারণেই ত রসিক ভক্তগণ বলিয়াছেন "সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন"। মহাজনের বাক্য ত উপরে বলিলাম, এখন মহাজনের কার্য্য দেখ বুঝিতে পারিবে। দেখ মথুরাতে আর বৃন্দাবনে তফাৎ অতি সামান্য, তবে কেন কৃষ্ণ, নিকটে রাখিতে পারিলেন না? এই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কই কেহই ত সঙ্গে রাখেন নাই। কেন জান কি? কেবল কান্দিবার জন্য, কেবল সেই অপরূপ রূপরাশি নির্জ্জনে একমনে ধ্যান করিয়া আত্মহারা হইবার জন্য। দ্বারকাতে কি মথুরাতে কৃষ্ণের প্রেয়সীর ত অভাব থাকে নাই, তবে কেন কান্দিতেন? এইটিই ভাবিবে। ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, ভাবিতে ভাবিতেই প্রকৃতি পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতি হয়। ভাবিতে ভাবিতেই কালা গৌরাঙ্গ হল, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন, ভাবিতে ভাবিতেই ছয় মঞ্জরি ছয় গোস্বামী হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে

রাধা, বাহিরে কৃষ্ণ। অন্তরে প্রকৃতি বাহিরে পুরুষ। রাধা বিরহে কাতর হইয়াই কৃষ্ণ আমার গৌর হয়েছিলেন। এই কারণেই গৌরের চক্ষে সদাই জল।

কৃষ্ণ আজ আমাদের কুঞ্জে নাই, অপর কোন অধিকা অনুগতার মন রক্ষা করিতেছেন, অপর কোন নবীনার প্রেমে পড়িয়া নূতন কুঞ্জে বিহার মানসে আমাদের ভুলিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন। তিনি হলেন বহুবল্লভ, তাঁহাকে অনেকের মন রক্ষা করিতে হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদির প্রাণাধিক, তবে আমরা একা চাহিলে পাইব কেন? আমরা যেমন তাঁকে চাই, তেমনি অপরাপর সকলেই তাঁহাকে চায়। আপনার স্বামীকে কোন পতিব্রতা সতী না চায়? তিনি যে জগৎস্বামী, অস্থির না হইয়া ধৈর্য্য ধরা উচিত। তিনি চক্ষের অন্তর হইয়াছেন বলিয়া মনের অন্তর করা উচিত নয়। সেই রাঙ্গা চরণ শয়নে স্বপনে মনে রাখিবে। সেই কালরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিবে, সে সুধাময় নাম রসনায় জড়াইয়া রাখিবে, আর তাঁহার নানারূপ লীলা ধ্যান করিবে, তাহা হইলে তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান হন, তখন কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা স্মরণ করিয়াই কেবল মাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় চলিয়া যান, তখন শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর নিকট বলিয়াছিলেন চন্দ্রাবলি! তুমি ধন্যা, কেননা তুমি কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছ। অনুরাগ যত প্রবল হয়, ততই প্রিয়বিরহ ও অভাব অধিকতর বোধ হয়। "ধনি, দণ্ডে শতবার, ঘরের বাহিরে, তিলে তিলে আসে যায়। আর বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কদম্ব কাননে চায়"।

নাম মাহাত্ম্য।

নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক। নাম হইতে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরুবস্তু। কৃষ্ণ নাম একটি মহৌষধি; অন্যান্য ঔষধে কেবলমাত্র দৈহিক রোগ নাশ করে, কৃষ্ণনাম পারমার্থিক ব্যাধি নাশ ক'রে জীবকে পবিত্র করে ও শান্তিময় বৃন্দাবনে লইয়া যায়। ভবরোগ নাশের এমন ঔষধ আর নাই। শারীরিক ব্যাধি নামাভাষে নষ্ট হইয়া শরীর পবিত্র হয়। যখন নামে এত বিশ্বাস হয় যে নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখনই ভবরোগ নিবারণ হয়, সামান্য শারীরিক ব্যাধির ত কথাই নাই। নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে—তুমি তাঁর হইয়া যাইবে। চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে—নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না; সকল ভয়ই ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে। তাই বলি নাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্বও মহানরকভোগ মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত; যার যে পলকটী মাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণ নাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে। কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব, শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

মনে প্রাণে সেই রসময় কৃষ্ণের নামটি কণ্ঠভূষণ কর। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"। কৃষ্ণ ভজন করাই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য; জীব আপন কর্ম্ম ভুলিয়াই কেবল কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয়।

"জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল" ॥

কৃষ্ণকে ভুলিলেই জীব মায়ার দাস হইয়া চিরদিনের মত বদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলি কৃষ্ণকে ভুলিও না; কৃষ্ণ পাবার প্রধান উপায় তাঁর নাম করা, অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে থাকা। যে সুশীতল সলিলে সদাই মগ্ন আছে, প্রখর সূর্য্যকিরণ কখন কি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কষ্ট দিতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত জীব হা হা করিলেও দারুণ উত্তাপ জলমগ্ন ব্যক্তির কিছুই করিতে পারে না। তেমনি মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও যাহারা কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে থাকে তাদের কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য উপায় আছে কিনা জানি না, তাই আমার প্রাণ সদাই এই নাম লইতে থাক। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

যাদের ভজন সাধন আছে তারা পার হ'বার জন্য আর সেই কর্ণধারের খোষামদ করে না; তারা দান দিয়া পার হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা ভজন সাধন বিহীন, তাদের আর অন্য উপায় নাই; তাদের কর্ত্তব্য সদাই দয়াময়ের নাম করা ও গুণ গাওয়া। অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁ'র নাম করা ও তাঁ'র গুণ গাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও উচিত।

নাম করা, গুণ গাওয়া ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহার জোরেই শুকদেব শ্রেষ্ঠ। এই মধুর নাম অহরহঃ স্মরণ করিবার অভিলাষে শিব সংসার ত্যাগ ও বিল্বমূল আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সংসার ত্যাগ পারমার্থিক—বিল্ববৃক্ষ ঐহিক শান্তির সোপান। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের

ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী। যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে তাহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্রে ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়। নাম করিলেই সকল তপস্যার ফল আপনা আপনিই আসে; তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি কাজ আছে জানি না। অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরুবস্তু ও মধুময়। নারদের কোন্ তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও কি সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সর্ব্ব শেষ নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন! নামকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া তাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ও সদাই উন্মত্ত অবস্থাতে কাল কাটাইতেছেন। এই জন্যই কৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

কেবল এইটুকু শিখাইতে ব্রজের জীবন নটবর, নিতাই গৌর হইয়া দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াইয়াছেন।

মানুষে তাঁ'কে দেখিতে পায় না; কিন্তু তাঁ'র নামটী সদাই আমাদের নিকটে আছে, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে এই নামটী আশ্রয় করিতে পারি। নামকে আমার করিতে পারিলে তিনি স্বয়ংও আমার হইয়া যাইবেন, তখন মানুষই হই আর কীট পতঙ্গই বা হই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। ব্রজের পশু পক্ষীও তাঁ'কে দেখিতেছে ও তাঁর সঙ্গে খেলিতেছে। তাই বলি যদি সেই রসময়ের সঙ্গে রসের খেলা খেলিতে চান নামটী ছাড়িবেন না। যে কখনও হীরার নাম শুনে নাই সে হীরা পাইলেও ফেলিয়া দিবে, কিন্তু যাহারা নাম শুনিয়াছে তাহারা কাচ পাইলেও

হীরা ব'লে কুড়াইবে এবং দু চারবার কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে একবার অবশ্যই হীরা পাইবেই পাইবে। তাই বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে থাকুন, একে তাকে কৃষ্ণ বলিয়া ধরুণ, ক্রমে সত্য সত্যই পাশে বাঘ পড়িয়া যাইবে। কৃষ্ণকে পাইবেন ও তাহা হইলেই মনের সকল আশা পূর্ণ হইবে। এই নামের জোরে জীব শিবত্বকেও তুচ্ছ করিতে শিখে, মহাকালের উপরও হুকুম করে এবং কালের কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহ পর সর্ব্বত্রই সমান সুখে থাকে।

কৃষ্ণ অপেক্ষা পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ নামটী অধিক আদরের ধন। কেন না, পাপী তাপী কৃষ্ণকে পাইতে পারে না। তা'দের শান্তির জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণনামটী বিরাজ করিতেছেন; অতএব এই পরম মঙ্গল কৃষ্ণনামটী সদাই জয়যুক্ত হউক, আর জগতের যত পাপী, তাপী ইহার স্পর্শে পরম শান্তি পাইয়া পাপ তাপ ভুলিয়া যান, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি। যখন নাম আছে, তখন পাপী তাপীর আর ভাবনা কেন? যে পিপাসীর নিকটে পবিত্র সলিলা গঙ্গা আছেন, সে কেন পিপাসায় মরিবে? তাই বলি এস ভাই, আমার মত তাপী যত জন আছে, একত্রে মিশিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিয়া জনমের মত মন প্রাণ জুড়াই। নামে যে আনন্দ, নির্ব্বান মোক্ষেও সে আনন্দ নাই, নামের তুলনা নাই, বড় মধুর—বড় মধুর। যে বুঝিতে চায় খাইয়া দেখুক, বুঝাইবার নয়। নামের মিষ্টতা, নামের মিষ্টতার মতন। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। এমন মধুর নাম কেহ যেন কখন ত্যাগ না করে। মনুষ্য-জীবনের কোন স্থিরতা নাই, আজ আছে কাল নাই, তাই বলি জীবন এই আছে এই নাই মনে করিয়া নামটী আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হরিনাম যে বলে সে ধন্য, যে শুনে সে ধন্য আর যাহারা দর্শন করে তাহারা ধন্য। হরিভক্ত যে দিকে যায়, সে দিক পবিত্র হয়, যাহাকে দয়া

করে তাহার অনন্ত পুরুষ পবিত্র হয়। হরিভক্ত কখন কোন বিপদে পড়ে না, সদাই সুখে থাকে।

ভীষণ ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু পূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ব'সে পশুগণের স্বেচ্ছা বিচরণ দেখায় যেমন আনন্দ, সেখানে থাকিয়া পশুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন রকম ভয় থাকে না, বরং ইচ্ছা করিলে নিজে তাহাদিগকে আক্রমণ ও নির্যাতন করিতে পারা যায়, তেমনই এই মায়ার রম্য কাননরূপ সংসারে যাহারা সুদৃঢ় ও পূর্ণ নিরাপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আনন্দে মায়ার বিহার দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে, মায়া তা'দের কিছুই করিতে পারে না, বরং তা'রাই সময়ে সময়ে মায়াকে মায়াতে ফেলাইয়া মজা দেখিতেছে। তাই বলি, যাঁহারা এ প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে চান তাঁহারা সময় থাকিতে থাকিতে নিরাপদ কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, নচেৎ মায়ার হাতে পড়িয়া নানা কষ্ট পাইবেন। রামের দর্শনে ভূত সকল লয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য যেমন রাম নামটী শুনিবামাত্র ভূতগণ দূরে পলায়, তেমনই কৃষ্ণ নাম শুনিলেই মায়াও দূরে পলায়ন করে। তাই বলি, যতক্ষণ সেই সুদৃঢ় কৃষ্ণপদ আশ্রয় না হয়, ততদিন কায় মন প্রাণে কৃষ্ণ নামটী আশ্রয় ক'রে চলাই সকলেরই কর্ত্তব্য। মায়ার হাত এড়াইবার ইহাই একমাত্র উপায় জানিয়া অহরহঃ কৃষ্ণ নামটী করিতে থাক। মায়া শূন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে। অতএব যাহারা সদা নাম করে, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে সমস্ত তীর্থ আছেন অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সকল তীর্থ সেই খানেই আবির্ভাব হয়েন; সেই জন্যই শাস্ত্র ব'লেছেন যাঁরা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁরাই পলকে পলকে সকল তীর্থে স্নান করেন।

এমন উপায় থাকিতে কাহারও হতাশ হ'বার কারণ নাই, নিতাই দয়া ক'রে আমাদের জন্য বিস্তৃত পথ প্রস্তুত ক'রে রাখিয়াছেন, এই নিত্যানন্দের দায় দিয়ে সকলে সেই পথে চলুন কৃতার্থ হইবেন। কৃষ্ণ দুর্গের দ্বার রক্ষক আমার নিতাই যার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছেন অমনি তা'কে দুর্গ মধ্যে টানিয়া লইয়া ভয়শূন্য করিতেছেন। নাম করিলেই নিতাইএর দয়া পাইবে সন্দেহ নাই, আর নিতাই দয়া করিলেই সোনার গোরা প্রেম দিয়া কোলে লইবেন, এমন সুবিধা কেহ যেন না ছাড়েন. পূর্ব্বে লোক কেহ ৬০ হাজার বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ফল পাইয়াছেন, আজ আমরা ৬০ মিনিটের খবর রাখি না অতএব তপস্যা এক রকম আমাদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়াই দয়াল নিতাই পলকে রাজা হ'বার উপায় ব'লে গেছেন।

যখন কেহ কোন অভাব প্রকৃত ভাবে অনুভব করে, নিশ্চয়ই তখন সেই দয়াময় কৃষ্ণ পূরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ থাকে ততদিনই সে সাংসারিক উন্নতির পথে লালায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু একবার কৃষ্ণ বলিলে আর এ সকল তা'র ভাল লাগে না, তখন সকলেই কেমন কেমন অভাব অনুভব এবং সকল ছাড়িয়া একটু শান্তি খুঁজিতে থাকে; ইহাই কৃষ্ণ নামের একটি মহাত্ম্য। মানুষ যতদিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে ক'রে, তারই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান মনে করে, তার অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে; একবার হীরা চিনিলে আর তার কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তেমনি যতদিন জীব কৃষ্ণপথে ধাবিত না হয়, ততদিনই এই সকল পার্থিব লাভ ও উন্নতির জন্য কত যত্ন, কত অন্যায় করিয়া প্রতারিত হয়। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, জীবের স্বভাব এই সকল কুটি নাটি লইয়া আনন্দে

থাকে, কিন্তু দয়াময় হরি তাঁকে চিরজীবন এ ভ্রমে থাকিতে দেন না, একবার ইহার বিষময় ফল আস্বাদন করান, কিন্তু যখন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখনই নিজে নাম ও প্রেম দিয়া তাহার এ বিষ নষ্ট করেন এবং প্রকৃত পথে টানিয়া আনেন। দেখুন দেখি এমন দয়াল আর কেউ কি আছে? তাই নিবেদন, সকল ভুলে সেই দয়াময়ের নাম করুন এবং কায়মনোপ্রাণে তাঁর হউন—পরমানন্দে ভাসিবেন।

হরিনাম করিতে করিতে হৃদয়ে অদম্য বল আসে সকল প্রকার সামান্য অসামান্য ভয় দূরে পলায়ন করে, নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্তও নিকটে আসিতে পারে না। সদাই পূর্ণানন্দে জীবন অতিবাহিত হয়; এত লাভ ছাড়িয়া যাহারা ভয় ও অশান্তির কারণ সংসার চিন্তাতেই সময় কাটায় তাহারাই প্রকৃত ভ্রান্ত তার আর সন্দেহ নাই। হরি বলিতে বলিতে সামান্য কৌপীন পর্য্যন্ত থাকে না সত্য; কিন্তু সেই উলঙ্গ পাগলের পদতলে বড় বড় রাজা মহারাজার রাজমুকুট গড়াগড়ি যায়, এখন বলুন দেখি বড় কিসে হওয়া যায়? তাই বলি পৃথিবীর উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সদাই কাতর প্রাণে হরিনাম, মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে থাকুন, দেখিবেন সকল দুঃখ দূরে গেছে আর এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া আছেন। কৃষ্ণ নামের মত মাদকতা কোন মদেই নাই, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন, এখন দেখুন এমন মাদক আর কি কিছু আছে—নিজে জুড়ান যায় আর অন্যকেও মাতান যায় এমন কৃষ্ণ নামটি ভুলে থাকিবেন না। নিজে করিবেন আর যাকে তাকে করিতে বলিবেন।

কি রাজা, কি মহারাজা, কি নিতান্ত দরিদ্র সকলেই হায় হায় করিতেছে, তবে যাঁরা কৃষ্ণ পদ আশ্রয় করিয়াছে তারাই এ ঘোর

দাবাগ্নির ভিতরের পরম মধুর বসন্ত অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এ পরীক্ষা স্থলে ভয় নাই এমন জীব নাই। নিত্য সুখে কেহই থাকিতে পারে না। ইহাই মায়ার খেলা, বিড়াল যেমন শীকার করিয়া তা'কে নিয়ে খেলে, এক একবার ছেড়ে দেয়, তখন ইঁদুরটী মুক্ত ভাবিয়া একটু আনন্দ পায়, কিন্তু পরক্ষণই আবার দ্বিগুণ বলে আক্রান্ত হইয়া মর মর হয়, তেমনই মায়া জীবগণকে লইয়া খেলিতেছে তবে যা'রা কৃষ্ণ পদাশ্রয় লইয়াছে মায়া তাদের নিকট আর পঁহুছিতে সাহস পায় না। প্রভুর রক্ষিত জীবগণকে তাড়না করিতে গেলে নিজেই লাঞ্ছিত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের প্রতিপাল্যের মধ্যে যাহারা, তাদের উপর মায়ার জোর চলে না, জোর করিতে গেলেও বিতাড়িত হয়, তাই বলি কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, কোন ভয়ই থাকিবে না, যতই যত্নে মায়ার সেবা করুন নিষ্কৃতি পাইবেন না। যতই মায়ার নিজের হই না কেন মায়া কিন্তু কখনই দয়া করে ছাড়িয়া দেয় না, সময় হইলেই মনের মত হাসায় কাঁদায়, তাই বলি যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে চান, যেন মায়ার মায়াতে মুগ্ধ না হন; মায়ার রাজত্ব প্রপঞ্চ জগতে যেন প্রাণ মন না ডুবাইয়া দেন, প্রাণ মনকে মায়িক জগৎ হইতে কাড়িয়া কৃষ্ণপদে স্থাপন করুন, দিবা রাত্র চিন্তা শূন্য হ'য়ে থাকিবেন সন্দেহ নাই।

কাঁদিবে তারা, যারা হারাইয়া আর খুঁজে পাবে না; হরি-ভক্তের সে ভয় নাই, হরিভক্তেরাই আবার এক হবে। কৃষ্ণ বলিলে এই লাভ হয়।

যে কলিতে নাম মহামন্ত্র প্রচার হইয়াছে, তাহা যে সত্য, ত্রেতা হইতে বেশী আদরের, তার আর সন্দেহ নাই। বিষ যেমন প্রাণ-নাশক, তেমনি মৃতসঞ্জীবন, সন্দেহ নাই। কলিকাল তেমনিই নানা দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু হরিনাম প্রধান, এই মহাগুণে সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে,

জানিবেন। এমন নাম থাকিতে আবার পাপী তাপীর ভয় কেন? এমন অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিতে জীব কষ্টে মরে কেন? যার ইচ্ছা একবার "হা নিতাই" ব'লে দাঁড়ালেই পাত্রাপাত্র বিচার রহিত হইয়া নিতাই ভাণ্ডার বিলাইয়া দিবেন।

উপদেশ দিতেছি "**নাম কর**"; নাম করা অপেক্ষা মহত্তর যজ্ঞ, মহত্তর তপস্যা মহত্তর ব্রহ্মচর্য্য আর কিছুই নাই। সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হইয়া, খেতে শুতে জাগিতে, মধুমাখা কৃষ্ণ নামটি কর। নাম করতে আসন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভুতশুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে হয় না, নিত্য শুদ্ধ নাম তদপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণুপাদ স্পর্শ জন্য; অতএব নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রতর সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক; নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। নাম অন্ধকারের আলো, অতএব অন্ধকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ আলোর সাহায্যেই দেখিতে পাইবে; পবিত্র ভাবে নাম লও আর যাঁ'রা নাম লইতেছে তাঁদের সঙ্গ কর। তাই লক্ষবার বলিতেছি "**নাম বই গতি নাই, নাম লইতে থাকুন কৃতার্থ হ'বেন।**" খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে রসনা যেন নাম মহামন্ত্র ঘোষণা করে।

রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব।

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দর্শন ক'রে ঘরে আসিলে যখন সখিগণ তাঁহার চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"সখি আমি কি রূপ হেরিলাম, মোহন মুরতি পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার ॥"

বুঝি তাঁর তুলনা তাঁতেই আছে। তাই কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণই।

কালার রূপ জগৎকে মাতায়, আর যে রূপে সে মাতে, তাই আমার রাধার রূপ। স্থাবর জঙ্গমের কঙ্কাল দেহে আর রূপে যে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ আর রাধা তাহাই জানিবে। জগতে যত রকম রূপ আছে সবই আমার রাধার; কৃষ্ণদেহ আশ্রয় ক'রে নিজ রূপে জগৎ ভ'রে রহিয়াছে আমার রাধা; সে রূপ-সমুদ্রের আস্বাদন—আপন আপন অনুভবের পাত্র অনুযায়ী। যার যেমন পাত্র, সে সমুদ্র জল সেই পরিমাণে আনিতে পারে; রূপ আস্বাদন সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে।

কৃষ্ণের সব গুণ, একটু দোষও আছে। একটু কাল ও কুটিল। নীলকান্তমণি যে কাল তাই ব'লে কি আর আদর কমে? কৃষ্ণ, কাল লোকের কাছে কাল, সুন্দরের কাছে বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণ, বাঁকার কাছে বাঁকা, সোজার কাছে বড়ই সরল।

যুগল-মূর্ত্তি চিন্তা জীবের স্বাভাবিক অতএব সহজেই মধুর বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট।

মূল গ্রন্থ "পাগল হরনাথ" পুস্তকের সহিত উপদেশামৃত মিলাইবার আবশ্যক হইলে, পাগল হরনাথ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র সংস্করণ ও তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণ দেখিবেন।

১। প্রকৃতি-রহস্য—১ম খণ্ড। ৬ এর পত্র, ৭, ৯, ১০, ১৬, ১৮, ২৩, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪১ ॥
২য়। ২৯, ৪১, ৪২, ৪৫, ৫২, ৫৪, ৫৫ ॥
৩য়। ৩৫, ৪৯, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২ ॥

২। ভার্য্যা-রহস্য—১। ৪, ২, ১২, ॥ ২। ১, ৯, ২১ ॥ ৩। ১০৪, ১১৩ ॥ ২। ২১, ২২, ৩৮, ৫১ ॥ ৩। ৮০, ৮১ ॥

৩। পিতা, মাতা ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান— ১। ২ ॥ ২। ১, ৩৬, ৪০, ৪৩ ॥ ৩। ৪৯, ৭৫, ১১৪ ॥
২। ৪৫ ॥ ৩। ১০৩ ॥
২। ১০, ২৮ ॥

৪। সংসার-রহস্য—২। ৫, ৬ ॥ ১। ৯, ২২ ॥ ২। ১১, ১৭, ৪৪, ৪৬, ৪৮ ॥ ৩। ৭, ৫৬ ॥

৫। জন্ম-মৃত্যু-রহস্য— ১। ৭ ॥ ২। ৫২ ॥ ৩। ৭৮, ১০৯ ॥

৬। কর্ম্মফল বা পাপ-পুণ্য— ১। ১১, ১৫, ৩২, ৩৮ ॥ ২। ৪, ১০, ১৬ ॥ ৩। ৫১, ১০৩, ১০৯, ১১০ ॥

বিজ্ঞাপন।

একটী মহৎ সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই উপহার পুস্তক হস্তে করিয়া আপনার দ্বারে "জয় রাধে" বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৺পুরীধামে গরীব, কাঙ্গাল, প্রেমিক ভক্ত, সাধু, মহাত্মাগণের বিশ্রামের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মাণে উৎসৃষ্ট হইবে। ইহাতে আমাদের একমাত্র স্বার্থ, ঐ আশ্রমটী "হরনাথ আশ্রম" নামে অভিহিত করিয়া আমাদের প্রাণের হরনাথ ঠাকুরের উপর আমাদের হৃদয়ের প্রীতি প্রদর্শন করিবার এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইবে। রাজা মহারাজার দ্বারে ভিক্ষা করিলে অনেক স্থানে বিতাড়িত হইয়া কোন না কোন স্থানে থলিটী পূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু মাধুকরী বৃত্তি করার মত আনন্দ আর কিছুতেই নাই, তাই মাধুকরী করিবার মানসে আপনার দ্বারে "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া দাঁড়াইয়াছি। এ কাঙ্গালকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে কাতর হইবেন না ইহাই আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা। স্মরণ রাখিবেন, আপনার দান যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, উহা ঐ আশ্রমের ইষ্টক সমূহের উপর আর একটী ইষ্টক স্থাপনে সাহায্য করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে।

ভিক্ষাপ্রার্থী

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ।

তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি এবং যাহা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ভক্তগণ তৎপাঠে সন্তোষ লাভ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের ঠাকুর সন ১২৭২ সালের ২০শে আষাঢ় তারিখে, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার মাতা স্বর্গগতা ভগবতী সুন্দরী দেবী পরম দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার নিকট একটী শালগ্রাম শিলা ছিল; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। কথিত আছে, একদিন একটী সন্ন্যাসী আসিয়া গ্রামের সমস্ত শালগ্রাম শিলা দর্শন করেন ও ঐ শিলাটীকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জানিয়া পূজা করেন এবং ঠাকুরের পিতৃদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। তৎপরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভগবৎকৃপায় তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। যখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর তখন তিনি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান সমৃদ্ধিশালী ও মহামাননীয় বলিয়া পরিগণিত হন। এই রূপে ক্রমশঃই তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং সম্মান বাড়িয়া উঠে। সেই সময় তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। সাত আট বৎসর বয়সে সেই পুত্র দুইটীর মৃত্যু হয়। তৎপর ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। কিছু দিন পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে যথাক্রমে একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মে। শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরই আমাদের দয়াল ঠাকুর ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাকে গর্ভে

ধারণ করিয়াই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর বাল্যকালে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত অসুখে খুব ভুগিয়াছিলেন। ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিতেন না, কিন্তু যখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দেবোদ্দেশে কিছু করিতেন, তখনই তিনি ভাল হইতেন। যখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর, তখন কলিকাতায় একটী কলেজে বি,এ, পড়িতেন। সেই সময়ে তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন এবং এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই উন্মত্ত ছিল; সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত, এখনও তাঁহার এই ভাব বর্ত্তমান আছে। তাঁহাকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া পাছে আত্মীয়েরা ঔষধ খাইতে পীড়াপীড়ি করেন এই জন্য নানা প্রকারে রোগ লুকাইয়া রাখিতেন। কিছু দিন পরে কোন একটী বিস্ময়জনক ঘটনায় তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ লেখা পড়ায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন ও নানা কারণে চাকুরী করিতে ইচ্ছা হয় এবং কাশ্মীরে রাজার অধীনে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন ও আজ ২৪ বৎসর ঐরূপ নগণ্য সামান্য চাকরীতে আছেন, কখনও তিনি পদবৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা করেন নাই। মাতা ঠাকুরাণীর ইচ্ছায় আমাদের ঠাকুর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর প্রায়ই বলিয়া থাকেন —"আমার জীবন প্রহেলিকাময়, সদাই যেন কে আমাকে চালাইতেছে, আর আমি অন্ধের মতন চলিতেছি, একটি কথাও যেন আমার নিজের নয় বলিয়া মনে হয়"।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় "পাগল হরনাথ" পুস্তকে বাহির হইয়াছে ও দুই একটী ঘটনা Hindu Spiritual Magazine December 1908 ও Januray 1909 সংখ্যায় বাহির হইয়াছে এই কারণে উহার উল্লেখ এ স্থানে করিলাম না।

তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার নাম করিলে এবং গুণ কীর্ত্তন শুনিলে বড়ই আনন্দ লাভ করেন, সেই জন্য তাঁহার জীবনের ২১ টী ঘটনা মাত্র বিবৃত করিলাম। তিনি সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সচরাচর এরূপ ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না। গৃহস্থ মাসিক পত্রের "অকিঞ্চন," শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যথার্থ চিত্রই আঁকিয়াছেন।

"বিশ্ব পাগলের হাট
শুধু পাগলের নাট
হেরি সদাই এই ত সংসারে,
ধন, রূপ, যশঃ, মান,
যার যা'তে মজে প্রাণ
পাগল সে তাই পাইবারে।
প্রেমের পাগল ওই
এঁর তুল্য আছে কই
হরিপ্রেমে সদা মাতোয়ারা,
সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান
তা'তেই মজেছে প্রাণ
মুখে বহে হরিনাম ধারা।
সে সুধা করিতে দান
সদাই আকুল প্রাণ,
যেন রে নিতাই আরবার,
এসেছেন ধরাধামে
ভাসাইতে হরিনামে
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার।"

তাঁহার ভক্তগণ যেন তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তাঁহারই প্রসাদে, তাঁহারই চরণ দুটী হৃদয়ের উপর রাখিয়া জীবন কাটাইতে পারেন ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

হাতরাস জংসন
জেলা আলিগড়

ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী
শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

ভূমিকা।

রসের কথা কহিতে বা শুনিতে লোকের অভাব নাই। রস নানাবিধ। সকল রস সকল সময়ে সকলের ভাল লাগে না অথবা ভাল লাগিলেও সমান রূপে হিতকর নহে। সুরা বসিয়া বিকায়, কিন্তু দুধ বেচিতে গলি গলি ঘুরিতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যে, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, নভেলের ছড়াছড়ি, তথাপি ধর্ম্মের কথা, পরকালের কথা, প্রাণের আরাধ্য ও উপাস্য সম্বন্ধে কথা ভাল লাগে, এমন লোকও আছেন। কারণ ধর্ম্মেও রসের অভাব নাই। শাস্ত্র বলেন "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস স্বরূপ এবং উপাসক একবার ঐ রসের আস্বাদ পাইলে "মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু" রূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া অন্য সমস্ত রসের মাধুর্য্য ভুলিয়া যান। জন সমাজে "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলীর" ধীরে ধীরে পাঠক বৃদ্ধি ও আদর লাভে আমরা এই কথারই প্রমাণ পাই।

পাগল (ঠাকুর) হরনাথকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ভক্ত মণ্ডলীর পিপাসা পরিতৃপ্ত্যর্থ "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী" বিরচিত। আলোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের মানসিক ইতিহাস স্বরূপে একদিন ইহা সাহিত্যে ইহার উপযুক্ত আদর ও গৌরব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্রাবলী কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড এবং এই আকার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। একদিকে ব্যয়াধিক্য, তদুপরি নানা কারণে লোকের এখন অবসর অল্প, ইচ্ছা থাকিলেও সমগ্র পত্রাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিতে সকলে পারিয়া উঠেন না, অথচ উহাদের মর্ম্মটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে সাধ যায়। এই অভাব দূরীকরণার্থ এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক-বর্গকে "পত্রাবলী" সহ অধিকতর পরিচিত করিবার মানসে, ঐ 'পত্রাবলী'

হইতে এক এক বিষয়ের ভাবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া "উপদেশামৃত" নাম দিয়া এই চয়ন পুস্তক খানি প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষৎ সমূহের সার রূপে গীতার যেরূপ সমাদর, আশা আছে "পত্রাবলীর" পাঠকবৃন্দ এই উপদেশামৃত খানিকে নিত্যপাঠের পুস্তক স্বরূপ পাইয়া তদ্রূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহাতে নূতন কোন কথা সন্নিবেশিত হয় নাই, অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া—সম্ভবতঃ বিষয়ৈক্য নিবন্ধনই,—যেন ধারাবাহিক রূপে লিখিত এক একটি প্রবন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! বস্তুতঃ বিভিন্ন পত্রাংশ সমূহ একত্র গ্রথিত হইয়াই ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইচ্ছা হইলে মূল পত্রগুলি সহজে বাহির করিতে পারিবার জন্য, পুস্তক শেষে আমরা একটি পরিশিষ্ট প্রদানে চেষ্টা পাইয়াছি।

সর্ব্বশেষে নিবেদন, নির্ব্বাচনের বা সাজাইবার দোষে, "উপদেশামৃত" পুস্তক খানি যদিই কাহারও মনোরঞ্জনে সমর্থ না হয় বা আশানুরূপ সুন্দর বিবেচিত না হয়, তিনি যেন দয়া করিয়া আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করেন এবং আয়াস স্বীকার করিয়া মূলপত্রগুলি পাঠ করিলে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইবেন না। ইতি

নিবেদক শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

সূচিপত্র।

শ্রীযুক্ত হরনাথ ঠাকুরের

উপদেশামৃত।

প্রকৃতি-রহস্য।

প্রকৃতির খেলা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। যে খেলা খেলাইতেছে, তাঁহাকে বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। ধন্য প্রকৃতি, আর ধন্য সেই প্রকৃতির গুরু—কখনও বা শিষ্য—সেই বেদের বেদে কৃষ্ণ। প্রকৃতিরাই উজান ও নিম্নস্রোত-বিশিষ্টা যমুনা। প্রকৃতিরা যাহাকে দয়া না করেন তাহারা কখনই উজান বইতে পায় না। অধোগতিতেই জগৎকে জীব-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কে বুঝিবে প্রকৃতির খেলা। ডুবাইতে প্রকৃতিরা,—উঠাইতে প্রকৃতিরা। প্রকৃতিরাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক—প্রকৃতিরাই জীবরাজ্যের রাজা। জীব-রাজ্যে প্রকৃতিই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপিণী। জনম প্রকৃতিরাই দেন, পালন প্রকৃতিরাই করেন, আবার করাল কাল হইয়া গ্রাসও করেন। ধন্য প্রকৃতিদের শক্তি! জাল বদ্ধ করিতে এবং জাল মুক্ত করিতে কেবল মাত্র প্রকৃতিরাই পারেন। প্রকৃতিরাই ইচ্ছাময়ী, দয়াময়ী, পিশাচী ও রাক্ষসী। প্রকৃতিরাই বহুরূপা, যার যেমন ভজন সে তেমনি প্রকৃতিদিগকে দেখে। যে দুর্গা জগৎপালনকারিণী দয়াময়ী, তিনিই আবার ঘোরা ভয়ঙ্করী, অসুরনাশিনী বগলা। প্রকৃতিরাই রাজরাজেশ্বরী—আবার প্রকৃতিরাই কালী করালী। প্রকৃতিদের লীলা খেলা কে বুঝিবে? এখন প্রার্থনা, যেন প্রকৃতিদের দয়া না হারাই।

যেন সদাই প্রকৃতিদের পরম প্রেমময়ী, দয়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহারা রাজা ব'লে রাজা নয়,—ঘরের রাজা, বাহিরের রাজা, স্বর্গের রাজা, নরকের রাজা, বৈকুণ্ঠের রাজা, গোলকের রাজা, বৃন্দাবনের রাই রাজা—শিব ঠাকুর ঘর বার ছেড়ে শ্মশান আশ্রয় করেও এ রাজার হাত এড়াতে পারেন নাই, কি ছার জীবের কথা। ধন্য প্রকৃতি, ধন্য তাদের শক্তি ও মোহিনী মন্ত্র। চরাচর সৃষ্টির ভিতর তাদের একছত্র রাজত্ব। সর্ব্বত্রই তারা রাজরাজেশ্বরী ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কাহাকেও মারিতেছে কাহাকেও কাল মারিবে বলিয়া রাখিয়া দিতেছে, কাহাকেও ডুবাইতেছে, কাহাকেও উঠাইতেছে। এক মাত্র কৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তাদের চাকরী করিতেছে।

যে শক্তি, আস্তে আস্তে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, তা'দিগকে আমরা সামান্য অবলা স্ত্রী মনে করি, একবার ভেবেও দেখিনা তাঁ'রা কি ও তাঁ'দের কার্য্যই বা কি। তাঁ'রা কিন্তু সব জানেন; আমাদিগকে হাবুডুবু খেতে দেখে বড় খুসি; বন্ধনের গ্রন্থি আর একটু শক্ত ক'রে দিতে সদাই যত্নবতী। খুলে দেওয়া দূরে থাক্ নিত্য নূতন ছাঁদে বান্ধিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা এমনি শ্রীপাদপদ্মের ছুঁচা, যে দ্বিরুক্তি না করে হাত ও গলা বাড়াইয়া দিতেছি, আস্তে আস্তে তাঁরা অষ্টাঙ্গ বন্ধ করে নির্জ্জীব জড়ের মত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁরা দয়াময়ীও যেমন, নিষ্ঠুরাও তেমনি, কে জানে তাঁদের লীলা। জীবগণ তাঁ'দের দয়া প্রার্থী হইয়াই ধরাধামে আসে, কিন্তু একটু সতেজ হইলেই দয়া মমতা ভুলে যায়, তাঁদের সমান কিম্বা তাঁদের অপেক্ষা বেশী মনে করিয়া তাঁদের সঙ্গে খেল্‌তে যায় কিন্তু একটু পরেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারে; তখন পরাজিত, ভয়ানক কারাবদ্ধ এবং তখন আর কোন উপায় থাকে না। তখন সত্যই নাক ফোঁড়া বলদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভার বহন ক'রে ও

সময় সময় মার খায়। (এ সাপের সঙ্গে না খেলাই ভাল, যদি খেলতে হয় তবে বেশ করে বুঝে ও মন্ত্র তন্ত্র শিখে। আমরা ক, খ, না পড়েই চাকরী করিতে বাহির হই, তাই প্রভুর লাথি, ঝাঁটা খেয়ে কাঁদিতেই দিন যায়। ক্রমে ক্রমে উন্নতির আশা ত থাকেই না লাভের মধ্যে লাথিটা খুব থাকে। তবে আর একটী মজা, লাথির মত লাথি হ'লে একদিন না একদিন বিতৃষ্ণা হয়ে পড়ে, কিন্তু নরম পায়ের লাথির কি জানি কি গুণ, একবার খেলে, আবার খেতে ইচ্ছা করে) সকলের জীবনেই এ লাথির সাধ বেশ অনুভূত হয়। ধন্য সেই শক্তিকে, যার এত শক্তি ও এত গুণ। এই শক্তি কৃষ্ণের একটী প্রধান আবরণ, এঁদের জন্যই কৃষ্ণকে কেহ দেখিতে পান না, দেখতে গেলেও প্রথমে ইঁহাদেরই হাতে পড়িতে হয়। ইঁহারা শাঁখারীর করাৎ, খুসি হলেও বিপদ্ রাগলেও বিপদ্। এঁদের হাত এড়ান রসিকের কাজ, কেন না তাঁহারা মাঝামাঝি রাস্তাটী বেশ জানেন। তাঁদেরই কথা বলি—

"কলঙ্ক সায়রে সিনান্ করিবি,
না ভিজাবি মাথারই কেশ"

জোরের কাজ নয়, খোসামুদির কাজ নয়, এখন মাঝামাঝির কাজ। নীলকণ্ঠ বুঝি সেইটি পাবার জন্যই বলে গেছেন—

"একবার ঠুলি খুলে দে মা ব্রহ্মময়ি
তোর কৃপায় পার হই এ ভব সাগরে"

জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিরূপিনী মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি। সেই কথাতে ব'লে "মেষের শিং বাঁকা, যুঝবার বেলা একা"; সেই রকম সব স্ত্রী এক, এই জন্যই লিখে গেছে (যদিও বুঝে নাই) "All women are the same, but their faces are different" কথাটী সত্য, যে দিকেই লউন কথাটী সত্য। ইংরাজ প্রভু যে senseএ

লিখিয়াছেন তাও সত্য, আর জগতের সকল স্ত্রী সেই মহাশক্তি এটীও মহাসত্য। শাস্ত্রে আছে যখন ব্যাস, শিব দ্বারা কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন কাশী করিবার জন্য যত্ন করেন এবং গঙ্গাকে আপনার কাশীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যাইবার জন্য তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তখন গঙ্গা দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন "ব্যাস তুমি ভ্রান্ত, পার্ব্বতীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া আমার নিকট পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ; কিন্তু তোমার জানা উচিত পার্ব্বতীতে আমাতে ত অভেদ সত্যই, কিন্তু কেবলই যে পার্ব্বতীতে আমাতে অভেদ তা নয়, পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রী মূর্ত্তি আছে সকলের সঙ্গেই আমি অভেদ।" অতএব স্ত্রী রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, দূর হইতে তাহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রী রহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। নির্ব্বাণ পথ পরিষ্কার করিবার মালিকও স্ত্রী, আবার চিরজীবনের জন্য সে পথ বন্ধ করিয়া ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার করে দেবারও মালিক তারাই। এমন বিরুদ্ধ-শক্তিময়ীদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। (তাঁদের আনন্দময়ী মূর্ত্তিই সুখকরী ও শুভঙ্করী, আর ঘোর পিশাচীর রূপ মহা করাল ও অশুভঙ্করী যেন কখন এই ঘোর রূপ দেখিতে না হয়) (যে স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইয়া আমাকে জীবন দিয়াছে সেই স্তনই আমাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিতেছে।)

সাপের বিষে মানুষ মরে, আবার বিষের জোরেই মানুষ বাঁচে; অতএব সাপের এ দুইটি গুণ আছে; যে সাপ জড়িয়ে রেখেছিল সেই দয়া করে যখন পথ দেখাতে চেষ্টা করেছে তখন চৈতন্য হয়েছে, তখনই চরণে শরণ নিয়েছি। এই জন্যই কুকুরী বিড়ালীও বড় আদরের ও মান্যের সামগ্রী। সকল রূপেই স্ত্রী মূর্ত্তি এমন কি গাছে পাতায় সেইরূপ দেখে আনন্দে বিভোর হইতে হয়। গরলই সুধা, আবার গরলই প্রাণ নাশ

করিবার ঔষধ। শক্তি, প্রাণ নাশিনী ও প্রাণ তোষিণী, উভয় রূপিণী। যে, যে ভাবে এই মহাশক্তিকে দেখে, তিনি তাঁকে সেই ভাবেই দেখা দেন। তাঁদের চরণে এই প্রার্থনা যেন কালী-করালীরূপে আর দেখা না দেন। প্রেমময়ীরাধারূপ তাই এত ভাল। তাপ শুভঙ্কর, যতক্ষণ দূরে থাকে, নিকটে গেলেই দগ্ধ করে দেয়, তখন ভজন সাধন কিছুই মানে না। তাই বলি, স্ত্রী-রহস্য দূরে থেকে দেখিতেই মজা ও আনন্দ, নিকটে গেলেই দগ্ধ ও জীবনশূন্য জড় হইতে হয়। এ রহস্য দুর্ভেদ্য ও গভীর! মহা মহা রথী এ ব্যূহচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়া গেছেন। স্ত্রী কন্যা ভ্রমে যেন এ শক্তির অনাদর না হয়। চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া সাপ খেলিতে হয় কিম্বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। চক্ষের পলক পড়িলেই অমনি দংশন বা ভীষণ আক্রমণ। বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। "ক্ষুর ধারে বাস" বলে তা সত্যই এই। জগৎপ্রসবিনী, পালন ও গ্রাসকারিণী সবই একাধারে। তাঁ'দের অসীম ক্ষমতা, সকলই পারেন কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদিগকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া মুখে কালি মাখাইয়া বাঁদর সাজাইয়া দেখেন আর হাঁসেন; যে না সাজ্‌তে চায় তা'কে একেবারে রাজ্যচ্যুত করেন। উভয় দিকেই বিপদ্। এ স্থানে জগা ভাঁড় না সাজ্‌লে আর উপায় নাই। ধন্য তাঁদের ক্ষমতা! সাধ্য কি তাঁ'দের বিরুদ্ধে একটি কথা কই বা এক পা চলি। যা' বলান তা'ই বলি, আর যা' করান তাই করি; যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাই। যাওয়া আসার কুলুপকাঠি তাঁ'দের হাতে, তাই এত গরব ও এত অহঙ্কার। কৃষ্ণের খেলার প্রধান উপাদান স্ত্রী, এঁদের সঙ্গেই কৃষ্ণের মনের মিল বেশী। ইঁহাদের কাছেই কৃষ্ণ বদ্ধ। প্রকৃতি ছাড়া হইলেই তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, পরম ব্রহ্মরূপে ভাসিত হন। এমন জিনিষ থাকা, না থাকা, উভয়ই সমান। এই জগতের সকল স্ত্রীলোকেরই

মনে প্রাণে আদর করিলে, কখন না কখনও কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যাইবেই যাইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনই স্থির থাকিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এত স্থূল প্রকৃতির কথা; আবার গোলোক বৃন্দাবনের মহা প্রকৃতিদের কথা কে জানে বলুন; সেই প্রকৃতিরা যা'র উপর দয়া করেন, তারাই কেবল বুঝিতে পারে। যাঁহারা কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি এবং কৃষ্ণকে পলকে পলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, কে তাঁ'দের শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারেন? এই জন্যই প্রকৃতি মাত্রেরই আদর করিয়া চলা ভাল, কেন না, কে জানে কোন বনে মহা সের (বাঘ) শুইয়া আছে, উঠিয়া একেবারেই গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে। প্রাচীন কথা আছে—অজ্ঞানা নদীতে কখনও সাঁতরাইতে নামা উচিত নয়, কে জানে যদি কুম্ভীরাদি গ্রাস করে। তাই নিবেদন, যখন এই মহা সমুদ্রের কুল কিনারা কিছুই জানি না, তখন দূর হ'তে জল স্পর্শ করিয়াই নমস্কার করা বিধেয়। এ রকম করিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইতে পারা যায়। তাঁ'দের খেলা তাঁরাই জানেন, ছার পুরুষ অভিমানীরা কি বুঝিবে? না বুঝে, কত রকমে এ মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করে, জানে না যে যাহাতে সুধাকর চন্দ্র তাহাতেই জীবন নাশক বিষ।

যদি কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমী হইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী-কন্যারূপিণী, মাতৃ ও ভগিনীরূপিণী অধিকারিণীগণের আশ্রয় লও। তাঁরাই কৃষ্ণ প্রেমদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। এ রাজ্যের পথ প্রদর্শক এক মাত্র প্রেমময়ীরা, তবে কি জানেন, তাঁদের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলেই, প্রেমময় রাধাকুণ্ড দেখাইবার ছলে, ভয়ানক নরক কুণ্ড দেখাইয়া দেন। আমরা ভ্রান্ত, চিনি না, তাই রাধাকুণ্ড ভ্রমে নরক কুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মহা দুঃখকে

পরম সুখ জ্ঞানে তাতেই ডুবে থাকি। যে রাজ্যের পথ জানিনা, সে রাজ্যের পথ-প্রদর্শকগণের সঙ্গে চতুরতা দেখান, নিজের ধ্বংসের প্রধান কারণ হ'য়ে পড়ে। আমরা না জানিয়া এ প্রেমময়ীদিগকে ভীষণ গরল সমুদ্র-রূপে পরিণত করিয়া আপনার সখের বিষে নিজেই জ'রে মরি। যে সমুদ্র রত্নাগার, চন্দ্র ও সুধাঘটের উৎপত্তি স্থান, সেই সমুদ্রই আবার জগৎ প্রলয়কর বিষাগারও বটে। নারায়ণের মত রসিক না হ'লে সুধা ও লক্ষ্মী পাওয়া যায় না, শিবের মত বেবুঝ হইলে কেবলই গরল। রসিকরাই কেবল এ সমুদ্রের হাঁসি কান্না রূপ তুফানে, বুঝিয়া পাড়ি মারিতে পারেন। অন্য লোকে ডুবে মরে। যেখানে লাভ ও ভয় দুইই আছে, সেখানে বিজ্ঞগণ লাভের আশা ত্যাগ করেন, একবারে সেদিক মাড়ান না, এবং শাস্ত্রেও বলে গেছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" তাই বলি এমন সমুদ্রের ধারে যেতেই নাই, তবে যদি যেতে হয়, দেখে শুনে পাড়ি মারিবার চেষ্টা করিতে হয়। নাবিকদের খোষামোদ করিতে হয়, তবে যদি কখনও সেই রসের নাগরের দেশে পৌঁছিতে পারা যায়; নচেৎ হাবুডুবু লোনা জল খেয়ে "পেটো ডাগর" হ'য়ে পড়ে। প্রকৃতির গুণ জানিবার শক্তি কাহারও নাই, যদি কাহারও থাকে, তবে সেই কৃষ্ণের। যাঁ'র প্রকৃতি তিনিই জানেন তাতে কত বল আছে। তবে জগতের যা' কিছু দেখিতেছি সকলেরই আধারস্থল প্রকৃতি; প্রকৃতি প্রসব ও পালন না করিলে কিছুই থাকিতে পা'রে না। সত্য সম্বন্ধে জগতে যা কিছু আছে, সবই প্রকৃতি। যতই আমরা পুরুষ অভিমানে অভিমানী হই না কেন, সত্য সম্বন্ধে আমরা প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নই এবং হইতেও পারিব না। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা মানিক ইত্যাদি যাহাই দেখনা, সকলই যেমন মাটী ব্যতীত আর কিছুই নয়, তেমনি নর নারী কুকুর, বিড়াল, গাছ, পালা, কীট, পতঙ্গ

যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই এক প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই অনন্ত প্রকৃতি লইয়া চৈতন্যরূপে কৃষ্ণই, একমাত্র পুরুষরূপে নিত্য মহারাসলীলা করিতেছেন। এই রাসলীলা অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। ইহার নামই মহারাস। সেই একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ, মহাপ্রকৃতি লইয়া খেলিতেছেন; এ খেলার বিরাম নাই—শেষ নাই। এই রাসের কথা ভাবিতে যাইয়াও, ব্রহ্মা, শিব আদি অগাধ চিন্তা সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার শক্তি, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এ খেলার তত্ত্বটী এক কৃষ্ণ আর সেই মহাপ্রকৃতি রাধাই জানেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

এ মহা সমুদ্র কখন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আলোড়িত করিতে যাইও না। সমুদ্রের সামান্য আলোড়নে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরণী সমূহ তৃণবৎ লয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলি এ প্রকৃতি সমুদ্রের সামান্য চঞ্চলতাতে অসংখ্য অসংখ্য জীবের ধ্বংস হইয়া যায়। কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, প্রকৃতিগণ আমাদের উপর দয়া করুন। যে খেলা খেলিবার জন্য এমন ভয়সঙ্কুল অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি, যেন খেলিয়া যাইতে পারি। এই কারণেই রামানন্দ, আমার গৌরহরিকে নিবেদন করিয়াছেন—"কে তোমার মায়া নাটে হইবেক স্থির"। এ প্রকৃতি সমুদ্রে স্থির থাকা বড় কঠিন। তবে এই প্রকৃতির তোষামোদ এবং সেই প্রকৃতির নেতা জগৎ—স্বামী কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যদি কখন কূল পাওয়া যায়। প্রকৃতি যে জাতীয় হউক,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে রূপেই তাঁর অবস্থান হউক,—সদা যেন আমরা ভক্তিনেত্রে দেখিতে পারি। এ মহা সমুদ্রের ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব মনে করা—আর ঘৃত সংযুক্ত তুলা অঙ্গে আবরণ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে সুস্থ কায়ে থাকিবার

ইচ্ছা একই প্রকার নয় কি? ধন্য প্রকৃতি তোমার বল! এই বল দেখিয়াই শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাঃ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

এই কারণেই গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" ইত্যাদি।

যখন সেই সচ্চিদানন্দময় নিত্যানন্দ স্বরূপ চৈতন্য, প্রকৃতি সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খান, তখন আমরা ত কোন ছার! তবে আমরা যেন এই মহাপ্রকৃতিকে সদাই সভয় ও সভক্তি নেত্রে দর্শন করি। এই প্রকৃতির কৃপা হইলে, একদিন সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাইব। আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার ভগিনী জ্ঞানে যেন কখন প্রতারিত না হই। প্রকৃতি মাত্রেই প্রণম্য, সে যে হউক। প্রকৃতির ভাব ভাবিতে ভাবিতেই ত কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন, তত্রাচ অন্ত না পাইয়া গৌরাঙ্গরূপে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়াছেন। গৌর কাঁদাতে কেবল মহাপ্রকৃতি জানেন, আর ত কাহারও সাধ্য নাই। গৌর কান্দাইতে হাঁসাইতে কেবল তিনিই জানেন। না জানি তাঁহার কি আছে যাহার জন্য গৌর কান্দে। আমরা সেইটী চাই। আমরাও কান্দিতে চাই। সে জিনিষটী কি তা তিনিই জানেন, আর সে জানে, যাকে তিনি জানান। জগতের সকলেই প্রকৃতিদেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেই মুখ দেখিলেই প্রকৃতিদেবীর কোমল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া যাইবে এবং সকলকেই শান্তিপূর্ণ কোলে উঠাইয়া সকলের দুঃখ দূর করিবেন। তিনিই জগৎগুরু, তিনিই জগৎজননী, আবার তিনিই প্রেমের আধার। এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ ও জীব সমুদয়ের তিনিই একমাত্র আধার ও আশ্রয়। তিনি না থাকিলে, পলকে এই

সুন্দর সৃষ্টি একেবারে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রকৃতিদেবীর কর্ত্তব্য দেখাইবার জন্যই প্রভু আমার, কালী, তারা, দুর্গা সীতা, সাবিত্রী এবং সর্ব্বমূলাধার শ্রীরাধারূপে আসিয়াছেন। ঘনকৃষ্ণ শ্যাম কেবল রাইয়ের দেওয়া রূপে কেমন সোণার গৌরাঙ্গ হইয়াছেন? কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া রাধার মত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতার রূপে নব দুর্ব্বাদল হইয়াছিলেন। এই জগতে যে নানারূপ দেখা যায় ইহার কারণ প্রকৃতি। যখন প্রকৃতি না থাকে তখন এ জগৎ থাকিতে পারে না। তাই প্রকৃতিদেবী যাহাকে যেমন সাজান তাহারা তেমনি সাজে। আপনা আপনি সাজিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কলকাঠী প্রকৃতিদেবী ইচ্ছা করিলে কাহাকেও স্বর্ণজ্যোতিঃ দেন, কাহাকেও আবার ঘোর নরকে ঘন কৃষ্ণবর্ণে আবৃত করিয়া ইহকালে পরকালে সমান হেয় করিয়া রাখেন। প্রকৃতিদেবীর মর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। যাঁর মর্ম্ম সেই সর্ব্ব কারণের আদি কারণ নন্দনন্দন বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ, তাঁর মর্ম্ম এ ছার জীব কি বুঝিবে! তিনি কি কাহাকেও তাঁর মর্ম্ম বুঝিতে দেন! তিনি সদাই তাঁর স্বরূপ আবরণ করিয়া নূতন সাজে দেখা দেন আর জগতে আবদ্ধ করেন। যতদিন জীব বিরজার পরপারে না যাইতে পারে ততদিন সাধ্য কি যে তাঁকে চিনিতে পারে। যতদিন তিনি কৃপা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না দেখান ততদিন কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে চিনিতে পারে।

প্রকৃতিরাই রাসমণ্ডলের দ্বারী, সেখানে তাঁহারা ব্যতীত অন্যে থাকিতে পায় না, তাঁহারাই এই সমগ্র সংসারকে মোহিত করিয়া সেই রাসমণ্ডল ভুলাইয়া দিয়াছেন, সেই অনন্তসুখ ভুলাইয়া এই ঘোর দুঃখ পূর্ণ সংসারের বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিয়া মজা দেখিতেছেন, আর আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। ধন্য বাজী শিখিয়াছেন, তা না

হ'লে কি, সব বাজীকরের ওস্তাদ বাজীকরকে এমন করিয়া মোহিত করিয়া রাখিতে পারেন? তা না হ'লে কি সেই গোলকের ধনকে এই মর্ত্ত্যে আনিতে পারেন? ধন্য তাহাদের ক্ষমতা! এই পড়ি পড়ি করে একে ভয়ে জড়সড়, তার উপর আবার ভয় দেখান কেন? আমাদিগকে পথ ছাড়, আমাদের উপর কুহকের জালখানি আর ফেলাইও না। যদি একবার মুখ তুলিয়াছি, তোমাদের স্বরূপ দেখাও ও জানাও। একখানি খোলের লোভেই ত বলদ ভয়ানক শক্ত ঘানি কাঁধে করিয়া সারাদিন বয়। এ কথাটীও আমাদের পক্ষে খোল ব'ই ত নয়, পাবার আশাতেই ত ঘানি টানি। তোমরা চিরকাল আমাদিগকে খাটাও খাটিব, বিনা বেতনে খাটিব কিন্তু একবার আগে দেখি। মনিব কেমন আগে দেখিয়া লই পরে যত খাটাও খাটিব তখন না বলিব না। যাহার উপর তোমরা করুণা কর তাহার আর এ ভয়ানক সংসারসমুদ্রে কোনই ভয় নাই কিন্তু যখন কাহারও উপর অকৃপা করিয়া বিভীষিকাময়ী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কর তখন তাহার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও নিশ্চিন্ত হইবার স্থান নাই। তোমাদের উগ্রতেজে ঐ সকল হতভাগারা পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। দেখ অগ্নির তাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে গুলির পুষ্টি হয়, ঐ অগ্নি দূরে রাখিয়া তাহার তাপ অঙ্গে সেক নিলে শীত নিবারণ ও বিশেষ উপশম হয়; সেই অগ্নিতে ঘৃত মধু দান করিলে মহা পুণ্য হয়, কিন্তু যখন কোন মূর্খ অজ্ঞান বশতঃ এই সর্ব্বমঙ্গলময় অগ্নির সহিত বিরোধ করিতে যায় তবে তাহার দশা আর ভাবিতে হয় না, সে স্বয়ং অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তোমাদের জয় বেদের লিখন, কার সাধ্য খণ্ডন করে? কৃষ্ণ, যিনি বেদের বেদ, ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনিই স্বয়ং হারিয়া জগৎকে দেখাইয়া গেছেন। তাঁর হার কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান" তাই তোমাদের জয় চিরদিন বাঁধা আছে ও থাকিবে।

তুলসীর মত তোমাদের কেহ ছোট বড় নাই তোমরা সবাই সমান, সবাই এক।

প্রকৃতিরা এই ভয়ানক কষ্টপূর্ণ সংসারকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছেন। এক পলকের জন্য যদি তাঁদের শক্তি অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। পুরুষের উগ্রতেজে কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁ'রা আপন কোমলতাতে এই ভয়ানক পুরুষ-শক্তিকে সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাই এই বিশ্ব শান্তিতে রহিয়াছে। তাঁদের লীলা অচিন্ত্য; কাহাকেও ডুবাইতেছেন, কাহাকে ভাসাইতেছেন, আবার কাহাকে কৃপা করিয়া সেই চিরশান্তিময় বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। তাঁহাদের অপরূপ মায়া অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে যে চিনিয়াছে, সে সকলকে জিনিয়াছে; তাহার আর ভাবনা নাই, সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে পাইয়াছে। কায়মনোবাক্যে সদাই প্রার্থনা, যেন আমরা তাঁদের স্বরূপ জানিতে পারি। তাঁদের উপরের আবরণ খুলিয়া যেন অন্তরের ভাব বুঝিতে পারি। তাঁদের সাহায্যে যেন সেই নিত্যধামের পথ দেখিতে পাই। যেন কখন তাঁ'দের বাহিরের আবরণ দেখিয়া চিরমুগ্ধ হইয়া অন্ধের মত না ঘুরিয়া বেড়াই। পুরুষ-মাত্রেই তাঁদের অকৃপাতে চির অন্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; সদা প্রার্থনা আমাদিগকে তোমরা যেন কখনও অকৃপা না কর। সদাই যেন তোমাদের কৃপাভাজন হইয়া তোমাদেরই ভাবে মুগ্ধ থাকি। বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া যেন কখন মুগ্ধ না হই। এই কঠিন পুরুষ দেহে, যেন তোমাদের সরলতা মাখা কোমলভাব কখনও অনুভব করিতে পাই। তোমাদের ভাব এই দেহে একদিনের জন্য যদি আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমরা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের সহিত কৃতার্থ হইব ও জীবন

সার্থক মনে করিব। তোমাদিগকে ভুলিতে জগতের কোনও জীব কি পারে? তোমরাই জগতের চৈতন্যরূপিণী, তোমরা যাহাকে ভুল, সে অচৈতন্য হয়। ধন্য তোমরা, আর ধন্য তাহারা যাহারা তোমাদিগকে চিনিয়াছে। তোমাদের জন্যই সেই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ হইয়া আজীবন নয়নজলে ভাসিতে হইয়াছিল। ধন্য তোমরা, যাহারা কৃষ্ণকে ঋণী করিতে পার; ধন্য তোমরা যাহারা কৃষ্ণকে কাঁদাইতে পার! যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতিকে কৃষ্ণ কত ভালবাসিতেন কিন্তু অনেক সময়ে হয় ত তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইতেন না অথচ দ্রৌপদী ডাকিলে আর কোথাও থাকিতে পারিতেন না। সখাদের ডাকে কখনও কখনও আসিতেন না, কিন্তু সখীদের ডাকে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী। তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁ'দের বশ। আমরা পুরুষ অভিমানে ভ্রান্ত হয়ে, হৃদয়কে নিতান্ত অমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই সদাই মন ভ্রমিতেছে, স্থির হবার স্থান পায় না। যাহাদিগকে আমরা পুরস্ত্রী বলি ও স্ত্রীলোক মনে ক'রে ভ্রান্তিবশতঃ নগণ্যা মনে করি তাহারাই সামান্য গৃহ মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া হৃদয় বিস্তার পূর্ব্বক অধরকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী প্রাণপ্রিয়তমা। তিনি নিজে ব'লেছেন, "ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণসম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন"। শ্রীমতীকে এ কথা বলিবার অভিপ্রায়ই তাই। নারীগণ অধরকে ধরিবার প্রকৃত উপায় জানেন, তাঁ'দিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন রকমে কর্ত্তব্য নয়। তা'রা নিত্যশুদ্ধা, কিছুতেই অপবিত্রা হ'তে পারে না। তা'রা এ সৃষ্টির রাজা অতএব আইনের পার জানিবে।

আইন প্রজার জন্য, রাজার জন্য নয়। রাজাই আইন কর্ত্তা, আইন তার অধীন, সে আইনের অধীন নয়।

আমরা পতঙ্গের আগুণে পড়ার মত উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আর যাতনায় ছটফট্ করিয়া মরিয়া যাই, কিন্তু যাহারা তোমাদের গুণ জানিয়া সরল-ভাবে ও সভক্তি তোমাদের শরণ লয়, তাহাদিগকে তোমরা আপন কোমল ক্রোড়ে, তুলিয়া লও এবং চিরশান্তিনিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখ ; সেখানে স্বপন নাই। ভীতকে আর অধিক ভয় দেখাইও না। যে সদাই কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কাঁদাইলে বেদম হইয়া মরিয়া যাইবে। আমি শরণাগত, আমায় আর ভয় দেখাইও না। অনেক জন্ম বিফলে গেছে, আর যেন এ দুর্ল্লভ জন্ম না হারাইতে হয়। চাঁদ চাহিতেছি, চাঁদ দাও ; আর আয়না দেখাইয়া ভুলাইও না। ক্ষীর ক্ষীর করিয়া, কান্দিতেছি ক্ষীর খাইতে দাও, মাড় খাওয়াইয়া আর কষ্ট দিও না, এই মিনতি। আমাদের দুঃখ তোমরা নিত্যই দেখিতেছ, তোমাদিগকে না চিনিয়া নিশ্চয়ই আমরা অগাধ বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি, তা'ত স্বচক্ষে দেখিতেছ। আর ডুবাইও না, আশ্রয় চাহিতেছি আশ্রয় দাও। তোমরাই কৃষ্ণ দিবার মালিক, তাঁকে চাহিতেছি একবার দেখিতে দাও। তোমাদের ধন তোমাদেরই থাকিবে, কেবল আমরা একবার মাত্র দেখে লব কেড়ে নিব না। কেবল চক্ষের দেখা দেখ্‌ব মাত্র। ব্রজপদ্ধতি শিখাইবার ও বৃন্দাবন দিবার জন্য তোমরাই একমাত্র অধিকারিণী, এই জন্যই অনেক তপস্যার পর আমার চণ্ডিদাস যখন তোমাদিগকে চিনিয়া-ছিলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "বাশুলি আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে, শুন রজকিনী রাই, রজকিনী প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, যেই প্রেমে কামগন্ধ নাই"। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়া-ছেন "ব্রজদেবীর কোন ভাব লয়ে যেবা ভজে, ভাব যোগ্য দেহ পাই

কৃষ্ণ পায় ব্রজে"। সেই ভাবযোগ্য দেহ কেবল তোমাদেরই দেহ মাত্র। তোমরাই রাধা, তোমরাই ললিতা, বিশাখা, তোমরাই বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, তোমরাই লীলা এবং তোমরাই লীলার পোষক। তোমরাই ব্যাধি তোমরাই ঔষধ। শ্রীমতী রাধাই কৃষ্ণের প্রেম জ্বরের কারণ আবার তিনিই তাহার ঔষধ। তিনিই শতছিদ্রকুম্ভে জল আনিয়া কৃষ্ণকে বাঁচান। তোমাদের দোষে আমরা মূর্খ। তোমাদের দোষেই বল আর গুণেই বল, আমাদের হাত কাঁপে, লেখা ভাল হয় না। তোমরা শাঁখারীর করাত, হেসে চাইলেও শরীর কাঁপে, রেগে চাইলেও শরীর কাঁপে; যখন সকল সময়েই কাঁপিতে হয় তখন ঠিক করে লিখি কখন? দেখ কি ছার আমাদের কথা, যখন সেই জগৎস্বামী জগৎপ্রাণ জগতের আধার কৃষ্ণই কেঁপে উঠেন, তখন আমাদের ত কথাই নাই। যখন ইন্দ্রবৃষ্টি হইতে গোকুল রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গুলীতে শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ শ্রীমতীর দর্শনে সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপে নাই? প্রায় হাত হইতে কেঁপে গোবর্দ্ধন "পড়ে পড়ে" হইয়াছিল। কিন্তু পরেই শ্রীমতীর অন্য ভাব দেখিয়া স্থির হইলেন। বলি কৃষ্ণ যখন কংসগৃহে কুবলয়পীড় হস্তীকে আক্রমণ করেন, তখন শ্রীমতীর দেখা পান নাই, কেবল মাত্র শ্রীমতীর স্মরণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবকাশের জন্য প্রায় মূর্চ্ছিতের মত কাল কাটাইয়া পরে সেই হস্তীকে মারিয়া ফেলেন। যখন কৃষ্ণের হাতের লেখা দেখিয়া বৃন্দা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই"। তোমরা না পার কি? চূড়া বাঁশী কেড়ে নিতে পার, ঘাবী সাজাতে পার, মেয়ে সাজাতে পার, পায়ে ধরাতে পার, আর যে কি না পার তা' জানি না! কৃষ্ণ প্রেম-হাটের তোমরাই দোকানদার বিনামূল্যে বেচা কেনা তোমরাই কর,

যাহার উপর দয়া কর তাহারাই পাইয়া থাকে, অন্যে অনন্ত রত্ন দিয়াও এক পল মাত্রও পায় না।

তোমাদিগকে যে জানিয়াছে সেই তরিয়াছে কিন্তু তোমাদিগকে যে চেনে নাই সে অকুল পাথারে ডুবিয়াছে! প্রার্থনা যেন আমরা তোমাদিগকে চিরদিন চিনিতে পারি এবং কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। সদাই যেন তোমাদের আদরের ও দয়ার পাত্র হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। যেন কখন তোমাদের "ঘোরা করালবদনা" রূপ দেখিতে না হয়। সমুদ্রের ঘোর ভয়ঙ্কর তুফানও তোমাদের নিকট কিছুই নয়, আর স্বর্গের মহানন্দের নন্দন কাননও তোমাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে স্বর্গ যাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? আর তোমাদের ভয়ানক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে নরকের মহাযন্ত্রণাময়স্থানও পরম সুখের বলিয়া মনে হয়! তাই তোমাদের নিকট আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যেন কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। তোমরাই জগতের মূল, তোমরাই সকলের আদি, এই জন্যই সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া গেছেন "জগতের নারী যত তাহে মোর মনঃ রত"। কৃষ্ণ তোমাদের, তোমরাই কৃষ্ণের, এ হাটের দোকানদার তোমরা, যাকে তাকে তোমরা কৃষ্ণ দিতে পার, এ হাটের প্রধান পণ্য কৃষ্ণপ্রেম, তাইবলি কৃষ্ণ তোমরাই দিতে পার। মনে নাই কি ললিতা, সেই পরম রসিকা বিশাখা, সেই চম্পক লতা? তোমরা তাদের মধ্যে এক এক জন ধনুর্ধর, কৃষ্ণ তোমাদেরই, রাসে তোমরা, কুঞ্জলীলাতে তোমরা, যমুনা জল কেলিতে তোমরা, গোষ্ঠে তোমরা, পুলিনবিহারে তোমরা, কাঁধে চাপিতে তোমরা, পায়ে ধরাইতে তোমরা, তোমরাই এ রাজ্যের রাজা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, কৃষ্ণকে দ্বারবান রাখিতে কেবল তোমরাই পারিয়াছ। যে কৃষ্ণকে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি দ্বারা মহা মহা যোগিগণও ধরিতে পারেন

নাই, সেই কৃষ্ণকে উদুখলে বাঁধিতে কেবল তোমরাই পার। তোমরা কত শক্তিমতী, আমরা তোমাদের নিকট মহা তরঙ্গের মুখে সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র, অজ্ঞানতা বশতঃ যে তোমাতে ঝাঁপ দিবে তা'র আর কোন উপায় নাই। চিরদিনের জন্য সে ভাসিয়াছে কখনই কুল পাইবে না, কুল হারাইয়াছে।

অধিক কথা কি বলিব, কৃষ্ণ যখন তোমাদিগকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্য পরে কা কথা। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সকলেই ইহাই বলিতেছে। বৃন্দাবনের একটী কথা শুন—একদিন বৃন্দাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃন্দা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ"? বৃন্দা উত্তর দিল "প্রিয় সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ অর্থাৎ তোমার প্রাণবন্ধু হরির শ্রীচরণ নিকট হইতে"। ইহা শুনিয়া শ্রীমতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায় কি করিতেছেন"? বৃন্দা উত্তর দিলেন "তিনি রাধাকুঞ্জ বনে নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন" ইহা শুনিয়া শ্রীমতী অত্যাশ্চর্য্যা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৃন্দে, আমি এখানে রহিয়াছি তবে তিনি গুরু পাইলেন কোথায়"? বৃন্দা বলিলেন, "প্রত্যেক তরু লতাতে তোমার মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইয়া, সেই নটরাজ কৃষ্ণকে নাচ শিখাই-তেছে এবং কৃষ্ণ তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিয়া বেড়াইতেছেন"। এখন আমরা গুরুরূপী তোমাদের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া কাতরে প্রার্থনা করিতেছি যেন আমাদের মনো বাসনা অপূর্ণ না থাকে।

ভার্য্যা রহস্য।

জলের স্বভাব বহিয়া যাওয়া, কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তবে ঘড়ার ভিতর রাখিলে চিরকালের জন্য স্থির থাকিয়া যায়। মনও তেমনি শক্ত ঘড়ার ভিতর না রাখিলে ক্রমেই চল্‌তে থাকে। মন চলিবার দুইটি মহা মহা খাদ—কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুয়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধান, অতএব মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই। তুমি কি জান না, যে বড় নদীর নিকটে কূপ খুঁড়িলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত; তবে যখন মনকে শক্ত বেড়ার মধ্যে পুরিবে, তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ঘড়া জল-পূর্ণ করিয়া নদীতে ডুবাইয়া রাখিলে নদী বাড়িলেও বাড়িবে না, আর কমিলেও কমিবে না, সে সদাই পূর্ণ থাকিবে। তাই বলি সাপের সঙ্গে খেলিতে হইলে প্রথমে সাপ বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মন্ত্র না জেনে সাপ ধরিতে গেলেই বিষে প্রাণ যাবে তার আর সন্দেহ নাই। আগে মন্ত্র শিখ তারপরে সাপ ধ'রতে যাবে। এই জন্যই রসিকগণ বলিয়াছেন—"স্ত্রীরূপ নদীতে কেউ নাইতে নেমো না" ইত্যাদি। অগাধ সমুদ্ররূপিণী স্ত্রীতে না জেনে ঝাঁপ দিতে দৌড় না। আলো দেখিয়া পতঙ্গের মত উড়ে পড়তে চেয়ো না। চালাক তাকে বলি, যে এই নিরানন্দময় ভূমিতে আনন্দে থাকতে পারে। নিরানন্দ স্থানে নিরানন্দে থাকা বাহাদুরী নয়। মাতালের মধ্যে মাতাল হয়ে থাকা বেশী কথা নয়; চোরের মধ্যে চোর হয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু বিপরীত গুণ অধিকার করে থাকা বাহাদুরী ও

আদরের সামগ্রী। তাই বলি কান্নার দেশে হেঁসে যাওয়াই রসিকতা ও মহা সাধন। দূরে রাখিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক রেখে চলার নাম চতুরতা।

স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ পরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্। তাঁকে চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণ গুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়; এই রকম আদান প্রদানে ঘনিষ্টতা বাড়িয়া ক্রমে দুটীতে একটী হইতে হয়। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসিয়াছ যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের উপযুক্ত মান্য করিবে। তাঁরাই গৃহলক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবে। জগতের স্ত্রী মাত্রেই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। তাঁদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁহারাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

স্ত্রী আদরের ও ভালবাসার ধন। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁর সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই তাঁর নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁর নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমাদের প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর

স্বর্গের পথও তিনি দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরাই দেখাইতে পারেন। এই কারণে তাঁদের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই। জগতের সকল স্ত্রীকেই যথাযথ মান্য করিতে ভুলিও না। তাঁরা রাজকর্মচারীর মত কেহ বা ধরিতেছেন, কেহ বা ফাঁসির, কেহ বা খালাসের হুকুম দিতেছেন, যিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নরকে যাইতে ইচ্ছা করেন, অতি আনন্দে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য, কেহ বা বেশ্যা, কেহ বা রাক্ষসী, কেহ বা পিশাচী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন; আবার তাঁহারাই নিজের রক্ত দিয়া আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। তাঁরাই সানন্দে মোক্ষ পথ দেখাইয়া দিতেছেন; তাই বলি স্ত্রী যেমনই হউক তাঁহার অমান্য করিবে না। তাঁরাই যাবার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন। তাঁরা সকল খেলাই জানেন এই জন্য তাঁদের সহিত উল্টা খেলা খেলিতে যাইবে না।

স্ত্রী লাস্যের দ্রব্য নন্। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন, তাঁরাই প্রেমভক্তির আধার! আবার অসদ্ব্যবহার করিলেই তাঁহারাই ঘোর কালরূপিণী, পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র। স্ত্রীরূপিণী মহাসমুদ্রে মহা মহা রত্নও আছে। রসিকগণ সেই সব মহারত্নের অধিকারী হইয়া চিরসুখে জীবন কাটান, আর আমাদের মত দুর্ব্বল ও ঘৃণিত ব্যক্তিগণ কামান্ধে মত্ত হইয়া ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অচিরে অস্তিত্ব হারায়। অতি সাবধানে এ মহাশক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। কদাচ কামনয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে। স্ত্রীর অবমাননা আশু ধ্বংসের কারণ মাত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দ্রৌপদীর অবমাননা,

কুরুকুল ধ্বংসের কারণ, সীতার অবমাননা, রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের কারণ, হেলেনের অবমাননা, ট্রয় ধ্বংসের কারণ, সরোজিনীর অবমাননা, মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের কারণ। এ মহৎ দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে, দূর যাইবার কোন কারণ ও আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘরে স্ত্রীর অবমাননা হয়, তাহার ঘরে শান্তি ও সুখ কোথায় চলিয়া যায়। ভাল স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া আপন স্ত্রী গড়িতে চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে রাখিও "নারীরূপ পতিব্রতা"। সুন্দর রূপ হউক আর নাই হউক কিছু আসে যায় না, গুণবতী হওয়া চাই। দুঃখিনী মায়ের ও গুরুজনের আজ্ঞাকারিণী হওয়া চাই, স্বামীর দুঃখে সুখে সহযোগিনী হওয়া আবশ্যক। তাঁর নাম স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী। চক্ষুর মত স্ত্রী অনেক পাওয়া যায়, আজ কাল মনের মত স্ত্রী পাওয়া বড় কষ্টকর।

হিন্দু রমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরিবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা না হলে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শ যুগলকে ভজনা করিবে। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" তাই বলিয়া সকল পুত্রই পুত্র নয়। একটী মাত্র পুত্র, বাকী সকল গুলিই কামজ। তাই বলি কেবল পুত্র কন্যাতে ঘর ভরিবার জন্য স্ত্রী নয়। অধিক পুত্র কন্যা অধিক যাতনার মূল এটী যেন মনে থাকে। পুত্র কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও, সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না। এ দিল্লিকা লাড্ডু, না খাওয়াই ভাল, যে খাইয়াছে সে জনমের মত পস্তাইতেছে, অতএব এর জন্য এর দোর, তার দোর করে বেড়াইও না। একটী ছিলে, দুটী হয়েছ আর বিস্তীর্ণ হবার আশা রাখিও না। এ দুটীতে একটী হও, আর ভাবের দেহ পাইয়া ব্রজের ধামে চ'লে যাও। দুটীতে একটী না হ'লে, সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও সুখ পাবে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, প্রভৃতির

মধ্যে মধুরই, প্রকৃত মধুর; অতএব তাই আস্বাদনের চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখ। নারিকেল, সুপারি, ইহারা কেবলই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৌড়িতেছে. ইহাদের পাতা পর্য্যন্ত আকাশমুখী, কেন বলিতে পার কি? এদের শাখা নাই ব'লে। তেমনি যদি পুত্র কন্যা বিহীন হই, আমাদের মনঃপ্রাণ কেবল ঊর্দ্ধদিকেই দৌড়িবে, কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। স্ত্রীকে সামান্য পার্থিব অলঙ্কারে সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া অপার্থিব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিও এবং সেই রকম শিক্ষা দিও। স্ত্রীকে কেবল নিজের ছেলের মা করিও না, জগজ্জননী করিবার মত বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ দিও। কোমলাঙ্গীদের হৃদয় যদি কোন রকমে কঠিন হয়, তাহা হইলে সেটী বজ্রাদপি কঠিন হয়, এটী মনে রাখিও। কোমল হৃদয়ে সরল প্রাণটীই সাজে ভাল। তাহাদিগকে মা সাজাইতে বেশী চেষ্টা ও শিক্ষা দিতে হয় না। They are by birth mothers. (তাহাদের জন্মই মাতৃরূপে)।

এ পৃথিবীতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করা কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ পূরণ উদ্দেশ্যে নহে। এমন অনেক সেবা মা বাপের আছে, যাহা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে নিজ দ্বারা হইতে পারে না। এই জন্য এই একটী স্নেহরূপিণী দেবীর দরকার। যে সমুদ্র, চন্দ্র ও রত্নকে প্রসব করিয়া রত্নাকর হইয়াছে, প্রাণনাশক হলাহলও সেই সমুদ্র সম্ভূত, এটী যেন মনে থাকে। যখন তোমার নিকট রত্ন বিষ দুইই রাখিয়া দিয়াছেন, তোমার ইচ্ছানুসারে যেটী খুসি লইতে পার। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী করা কিংবা ঘোর পিশাচী করা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীগণ সকলের মাতৃস্থানীয়া ও পরম পূজ্যা। বিষও একটী রত্ন, কিন্তু পাত্র বিশেষে তাহার ব্যবহার জানিবে। শিব হও, তখন দেব ও পিশাচ উভয়ই তোমার সেবকরূপে পরিগণিত হইবে।

প্রত্যেক ঘাতের সমান প্রতিঘাত, তাই বলি তাহাদিগকে সদাই স্নেহের চক্ষে দেখিবে, তাঁরাও তোমায় তেমনই দেখিবেন। পিতামাতার সেবা আরম্ভ করিয়া, যেন সকল দুঃখীর সেবা শিখিতে পারেন।

এ সংসারে যাহার স্ত্রী সত্যই সহধর্ম্মিণী, সেই সুখী ও সেই ধার্ম্মিক। কাজ কি তার স্বর্গে, কাজ কি তার মোক্ষে, সংসার তাহার পক্ষে বন্ধন নয়, সংসার তাহার পক্ষে নরক নয়, এমন কুস্থানও তাহার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন, সেই স্থানই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের বিলাসভূমি। শান্তি ও সমস্ত তীর্থ সেই গৃহে বাস করেন, সমস্ত দেবগণ সেই স্থানেই নিত্য ভ্রমণ করেন। এমন স্ত্রী যাহার নাই, তাহার বৈকুণ্ঠও নরক। তাহার জীবনই সাক্ষাৎ মৃত্যু, আর মৃত্যুই সাক্ষাৎ জীবন।

স্ত্রী ও স্বামী দুয়ে এক না হইলে সেখানে যাইবার অধিকার নাই। একক কেহ কখন যাইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া হয় ত তুমি মনে করিবে, তবে যাহারা কখন বিবাহ করে নাই, যাহারা জন্মাবধি একক, তাহারা যাইতে পাইবে না, চেষ্টা করিলেও তাহারা যাইতে পাইবে না; কিন্তু তা নয়। তবে প্রভেদ এই, সহজ আর কষ্টকর। একক যাইতে হইলে অনেক সাধন, অনেক তপস্যা, অনেক ভজন বল দরকার হয়, আর দুয়ে এক হইলে অতি সহজ। তোমরা শুনিয়াছ অগস্ত্য প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ যে আশ্রমে বাস করিতেন, সে আশ্রমের বৃক্ষগণ সব কল্পবৃক্ষ ছিল; আম গাছে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি সমস্ত ফলই ফলিত। ঐ ঋষিগণ যে বৃক্ষের নিকট যে ফল ভিক্ষা করিতেন, সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইতেন। এ সব উগ্রতপের ফলে, কিন্তু আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, না হয় শুনিয়া থাকিবে যে, কলম বান্ধিলে এক বৃক্ষে নানা রকম ফুল ফুটিতেছে। এক বৃক্ষের এক ধারে এক রকম, অন্যধারে অন্য রকম ফল ফলিতেছে। দেখ দুটীতে তফাৎ, একটী কত কষ্টকর,

অন্যটী কত সহজ। সেইরূপ যাহারা একক, তাহারা বহু কষ্টে আপনাকে দুইভাগ করিয়া পরস্পর ভালবাসিতে শিখিবে। এখন দেখ, এক প্রাণকে দুই ভাগ করা কত কষ্ট? তাহাতে আরও কঠিন, ঐ দুইয়ের একটী ভাগ পুরুষ, অন্যটীকে প্রকৃতি করিতে হইবে; এখন বল দেখি কত কঠিন? কিন্তু যাহারা এক না হইয়া ভাগ্যবশতঃ দুই হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কত সহজ? কত শীঘ্র তাহারা নিত্যধামে যাইতে পারে, কত শীঘ্র কৃষ্ণের কৃপা পাইতে পারে। এখানে তোমাদের মনে হইতে পারে, তবে ত যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারাই কৃষ্ণকে পাইবে, কিন্তু তাহা নয়। বিবাহ করিয়া যুগল হইয়াছে বটে, কিন্তু কই যুগল এক ত হয় নাই, যুগল যুগলই আছে। এই যুগল এক না হইলে, যাইতে পায় না। এখন বোধ হয় মনে করিবে দুয়ে এক কি করিলে হয়? এইটীই সাধন, এইটীই ভজন। দুয়ে এক হইতে হইলে, পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কপটতা ছাড়িয়া সরল হইতে হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সদাই ভাবনা করিতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপতি রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইবে। সে ভোগের জিনিষ, সে অনুভবের জিনিষ, সে লিখিবার কহিবার জিনিষ নয়। যাহারা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণ যাহাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাহারাই জানে। চণ্ডিদাস ও রজকিনী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জয়দেব, পদ্মাবতী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। কত শত এমন এই সংসারে আছেন, তাহার ঠিক করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তবে যাহারা সেই ঘরের, সেই পরিবারের, তাহারা চিনিতে পারে, তাহারা দেখিতে পায়, অন্যের অসাধ্য। দেখনা হাটতলায় কেহ কি কাহাকে চিনিতে

পারে? তাহারা ত নিকটে রহিয়াছে, তবু চিনিবার ক্ষমতা নাই। কৃষ্ণ পরিবারেও এই নিয়ম, যে সেই পরিবারের একজন হইতে পারিয়াছে, সেই সকলকে চিনিতে পারিয়াছে।

সুখই একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সুখ পাবার জন্যই আমরা ধনের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা ইত্যাদি নানা রকমে প্রতারিত হইয়া আসল সুখের খনি কৃষ্ণপদ ভুলে যাই। তবে যাহারা চতুর, তারা এর মধ্যেই সহজ পথটী পাইয়া কৃষ্ণভজন ক'রে, মায়াকে ফাঁকি দেয়। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণভজন অসম্ভব না হইলেও চতুরতার আবশ্যক, তা হ'লে এমন সহজ আর কোথাও নাই। স্ত্রী যথার্থই গলার ফাঁস, ইচ্ছা করিয়া সে ফাঁস গলায় না দেওয়াই ভাল। তবে যদি চতুর হইতে পার, দেবতাদের মত স্ত্রী গ্রহণ করে সাধনের পথটী রসময় করিয়া আনন্দে যাইতে পারিবে। স্ত্রীভাব শূন্য পথটি অনেকটা নিষ্কণ্টক বটে, তবে ভয়ানক নীরস, মরুভূমি তুল্য। সে পথের ধারে ধারে মনোরম পুষ্পোদ্যান নাই, মাঝে মাঝে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপ ও নাই, সে পথটী নিষ্কণ্টক বটে, কিন্তু ক্ষুরধার তুল্য, সামান্য এদিক ওদিক হ'লেই নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। অতএব সে পথটি লইবার আগেই পথিকের নিজশক্তির যথার্থ ওজন করিয়া লওয়াই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। শ্রীনিত্যানন্দের কোন দরকার না থাকিলেও আমাদের মত ভ্রান্ত জীবের শক্তিতে কুলাইবে না, তাই দয়াপরবশ হইয়া প্রভু নিজ দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা এই সরস পথটি পরিষ্কার করাইয়া জীবের উপর দয়া দেখাইয়া গেলেন। এ পথে যাইতে যাইতে যদি কোন কারণে পদস্খলন হয়, তবু তত নিন্দার হবে না। এ পথের একটি সুখ, হারিলে তত বেশী লোকসান নাই কিন্তু জিতিলে খুব বেশী লাভ, অতএব আমাদের মত শক্তিহীন জীবের পক্ষে এ পথটিই ভাল মনে হয়।

সে সকল জীব একবার শিকল পায়ে লাগাইয়াছে তাহারা স্বাধীন ভাব একেবারে ভুলে গেছে, কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয় তা পর্য্যন্ত জানে না, পিপাসাতে মরি মরি হ'লেও পুষ্করিণীতে বা নদীতে কেমন করে খাইতে হয় সে অভ্যাস থাকে না। তা ছাড়া সহজে অন্য স্বাধীন স্বজাতি না দেখিতে পাইয়া, নিজ পূর্ব্ব স্বাধীন ভাব আনিতে পারে না। জগতে আজকাল এ ভাবের লোক বিরল বুঝেই, আমার গৌর, কুমার বৈরাগ্য যাহার সেই নিত্যানন্দকে, বৃদ্ধ বয়সে সংসার করিতে অনুমতি করিয়া গেছেন; এর তাৎপর্য্য জীব শিক্ষা, তখনকার না হ'লেও তার পরের জন্য। কৃষ্ণ ব'লে যে পথে যাবে তাই সরস ও মধুর, কৃষ্ণনামে বন্ধুর ভূমি থাকে না; অতএব, সরস নীরস বাহিরের লোকের বিচার মাত্র, নচেৎ দুইই সমান।

পিতা, মাতা ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান।

মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটী কথা—আমি যে দেব মূর্ত্তিটি পূজা করি সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটিকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কিনা বল দেখি? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা

হয়; তাই বলি নিজের মার মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুকুর, বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মাদিকেও ঘৃণা করিও না। যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিও।

পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয় তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা মাপ সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁর সেবা করিতে সক্ষম হইবে। জানত "charity begins at home" সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে চিরদিন negligent studentএর মত গলদ spelling করিতে হইবে। তাই বলি প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়ে করিতে চেষ্টা করা উচিত। মা বাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটীতে মন না লাগাইলে চিরদিন careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা মাতাকে মনুষ্যদেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে। যদি কেহ ঈশ্বরকে চর্ম্মচক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান, তাঁহারা মা বাপকে দেখুন। Entrance examination এ pass না হলে কেহ কখন Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতা মাতার সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর Collegeএ থাকার ইচ্ছা রাখা বাতুলের কর্ম্ম।

এ সংসারে যে বস্তুর উপর নজর পড়ে, সেইখানেই মায়ের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাই। মনে হয় যদি এ পৃথিবীতে মায়ের

ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্ত ও এ সংসার থাকিত না। যেমন জল বিনা কোন ফসলই থাকিতে পারে না, তেমনি মাতৃস্নেহ ব্যতীত এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না।

মা আশীর্ব্বাদ করিলে কখনও কাহারও কষ্ট থাকে না। মা সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে এ জগতে তাহার কিছুই অভাব থাকে না, সর্ব্বদাই সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া অন্তিমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার মা কান্দেন, তাহার সোণার সংসারও দেখিতে দেখিতে ছারখার হইয়া যায়, আর মহা ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হইলেও অন্তে নরক বই আর অন্য স্থান হয় না।

মা কি জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বলি। দেখ গাভীর দুগ্ধ খাই এই জন্য তিনি মা এবং পরম পূজনীয়া, পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য তিনি মা, দেবদেবীগণ আমাদিগকে সুখ দিতে-ছেন এই জন্য তাঁহারা পূজনীয়। সাধুগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেখাইতেছেন এই জন্য তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। গুরু মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেছেন, এই জন্য তিনি পরম পূজনীয়। এই সমস্ত গুলিই আমাদের পূজার জিনিষ; কিন্তু এক মাই দুধ দিতেছেন, সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিতেছেন, আমরা কিসে ভাল হব, আমরা কিসে সুখে থাকিব, সদাই তাহার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে গৃহকর্ম্ম হইতে দেব সেবা পর্য্যন্ত শিখাইতেছেন, কোনটী করিতে হয়, আর কোনটী করিতে নাই, শিক্ষা দিতেছেন, আর পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কেননা পূর্ব্ব মত শিক্ষা। এখন দেখ দেখি, এক মায়ে একাধারে সমস্ত গুলিই আছে কিনা? মা গাভী, মা পৃথিবী, মাই দেবতা, মাই সাধু, মাই গুরু। এক মা সন্তুষ্ট হইলে এই সমস্ত গুলিই সন্তুষ্ট হন।

যতদিন মা আছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া তাঁর তুষ্টি সাধন করিবে। মা সানন্দ মনে যখন যা বলিবেন তাই পাইবে। মা বাপের আশীর্ব্বাদ

কখনই বৃথা যায় না, এটী স্থির জানিয়া তাঁদের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে।

মা বাপ যতই অনাদর ও অযত্ন করুন, ছেলে মেয়ের তাঁদিগকে অগ্রাহ্য করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে পাপ হয়। এক পাপের ফলে এমন নির্দ্দয় মা বাপ পাইয়াছি, আবার কেন নূতন পাপ ক'রে নূতন কষ্টের সূত্রপাত করি? তাই বলি মনে মনে কখন মা বাপকে অবজ্ঞা করিও না, কেবল নিজ কর্ম্ম দোষ মনে করিয়া কর্ম্মকেই দোষ দাও, দেখিবে প্রভু মঙ্গলই করিবেন।

পিতা মাতার শ্রীচরণতল অপেক্ষা মহাতীর্থ আর নাই। অতএব মাতৃচরণ আশ্রয় ক'রে থাক; সমস্ত তীর্থই ঘরে বসে দর্শন করিতে পারিবে। একবার "পিতাধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি কথা কয়টি মনে ক'রে দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে। তাঁদের চরণোদক নিত্য পান করিয়া সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল ঘরে বসে লইতে ভুলিও না; ঐ চরণ ধৌত জলই ভবরোগ নিবারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় করিবে; এটি মনে প্রাণে এক করিয়া জানিও. ইহাতে যেন কোন রকম সন্দেহ না আসে।

পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ নররূপী দেবতা মনে করিবে; তাঁহাদিগকে সেবা, বাক্য প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তোমায় সমস্ত বর দান করিবেন। দেখ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব যে শ্রীকৃষ্ণকে এত বশ করিয়াছিলেন, এ কোন তপের ফলে নয়, এ কোন যজ্ঞের ফলে নয়, কেবলমাত্র মাতৃভক্তির দ্বারা, কুন্তির বরে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। কুন্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, আমার ছেলেদিগকে বনে বনে রক্ষা করিও; কৃষ্ণও তাহাই করিতে বাধ্য। কার সাধ্য মাতৃবাক্য

অবহেলা করে; আরও দেখ লক্ষ্মণ যে ১৪ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় ছিলেন, এ কেবল মাতৃ আজ্ঞার জোরে। এটী মনে মনে রাখা কর্ত্তব্য, মা যখন যাহা বলেন সেগুলি বেদবাক্যের মত সত্য ও ফলপ্রদ। পিতা-মাতা কখনই মিথ্যা বলেন না। পিতা মাতা সাক্ষাৎ গুরু, সাক্ষাৎ দেবতা, এ কথাটী নিদ্রিত অবস্থাতেও ভুলিও না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ঘরে থাকিলে মার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবে, যখন কেহই নিকটে থাকিবে না তখন উভয়কেই উদ্দেশে প্রণাম করিবে। দেখিও ভুলিও না, ইহাতে লজ্জা কি? লজ্জা করিয়া পাপের পথ পরিষ্কার করিও না। ঈশ্বরের নিকট আবার লজ্জা কি? যাহাদের পিতা মাতা নাই তাহারা উদ্দেশে আপন আপন মা বাপকে প্রণাম করিবে, এই ত শাস্ত্র বচন।

গুরুজনের উপর বিশেষ ভক্তি করিবে, তাঁরা কোন অন্যায় কথা বলিলে তাঁদের উপর ক্রোধ করা উচিত নয়। বল দেখি যদি আমি সাঁতার দিতে যাইয়া জলে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে জলকে দোষ দিব, না কি সাঁতার না জানার জন্য আপনাকে দোষ দিব? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, তার জন্য আগুনকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, নিজের অসাবধানতার জন্য নিজেকেই দোষ দেওয়া উচিত। সেই রকম যখন গুরুজন কোন প্রকার ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন দুর্ব্বাক্য বলিবেন তখন তাঁদের উপর কোন প্রকার অসন্তুষ্ট না হইয়া আপনার কর্ম্মের উপর ক্রোধ করা উচিত। এমন কোন কার্য্য করিতে নাই যাহাতে গুরুজনের মনে কষ্ট হয়।

স্বামী পরম দেবতা, স্বামীর মা বাপ নিজের মা বাপ জ্ঞান করিবে। যাঁরা তোমায় জন্ম দিয়াছেন, তাঁরা তোমাকে দান করে দিয়েছেন, অতএব দেওয়া জিনিষের উপর তাঁহাদের কোন দাওয়া দাবী নাই।

যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া করে, তবে তার পাপই হয়। এই রকম শ্বশুর শাশুড়ীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী মনে করিবে। তাঁরা আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে কোন কষ্টই হইবে না। কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে থাকিলেও আনন্দ পাইবে না।

যেমন সকল পূজাতেই নারায়ণ চাই, "সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ", তেমনি সকল কাজেই স্বামী চাই। যেমন নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলেই সকল দেবতা তুষ্ট হন, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" তেমনি স্বামী তুষ্ট হইলেই আর তার কিছু বাকী থাকে না।

সংসার রহস্য।

এ জগতে যা কিছু দেখিতেছেন সকলই দুদিনের, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে। সেই জন্য যাহারা এ পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যায়, তাহারা সকল রকমে প্রতারিত হয়। কেহ আপনা ভুলিয়া পুত্র কন্যাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, তাহারা না বলিয়া দাগা দিয়া চলিয়া গেল; কেবল কাঁদিবার জন্যই ভালবাসিয়াছিল। কেহ স্বামীকে, কেহ স্ত্রীকে, কেহ অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে গিয়া এই রকমে প্রতারিত হয়।

এ পৃথিবী দুদিনের জন্য এবং এ পৃথিবীর সুখ দুঃখও অল্প কালের জন্য তাই বলি, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনের আনন্দকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণই চির সুহৃৎ, তিনিই নিজ জন, তিনিই পরাণের পরাণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহাকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণ ছাড়িয়া যাহাকেই ভালবাসিতে চান, তিনিই দাগা দিবেন, কৃষ্ণ ছাড়া যাহাই চাহিতে যান, তাহাতেই মনস্তাপ বই আর

কিছুই পাইবেন না। তিনি একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়ের প্রেমময় বন্ধু। এমন অকপট বন্ধুকে ভুলিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়া মায়িক কপট বন্ধুদের নিকট আদর ও ভালবাসা চাহিয়া প্রতারিত হই। এ পৃথিবীতে যাহা দেখুন সকলেই এই আছে এই নাই, কোন জিনিষকেই চির দিনের বলিয়া ভালবাসিতে পারা যায় না। এমন মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, কতবার পাইয়াছি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি আবার প্রতারিতও হইয়াছি। যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কই তাহাদের জন্য ত একবারও ভাবিনা, আর তারাও ত সকলে ভুলে আছে! আমার মত সকলেই এই ভব ঘোরে পড়ে হাবু ডুবু খাইতেছে, একবার মুখ তুলে হাঁপ ছাড়িয়া মনে করিতেছে, চিরদিনের মত জুড়াইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অতলে ডুবিয়া চেতন হারাইতেছে; এমন গোলক ধাঁধাঁ আর কিছুই নাই। আজ যাঁহাকে পলকে পলকে হারাইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছি, কাল তাঁহাকে হারাইয়া আবার একটী ঐ রকম ক্ষণস্থায়ী জিনিষে প্রাণ লাগাইয়া, আনন্দে সব ভুলিতেছি। ধন্য প্রভু তোমার এ খেলা, যাহার আদি নাই অন্ত নাই চিরদিনই এক রকম ভাবে চলিতেছে, অনন্ত চেষ্টাতেও একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই ও করিবারও ক্ষমতা নাই, যেমন চালাইয়া দিয়াছ তেমনই চলিতেছে ও চলিবে। প্রভু হে, দয়া করে এ অপূর্ব্ব রাধা চক্র হইতে একবার নামাইয়া দাও, মনের সাধ মিটাইয়া চক্রটী দেখে লই। প্রভু, ঘুরিতে ঘুরিতে আর কত দেখিব! কাতর প্রাণে অধীর হইব, না আনন্দ পাইব!! ঘুরে ঘুরে কাতর হইয়াছি প্রভু একবার নামাইয়া দাও!! এ পৃথিবীর কোন দ্রব্যই আপনার আমার চিরদিনের জন্য নয়, আজ যিনি দিয়াছেন কাল তিনি কাড়িয়া লইবেন। যিনি দেন তিনিই নেন, আমরা দুচার দিনের জন্য পালন করি বলে নিজের মনে করি ও তাই হারাইলে কাতর হই। একটু

বুঝিলে আর মিথ্যা ভ্রমে পড়িতেও হয় না আর হারাইয়া কাঁদিতেও হয় না। তাই বলি এ জগতের সকল দ্রব্যই তিনিই দেন আবার তিনিই লন এখানে আমার বলিতে আমার কিছুই নাই ; এ শরীরটীও তিনিই দিয়াছেন ইচ্ছা হইলেই লইয়া যান। পরের ধনকে নিজের মনে করিয়া অনর্থক ছাড়িবার সময় কষ্ট পাই। কৃষ্ণ যেন আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সদাই আমাদিগকে এটী মনে পড়াইয়া দেন।

সংসারে পুত্র কন্যা ভ্রান্তির পতাকা ও ফলস্বরূপ, ভ্রমে উৎপন্ন পদার্থ হইতে যাহারা সুখ বাঞ্ছা করে তাহারা দ্বিগুণ ভ্রমে পতিত হয় ; তবে রসিক জন আপনাদের পরাজয়-নিশান সম্মুখে রাখিয়া কাজ করে—যেন, আর দ্বিতীয় বার ভ্রমে না পড়ে।

কাহারও জন্য বেশী ভাবিবেন না, কোন জিনিষেই বেশী মুগ্ধ হইবেন না। বেশী ভালবাসিতে চান, বেশী আদর যত্ন করিতে চান তাহা হইলে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকে আদর করুন চির সুখে থাকিবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা করুন, তবে বেশী ভালবাসিয়া প্রতারিত হইবেন না। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকুন, ভবিষ্যৎ চিন্তাতে বৃথা কাতর হইবেন না।

এ সংসার চিরদিন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এ সংসারে যাহা কিছু আমার বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই থাকিবে না। মান বল, ধন বল, স্ত্রী পুত্র পরিবার বল, কিছুই আমার চিরদিনের জন্য নয়, এটী একেবারে স্থির। একটী বাগান কিংবা একখানি বাড়ী আপনি আজ ভাড়া করিয়া দুদিনের জন্য তাহাকে নিজের মনে করিতেছেন সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই তাহারা আবার অন্যের হইয়া যাইবে। বাগানবাড়ী ইত্যাদি তেমনই থাকিবে, কেবল আপনিই তাদের অধিকারী থাকিবেন না। তাই বলি

দুদিনের যা, তার জন্য কেন কাতর হন? লক্ষ কোটী টাকা থাকিলেও আপনার উদরপূরণমত মাত্রের আপনি অধিকারী, তারপর সকলই অন্য স্থানে একত্র হইয়া থাকে মাত্র।

এ পান্থনিবাস। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্তই থাকিবে, তারপর অন্য স্থানে; এই রকম ক্রমাগত এক একটী ছাড়িতে হইবে। তবে আর বর্ত্তমানটীর উপর একবারে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট না হইয়া, সদাই পান্থশালা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। এখানে যে সকল দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, যতই মূল্য দিয়া খরিদ কর, আর যতই যত্ন কর, লইয়া যাইতে কেহ কখনও পারেন নাই আর পারিবেনও না। তবে একটী দ্রব্য আছে, যাহা জীব মাত্রেই প্রথমতঃ অরুচিকর জ্ঞানে গ্রহণ করে না, সেইটী সংগ্রহ করিতে পারিলেই সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং কৃতার্থ হইবে। সেই দ্রব্যটীর নাম "হরিনাম"। জীবগণ নানা রকমে মোহে পতিত হইয়া, এ নাম শ্রবণ-মাত্রেই শিহরিয়া উঠে ও দূরে পলায়ন করে। কেননা এই নামের এমনই গুণ, যে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ ইহার ধ্বনিমাত্র স্পর্শেই দূরে পলায়ন করে। জীবকে ঐহিক সুখে বঞ্চিত করিয়া চিরস্থায়ী পারমার্থিক সুখে ডুবাইয়া দেয়। তাই বলি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী মনে করিবেন না।

হে পরমেশ্বর, তোমার অচিন্ত্য মায়া। তোমার এই মায়ার এমনি চমৎকার গুণ যে জীব সকল আপনা আপনি অতি আনন্দের সহিত এই ফাঁসটী গলায় লইতেছে। যা' হউক তুমিই ধন্য! যার এমন কৌশল!! জীব সকলের যেমন পায়ের সংখ্যা বাড়ে, ততই তাহারা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না; পা থাকা সত্বেও মাটি ধরিয়া চলিতে হয়। দেখ, মানুষের দুটি পা তারা বেশ মাটী ছাড়িয়া চলিতে পারে, তারপর যত পায়ের বৃদ্ধি ততই অকর্ম্মণ্য। দেখ, বিছে, কাণকোটারি

প্রভৃতির অনেক পা এই জন্য তাদের পৃথিবীর উপর ভর দিয়া চলিতে হয়, তাহারা অধিকতর পৃথিবীর হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের রাস্তাতেও তাই, যতক্ষণ মনুষ্যের দুইটী মাত্র পা থাকে, ততক্ষণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, পরে যখন বিবাহ হয়, তখন আর দুটি পা বৃদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয়; কিন্তু তখনও চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তারপর যত পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ ইত্যাদি হইতে থাকে, ততই পদ বৃদ্ধি হইয়া একেবারে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর কখনই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তখনই পূর্ণরূপে মায়াফাঁসে হস্তপদ আবদ্ধ হইয়া এই দুঃখময় সংসারে হাবুডুবু খায়। এই প্রকার বদ্ধজীবের ক্রন্দন, পরমেশ্বর করুণাময় হইয়াও শুনেন না। যতই এই সংসারের খেলা খেলিব না মনে করিতেছি, ততই দিন দিন নূতন নূতন খেলা আসিয়া আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে। জানিনা আমাদের এ খেলার অন্ত আছে কিনা? যা যা খেলা আসিতেছে খেলিতে থাকুন, কিন্তু এটী সদাই যেন মনে রাখিবেন যে দুই দিনের পর এ সব ছেড়ে যেতে হবে। এই সংসারের খেলাকে নিত্য চিরস্থায়ী মনে করিয়া যেন বদ্ধ না হন, এই ভাবে খেলা খেলিতে থাকুন কিন্তু মনকে সেই নিত্যসখার পাদপদ্মে রাখিয়া দেন। দুই দিনের জন্য যে সকল খেলার সাথী, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামীরূপে মিলিয়াছে তাহাদিগকে পাইয়া সেই নিত্য আর বড় দয়াল প্রাণের সখা হরিকে ভুলিবেন না।

এ সংসারের সম্বন্ধ সমস্তই অল্পদিনের জন্য। এ জন্মের পূর্ব্বে আমরা কতবার কত নূতন নূতন রূপে এ সংসারে আসিয়াছি। কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন পশু, কখন পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে এ সংসারে আসিয়াছিলাম, তখনও ত আমাদের ঘর, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ সকলই ছিল কিন্তু দেখুন, তাহারা এখন কোথায়! কই আমরা ত একবারও এখন

তাহাদের জন্য ভাবি না! দেখুন তখনও আজকার মত সুখের পাতান ভালবাসা ছিল, কিন্তু সময়ে আমরা সে সকলকে ভুলিয়া গিয়াছি, তেমনি আবার যখন এই আজকার পাতান সংসারও ত্যাগ করিব, তখন, আবার এই সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছি, তাহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাইব। এ সংসার ছেলেদের খেলাশালের মত আজ এখানে পাতিতেছে, কাল আবার এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই দুই চারি দিনের ভালবাসা পাইয়া, সেই কৃষ্ণের নিত্য ভালবাসাকে ভুলিবেন না। সকলের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ, সকল সময়েই খেলিবার সঙ্গী; যখন জীব সকল গর্ভে থাকে, তখন নিত্য সঙ্গী কৃষ্ণ, সেই ঘোর নরকের মত স্থান গর্ভেও তাঁহার সঙ্গে খেলেন। কখন হাঁসান, কখন নাচান, ক্ষুধা পাইলে আহার, তৃষ্ণা পাইলে পানীয়, দিয়া রক্ষা করেন। এখন বলুন দেখি, তাঁর চেয়ে আর কেহ কি অধিক ভাল-বাসিতে পারে,—না কি অধিক ভালবাসে? তাই বলি সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে ভালবাসুন। তাঁহাকেই কেবল আপনার মনে করুন। তিনি সকলেরই মা, বাপ, ভাই, বন্ধু ও স্বামী। তাঁহাকে ভালবাসিলে সকলকে ভালবাসা হইল। এই কথা বলিলাম বলে মনে করিবেন না আমি এই সংসারের সমস্ত আপনার জনকে ভালবাসিতে নিষেধ করিলাম। সকলেই আপন আপন বন্ধু বান্ধবকে প্রাণের সহিত ভালবাসুন কিন্তু মুগ্ধ হইবেন না। সদাই মনে রাখিবেন যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেবল সেই রাধাগোবিন্দকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসুন, আর তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনিও আপনাদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিবেন, তিনিও আপনাদিগকে আপনার করিয়া লইবেন। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, আর নিত্য নূতন; তাই বলি তাঁহাকে ভালবাসুন।

যাহার লক্ষ ভাবনা, দিনান্তে সমস্ত গুলির বিষয় ভাবিয়া শেষ করিতে

পারে না, তাহাকে আবার একটী ভাবিবার নূতন পথ দেখিয়ে দিতে হয়? একটী মানুষ মরণদশায় পতিত দেখিয়া কেহ কি তাহার গলা টিপিয়া দেয়? আমরা সর্ব্বদা চিন্তাসমুদ্রে বাস করিতেছি, তার উপর মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ডেকে আনা কি ভাল? যাহা হউক হাঁসিতে শিখুন, হাঁসাইতে শিখুন, তবে দুঃখের সংসারে কিছু সুখ পাইবেন। সংসারে একেই ত সুখ নাই, তার উপর সর্ব্বদা কাঁদিয়া কেন দুঃখ বৃদ্ধি করেন? ঘোর অন্ধকার তাহার উপর আবার চক্ষু বুজা কেন? চাল সহজেই চিবান যায় না, তাহার উপর তেঁতুল খাইয়া দাঁত টকান কেন?

এই পৃথিবীর কটা দিন পথিকের পান্থশালায় রাত্রিবাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া রাত্রিটুকু কাটায়, তাহারা উভয়পক্ষেই ঠকে মাত্র, না বিশ্রাম করিতে পারে, না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয়বার গমনের জন্য সবল হইতে পারে। তাই নিবেদন, এ পৃথিবীর কোন কার্য্যের জন্যই বেশী চিন্তিত না হইয়া অহরহঃ হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে, সবল ও সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ পৃথিবীতে যে কটা কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি, চিন্তা করি বা না করি, অবশ্যই করিয়া যাইতে হবে, তবে আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি! সেই সময় টুকু হরিনাম ও হরিগুণগানে কাটাইয়া জীবন সার্থক করি না কেন!

জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবাই সেই প্রাণবল্লভের যাদুঘরে নাচিতে খেলিতে আসিয়াছে। সবাই আপন আপন খেলা দেখাইয়া সময়ে চ'লে যাবে। প্রাণ-বল্লভের নজর সকলের উপরেই সমান; এ theatreএ কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ঋষি, মুনি, দণ্ডী, স্বামী, পরমহংস আর কেউ বা হনুমান্, কুকুর, শৃগাল, মাতাল সাজিয়াছে মাত্র।

তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলের খেলাই তাঁর মন আকর্ষণ করিতেছে। যে যেমন কাজ করিতেছে তাকে তেমনই নূতন নূতন ফল—হয় ভাল না হয় মন্দ—দিতেছেন; তবে বেতন সবাই পাইতেছে। যাত্রাদলে একজন পুস্তক নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সকলকে তাঁ'দের part বলে দেয়, সকলের সমক্ষে বলিতে গেলে, রসভঙ্গ হবে আর লোকে হাঁসিবে। তেমনি আমার কালাচাঁদ, লুকিয়ে লুকিয়ে সকলের কথা শুনে, ভুলুলে ব'লে দেয়, দেখা দেয় না, তা হলে মাধুর্য্যের লোপ হয়। এর জন্য আমার প্রাণনাথকে নিষ্ঠুর বলিবেন না; আমরা ভাল act করিতে পারিলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। যাত্রা ভাঙ্গলে কত কি পুরস্কার দেন, ইহারই নাম জীবের ক্রমোন্নতি। আবার যারা ভাল act না করিতে পারে তাহাদিগকে বেতন দেন, আর নিজে মাষ্টার রাখিয়া শিক্ষা দেন; নিজের খরচে শিক্ষক, নিজের খরচে শিক্ষা দিয়া আবার তাহাদিগকে ভাল কর্ম্ম করিতে দেন। দেখুন নাথ আমার কত দয়াময়! আর তাঁকে নিষ্ঠুর বলিবেন না। বলুন দেখি যখন কেহ দ্রৌপদী সাজিয়া, হা কৃষ্ণ, হা প্রাণবল্লভ, ব'লে চক্ষের জলে ধরা ভাসাইয়া শ্রোতৃগণকে কাঁদাইতেছে, সে সময় যার দল সে এসে যদি সেই অবস্থাতে দাড়ি ধ'রে চুম খায়, তা হ'লে লাগা গান ভেঙ্গে যায় কি না? কেবল এই জন্য আমার দয়াল হরি ইচ্ছা থাকিলেও সব সময় দেখা দেন না, এর জন্য তাঁকে নিষ্ঠুর বলি কেন?

জন্ম-মৃত্যু-রহস্য।

জন্ম মৃত্যু দুইটি একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার করে মরে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখলে, জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই; আমরা কেবলমাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই।

আগুনে মানুষ পুড়ে, আগুন নিভে যায় কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। মানুষ চলে যায়, কিন্তু স্মৃতি কেবল যাতনা দেয়। যদি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটুকুও চলিয়া যাইত, তবে কোনই কষ্ট থাকিত না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ নিভিয়া যাইত। স্মৃতিই কষ্টের মূল।

মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে একবার বিশ্রাম ক'রে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আবার আমাদের নবজীবন আসে, তখন আমরা নিজের পথে চলিতে থাকি। জেল হইতে খালাস পাওয়ার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময়, সম কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ হয়, তখন একজনার খালাস হ'লে, অন্য কয়েদীগণ যেমন দুঃখ ক'রে কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে, তেমনই আমরা যে যায়, তার জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই। প্রকৃত সাধুগণ এই জন্যই ইহার জন্য কাতর হন না, তাঁরা মনে প্রাণে বুঝেন যে জীব কয়েদ হ'তে খালাস হইল, একটা দোষ, ভোগের দ্বারা নষ্ট হইল।

এ ভবে আসিয়া তুমি চাহিবে কি? আর চাহিলেই বা পাইবে কোথায়? যেমন চাকরিতে ঢুকিতে হ'লে একটা agreementএ দস্তখত ক'রে দিতে হয় এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হয়—যে যেমন কাজ করে পূর্ব্ব হইতেই যেমন তাহার একটা নিয়মবদ্ধ থাকে,—তেমনই জীব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার কর্ম্মের ফিরিস্ত হইয়া থাকে। জীব আসিয়া সেই কর্ম্ম কয়টী করে আর নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়; ইহারই নাম জন্মমৃত্যু।

কর্ম্মফল বা পাপ পুণ্য।

যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়, কিন্তু যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভান করিয়া পাপ করে তাহাদের উদ্ধার কোথায়? গত কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, তার জন্য দুঃখ করিও না। পাপীগণ যে দিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহাদের পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নব জীবন হয়।

মৃত্তিকাতে যে যে বীজ বপন করা হইয়াছে, সময়ে যেমন সেই সকল বীজই অঙ্কুরিত হইয়া, কেহ বা ফল ফুলে শোভিত হইয়া নিজেও সুখ পায়, আর যে দেখে তাকেও সুখ দেয়, কেহ বা অঙ্কুরিত হইয়াই অল্পক্ষণ মধ্যেই মরিয়া যায় সেই রকম, যে যে কর্ম্মবীজ জড়িত হইয়া এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল বীজ অবশ্যই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে সময়ে সুখ ও দুঃখ দিতে থাকে।

একটি কথা, কদাচ আপনাকে ঘৃণিত পাতকী মনে করিও না। যাহারা কৃষ্ণ নাম লইয়াছে পাপ তাহাদের নিকট যাইতে ভয় পায়। একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম লইলে সুদর্শন চক্র সদাই তাহার চারিদিক

রক্ষা করেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে রক্ষা করেন। তবে বল দেখি কি করিয়া পাপ নিকটে থাকিতে পারে? তার কি প্রাণে ভয় নাই? তাই বলি কখনও এমন মনে করিয়া কৃষ্ণের মনে কষ্ট দিও না। যেমন, যদি কোন স্বামী আপন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং সেই স্ত্রী সদাই মরি মরি করিয়া অনর্থক স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি সে স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়! তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ আপনাদিগকে পাপী পাপী মনে করিলে কৃষ্ণের বড় কষ্ট হয়, তাই বলি এইরূপ করিও না।

যারা কৃষ্ণ চায়, তারা কি পাপ পুণ্যকে ভয় করে? তাদের আবার পাপ পুণ্য কোথা হ'তে আস্‌বে? কৃষ্ণের রাজ্যে পাপ পুণ্য নাই, সে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ ধাম, সেখানে পাপ পুণ্য যেতে পারে না। যেন পাপ পুণ্য বিচার আমাদের না থাকে, আমরা যেন কৃষ্ণ কৃপাতে এ দুইয়েরই বাহিরে থাকিতে পাই। পাপ পুণ্য যাদের জন্য তারা বিচার করুক, আমাদের ও সব দরকার কি?

পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামের অধিক আদর। পাপ পুণ্য ততক্ষণই জীবকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থল ত্রিতাপতাড়িত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল।

মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। যে কাজটি করা হ'লে, পরে চিন্তা করিলে মন প্রফুল্ল হয়, সেইটীই পুণ্য কার্য্য; আর যাহার চিন্তাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইটী পাপ কার্য্য। সেই কাজটি করিতে হয়, যাহা পাঁচ জনের কাছে বলিতে ভয় ও লজ্জা না হয়।

স্বর্গ নরকে কোন প্রভেদ নাই, আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এ প্রভেদ দেখিতে পাই। যেমন সুখ হইতে দুঃখ ভাল, তেমনি স্বর্গ হইতে নরক বরং আমার জ্ঞানে মহা আনন্দের স্থান। বিস্মৃতি লইয়া স্বর্গ, আর স্মৃতি লইয়া নরক। অতএব নরকই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাই বলি, এ দুয়েরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সদা হরিপ্রেমে মজিয়া থাক, কোন ভয় থাকিবে না। মাতাল, সুখ দুঃখ দুইই বর্জ্জিত।

দেখ, দুইজন লোক সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক জনার পাশে পাশে একখানি নৌকা রহিয়াছে। বল দেখি দুই জনেই বিপদ্‌গ্রস্ত বটে কি না? তবে পৃথক্ এইমাত্র, যে, যাহার পাশে পাশে নৌকা আছে, সে প্রাণের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে মাত্র, সম্পূর্ণ আশা আছে এখনি আমার কষ্ট হইলেই, নাবিক আমাকে উঠাইবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু যাহার নিকট নৌকা নাই, সে যে দিকে চাহিতেছে কেবল অগাধ জলরাশি নজরে আসিতেছে, কোন কুলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না, তাহার কষ্টে শান্তি বা আনন্দ কেমন করিয়া আসিতে পারে? সে'ত এক সমুদ্র পতনে ভয়ে ভীত, তার উপর আবার হতাশার প্রবল তাড়নাতে তাড়িত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে করিয়া প্রাণ যাইবার পূর্ব্বেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। এখন দেখ, তাঁর আশ্রয় লওয়াতে ফল আছে কি না? কর্ম্মমাত্রেরই ফলভোগ সকলকেই করিতে হইবে (কর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমান শরীর ধারণ কারণ), তবে যারা সেই নাবিকের শরণ লইবে, তাহাদের ভয় থাকিবে না। নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে করিতে কোন দিন উত্তীর্ণ হইবেই হইবে। একবার নাবিকের সাহায্যে নৌকাতে উঠিলে আর জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র এই জীবনের কর্ম্মমাত্র ভোগ করিয়া আর আর যে কর্ম্ম সকল সঞ্চিত রহিয়াছে, তা'দিগকে ধ্বংস করিবে এবং

জন্মে জন্মে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু যাহারা সেই কর্ণধারের আশ্রয় লইবে না, তাদের চারিদিকে জলরাশি, কখনও সুখ কখনও দুঃখ পাইয়া অবিরাম গতিতে ঘুরিতে ফিরিতে থাকিবে এবং নিস্তার পাইবার কোনই উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে, এই জন্য পলকের জন্য স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে না, সমুদ্র যেমন তীরশূন্য, কর্ম্মও তেমনি অসীম। একের শেষে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত, একের অন্তে অন্যের আরম্ভ। এ প্রকার সে কর্ম্মনাশা হরিকে ভুলিলে কখনই কর্ম্ম শেষ হইবে না। ভোগের দ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট হয় কিন্তু কর্ম্ম যায় না, যেমন কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। চিন্তার দ্বারা এই কঙ্কালটীর চতুর্দ্দিকে মাংস, পেশী, ধমনী, ইত্যাদি দ্বারা এবং উপরে নানা অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দেখিবে কেমন সুন্দর। এই কারণেই মহাত্মাগণ লিখিয়াছেন "হরি-স্মৃতি সর্ব্বাপদ্-বিধ্বংসী।"

যদি একটি আমগাছ রোপণ কর, সময়ে তাহাতে ফল হইলে, আমগাছে কাঁঠাল কেন হইল না মনে করিয়া কখনও কি দুঃখ করিবে? বোধ হয় কেহ কখন করে না। আম গাছে আমই হইবে, কাঁঠালে কাঁঠাল ইত্যাদি! ইহার জন্য যেমন কেহ দুঃখ করে না, বরং দুঃখ করিলে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করে, তেমনই কতকগুলি কর্ম্মবীজ লইয়া এই শরীরটি হইয়াছে, সময়ে এক একটির ফল ভোগ করিতে হয়, কোনটির আস্বাদন সুমিষ্ট, কোনটির আস্বাদন অতীব বিস্বাদ। এই জন্যই এই সংসারের সুখ দুঃখে মোহিত হওয়া কদাচ উচিত নয়। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা ভোগ করিবার তাহা অবশ্যই ভোগ করিব, কোন উপায়ে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে মিথ্যা কেন ভাবিয়া আপন সময় নষ্ট করি! অনর্থক ভাবনার পরিবর্ত্তে বরং যাহাতে আর এ প্রকার অকাট্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না আসিতে হয়, যাহাতে

সেই চিরানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের চিরসহচরী হইয়া থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? এই কারণেই বলি, সংসারের কার্য্যগুলিকে নিয়মের এবং তজ্জন্য অবশ্য করণীয় মনে করিয়া করা উচিত, এবং তাহাতে, কোনরূপ অহঙ্কারী হওয়া অনুচিত, সাংসারিক কার্য্যগুলি এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া, অহরহঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন প্রাণ কি ঢালিয়া দেওয়া ভাল নয়? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, তবে আর তার জন্য ভাবিবার দরকার? তোমার ব্যাঙ্কে যে টাকাগুলি আছে তাহা পাইবার জন্য তুমি কি কখন কোন চিন্তা কর? তাই যে কর্ম্মগুলি ভুগিতে আসিয়াছ এবং অবশ্য ভুগিতে হইবে, সে গুলির জন্য ভাবিবার কোন দরকার নাই, তবে এ রকম ভব ঘোরে আর না আসিতে হয়, তার জন্য সেই জগচ্চিন্তামণির চিন্তা সদাই করিতে থাক, একদিন অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইবে, আর এমন গোলমালে আসিতে হইবে না। চিরদিনের জন্য কালার সোহাগিনী হইয়া সুখে থাকিবে।

আমরা কলের পুতুল, যেমন নাচান তেমনি নাচি; যাহারা পুরুষকার পুরুষকার করে চীৎকার করিতেছে, তাহারা প্রকৃত ঘরে ঢুকে নাই। ব্রহ্মবাদিগণ জগৎ ব্রহ্মময় বলে, প্রকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঠিক ভাবে বুঝে না, একটা কি না কি মনে করে রাখে। জগৎ ব্রহ্মময় হ'লে, তুমি আমি বা সেইই প্রত্যেক পদার্থ পরম জ্যোতির্ম্ময় দেখে না কেন? জগৎ ব্রহ্মময় এই ভাবে—আমাদের মহারাজ এখন কোথায় হাজার হাজার ক্রোশ দূরে ইংলণ্ডে, আর আমরা এখানে; কিন্তু আমাদের এখানে ছোট হইতে মহৎ এমন একটি পদার্থ বাহির করিতে পার কি, যাহাতে মহারাজ বিরাজ না করিতেছেন? দুর্গম জঙ্গলে, জলশূন্য প্রান্তরে, অন্যায় কর্ম্ম করিলে কে আমাদিগকে ধরে বল দেখি? সেই বিলাতে বসে আছেন যিনি! গাছের ভিতর, পাথরের ভিতর, দেওয়ালের ভিতর, শূন্যে, আকাশে,

সকল স্থানেই যেমন সেই মহারাজ বিদ্যমান, অথচ যেমন সমগ্র রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও সেই মহারাজকে দেখিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাবে, সমগ্র জগতের মূলকারণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অথচ জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ নাই! এই ভাবেই তিনি জগৎ রক্ষা করিতেছেন; সামান্য দেহরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন, অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক সেই নিয়মে রক্ষা পাইতেছে। শরীরের যেমন কোন স্থানে অত্যাচার আরম্ভ হ'লে, সেখানে নানা প্রকার পীড়া ও অশান্তি আসিয়া প্রথমে ঠিক করিতে চায়, তারপর যখন উৎপাত বেশী হয়, তখন ধ্বংস করিয়া রাজাকে বন্দী করা হয়, রাজা ভাল হলে সন্ধি স্থাপন করা হয়, (ইহাই নরক স্বর্গ), তেমনই ব্রহ্মাণ্ড শাসিত হইতেছে; এমন সুচারু শাসন অন্য কোথাও নাই। এখানে যিনি শাসনের ভার পাইয়াছেন, তিনি নিজেই শাসিত! আমার শাসন আমারই হাতে, আমার দণ্ড পুরস্কার আমারই হাতে, কেমন বল দেখি! একটি পয়সা খরচ নাই অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে; ইহাকেই গীতা "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু" বলে গেছেন।

আর একটি মজা দেখ—কর্ম্ম যে করে সেই ধরিয়ে দেয় ও দণ্ড বিধান করায়? কেমন মজা বল দেখি? আমি চুরি ক'রে পলায়ন ক'রেছি সত্য, কিন্তু আমার সেই চুরি করা কর্ম্মটিই এমনই কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়াছে যাহারা মুখ খুলে খুলে আমার বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে রাজার লোককে বলিয়া দিতেছে আর তাহাদের সাহায্যেই আমাকে ধরে দণ্ড দিতেছে! তেমনই এ ভবে আমার সমস্ত কর্ম্মগুলি আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা করি, করিবার সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মহা মোসাহেবের মত সত্যকে অসত্য আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ক্রীতদাসের মত আমার

মতে মত দিয়া আমার হুকুমে চলেছে, আবার তারাই একত্র হ'য়ে আমাকে কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়াইতেছে। বল দেখি কেমন শাসনপ্রণালী।

এমন সুচারু রাজা-প্রজা মাখান নিয়মে যে রাজত্ব চলে, সেখানে পুরুষকাররূপ despotism কোথায় পাইবে বল দেখি? তাই বলি, এ জগতে যা পাবার নয়, চাহিলেও তা পা'বে না; অতএব মিথ্যা চাওয়া কেন? পাওয়া না পাওয়া সবই অচাওয়ার মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর নাম কর। নাম করা বা হরিভজন করা জীবের বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের মধ্যে নহে—এটী স্ক্রুর উল্টা পেঁচ; বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের হাত হ'তে ছাড়ান পাবার এই একমাত্র উপায়; তাই বলি সব ভুলে নাম কর, সুখে থাকিবে আনন্দ পাইবে। এমন সুশৃঙ্খল রাজত্বে বিদ্রোহ আনিও না; তা'তে নিজেরও অশান্তি, অপরেরও সমান কষ্ট; এ রকম হ'লে অপরাধী নিরপরাধী সমান কষ্ট পাইয়া থাকে। যদি বল নিরপরাধী কেন অন্যের জন্য কষ্ট পাইবে? নিয়মের অতিরিক্ত স্নান ভোজনে আমি অসুস্থ হ'লাম, সত্যই আমি অপরাধী, তবে আমার জন্য গৃহের অপরাপর নিরপরাধীর কত কষ্ট, কত অশান্তি কত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ! তাই বলি প্রভু যেন পুরুষকারবাদ মুখে না আনিতে প্রবৃত্তি দেন। সকল কর্ম্ম তাঁর পায়ে ফেলে দাও আর নিশ্চিন্ত হও। কর্ম্ম অনুসারে শরীর; অতএব তার জন্য চাহিবার কিছু নাই। মাছিকে হাতীর শরীর দিবার দরকার নাই; একটা সন্দেশ-চোরকে কি আর হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়? তাই বলি, শরীরগুলি এক একটী জেলখানা, কর্ম্ম অনুসারেই পাওয়া যায়, যেমন যেমন কর্ম্ম তেমনই তেমনই কয়েদ ঘর। এ কয়েদ ঘর হ'তে বাহির হবার জন্য কি দুঃখ করা উচিত? বরং যাতে আর কয়েদ না আসিতে হয় তার জন্যই কায়-

মনোবাক্যে রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? তাই বলি সব ভুলে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ লও, সুখে থাকিবে, কোন অশান্তি হঠাৎ আসিয়া ধরিবে না। সব ভুলে যাও নিশ্চিন্ত হও। পরের বালাখানা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া দিলে যা ছিল তাও যাবে, গাছতলা আর লোকের উপহাস সার হবে মাত্র। যে জিনিষ সদাই দুলিতেছে তাতে বসে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম্ম। এ জগতে সবই দুলিতেছে, এক মাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম স্থির! অতএব স্থির হইতে হইলে সেই নিত্যস্থির পদার্থটীকে আশ্রয় কর; তাকে ছাড়িয়া ধন জন যৌবন কিছুতেই শান্তি পাইবে না।

যারা গা না ঢেলে, অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে, কিম্বা স্রোতের মাঝেই একবার এটা একবার সেটা ধরে ধরে চিরদিনই চুবনী খায়: ইহাই স্বর্গ নরক। যখন মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ে তখন স্বর্গ, আর যখন তলিয়ে যায় তখনই নরক। এই রকমে জীব স্রোতে গা না ঢালিলে নাস্তানাবুদ হয়।

অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত।

অনুতাপই প্রকৃত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, তবে এটী যেন মনে থাকে অনুতাপের পর দ্বিতীয়বার অনুতাপ হইতে পারে না, তখন কর্ম্মটী অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মটীও চিরদিনের মত ছাড়িতে চেষ্টা করা বিধি।

পূর্ব্ব কর্ম্ম ভুলিয়া যাও, পর কর্ম্মের জন্য একটু সতর্ক হও। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ কর, অবশ্যই কৃষ্ণ দয়াময় স্নেহের নজর করিবেন।

ত্যাগ কাহাকে বলে।

চিরদিন একই ভাব কোন কাজের ভাল নয়। সম্বৎসর পড়িয়া বৎসরান্তে পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে উন্নতি অবনতির কথা বুঝিতে পারা যায়। ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। মনে মনে ত্যাগ করা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।

সন্ন্যাসী বা জীবন্মুক্তের অবস্থা।

কৃষ্ণের নিকট সকলই সমান, জগৎকে আপনার ভাব; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এইজন্য তাঁর দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগৎকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা দ্বেষ আসিবে না; কেন না পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলে সে দ্রব্যে কখন আত্মজ্ঞান হইবে না। রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে ভাই—আমার গরুটা ফিরাইয়া আন, আমার গরুটার অসুখ করেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হয়েছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না; কেন না সে মনে প্রাণে জানে গরুগুলি তার নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে প্রাণে জানিতে পারা যায়, এ সমস্তই কৃষ্ণের, তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি, ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি। এই চিন্তাতেই জীব মুক্ত হয়, এ রকম পুরুষই জীবন্মুক্ত।

ধন রত্ন তত্ত্ব।

অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও খাওয়াই, অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। রাজচক্রবর্ত্তীও যাবার সময়, ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময়ে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সুদসৎকর্ম্ম; তাই বলি অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থ দ্বারা সৎ কর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল, যাহা সঙ্গে যাবে।

এই জগতে যে কেহ আসে, খালি হাত পা নিয়ে এসে, খালি হাতে আবার ফিরে যায়। এখানকার কোন ধন রত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরিবের দুঃখ মোচন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা, এক এক জনকে ভাণ্ডারী করিয়া অন্যান্য ভাই ভগিনীদের ভার তা'র উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে, পিতা আবার তাকে অন্যের দয়ার ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্তকে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা, জীব জন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিবেন না, তা হ'লে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্ন বস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন।

উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাশা না থাকিলে চাকরীতে থাকাই ভাল। অনেকটা সময় নিজের অধীনে থাকে। তবে অর্থ পিপাসা বলবতী থাকিলে অন্য কথা। সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থ লালসা দ্বারা

জীব করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই, যার যত অর্থ পিপাসা কম সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটী শক্ত শিকল "অর্থ"। এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর,—অসম্ভব নয়।

সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সঞ্চিত একটি পয়সা আর এক ভাণ্ড বিষে কোন প্রভেদ নাই। সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা বিষ বরং ভাল। বিষ সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য ক'রে জরিয়া মারে। সঞ্চিত অর্থ জারে, অচৈতন্য করে, কিন্তু মারে না, কেবল জনমে জনমে নিদারুণ কষ্ট দেয় মাত্র। তাই বলি, অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবেন না; বেশী আসে, নিজের নিকট রাখিবেন না; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ যে নিতে চাহিবে তাকেই দিবেন অন্যকে দিতে সামর্থ্য থাকে আরও ভাল। অর্থ থাক্ আর না থাক্ এ ভবে যা সুখদুঃখ ভোগ করিতে আসিয়াছেন, তাহা বিনা চিন্তাতে ও চেষ্টাতে ভোগ হইবে, তবে আর ভাবনা কেন? ধনকে শাস্ত্রে "দুষ্ট মদ" বলেছে, একে মদ তাতে আবার দুষ্ট, তাই এ ধনকে কখনই এক এক পয়সা ক'রে যুড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। যা'দের সামান্য উপার্জ্জন তারাই অনেকটা সুখী. বেশ করে খায়, আর হায় করে নিদ্রা যায়, কখনই কোন দুশ্চিন্তা তা'দিগকে কষ্ট দেয় না।

পরের ধনে পোদ্দারি বড়ই আনন্দের। এ সংসারে যা কিছু আপনার বলিতেছেন, সে সকল আপনি আনেন নাই, নিয়েও যা'বেন না, কেন না এ সকলই পরের ধন। তবে কেন বৃথা আতু আতু ক'রে খরচ করা, পরের ধন খরচ করিতে আর চিন্তা কেন? মাঝে থেকে খোস্‌নাম নিয়ে যান। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে যিনি আদর করেন তিনিও "অফিসার" এবং তিনি যত বেতন পান—সেই পদস্থ অন্য জন, যিনি নিম্নস্থগণকে তাড়না করেন, তিনিও সেই বেতনই পান। তবে এ দুজনের মধ্যে লাভবান্ কে হয় বলুন দেখি? তার যেমন কিছু খরচ করিতে হয় না,

শুধু মুখের মিষ্টতা, পরের টাকা দিয়ে বেতন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, ইহাতে তার নিজের কিছুই যায় না, মাঝে থেকে সকলের প্রাণ চুরি করে, তেমনই এ পৃথিবীতে আসিয়া পরের ধন বিলাইয়া ফাঁকে ফাঁকে খোস্‌নাম কেন না লইয়া যাই? ধন যার তারই থাকিবে, কেহই নিয়ে যেতে পারবে না, তবে আর মিছামিছি আমার আমার করে কেন ভ্রমে প'ড়ে হাবুডুবু খাই? একবার চক্ষু মুদিলেই, আপনার যারা তারাই বা কে কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় চ'লে যাব, তার কিছুই স্থির নাই। চিরদিন এই মজার খেলা হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কেহ যায় না ব'লেই আসল মজাটী দেখিতে পায় না। পরের ধনে নিজের কার্য্য ক'রে চলুন। কৃষ্ণের ফুল তুলসী কৃষ্ণেরই হ'তে, কৃষ্ণপদে দিলে লাভ বই লোকসান নাই। জগতের সকলই সেই একজনের, তবে আর ভয় কেন, চিন্তাই বা কেন? তার অফুরন্তি ধন যত পারেন লুটান।

আতুরের দুঃখ নিবারণ না করিতে পারিলে অর্থের সার্থকতা হয় না। পুত্রকন্যারূপী যে কয়েকটী পরকে আপনার ভাবিতেছি, কেবল তাহাদের ভরণ পোষণই অর্থের সার্থকতা নয়, এটি মনে মনে জানিবেন, এবং এটি অন্যকে জানিতে না দিয়া গোপনে সাধন করিবেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে দেখিবেন রসিক শেখর কৃষ্ণ আপনার হইয়া যাইবেন।

যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত, শরীর পোষণ করে কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনই অর্থ আসা যাওয়াতে হৃদয় নরম ও পবিত্র করে, আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করিয়া দেয়। এই ভাবে অর্থ উপার্জ্জন, শরীর ও মন শোধন ক'রে।

চিন্তার গরীয়সী শক্তি।

কোন বিষয়ে অধিক চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিতে ভয় পাও সেটী মনে চিন্তা করিতে ভয় পাইবার চেষ্টা করিও। যেটা কার্য্যে কর সেটি গোপন করিবার চেষ্টা করিও না; এমন কাজ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, যাহার বিষয় পরে চিন্তা করিলে মনে কষ্ট পাইতে হয়; এমন কাজ করিতে নাই, যাহা লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না।

অসৎ চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। মন্দ কর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ চিন্তার বেশী ক্ষমতা, এই জন্য হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়। একটি কর্ম্ম অন্যটী চিন্তা। চিন্তার এত শক্তি, যে নাই বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে, অদৃশ্য বস্তুকে দেখাইতে পারে এবং অধরকে ধরিতে পারে। তাই বলি নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই মার্জ্জন করিবে। চিন্তা মার্জ্জিত হইলেই ঘোর অন্ধকার ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আর কিছুই অজানিত থাকিবে না, নখদর্পণ-বৎ সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে।

পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। বরং কার্য্য দ্বারা অনিষ্ট করিবে তবু যেন অনিষ্ট চিন্তা না করা হয়। চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। চিন্তার এতদূর জোর যে চিন্তার দ্বারা সেই অচিন্ত্যকেও ধরা যায়। চিন্তার শক্তি ও গতি সর্ব্ব সময়ে অপ্রতিহত। শক্তিমন্ত জিনিষকে কখন শত্রু করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এ রকম বলবান্ পদার্থ যাহার মিত্র, তার পক্ষে কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই বলি সদা চিন্তার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে সেই পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণ সদা হৃদয়ে বাস করিবেন, তখন তাঁহাকে না ডাকিলেও আসিবেন, তাড়াইলেও যাইতে চাহিবেন না।

পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপের চিন্তা অধিক অনিষ্টকারী অতএব সর্ব্বদাই সংচিন্তাতে সময় কাটাইবে।

একটী স্বাভাবিক নিয়ম, ইচ্ছা বলবতী হ'লে ফলবতী হ'তে আর বিলম্ব হয় না, অবশ্যই ফলবতী হয়, এইজন্যই শাস্ত্রে বাসনাকে এত শক্তিমতী ক'রে লিখেছেন, এই জন্যই দেহের নাম বাসনাময় কোষ। দেহ ও দেহ-জনিত ভোগাভোগ, বাসনাই গঠন করেন।

চিন্তাই শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিবার প্রধান জিনিষ। পার্থিব চিন্তা যেমন শরীর জীর্ণ করে, কৃষ্ণচিন্তা তেমনই শরীর মন প্রাণকে প্রফুল্ল করে। উভয়েরই নাম চিন্তা বটে; কিন্তু গুণ, এক অন্যের বিপরীত, একই চিন্তা অনুপান ভেদে পৃথক্ ফল দিয়া থাকে। অতএব সুখে থাকিতে হইলে অহরহঃ কৃষ্ণচিন্তা করাই কি বিধেয় নয়? নিত্যানন্দের চিন্তা নিত্যানন্দের কারণ, অতএব ভ্রান্ত আমরা কেন যে নিতাই পদ চিন্তা না করি বলিতে পারি না।

সর্ব্বদা সংচিন্তা করিবে। এটি মনে রাখিও, চিন্তার শক্তি কর্ম্মের অপেক্ষা কোটীগুণ বলবতী। এইজন্য সেই অধরকে ধরিতে হইলে একমাত্র চিন্তারই আশ্রয় লইতে হয়। অসং চিন্তা দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হ'তে পারে অসং কর্ম্মের দ্বারা তত হ'তে পারে না। পরোপকার-ব্রতকে সংচিন্তার সঙ্গিনী ক'রে দিও, এদের দুটিতে সুমিল।

কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়াই, চিন্তাগুলি সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধৌতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে।

সদাই সদালাপ করিবে। বন্ধুর সঙ্গে পরিহাসচ্ছলেও কখন কুকথা কহিও না বা কুভাব মনে আনিও না। দেখ অন্তরটি হরির থাকিবার স্থান, কোন রকম ময়লা রাখিয়া প্রভুকে কষ্ট দিও না। বরং কুকার্য্য করিও,

কিন্তু কুচিন্তা কদাচ অন্তরে স্থান দিও না। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার শক্তি বেশী, তাই বলি, নিজ নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে; যে দেখিবে সেই আনন্দিত হইবে। কৃষ্ণ ভজনের প্রথম ধাপই এইটি। চিন্তাগুলিকে সৎ করিতে সদাই যত্নবান্ হইবে।

জীবনের ও সাধনের সত্ত্ব, রজ, তম অবস্থা।

ঈশ্বরসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, যে তম আরম্ভ, রজ মধ্য অবস্থা, সত্ব শুদ্ধ অবস্থা। জীব যদি ক্রমে তম হইতে আরম্ভ করিয়া সত্বের দিকে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে তার শরীর আপনা আপনি খারাপ হইয়া পড়ে। বাল্যকাল জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই গণ্য নয়; যৌবন হইতে অবস্থার আরম্ভ, সেই অবস্থাতে মানুষ তম গুণাক্রান্ত হইয়া নানা কার্য্য করে, তখন সহ্যও হয়; পরে প্রৌঢ় অবস্থা আসে; তখন মানুষ তম সত্বের মাঝামাঝি থাকে; পরে বার্দ্ধক্য অবস্থা, তখন সত্বগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাধন সম্বন্ধেও তাই, শক্তি আরম্ভ, শৈব সৌর প্রভৃতি মধ্য অবস্থা এবং বৈষ্ণবতা চরম। আমাদের এখন মার নিকট থাকিবার সময় নাই, বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছি; অতএব এখন জগৎস্বামী কৃষ্ণের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। এখন অনেক পুণ্যফলে ব্রজধামে আসিয়াছেন, অন্তর্ব্বাহিরের ময়লা ধৌত করিয়া মধুর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখে থাকিবেন। মাংস ইত্যাদি তামস ভোজনে, পশু হিংসা ইত্যাদি তামস যাগ যজ্ঞে রত থাকিয়া শরীর মন অপবিত্র করিবার আর সময় নাই। এখন শুদ্ধাহারে ও কৃষ্ণ নামে রত হওয়া উচিত।

যদি বলেন পুরুষানুক্রমে শাক্ত, কেমন করিয়া নূতন পথ লইব? ইহার জন্য কেবল প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও বিদুরকে দেখাইতেছি। যত দিন অজ্ঞান অবস্থা তত দিনই মা মা করিয়া, মেয়ে মার নিকট থাকিতে চায়, তার পর স্বামীর জন্য পলকে প্রলয় বোধ করে। কৃষ্ণই একমাত্র জগৎ স্বামী এই জন্য নিবেদন কায়মনোবাক্যে সতীর মত সেই স্বামীর শরণাগত হইয়া কৃতার্থ হউন।

সৎ ও অসৎ সঙ্গ।

যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরি কথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধু পদবাচ্য হইতে পারে না।

অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। অসৎ সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা করিবে যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায় তাহা কখনই দুষ্প্রাপ্য থাকে না; তাই বলি পাও আর নাই পাও, সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে, দেখিবে সেই ইচ্ছাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন। তখন পলকে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া যাইবে এবং চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে; ইহা সত্য বলিয়া জানিও, যে লাভ কৃষ্ণ সঙ্গেও দুর্ল্লভ, সাধু সঙ্গে তাহা অতীব সুলভ। সাধুর এ মান্য কৃষ্ণই দিয়াছেন। সাধুগণ সকলই কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়াছেন, কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁদের মান্য এতটা বাড়াইয়াছেন। তাই বলি সাধু সঙ্গ ও সাধু সেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে।

নিতান্ত সংসারীর সহবাস মনে ত্যাগ করিবে, ভক্তগণের সহবাস মনে প্রাণে ইচ্ছা করিবে।

মনের মত সঙ্গী না পাইলে সর্ব্বদাই একলা থাকিবে।

পার্থিব বন্ধুগণকে পৃথিবীর ভালবাসা দিবে, কিন্তু প্রাণের বন্ধুদিগকে প্রাণের ভালবাসা দিতে ভুলিও না। যাহারা প্রাণপতির সোহাগ চিনিয়াছে এবং তাঁহার কথাতেই সুখী হয়, তাহারাই প্রাণের বন্ধু; আর যাহারা সংসারের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হয়, তাহারাই পার্থিব বন্ধু। দেখিও একের প্রাপ্য অন্যকে দিও না তাহা হইলে কেহই সুখী হইতে পারিবে না।

সাধু সহবাস ব্যতীত যেন অসৎ সঙ্গ কথন করিবার ইচ্ছা না হয়। নিতান্ত ভালবাসার উপরোধেও যেন অসৎ স্থানে ও অসৎ সঙ্গে না যাওয়া হয়।

অসৎ সঙ্গ ও অসৎ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, যা'দের নিকট বসিলে হরি কথা হয় এমনই সঙ্গ করিবে।

শরীর ও আহার তত্ত্ব।

শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হবে? মাটীর দ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে পারে না। সোনা মাটী হইতে পারে না। সেই রকম তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিকই হইয়া থাকে।

শরীর ভাল রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ; বীর্য্য ধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটী যেন মনে থাকে।

শরীরই সাধনের মূল। শরীরটী সুস্থ থাকিলে যেমন ইষ্ট চিন্তাতে আনন্দ হয় তেমন রুগ্ন শরীরে হয় না। এই জন্য মুনি ঋষিগণ সমাধি অবলম্বন করিয়া শরীরকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন, কেননা তাহা করিতে পারিলে অনেক দিন ধরিয়া সাধন করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যই হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। শরীরের উপর বিশেষ যত্ন রাখিবেন। যুক্ত আহার বিহারে সদাই যত্নবান্ ও সাবধান হইবেন। ভাল খাদ্য ব্যতীত মন্দ ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করিবেন না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি দেবোপভোগ্য দ্রব্যের উপর নজর বেশী রাখিবেন। শাক প্রভৃতি ও ফলাদি বেশী ব্যবহার করিতে পারিলে, শরীর বেশ ভাল থাকে ও অনেকটা নীরোগ হইয়া থাকে মনে রাখিবেন।

দেবতাগণ, সত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কোনও না কোন গুণের পক্ষপাতী। সত্ব গুণাবলম্বী হইয়া কোন দেবতার আরাধনা করিতে হয়, কেহবা রজগুণ প্রিয়, আর কেহ বা তামসিক। আবার এই তিনটী গুণের যোগ বিয়োগে শরীর। তাই বলি শরীর অনুযায়ী সাধন করিলেই সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। শরীর আবার আহারের উপর নির্ভর করে, এই জন্য যার যেমন আহার, শরীর তদনুরূপই হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এই জন্যই প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ব্যাধির সময় ও তারপর প্রকৃত বৈদ্যগণ কেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা করেন বলুন দেখি? লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ত্ব গুণের উদয় করায়; আর সত্ত্বগুণটী শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমগুণই নাশের কারণ, এই কারণে তম-প্রধান শিবকে সংহার কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি

শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে, বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন, কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত। ফল, মূল শাকশবৃজি ইহাই সাত্বিক আহার আর মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন, প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণিত। শরীর নীরোগ করিতে চান তো প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করিবেন। ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবেন; মৎস্য মাংস একেবারেই ত্যাগ করিবেন, যেন তাতে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে। ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ব ফল বিল্ব, এই জন্যই তম-প্রধান ঠাকুরটী এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুল ও ফল প্রত্যেকেরই তম নাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকলগুলিই ভালবাসেন। এই বিল্বফলটী পাইলেই খাইবেন, ফল অভাবে পাতার রস খাইবেন। শরীর সত্ব পূর্ণ হইলে মন অসৎ চিন্তা ত্যাগ করিবে, তখন অতি আনন্দে মধুর কৃষ্ণ নামটী লইয়া ইহপরজীবন সার্থক করিতে পারিবেন।

মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয় নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফল মূল তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে আর মন ভাল হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল করে ডাকিতে পারিবেন।

শরীরের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। Spiritual food এ মনকে সবল ও সতেজ রাখুন শরীর আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। শুনেছেন বোধ হয় যোগসমাধিস্থ পুরুষগণ বিনা আহারে শত সহস্র বৎসর পুষ্ট থাকিতে পারেন, অতএব যা'তে আত্মার উন্নতি হয় তা'রই চেষ্টা বিশেষ করিয়া করিবেন। শরীর আপনা আপনি ভাল থাকিবে। অসৎ চিন্তা,

পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাইয়া দিলেই মন নিজের বল পাইয়া পূর্ণমাত্রায় নিজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, তখন নাম বীজ হইতে ভক্তিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং সুরম্য প্রেমফল দান করে।

নামের শব্দ যতদূর যায়, ভবরোগ ততদূর আসিতে পারে না, সামান্য দৈহিক রোগের ত কথাই নাই। অতএব সদাই কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিলে সামান্য দেহের রোগ আসিতে পারে না। প্রত্যহ তুলসীতলায় প্রাতঃ-সন্ধ্যায় প্রণাম, স্নানান্তে জলদান এবং তুলসীতলার মৃত্তিকা প্রাতঃসন্ধ্যায় অঙ্গে লেপন করিলে কোন ব্যাধিই আসিতে পারে না। নাম ভুলিলেই মায়াতে ধরে, মায়াতে ধরিলেই মায়ার অনুচরগণ নানা প্রকার ব্যাধি সঙ্গে লইয়া মায়াবদ্ধকে অশেষরূপে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। যেখানে কৃষ্ণনাম সেখানে মায়া নাই এবং সেইজন্য কোন রকম নিরানন্দের ছায়াও আসিতে পারে না।

শরীরই সাধনের মূল। এমন অমূল্য রত্ন হেলায় ছাড়িতে চাওয়ার মত দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে, এখন বরং শরীরের বেশী যত্ন করা উচিত। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে, যত্নে তার মেরা-মত করিয়া আবার পূর্ব্বমত করুন।

শরীর নীরোগ বা রোগপূর্ণই হউক, একদিন না একদিন অবশ্য চলিয়া যাইবে। সুধা পাইয়া অমরগণও শারীরিক ব্যাধির হাত হইতে কোন রকমে এড়াইতে পারেন নাই। ব্যাধি শরীরের ধর্ম্ম, তবে আর ভয় কেন? কৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণকে দিয়া দাও, তাঁর যা ইচ্ছা করুন। আহারের দ্রব্য মধ্যে যাহাতে তমগুণের বা রজগুণের উদ্রেক করিবে তেমন দ্রব্য মাত্রই খাইবেন না। তাই বলে একেবারে এমন করিবেন না যে জগতের কোন জিনিষ খাইবেন না। মিষ্টান্ন ইত্যাদি যাহা মন

যাইবে, খাইবেন তবে অতিরিক্ত ভোজন নিষেধ। অতিরিক্ত আহার যেমন নিষিদ্ধ, একেবারে কম আহারও তেমনি নিষিদ্ধ। আহার, বিহার, পান ইত্যাদি সকলই একটি নিয়মের অধীন রাখিবার চেষ্টা করিবে, সীমার বাহির হইতে দিবেন না। সীমার মধ্যে থাকিলেই শুভ ফল পাইবেন কোন সন্দেহ নাই।

সরাইয়ে যেমন ঘর মিলিয়াছে, তাতেই সন্তুষ্ট মনে বিশ্রাম ক'রে, শ্রান্তি দূর করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এ ঘর কিছু চিরদিনের নয়; আজ বাদে কাল ছাড়িয়া আবার অন্য ঘরে থাকিতে হবে, অতএব সরাইয়ের ঘর সাজাইতে সাজাইতে যেন রাত্রি প্রভাত না হইয়া যায়; তাহ'লে পরদিন চলিতে পারিবেন না এবং ঠিক সময়ে পৌছিতে না পারায় হয় ত এর অপেক্ষাও মহা কদর্য্য ঘরে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব সময় থাকিতে বিশ্রাম ক'রে সুস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার এ ভবে আসা, ঘর সাজাইবার জন্য নহে, হরি বলিবার জন্য; অতএব ঘর যেমন তেমন হউক হরি ব'লে, আসা সার্থক কেন করি না! ভাড়াটে ঘরের উপর আবার মমতা কি? যার ঘর সে যদি সেরে না দেয়, অন্য ঘরে উঠে যাব। তাই বলি শরীর লইয়া আমাকে চিরদিন থাকিতে হইবে না; এখানকার শরীর এখানেই থাকিয়া যাইবে, অতএব যাকে নিয়ে চিরদিন ঘর করিতে হবে না, তার দোষগুণ বিচার করা কি প্রকৃতপক্ষে পরচর্চ্চা নয়? অনর্থক সময় নষ্ট কি তাহাতে হয় না?

কালী-কৃষ্ণ-শিব—সবই এক।

ইষ্ট মন্ত্র যাহা হউক, নাম লইবার সময় মধু মাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবেন; সবই এক, নামমাত্র প্রভেদ। কোন রকম দ্বিধা করিবেন না।

স্বামীকে পাইলে পিতা মাতাকে বিস্মরণ হইবার কথা ত কোন শাস্ত্রে বলিতেছে না, তবে এই মাত্র বলিতেছে যে স্বামী পাইয়া আর পিতা মাতাকে আশ্রয় করিও না। যে স্ত্রীর এ জ্ঞান না হয়, সে স্বামী-সোহাগিনী হইতে পারে না। বিবাহের পর পিতা মাতাকে বেশী টান দেখাইলে লোকে তার নিন্দা করে ও স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই বলি স্বামী পাইয়া পিতা মাতাকে নিজের মনে করিতে হয় এবং স্বামীকে পরম আশ্রয় মনে করিতে হয়। শাস্ত্রে তাই বলিতেছে—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে না হইবে তৎপর,
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ ভক্তি বর" ॥

দেখুন ব্রজগোপীরা মহা কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, জগন্মাতা সন্তুষ্টা হইলেন, তখন তাঁর নিকট কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য বর লইয়াছিলেন। এমন নয়, যে স্বামী পেয়ে মা বাপকে শত্রু ভাবিতে হবে, যাহারা করে, তাহারা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য ও মহাপাতকী। তাদের কোন গতি নাই। কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? রূপ, রং, চেহারা, নাম, সকলই সেই থাকে, পরিবর্ত্তিত কেবলমাত্র হয় কতকগুলি অদৃশ্য পদার্থ, তাহাদের নাম—হৃদয় মন ও প্রাণ। কন্যা সম্প্রদান করিবার পর কন্যার চারি হাতও বাহির হয় না, কিম্বা ত্রিনয়নও প্রকাশ পায় না। সেই রকম ইহাতেও সকলই তাই থাকিবে কেবল ("গোত্রান্তর") যেটি কথার কথা মাত্র, সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থ টীর পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিবর্ত্তন কেবল মনের ভাবনা ও প্রাণের গতি। সেই রকম সকলই তাই রাখুন,—মন্ত্র, তন্ত্র, সকলই তাই রাখুন কেবল মাত্র প্রাণের টান সেই এক স্বামীর উপর রাখুন; তা হলে মা বাপের আদরও পাবেন, স্বামী-সোহাগিনী ও

হ'বেন। স্বামী সোহাগিনী হওয়া কত আনন্দের তা' সতীরাই জানেন, আদরিণীরাই তাহা অনুভব করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। যাহারা স্বামীর সোহাগ চেনেনা তাহারাই মাঝে মাঝে আদরিণীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করে মাত্র। সোহাগিনী কিন্তু নিন্দুকের নিন্দাতে কর্ণপাতও করে না; তার আনন্দ সেই জানে। এই জন্য দেওয়ান রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ কয় এমনি জনে, পরের নিন্দা শুনবে কেনে, তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু রাত্রি দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে"। প্রেমিক কখনও পরের কথায় কর্ণপাতও করে না। সে আপন সুখে আপনি মাতোয়ারা। তাই নিবেদন কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না, হবে কেবল মাত্র মনের ঢেউকে; আর প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে কইতে হবে, অন্যের সঙ্গে নয়। "আপন ভজন কথা না, কহিবে যথা তথা"। একটা গানেও শুনিয়াছি "প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না আপন বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না"। ইহার অর্থ আপনার জন ব্যতীত অন্যের নিকট প্রাণের কথা কহিতে নাই তাতে দুদিক যায়।

প্রভু একজনই, তাকে পুরুষই বলুন, প্রকৃতিই বলুন আর ক্লীবই বলুন। যাতে প্রাণ গলে যায় তাই করিতে থাকুন, তার পর সেকৃমী মনের মত ছাঁচে ঢালিয়া লইবেন। যাতে প্রাণের শান্তি হয় তাই এখন করিতে থাকুন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতা বাক্যই স্থির জানিবেন; অতএব পৃথক্ দেখিবার আবশ্যক নাই, পৃথক্ দেখিলেই কমবেশী বিচার আসিবে। এই জন্যই শাস্ত্র বলে "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম"। ইহাই মনে মনে বিচার করিবেন, দেখিবেন কোথায় দাঁড়ায়। যাতে প্রাণ ডুবেছে, তা হ'তে কাড়িবার, চেষ্টা করিবেন না, স্রোতে গা ঢেলে দেন, তীরের দিকেই লইয়া যাইবে, কেন না স্রোত সকলের শেষ তীরভূমি। যে স্রোতকেই আশ্রয় করুন,

সময়ে মহাসমুদ্রেই যাইবেন ; তাই বলি গা ঢেলে দেন, নিশ্চিন্ত হবেন। যারা গা না ঢেলে অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তারাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে।

নাম সাধন ও অন্য সাধনের পার্থক্য।

নামের উপর নির্ভর করিয়া বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া যাঁহার নাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। যোগ তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বর্ত্তমান, এই কারণেই ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই। জীবকে এই নির্ভুল পথটী দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট অবতার শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পথে জাতীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যোগের পথে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য ; কিন্তু নামের পথে সকলই একতা সর্ব্বত্রই সমতা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই জাতীয় মালা লইয়া সেই দয়াময়ের, নানা ভাষাতে নাম করিতেছে। তাই বলি, এমন নিত্য, শুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত পথটী আর নাই ; অতএব সকল ভুলিয়া প্রাণের আনন্দে নামে মজিয়া থাক। নিজে ও নিজ জনকে মহা আনন্দে রাখিতে পারিবে। মনকে দৃঢ় কর, সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, নিশ্চিন্ত হইবেই হইবে। নামের আর একটী প্রাধান্য এই যে, তপস্যা করিতে করিতে অনেক ঐশিক শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে জীব মুগ্ধ হয় ও আত্মহারা হইয়া জীবনের জীবনকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়ে, নামে সে ভয় নাই, যত ক্ষমতা হইবে ততই প্রেম বৃদ্ধি হইয়া জীবকে নত ও শান্ত করিবে। তপস্যার ফল অনৈসর্গিক,

আর নামের ফল প্রেম, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে পরের সঙ্গে বিচার করিও না, বিচার করিতে হয় নিজের প্রাণের সঙ্গে, আর নিজের প্রাণের মানুষের সঙ্গে করিও, বুঝিতে পারিবে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকলের নজরে আসে না, এই জন্য যার তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কহিলে আনন্দের স্থানে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্ত্তে ক্রোধ এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া অনেক দিনের অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনটী নিমিষেই হারাইতে হইবে। তাই বলি যতদিন সম্পূর্ণরূপ বল না পাইতেছ, ততদিন সঙ্কোচে ও সংগোপনে চলিতে হইবে, পরে আর ভয় নাই। মৎস্য শিশু প্রথমে সামান্য স্থির জলে প্রতিপালন করিয়া মহা সঙ্কুল ও নানা হিংস্র জীব পূর্ণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে এবং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু প্রথমেই যদি সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, সামান্য সামান্য জীবে তাহাদিগকে অক্লেশে খাইয়া ফেলিবে, তখন আর ফিরাইয়া পাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বলি, প্রথমে একটু সাবধানে চলিতে হইবে।

প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়ম মত না করিতে পারিলে, কষ্টই পাইতে হয়, অতএব তা'হতে সুফলের বাসনা ক'রে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না।

পাড়ে জাল রেখে দিনরাত জলে ডুবে থাকিলেও, যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনই নামে বিশ্বাস না রাখিয়া যতই যোগ তপ কর, কৃষ্ণ ধরিতে কেহ সমর্থ হবে না। নামকে আশ্রয় করিলে একদিন না একদিন যাঁর নাম তাঁকে পাবেই পাবে, কোন সন্দেহ নাই। নাম জানা থাকিলে জিনিষ পেতে কষ্ট হয় না, নচেৎ চক্ষুর নিকট থাকিলেও তাকে চিনিয়া ধরিতে পারা যায় না। এই সহজ উপায়টি পতিত জীবকে দিবার জন্যই গোলকের নিধি কাঙ্গাল হ'য়ে নবদ্বীপে আসিয়াছেন আর কেন্দে কেন্দে বলিতেছেন জীব রে! নাম কর, নাম কর, নাম করিলেই প্রেম পাবি

আর প্রেম পেলেই প্রেমের হরি তোর হ'বে। তাই বলি নিতাই চরণ সার ক'রে নাম আশ্রয় কর কৃতার্থ হইবে। অন্য উপায় থাকিলেও এমন সহজ ও সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই, এই জন্য চারি যুগের মধ্যে কলি ধন্য হইয়াছেন।

যে দেশে যে ব্যাধি বেশী, তার ঔষধও সেই দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র খুঁজিলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তেমনই কলিযুগে ভূতের ভয় বেশী সেই জন্যই অমোঘ ঔষধ এই যুগেই পাওয়া যায়, অন্যান্য যুগের ঔষধে তত শক্তি নাই; ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রে বার বার তিন বার "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" বলিয়া কলির জীবগণকে সতর্ক করিতেছেন। তাই বলি, যাগযজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদিতে এই কলিযুগে যত ফল পাওয়া যায় (অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর), এক হরিনামে অতি সহজে তার অনন্ত গুণ লাভবান্ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রভু যখনই আসেন তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য, —ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসেন না। তিনি গৌর হ'য়ে, বেদান্তের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ও প্রধান বেদবিৎ কাশীবাসী প্রকাশানন্দকে শিষ্যগণ সম্মুখে কেন বিচারে পরাস্ত করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন? ইহার তাৎপর্য্যই, ভূতের বাড়াবাড়ির সময় প্রকৃত ভূত তাড়ান মন্ত্রই লওয়া বিধেয়। তাই বলি বিনা বিচারে নাম লইতে থাক। "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম আচণ্ডালে দান করা হইল, অতএব ইহা কোন রকম নিয়ম বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদের বার হইতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই এক এক নাম মন্ত্র প্রচার আছে, ইহা বেদ বলিতেছেন, অতএব কলিযুগের "হরেকৃষ্ণ" নামটীও সেই বেদের অন্তর্গত। সকলের সঙ্গে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আর অন্তরঙ্গের সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন।

ভগবান্ অপেক্ষা ভগবানের নাম বড় কেন।

যেমন তিনি, তেমনি তাঁর নাম, নাম তাঁর অপেক্ষা মধুর। যেমন কোন মিষ্ট বস্তুর নাম সেই বস্তুর আনুষঙ্গিক অমিষ্টতা লোপ করিয়া কেবল মিষ্টতাই মনে আনিয়া দেয়, তেমনি নাম আনুষঙ্গিক অনেক দুঃখ লোপ করিয়া কেবল আনন্দটাই আনিয়া দেয়। পদ্ম বলিলে সুন্দর রং, সুন্দর গঠন, সুন্দর গন্ধ, যত কিছু সুন্দর বলিতে আছে মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু মৃণালে কণ্টক ও পদ্ম পাইতে কষ্ট এ সব কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু স্বয়ং পদ্মটি দেখিলে তার মৃণাল, শুষ্ক শুষ্ক রূপ, স্থান চ্যুতির জন্য নিরানন্দময়তা ইত্যাদি অনেক কষ্টের দ্রব্য নজরে আসিয়া পূর্ণ মাত্রায় সুখ দিতে পারে না। আম বলিতেও তাই; আম নামটি ও সত্য একটী আমে অনেক প্রভেদ। আম বলিলে আমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টতাই মনে আসিবে, আম পাইলে সন্দেহ আসিবে মিষ্ট বটে কি না, তার পর ছাল, আঁটি, সব মনে আসিবে, কেহ তিক্ত, কেহ কঠিন— কিন্তু আম নামে সে সব কিছুই নাই, আঁটি নাই, ছাল নাই, কেবল মধুর রসটুকু। তেমনি আমার কৃষ্ণ নাম আর কৃষ্ণে পার্থক্য। নামে কেবল মাত্র মধু আছে, কৃষ্ণে সকলই আছে, তাঁতে নানা ভয়ানকত্বও আছে বীভৎসত্বও আছে; কিন্তু নামে কেবল মধুরতা টুকু, তাই বলি নামই অধিক মধুর। নাম প্রধান হবার আর একটী প্রধান কারণ এই যে নাম মূল্যে কৃষ্ণ কেনা যায়। যখন টাকা দিয়ে কোন বস্তুটীকে কিনিতে পাওয়া যায় তখন টাকাই আমার পক্ষে প্রধান বলতে হবে। টাকা থাকলেই যখনই লালসা হবে তখনই অভিলষিত দ্রব্য কিনিতে পারিব। এই জন্য নাম সংগ্রহ করে রাখতে রাখতে যখনই

কৃষ্ণ কিনিবার লোভ হবে, তখনই কিন্‌তে পারবো। এই জন্যই নামই আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেননা পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী, কৃষ্ণ নামটী ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে, এবং কৃষ্ণ নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে; তাই বলি আমাদের নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামটী বেশী আদরের ধন মনে করিতে হইবে। কৃষ্ণের নিকট স্থানাস্থান বিচার আছে, ভাল মন্দের প্রভেদ আছে, কিন্তু নামের নিকট তা কিছুই নাই।

কৃষ্ণকে বরং ভুলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কৃষ্ণ নামটী ভুলিও না। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেমের ফল স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবে। প্রেমের নিকট কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব পর্য্যন্তও কিছুই নয়, অন্য সকলের ত কথাই নাই। এ রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনিতে চায় না; মুক্তি এখানে দোকানে প'ড়ে থেকে বস্তা পচা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণের নামই তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়। দেখ, যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম মাত্র চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সময়ে সেই ব্যক্তির নিজের লোক তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যেমন তাঁহাকে অবশেষে মিলাইয়া দেয় বা মিলাইবার রাস্তা বলিয়া দেয়, সেই প্রকার যদি কেহ আমার সেই অধর কৃষ্ণচাঁদকে ধরতে চায়, সদাই সে যেন তাঁর নামটী স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তা' হ'লেই একদিন সেই সব মহাত্মারা, যাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন সেই ব্রহ্মদেবীগণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবার গুপ্ত পথটী বলিয়া দিবেন।

প্রভুর কাছে কি প্রার্থনা কর্ত্তব্য।

প্রভুর নিকট সমস্ত চাও, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাহিও না। "আমি তোমার নাম করিতেছি, তুমি আমাকে দাও" এ ভাবে কদাচ কোন পদার্থ নিজের জন্য চাহিও না, তবে এ সূত্রে যদি চাহিতে হয়, পরের উপকারের জন্য চাহিও; "হে প্রভু! আমার শরীরে ভোগদ্বারা হউক অথবা কোন সুকৃতির পরিবর্ত্তে হউক, অমুক দুঃখীর দুঃখ মোচন কর" এ ভাবে প্রার্থনা বিনিময় নহে।

কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব! প্রার্থনা না করিতে তুমিত আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও, সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজি আছে আমি জানি না, সেই জন্য ভয়, পাছে মহারত্নের পরিবর্ত্তে এক টুকরা কাচ লইয়া আসি; তাই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন, প্রভু চাহিব না, যে রত্নটী সত্যই মহারত্ন সেইটীই আমাকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারি হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না বলে, যেন মনে করিও না, যে আমার অভাব নাই। আমার অভাব জানিয়া, তাহাই তুমি পূরণ কর।

এ পৃথিবীর দুই একটী চেয়ে, কেবল বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁর নিকট যা চাইব তাই পাইব। বিশ্বাসের জন্য কেবল দুই একটা চাওয়া, তারপর যেন আর এ পৃথিবীর কোন বস্তু চাহিও না। তাঁর নিকট কেবলমাত্র প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না। প্রেম চাহিতে গেলে প্রথমে দুই একটা বড় বড় ধাক্কা খাইতে হইবে, তাহাতে পেছুপা করিলে আর নয়। আর যদি তাতেও অগ্রসর হওয়া যায়,

তবে কেন্না কতে। প্রেম চাহিলে ছেলেকে চাঁদ ভুলানর মত কত কি খেলনা দিবেন, কিন্তু যেন ভুলিয়া যাইও না।

মানুষ ভুলেই তাঁর নিকট এ দাও, ও দাও বলে তাঁকে কত কষ্ট দিতে যায়। ছি! ছি! তাঁর নিকট আবার আমরা চাহিবার কি জানি? তাঁর ভাণ্ডারে কত কি মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে, আমরা তার কিছুই জানি না; না জেনে সেই দয়াময়ের দ্বারে সামান্য সামান্য খেলনা লইয়া ফিরে আসি। এমন হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? আমরা না বুঝিয়া, যাঁর এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নিকট সামান্য দুদিনের পার্থিব সুখ চাহিতে যাইয়া প্রতারিত হই মাত্র। যখন আমরা সেই অগাধ ও অজানিত ভাণ্ডারের রত্ন সমূহের বিষয় কিছুই জানি না, তখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেই রত্নটী আমাকে দাও, এই রকম প্রার্থী নিশ্চয়ই সেই প্রেমময়ের প্রেম পাইবে; কেন না সে ভাণ্ডারের সকল রত্ন অপেক্ষা সেই রত্নটিই মহামূল্যবান্। যে কৃষ্ণপ্রেম চায়, সে যেন তাঁর নিকট কিছুই প্রার্থনা না করে।

তাঁহাকে সদাই মনে করিবে, মনের দুঃখ তাঁহাকেই জানাইবে। তিনি বই দুঃখ শুনিতে আর কেহ নাই, তিনি সকলেরই কথা শুনেন। আর একটী কথা, তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তোমার নিকটে, এই জন্য যখনই তুমি তাঁহাকে কিছু বলিবে, অমনই তিনি শুনিবেন। মনে মনে বলিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। তিনি মনের কথা বেশী আগ্রহ করিয়া শুনেন। তাঁহাকে চিৎকার করিয়া বলিলে যত শুনুন আর নাই শুনুন মনে মনে বলিলে শুনিবেনই শুনিবেন। তাই তোমরা আপন আপন মনের দুঃখ, মনের কথা এবং মনের আশা তাঁহাকে জানাও, দেখিবে তিনি শুনেন কিনা? বুঝিতে পারিবে, তিনি তোমাদের আপনার হতেও আপনার কিনা? তিনি বড় দয়াল। তিনি কাহারও চক্ষুর জল

দেখিতে পারেন না। যাঁহার চক্ষুতে জল দেখেন অমনি দূরে থাকিয়া অজানিতরূপে দুঃখের কারণ ঘুচাইয়া দেন। যদি সেই হৃদয়বন্ধু জগদ্বন্ধু কৃষ্ণকে তোমরা সবাই আপনাপন মনের ভাল মন্দ সমস্ত কথাই বল, তা'হ'লে তিনিও তোমাদিগকে তাঁহার অচিন্ত্য, অতি গোপনীয় ও প্রাণ-মনো-মোহনকারী অপূর্ব্ব লীলা কথা বলিবেন ও শুনাইবেন; তাহা হইলে তোমরা ধন্য হইবে।

মোক্ষপ্রার্থী ও কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী উভয়ের প্রভেদ।

স্নেহের টান বড় শক্ত, এ বন্ধন লৌহবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য। এ টানে প'ড়ে পশুরাও হাবুডুবু খায়, ইহারই নাম দৈবীমায়া। এ টান প্রভুর দিকে উন্মুখ হ'লে, জীব কি আর কখন এ ভবে থাকিতে পারে? যেখান হইতে টান পড়ে, সেই খানে চ'লে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই মুক্তি পক্ষে প্রধান যুক্তি। এ টান টানার মূল কারণ জানিয়া যাহারা ভাসে, তাহারাই কারণ বুঝিয়া নিকটে যেয়ে সাবধান হয়, যেন পরস্পর সংঘর্ষণ না হয়; ইহারাই রসিক ভক্ত, টানের কেন্দ্রের নিকটে যাইয়া আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখিতে পারে ও পৃথক্ থাকিয়া সেই লীলাময়ের খেলাতে যোগদান করে, সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, আর যা'রা তাঁকে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়া ভাসে, তা'রা তাঁর প্রকৃত স্থান না জানিয়া সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিয়া যায়, ইহারই নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ। আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন তাঁর ললিত-মধুর-মূরতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যেন পৃথক্ থাকিয়া তাঁ'র লীলা পুষ্টি করিতে পারি।

গুরু ও কৃষ্ণ অভেদ।

সামান্য পাথরকে গুরু স্বীকারে কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইতেছে। একলব্য মাটির গুরু ক'রে, তাতে সর্ব্বপ্রধান হ'য়েছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এমন অনন্ত যুগ যুগান্তর জীবগণ পাথরের দেবমূর্ত্তি পূজিয়া মনের সকল সাধ মিটাইতেছে, আর হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা সজীব গুরু উপকার করিবে না! কোন স্ত্রীর স্বামী যদি অন্ধ, খঞ্জ ও গলিত-কুষ্ঠী হয়, স্ত্রী কিন্তু সতী ব'লে খ্যাতি পায় কি না? এবং সে সতী জগৎ তারিতে পারে কি না? মহাভারতে কি সতী স্ত্রীর কথা প'ড়ে দেখ নাই? নিজ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতাকে একত্র করিয়া মৃত স্বামীকে জীবিত করিয়া জগতে ধন্য নাম রাখিয়া গিয়াছে। তেমনই মন্ত্রদাতা গুরু। স্বামী যেমনই হোক্ যেমন স্ত্রীর দেবতা, তেমনই গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যাকে যে রূপেই দর্শন দেন ও কৃপা করেন সকলই সেই এক রসময়ের শরীর; অতএব কদাচ ভ্রমে প'ড়ে কৃষ্ণের অবমাননা করিও না। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কুৎসিত রূপে আমাদের নিকট আসেন, আমরা ভ্রমে প'ড়ে হেলায় এ রত্ন না হারাই। এ রত্ন একবার হাত ছাড়া করিলে আর কখনই পাইব না। আবার সেই হাতেখড়ি হ'তে ঘোষিতে হবে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! এমন দুর্লভ জনম পাইয়া তার উপর মহামন্ত্র পাইয়া প্রতারিত হইবার চেষ্টা না করি। আড়কাটির প্রলোভনে প'ড়ে জনম না হারাই। স্বামীসোহাগিনী সতীর মত স্বামীর কথা যার তার নিকট বলিও না। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী যেমন সুন্দর, অন্যের চক্ষে তা' হ'বার কথা না হইতে পারে। অতএব যদি তোমার নিকট কেহ তোমার স্বামীর নিন্দা করে, তা'হলে মহানরকে যাইতে হবে, তাই

বলি ছট্‌ফট্ করে অগ্নিতে পড়িও না, পরের কথায় কান দিও না, পরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিও না। মন প্রাণ গুরুর চরণে ঢালিয়া দিয়া আনন্দ সাগরে ভাস এবং সময়ে ইচ্ছা হ'লে ডুবে ডুবে রত্ন তুল, এ কথা কটী মিথ্যা মনে করিও না। গুরুকে সর্ব্বদা নিকটে ভাবিয়া ও জানিয়া, সকল কর্ম্ম করিবে। তাঁর পদে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিবে। তাঁর মূর্ত্তিতে এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই, অভেদ জানিয়া চিন্তা করিবে। সমস্ত দিন বৃথা কাজে কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় যেন আসল ভুলেছি ব'লে কাঁদ্‌তে না হয়। যত যত গুরুমূর্ত্তি সকলই সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিবে, তবে মনে করিতে পার এ সকল মূর্ত্তিতে সে সকল শক্তি নাই কেন, সে লালিত্যই বা কোথায়? কোন সাধক শবাসনা আরাধনা করিতে গেলে, যেমন ইষ্টদর্শনের পূর্ব্বে নানারকম তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, কিন্তু সত্য বিচারে সকল মূর্ত্তিগুলিই সেই আমার ইষ্টদেবের, তেমনই কৃষ্ণ পাবার আগে, সকল গুরুমূর্ত্তি প্রভুরই এক একটী মূর্ত্তি জানিয়া আদর করিও, নচেৎ ঐ সাধকের মত হঠাৎ নষ্ট হইয়া চিরদিনের তরে নিজের পথে কণ্টক রোপণ করিবে। কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব'লে গেছেন "যত আচার্য্যমূর্ত্তি সবগুলিই আমারই মূর্ত্তি জানিবে, সন্দেহ করিও না।"

মন্ত্র রহস্য।

কৃষ্ণ নাম প্রণবেরও উপর। আগে পাছে প্রণব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রণব বেদের বীজ, আর কৃষ্ণনাম বেদের পর পারে। তবে এইমাত্র নিবেদন করি, যদি প্রণবের আবশ্যক হইত—তবে তিনি যখন গৌর হ'য়ে নাম বিলাইতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রণব দিয়া নাম

বিলাইতেন। প্রণব শূদ্র স্পর্শে হীন তেজ হয়, কৃষ্ণনাম চণ্ডালকে পবিত্র করে।

মন্ত্র কা'কে বলে শুনিবে? মনে কর, কোন সহরে আমার একটি ভালবাসার পুরুষ কিম্বা নারী আছে, আমি যখনই সেই পথে যাই, তা'কে দেখিবার জন্য কোন একটী সঙ্কেতসূচক শব্দ (কেবল সে জানে আর আমি জানি মাত্র) করিলেই, যেমন সে শব্দ অন্যের নিকট meaning-less হ'লেও, আমার ভালবাসার ধন যেন তাতে একটী নূতন স্বর্গ দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তেমনই মন্ত্র আর কিছুই নয় কেবল আমার প্রাণবল্লভ-কে ডাকিবার একটী সঙ্কেত শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ কেবল আমি জানি আর আমার সে জানে। লোকের নিকট তা'কে ডাকিলে সকলে জানিতে পারিবে, সেই জন্যই আমি একটী নূতন রকমের শব্দ করি। সেটী আমার বন্ধু বই আর কেউ বুঝে না, সেই শব্দটীর নামই মন্ত্র। মন্ত্র অন্য হাতী ঘোড়া নয়। মন্ত্র সকল সময়েই করিতে পার, হরেকৃষ্ণ নামটী যখন তখন মনে মনে বা উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্বসমক্ষেই করিবে। কিন্তু নিজের গুপ্ত নামটী মনে মনে করিবে, অন্যে যেন শুনিতে না পায়। মনই করিবে মনই শুনিবে। ইষ্টমন্ত্র জপের একটা সংখ্যা প্রথমে রাখা কর্ত্তব্য। কতবার প্রত্যহ নিশ্চয়ই করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবে, তারপর যখন খেতে শুতে, অভ্যাস ক্রমে রসনা নাম আর ছাড়িবে না, তখন সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক হ'বে না। যতদিন সংখ্যার মধ্যে থাকিবে, মাঝে মাঝে সংখ্যা বাড়াইতে হবে। যা কিছু পূজা পাঠ সবই এই মন্ত্র মধ্যে জানিবে।

মন্ত্র সকল সময় না লইতে পার, তারকব্রহ্ম নামটি করিবে; ইহাই প্রশস্ত, তবে এটি মনে প্রাণে জানিবে, নাম ও মন্ত্র উভয়ই এক। একটি সঙ্কেত নাম মাত্র; অতএব যখনই যেমন সুবিধা হ'বে তখনই সেই রকম নাম লইবে।

তীর্থ দর্শন রহস্য।

দলবল মিলে প্রভু দর্শনে যাইও না, একা গোপনে দর্শন করিতে যা'বে, বেশী গোলমালের সময় প্রভুর দর্শনে যাইও না, তখন সিংহদ্বারে বসে হরিনাম করিও। উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রভুর নিজজনের দর্শন করিয়াই পরমানন্দ ভোগ করিও, সে সময় দর্শনে গেলে তত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নয়।

বেশী ঘটা ক'রে তীর্থদর্শনে গেলে, তীর্থ দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায় না, কেবল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সময় টুকু যায়। তাই নিবেদন, বেশী ঘটা ক'রে যাবেন না। নিতান্ত গরিবের ভাব লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলে, আনন্দের সীমা থাকে না।

অলৌকিক ঘটনা তত্ত্ব।

পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবেন। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। জীব পুতুল কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার করুন, চিরসুখে থাকিবেন ও নিশ্চিন্ত হইবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিবেন, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ মনে করিবেন; জীবকে কখন কৃষ্ণ মনে করিবেন না।

সামান্য শিলাতে প্রভুর প্রধান অস্তিত্ব নাই, জগতের অন্য সকল বস্তুতে ও অবস্থাতে প্রভুর সত্তা যতটুকু, শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রভৃতিতেও ততটুকু। তবে কেন শিলারূপী লিঙ্গ প্রভৃতির মান্য এত অধিক বলিতে

পারেন? শুনেন নাই কি, যে সামান্য শিলার মধ্য হইতে ত্রিশূলধারী শিব বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সামান্য শিলা হইতে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য জগৎপ্রাণ হরি স্বয়ং বাহির হইয়া ভক্তের মান রাখিয়াছিলেন? এখন বলুন দেখি, পাথরে হরির প্রকাশ কি পাথরের গুণে, না কি ভক্তের ভক্তির জোরে?

মানুষ পাথর পূজিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন ক'রে ব'লে, পাথরের কোন গুণ বলিতে পারা যায় না। পাথর চিরদিনই পাথর, তবে ভক্তের নিকট প্রভু লুকাইতে পারেন না ব'লে পাথরেই প্রকাশ পান।

সমুদ্র তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করে, কিন্তু তরঙ্গ উঠায় বায়ু, অতএব তরঙ্গ তুলিবার কর্ত্তা বায়ু। তেমনই ভাবুক নানা ভাব হৃদয়ে ধরে বটে, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করা তার শক্তিতে নাই; উপযুক্ত পাত্র দেখে সে ভাব আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে ঠেলা মারে।

প্রকৃত বৈষ্ণব কে?

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য ও চরম শিক্ষা। মুখের কথা কাণে রাখিও, প্রাণের ভিতর যাইতে দিও না। তবে যে সকল কথা হৃদয়ের, তাহাদিগকে অতি যত্নে হৃদয় মধ্যে স্থাপন ও ধারণ করিবে। এ জীবন আমার নয়, তাঁর মনে করিয়া ইহাকে সযতনে রক্ষা করিবে। কথাটী কখনও ভুলিও না। প্রভুর দ্রব্যটীকে সাক্ষাৎ প্রভু-মনে করিয়া যাবৎ প্রভু সন্দর্শন না হয়, রক্ষা করিবে। বিদেশগত স্বামীর সামান্য কোন একটী দ্রব্যকে পতিপ্রাণা স্ত্রী যে ভাবে দেখে ও যত্ন করে, স্বামীর ধনকে সেই রকম যত্নে রক্ষা করিতে কদাচ তুচ্ছ

তাচ্ছীল্য করিও না। সকলের নিকট প্রকাশও করিও না, হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তবে মরমের লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ভয় করিও না, সেখানে দ্বিগুণ আনন্দ পাইবে।

বৈষ্ণব হ'লেই মানুষ বয়ে যায়, কেননা সে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া জড়বৎ দিন কাটায়। কথায় বলে "জাত হারালেই বৈষ্ণব"। জীবের জাতিধর্ম্ম—অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ এ সকল গুণ থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। যতক্ষণ জীব স্বজাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে, বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সত্যই বৈষ্ণব হ'লে জীব বয়ে যায়, কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যে দিকে জীব-সমুদ্রের গতি সে দিকে যায় না। তার বিপরীত দিকে যায়—ইহারই নাম যমুনার উজান গতি। এই উজান গতিতে চলিতে থাকে এবং ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া গতি শূন্য হইয়া পড়ে, তখন তীর পায় ও নিশ্চিন্ত হয়। জীব কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীর হইতে দূর দূরতর দেশে কখন ডুবে, কখন ভেসে, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকে, বিশ্রাম করিবার জন্য এক পলকও অবকাশ পায় না। কৃষ্ণ করুন, যেন বৈষ্ণব হয়ে আমরা বয়ে যাই। যমুনার এই উজান গতির একমাত্র কৃষ্ণের বংশীর স্বরই কারণ। এই উজান গতিতে চলিলেই, বংশী ধ্বনি শুনিতে পায় এবং সে বংশী শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই বংশী বাদকেরও দেখা পায় এবং কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাহারা জীব গতিতে চলিতে থাকে, তাহারা ক্রমেই এই মধুর শব্দকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাবে শুনে ও পরে একেবারে হারাইয়া চিরদিনের মত পথ হারা হয়ে পড়ে। তখন কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ও ভীষণতম হইয়া জীবকে বিতাড়িত করে। তখন কাতরে আর্ত্তনাদ করিলেও কোন বিশেষ ফল হয় না, তখন আত্মকার্য্য চিন্তা করিয়া জীব

অনুতাপে দগ্ধ হয়। তাই বলি বেশী করে বয়ে যাও। জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হও। বড় মজা! বড় মজা! জাত হারান বড় মজা! জাত দিলে অন্নের জন্য ভাবনা নাই; যেখানে সেখানে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন। এই জন্যই লোকে কথায় বলে চৈতন্যের "চার খুঁট ফাঁক"।

বিবেক বিকাশ।

দুই দিনের পৃথিবীকে চিরশান্তি স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেননা পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে, কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না; আমি এই আছি, আর তখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি দুদিনের পৃথিবীকে চিরদিনের মনে করিয়া যেন আমরা অনন্ত শান্তি নিকেতন ভুলিয়া না যাই। তাই বলি, চিরদিনের এবং সকল অবস্থায় অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণ নামকে ভুলিয়া যেন দুদিনের পার্থিব সুখ দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই।

এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন দ্রব্যেই প্রাণ দিওনা, তাহা হইলে কাতর হইতে হইবে। এ স্থানের সকল দ্রব্যই বাজিকরের বাজি মাত্র এখনই এক রকম, তখনই আর এক রকম, তাই বলি এ ভ্রান্তিতে ভুলে থেক না। একমাত্র কৃষ্ণই অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরস্থায়ী, অতএব তাঁকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, কখনই হারাইয়া কাঁদিতে হইবে না, কেননা যে জিনিস কখনই হারান যায় না, সে চিরদিন সমান ভাবে থাকে।

এ পৃথিবীর দুদিনের সম্পর্কের জন্য চির সম্বন্ধটী যাঁহার সঙ্গে তাঁহাকে যেন ভুলিবেন না এবং পর ভাবিবেন না। এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে কত বারই পাইয়াছেন, কত মা, বাপ, বন্ধু, স্ত্রী, স্বামী, জনমে জনমে পাইয়াছি কই কোথাও ত এ সম্বন্ধটী চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁরাও ভুলেছেন আমিও ভুলেছি, কিন্তু কোন জন্মেইত কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই। যখন যাহা দরকার তাই দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। এমন স্বামীকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে।

এ পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়, তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া যাহা যাহা করা যায়, সেই কৃতকর্ম্মগুলি মাত্র, ভোগ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া, ভোগাবসানে তাহারাও ক্ষয় হয়; এই জন্য নিজ কর্ম্মগুলির উপর সদাই নজর রাখা কর্ত্তব্য।

একদিন মানুষ ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারে, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে দিন কোন দিন বুঝিয়াছ কি? যে দিন হস্ত, পদ, নয়ন, কর্ণ সমস্তই থাকে কিন্তু কার্য্য করে না, যে দিন মনুষ্য মধ্য স্থলে দাঁড়ায়, এক দিকে মা বাপ ভাই পুত্র কন্যা সব, আপনার মায়া মমতার ঘর বাড়ী প্রভৃতি এবং অন্য দিকে যমদূত, ভীষণ মূর্ত্তি, কর্কশ স্বর, লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—সেই দিন; কিন্তু সে দিনে আর হাত নাই, সমস্তই অচল; তাই বলি সে ভয়ানক দিন। কাহার কবে আসিবে, কিন্তু আসিবে নিশ্চয়, না আসিতে আসিতে চেষ্টা কর। আপন পরিবারে মুগ্ধ না থাকিয়া সেই আপনার ধন কৃষ্ণ রত্নে মন দাও, সুখ পাইবে।

জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই যায় যায় হইয়াছে, আর কেন এ সকল খেলা? এ সকল খেলিবার দিন অনেক দিন গেছেত? এখন যে কয়েকটী দিন বাকি যেন সকলকে আনন্দ দিয়া নিজেও সদানন্দে থাকেন, এই মাত্র আমার কথা। বড় মধুর হরিনামটী যেমন কণ্ঠ ভূষণ হয়।

খেলাশাল সৃষ্টির আদি হইতেই পাতিয়াছেন আর ভাঙ্গিতেছেন, কৈ সাধ ত এখনও মিটে নাই। আজ যে খেলাশালটী সাজাইয়া বড় আনন্দের সহিত দেখিতেছেন আর আত্মহারা হইতেছেন এটী ও ত আবার ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বের গুলির মত এটীও আবার ভুলিয়া যাইবেন। তাই বলি এবারের খেলাশালের খেলাতে প্রকৃত গৃহ কর্ম্ম মনে পড়াইয়াছে, নিজ কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে। এখনও অনেক সময়ও আছে, এই জন্য নিবেদন, পূর্ণানন্দে সেই রসময় প্রাণবল্লভের প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তাঁর সঙ্গে খেলিলে, আর এ সকল মিথ্যা খেলাতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ খেলা খেলাইতে দেন, আপনি আপনার খেলা খেলুন; এ জগতে সকলই এক রকম মিথ্যা; পাগলের যে দর, না পাগলেরও সেই দর; বরং পাগল ভালর থেকে বেশী দরে বিক্রয় হয়, কেন না তার অনেক কাজ কম হয়ে পড়ে, দায়িত্বও থাকে না। তাই বলি, পাগল বোধ হয় ভালর থেকে বেশী দামী। এই জন্যই যাহারা এই পৃথিবী ভুলিয়া স্বামীর দিকে বেশী অগ্রসর হয় তাহাদেরই একটী সোহাগের নাম হয় "পাগল"। স্বামী স্ত্রীকে যত রকম সোহাগের নাম দিতে পারে "পাগলী" নামই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। কেন না আনন্দে আত্মহারা হইলে এই আদরের নামটী আপনা আপনি মুখ হ'তে বাহির হয়। যাই হোক, এ জগতের কোন কার্য্যের জন্য বেশী চিন্তিত হবেন না। এখানকার সকলেই নিয়মের অধীন, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি এখানকার কাহারও নাই। যিনি জজ তিনি হঠাৎ কাহাকেও একটা মন্দ কথা বলিলে, পরে হয় ত তার জন্য বিষম অনুতপ্ত হন কিন্তু সেই জজ কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দিয়া আবার খুসী হন, কেন বলুন দেখি? ফাঁসি আইনের ভিতর, তাই দোষীকে ফাঁসি না দিলে জজ বরং দুঃখিতই হন। তাই

বলি এ জগতের যা দেখিবেন সবই নিয়মে বাঁধা, কিছুরই জন্য বেশী দুঃখিত হবেন না। যাহারা আদালত কখনও দেখে নাই তারাও ফাঁসির কিম্বা জেলের হুকুম শুনিলে, কিম্বা ফাঁসিতে ঝুলিতেছে লাস বা কয়েদী দেখিলে, তখনই তাদের মনে হয়, যেমন করিয়াছিল তারই ফল পাইতেছে, অতএব তার জন্য বেশী দুঃখ কেহ করে না। কাহারও ফাঁসি হইতেছে, লোকে দুঃখ করা দূরে থাক, খেলা ও মজা দেখিতে যায়। তাই বলি, এ পৃথিবীর সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন; সকল কয়েদীরই একই কর্ম্ম হয় না, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ লোক নিযুক্ত হয়, একজন কয়েদী অন্যের কষ্টকর কর্ম্ম দেখে যদি ভুলে সাহায্য করিতে যায় তাহা হইলে তার নিজ কর্ম্মও হয় না, আর অন্যের কর্ম্ম করিবার তার শক্তিই নাই বরং তার জন্য তিরস্কৃত হইতে হয়।

এ জগতে যা কিছু আছে সত্য ভুলাইবার জন্য, অতএব যাহারা এ পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সুখ দুঃখকে কৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া জানিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্। রাধাচক্রে একবার চড়িলে প্রথম প্রথম কষ্ট অনুভূত হয় এবং ভয়ে ভীত হইতে হয়; কিন্তু যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মস্তিষ্ক নিজের প্রকৃত অবস্থা হারায়, তখন আর যেমন ঘুরিতে কষ্ট বোধ না হইয়া সেই দারুণ কষ্টই আনন্দ ব'লে মনে হয়, তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে প্রথম প্রথম ঘুরানিটাই অসহ্য হ'য়ে পড়ে, তারপর সময়ে নামিয়া না পড়িলে, এ যাতনাময় সংসারকেই আনন্দের ব'লে মনে হয় এবং প্রকৃত স্থির আনন্দকে ভুলিয়া যাইতে হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নেশা হ'য়ে পড়িলে আর আপনার ইচ্ছায় নামিতে চায় না, তখন জোর ক'রে নামাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে আসল ভুলিয়া যাইলেও, সেই দয়াময়, চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য কোন রকম ব্যাধি কিম্বা কোন আত্মীয় বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদিগের

চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও চৈতন্য না হইলে তখন আরও জোর ঘুরপাক লাগাইয়া একেবারে চিরদিনের মত অচৈতন্য করাইয়া দেন। তখন মায়া নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিতে থাকে এবং আপন ইচ্ছামত কখন একটু ধীরে আর কখন একটু জোরে রাধাচক্র ফিরাইয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসে।

ভাই সকল, তোমাদের কোমল প্রাণ; এখন যে দিকে লইবে সেই দিকেই যাইবে ও চির সুখী হইবে। এ সময় গেলে, কৃষ্ণ ভজন করা কঠিন। বর্ষার সময় জল ভরে না রাখিলে, গ্রীষ্মের সময় লক্ষ চেষ্টা করিলেও জল পাইবে না। জীবের বর্ষাকাল যৌবন, যদি হেলাতে এ সুখময় সময়টি কাটান যায়, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে আর কি করিবে? এইজন্যই "চরিতামৃতে" আছে "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সেই যৌবন দিন দুই চারি"। তাই বলি এই প্রকৃত সময় কৃষ্ণ ভজন করিবার, এমন সময়টা পৃথিবীর খেলাতে না কাটাইয়া, আমার কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য খেলিবার উপায় করা কি ভাল নয়? যৌবনে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার যত্ন কর, ক্রমে যখন চেষ্টা সফল হইবে, তখন গ্রীষ্মের আতপ সহ্য করিয়া, পথিকের শ্রম দূর করিতে পারিবে। আর যদি অঙ্কুরে তাপ লাগিয়া শুষ্ক হয় লক্ষ বর্ষাতে তার কোন উপকার করিতে পারিবে না। তাই বলি, সযত্নে ও সতর্কতার সহিত এই বহুমূল্য সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার কর। এমন যৌবন লক্ষ কোটি বার পাইয়াছ, আর হারাইয়াছ, তাই বলি এবার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, যদি নেশা ছুটিয়াছে, কৃষ্ণ ব'লে আর কৃষ্ণ ভ'জে, যৌবন সার্থক ক'রে লও। যৌবনে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তি প্রবৃত্তির সহিত রিপুগণ সবাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়টিই ঠিক ষোল আনা পূর্ণ, কৃষ্ণের সঙ্গে পিরীত করিতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় কর, কেননা ষোল আনার কম হইলে আর প্রকৃত পিরীত হয় না।

তাই বোধ হয় কোন রসিক গাহিয়াছেন, "প্রেম চায় যোল আনা প্রাণ" এর কম হ'লে চলবে না। এই ক্ষণস্থায়ী যৌবন পাইয়াছ সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হও। এ অষ্টমী নবমীর সংযোগ, ২।৪ দিন ব্যাপিয়া থাকে না, অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী। যৌবনও তাই, গেলে আর পাবে না। এ মধ্যাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্ন এক মিনিট অতীত হইলেই সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হইতে একটু একটু নামিয়া পরে লুকাইয়া যাইবে। এখনও সাবধান! "Make hay while the sun shines" তোমরা পড়িয়াছ, সময় থাকিতে থাকিতে অগ্রসর হও। নচেৎ পান্থনিবাসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ঘোর অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টি বন্ধ করিবে এবং নানা বিপদে ফেলিবে।

রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, প্রথমতঃ নাম লইতে হয়; তারপর সামান্য চৈতন্য হইলে রোগী যেমন আপনা আপনি ঔষধের কথা মনে করিয়া লয়, তেমনই নামের সামান্য মিষ্টতা অনুভব হ'লে, আর কাহারও অনুরোধ উপরোধ অপেক্ষা করিতে হবে না; তখন নাম করিতে কোন বাধা আসিলে, অনন্ত অশান্তি মনে হবে।

রোগীর প্রথম ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, কৃষ্ণনামটী লইতে থাক; ক্রমেই মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে। নাম স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও কাহাকেও দিও না; নামের মূল্য নাই; অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে সামান্য কাচখণ্ড খরিদ করিবার ইচ্ছা করিও না; নামের নিকট নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্তও সামান্য কাচখণ্ড তুল্য পরিগণিত। এ সম্বন্ধে বিচার করিও না; নামরত্ন, কৃষ্ণ অপেক্ষাও জীবের নিকট মূল্যবান্, কেন না নাম দিয়াই কৃষ্ণ কিনিতে পারা যায়। এমন মহারত্ন প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে কদাচ উপেক্ষা করিও না; নাম লইতে সময় অসময় বিচার করিও না; নাম সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই লইবে। মিছরীকে আর কোন রকম পাকের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না, সদাই মুখে দাও।

যখন সেই প্রাণবল্লভের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে, তখন আর ব'সে না থাকিয়া তাঁরই উদ্দেশে যাত্রা করা কি উচিত নয়? যতদিন বালিকা ছিলাম, স্বামীর নাম শুনে ভয় হ'ত, তখন খেলাশালের খেলা, স্বামীর আদর, যত্ন ও মধুর ব্যবহার অপেক্ষা ভাল লাগিত বটে, কিন্তু আজ কি আর ও সকল ভাল লাগে? আজ কাল স্বামীর জন্য যখন ভাবিতে শিখিয়াছেন, যখন স্বামী কি চিনিয়াছেন, তখন আর কেন বসে থাকা, তাকে পাবার চেষ্টা করাই সর্ব্ব রকমে বিধেয়, এখন দূতীর দরকার হইয়াছে, এই জন্যই নিবেদন, যে সকল লোক প্রভুর কথা কয় কিম্বা প্রভুর তত্ত্ব রাখে, তাদের নিকট সন্ধান করুন, প্রভুর অবস্থান জানিতে পারিবেন। এ সকল লোকের ছোট বড় বিচার করিবেন না, এ'দের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছিবেন না। যাকেই সে পথে দেখিবেন, কাতর প্রাণে প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কেহ চুপ ক'রে চলে যাবে বটে, কিন্তু আবার কেহ আপনাকে আদর ক'রে হাতে ধরে প্রাণবঁধুর নিকট লইয়া যাবে, আর নূতন দাসী ক'রে প্রেমময়ের প্রেম সেবাতে নিযুক্ত করিবে, তখন কৃতার্থ হবেন, তখন সকল জ্বালা জুড়াইবেন, তখন প্রাণবল্লভের মধুর আলাপে ও যত্নে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। তাই বলি, এখন আর বসে থাক্‌লে চল্‌বে না, এখন কাতর প্রাণে প্রাণনাথের উদ্দেশে ছুটিতে হ'বে; আর সময় নাই, আঁধার আসিলে পথ চিনে যাওয়া যাবে না, কেন না সে পথ আমার ভাল রকম জানা নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন চির অভ্যস্ত পথে আসিয়া পড়িতে হবে, তা হ'লে আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আবার সেই ক, খ, হ'তে আরম্ভ কর্‌তে হবে। এখন সময় আছে, এই জন্যই একটু ত্বরিত পদে চলিতে হবে। সে পথের সঙ্গী চান, নিজের স্ত্রীকে সঙ্গিনী করুন। তাঁকেও বলুন যেন বিলম্ব না করেন। দুজনে এক মন এক প্রাণ হয়ে না গেলে, সেখানে যাওয়া

যায় না। পলকের বিলম্বে লক্ষ যোজন ব্যবধান প'ড়ে যায়, তাই দুজনে মিলে মিশে যাত্রা করুন, তা হ'লেই কৃতার্থ হবেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তে ভজন ফলদায়ক কি না?

নাম করিবার সময় অন্য চিন্তা আসিলে কাতর হইবেন না, তাহাতে কোনই দোষ হয় না, কিন্তু নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গে লইয়া বসিবেন। একবার সংকল্প করিয়া কোন কাজে ব্রতী হইবার পর আর কোন প্রকার অশৌচই স্পর্শ করিতে পারে না, তবে দেখিবেন যেন বসিবার পূর্ব্বে কোন অশৌচ লাগিয়া না থাকে।

হরিনাম করিবার আর কোন রকম আছে? "যেন তেন প্রকারেণ" হরি বলিলেই হইল। নিত্যশুদ্ধ ও পরম সিদ্ধ মন্ত্র স্বরূপ হরিনাম আবার কেমন করিয়া করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যখনই সময় পাবেন, নির্জ্জনে যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে "হরি হে" ব'লে ডাকিবেন আর চক্ষে জল আসিয়া হৃদয় ধৌত হইবে, প্রাণে অপার আনন্দ পাইবেন, আর হৃদয়ে বল পাইবেন।

হরিনাম, যেমন তেমন ক'রে কর, সকলই মনের মত হ'য়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নাম কর, হইতেছে না হইতেছে, নিতাই বিচার করিবেন। বাগান খুঁড়িতে লাগিয়াছি, খুঁড়ে যাই, কেয়ারি বাঁধা কাজ মালী নিজে করিবে, আমার দেখ্‌বার দরকার নাই। নাম করিতে ব'লেছেন ক'রে চল। মন যে দিকে যায় যাক্। মনের জন্য আমি কি করিব, মনকে আমার অধীন ক'রে দিন, আমি তাকে মনের মত কাজ করাইব। এখন বিচারশূন্য হ'য়ে মাটী কেটে চলুন, যেখানে মালীর

মনের মত না হবে নিজেই ডেকে দেখাইয়া দিবে, ও নজরে রাখিয়া করাইয়া লইবে, তোমার আমার চিন্তা করিতে হ'বে না। মালীর উপর নির্ভর ক'রে তার হুকুম মত খাটিয়া চল। কোদাল ঘাড়ে করিলেই তখনই বাগানটি স্বরূপ দেখাইবে না, প্রথম প্রথম যা ছিল তার অপেক্ষা খারাপই নজরে আসিবে। তবে মালী যখন কাটা মাটি নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া লইবে, তখন একপ্রান্তে ব'সে দেখিও, যেখানে নজর পড়িবে, সেই খানেই ছবি আঁকা রহিয়াছে, তখন যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়িবে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণরূপ নজরে পড়িবে। সেদিনও দূরে নয়, সেও আমাদের হাতে; আমরা যত শীঘ্র কুপিয়ে দিব, তত শীঘ্রই বাগান সাজিয়া যাবে। অতএব, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে চল, নিতাই মালী পাছে পাছে সাজাইয়া যাইবে, তখন নয়ন মন তৃপ্ত হবে, কোন চিন্তা নাই। চতুর্দ্দিকে আঁকা ছবি দেখিতে ইচ্ছা থাকে, মালীকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঠিক হুকুম মানিতে হবে। তাই বলি মন মন ক'রে ক্ষেপিবার আবশ্যক নাই, নিতাই পদ দৃঢ় করে ধরিয়া চলুন, মনের সাধ মিটিবে চতুর্দ্দিকে রমণীয় রাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শন পাইবেন কোন চিন্তা নাই।

যদি কৃষ্ণ চান, অহরহঃ তাঁর নামে মত্ত থাকুন, খাইতে শুইতে নাম লইতে থাকুন, পবিত্র অপবিত্র মনে করিয়া নাম লইবার সময় অসময় খুঁজিয়া বেড়াইবেন না, সদা নাম করুন, প্রাণে মনে হউক আর নাই হউক, মুখে সদা নাম লইতে থাকুন। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, প্রেম পাইলে কৃষ্ণ পাইবেন।

নাম লইতে কোন বিচার আনিবেন না; মন যে দিকে যায় যাইতে দিবেন; মনকে স্থির করিবার জন্যই নাম। Trained horse কে break করিবার কি আবশ্যক বল দেখি? তবে যে untrained horse,

তাকে সায়েস্তা করিবার জন্যই নানা উপায় করিতে হয়; সেই মনকে কাবুতে আনিবার জনাই যত কিছু সাধন ভজন। ঘোড়া প্রথম প্রথম যেমন নানা দিকে যায়, সোয়ার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না কেবল লাগাম জোরে টানিয়া ধ'রে রাখে, তেমনি হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলে মনও ঘোড়ার মত নানাদিকে যাবার চেষ্টা করিবেই; তাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, জোরে হরিনামটি ধরে রাখিবেন; দেখিবেন অল্পদিনেই মন বাক্য সকলই আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে। নাম কোন রকমে ভুলিবেন না, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাভিমানীদের কোন যুক্তিই মনে স্থান দিবেন না; এক প্রাণে নাম করিতে থাকিবেন, ফল আপনি বুঝিতে পারিবেন। তবে একটি কথা—গাছ রোপণ ক'রেই ফল প্রত্যাশী হ'য়ে গাছের ছাল পাতা নিপীড়ন ক'রে খাইবেন না, তাতে গাছও মরিবে মিষ্টতাও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাই বলি হইতেছে কি না হইতেছে চিন্তাশূন্য হ'য়ে, নাম লইতে থাকিবেন, সেই অধর অবশ্যই এক-দিন ধরা পড়িবেন। তাঁকে ধরিবার জন্য নামরূপ জালটী প্রশস্ত জাল; তাই বলি এ জাল যত ঘন ও দৃঢ় করিবেন, ততই অধর ধরার উপযোগী হবে। নাম করিতে করিতে যেন বিরাম দেওয়া না হয়; তা হ'লে সেই ফাঁকটি দিয়ে সে ফাঁকি দিয়ে পলাইবে এবং জালের পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিবে; তাই বলি যেন বয়নে বিরাম না থাকে। নাম করিতে করিতে পাগল হ'য়ে যান, ইহাই আমার প্রার্থনা।

মন দৌড়িতেছে, ছাড়িয়া দিবেন। যাক্ সে যেখানে যাবে, আর তার পাছে পাছে না দৌড়ে, আপনারা নাম করিতে থাকিবেন। ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হ'য়ে আপনা আপনিই আসিবে। মন বালকের মত, যত "আয় আয়" ব'লে ডাকিবেন ততই, দূর হ'তে দূরে পলাইবে। তাই বলি তার যাওয়া আসার দিকে দৃষ্টিশূন্য থাকুন, আপনি ফিরিয়া আপন স্থানে

বসিবে। আপনি কিন্তু লক্ষ্যটী ঠিক্ রাখিবেন, নাম লইতে কোন রকমে ছাড়িবেন না, মনের দিকেই মন দিবেন না। সকল অবস্থাতে ও সকল সময়ে কৃষ্ণনামটী জীবনের সম্বল করুন, কৃতার্থ হ'বেন।

ভজন কালীন শুচি অশুচি বিচার।

সদাই হরিনামে মত্ত থাক; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণ নামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে।

যদি কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে কোন রত্ন পায়, তা' হ'লে কি সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া ঐ রত্ন উঠাইবে না? রত্ন লইবার জন্য মানুষ কখন পবিত্রতা অপবিত্রতা মনে স্থান দেয় না। তাই বলি মালা ধারণ করিতে ও মালা জপ করিতে আবার পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান কেন? তা' ছাড়া, যে বস্তু সদাই পরমপবিত্র, তার আবার অপবিত্রতা কোথায়? পাপী যদি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান না করে, তবে তার পাপ যাবে কেমন করে? পাপী আছে ব'লেই গঙ্গার এত মান— এত মাহাত্ম্য। পাপী না থাকিলে কেহ গঙ্গার এত আদর করিত না।

নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই। ইহাতে আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ। নাম নিত্যশুদ্ধ, নাম লইলেই সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে। যেমন অগ্নির নিকট কোন অপ-বিত্রতা থাকিতে পারে না, স্পর্শমাত্রেই যেমন সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া উঠে, সেই রকম কৃষ্ণনামের নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে

পারে না। সঙ্কল্পের পর আর অশৌচ স্পর্শ করিতে পারে না। তখন মৃতাশৌচই কি আর জাতাশৌচই বা কি কিছুই স্পর্শ করে না। তাই বলি যখন নাম করিতে সঙ্কল্পটী করিবেন, তখন মনকে নিকটে রাখিয়া তারপর আর মনের জন্য চিন্তা করিবেন না।

বিশ্বপ্রেম—লাভের উপায়।

নিজের ছেলের মত পরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। এই রকম করিতে করিতে তবে সংসার ছেড়ে সেই কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারা যায়। আপনার না ভুলিলে পরকে ভালবাসা, আর পরকে ভাল না বাসিলে, কৃষ্ণপ্রেম আসে না। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য, সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন—

(১) নামে রুচি
(২) জীবে দয়া
(৩) বৈষ্ণব সেবন।

এ তিনটীর কোনটী করিতে গেলেই আপনাকে ভুলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আপনাকে ছাড়িলে তবে সেই আপনার ধন কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ পাইলেই জগৎকেই পাওয়া হইল, তখন জগৎই আপনার হইয়া যাইবে। আজ যাহাকে ভুলে কৃষ্ণ পাইলেন, কৃষ্ণ পাইলেই, তাহারাই আবার আপনার হইয়া আসিবে।

পাখী ধরে খাঁচার ভিতর দেখা অপেক্ষা জঙ্গলী পাখী দেখে সুখী হও। পাখী দেখিতে চেষ্টা কর, ধরিতে চেষ্টা করিও না। যে পাখী

ধরে, তার একটী মাত্র পাখী, আর যে না ধরে, জগতের সকল পাখী তার।

পাগলের ভুলিয়া আনন্দ আর প্রেমীর ভুলিয়া আনন্দ, কয়েদীর জেলখানা আর Jail Superintendentএর জেলখানার মত; একজন অধীন, আর অন্য জন স্বাধীন। পাগলের আনন্দ বা ভুল তার আয়ত্ত নাই, প্রেমীর ভুল আয়ত্ত। পাগল সকল ভুলে যায়, প্রেমী সকল মনে রাখিয়া ভুলে যায়। এই ভিত্তির উপর সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত ক'রে লইও।

নেশার আনন্দ ঐরূপ; আনন্দ আমাতে নাই, নেশাতে। নেশার সঙ্গেই তার শেষ হয়। প্রেমের মজা প্রেমীই জানে, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। শরীর ভুলিলেই প্রেম আসে, শরীরের চিন্তা প্রেমকে শুষ্ক করে। আপনা ভুলে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার সুখ কেহ অনুভব করিতে পারে না। ফিরে পাবার আশা রাখিয়া ভাল বাসিলে ভালবাসা হইল না, সেটী ব্যবসা হইল; দিলাম আর সমান মূল্য নিলাম। একবার ভুলে ভালবাসিয়া দেখ কি মজা!

জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণ প্রেম আসিবে। সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরের পরকে ভাল বাসিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির ক'রে দিয়েছেন। জীব প্রথমে নিজকে ও নিজের মা বাপ, ভাই, ভগ্নীকে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে বড় হলে এগুলি ছাড়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভালবাসে, তারপর বিবাহ হ'লে ক্রমেই আর একটি সংসারের অনেকগুলিকে ভালবাসিতে শিখে, তার পর ছেলে মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা আরও কতকগুলি অপরিচিত পরকে নিজের ক'রে লইতে হয়, এই রকম বাড়িতে বাড়িতে যখন কেবল সম্বন্ধটী ছাড়ে, তখন

ঐ ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম হয়, তখন কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণ বলিতে পারে ও অপার আনন্দ পায়। তাই বলি ভালবাসিতে পয়সা খরচ হয় না, সেটী কেবল মনকে একটু প্রশস্ত করা মাত্র। যখন শক্তি হবে, তখন অর্থ দ্বারা, বস্ত্র দ্বারা, পরের দুঃখ ঘুচাইবে, আর সকল সময়ে মিষ্ট কথাতে পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিবে। একটী আম নিজের ছেলেকে দিতেছ, সেখানে একটী দুঃখীর সন্তান থাকিলে, তারই একটু তাকে দিলেই চলে, তাতে কোন ক্ষতি হয় না; ছেলের পাঁচটা জামা আছে, অন্যের ছেলে একটা, শীতে কাতর হইতেছে দেখে, তারই একটা দিলে, ছেলের আর কম হইল না, অথচ একটী গরিব শীত হইতে বাঁচিল; এই রকমে আরম্ভ করিতে হয়, তার পর আপনা আপনি হৃদয় কোমল হইয়া পড়ে।

প্রভুর কৃপা শীঘ্র লাভের উপায়।

আকুলতাকে ও তার আদরের ভগ্নী লালসাকে, নিত্য সঙ্গিনী করিবে। ইহারাই বৃন্দাবনের ললিতা, বিশাখা, ইহারাই কৃষ্ণ দিবার নিবার একমাত্র অধিকারিণী। এ দুজনের সঙ্গ কদাচ ছাড়িও না। ইহারাই তোমার হাত ধরিয়া নিকুঞ্জ কাননে যুগল মিলন দেখাইবে। ইহারাই তোমায় হাত ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের নিকট নিত্য সেবার জন্য নূতন দাসী করিয়া অর্পণ করিবে। কুমীর পোকার মত ইহারাই তোমাকে নিজেদের রং ধরাইবে; তাই বলি ইহাদিগকে ভুলিয়া থেক না। যে আহার দিলে ইহারা পরম পুষ্ট হইবে সযতনে তাহাই দিবে। ইহারা কি খাইলে ভাল থাকে ও পুষ্ট হয়, যদি

নিজে না জানিতে পার, তাহা হইলে যাঁহাদের নিকট ইহারা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহাদিগকে রাখিও না মলিন হইয়া যাইবে। সদা নানা আবরণে আবৃত রাখিও, যতদিন না রং পাকে ততদিন আবরণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও। স্ত্রীলোকের লজ্জাই আবরণ, লজ্জা হারাইলে আর সে মধুরতা থাকে না। এইজন্য ইহাদের মুখাবরণ যার তার নিকট খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিও না। যাহারা কামের নজরে দেখিবে, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দিও না; ইহাতে সদাই সাবধান হইবে।

আহারে, নিদ্রাতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, জগতে যত খেলা খেল, তাঁকে মনে রাখ। তাঁহাকে সদা ভাবিবে বলিয়া কি আর সংসারের কোন কার্য্য করিবে না? সংসারের কাজ সেই সব করিবে, কিন্তু এমন কোন পলকটী যাইবে না যে সময়ে তুমি তাঁহাকে মনে না করিবে। এইরূপ ভাবে তাঁকে মনে রাখিলে মায়া ফাঁস আর থাকিবে না; নিশ্চিন্ত হইবে।

কুলরমণীর উপপতি চিন্তার মত কৃষ্ণ চিন্তা করিলেই, মনে প্রাণে, অন্তরে বাহিরে, কৃষ্ণ ভাবা হয়, তাতেই প্রেম আসে। এই কথাই নরোত্তম ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন "রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধূঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। কৃষ্ণ কখন কাহাকেও চরণ ছাড়া করেন না, তা হ'লে তাঁর থাকিবার স্থান কোথায়? গীতা বলেছেন "একাংশেন স্থিতং জগৎ" অতএব কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে থাকিবার স্থান নাই; তবে যেমন মাথা বিগড়ান ছেলে মনে করে "মা বাপ তাকে ভালবাসে না," তেমনই বহির্ম্মুখ জন কৃষ্ণ কৃপা বুঝিতে পারে না। এখন বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাবে দোষ কার? ভালবাসা, আদান প্রদানে পরিপুষ্ট ও মধুর হয়, আংশিক হলে তত মধুর বলে মনে হয় না। আমি

যারে ভালবাসি, সে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না, আর পূর্ণ না হলেও মধুর হয় না। তাই নিবেদন, আপনি সরল হ'লে তিনিও সরল হবেন; সরল হবেন বল্লে ভুল বলা হল, কেননা তিনি সরলই; আমি সরল হলেই, তাঁর প্রকৃতরূপ অনুভব করিতে পারিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই মত কৃষ্ণপ্রেম বলিতে গিয়া ব'লেছেন "বিষামৃতে একত্র মিলন"; আরও বলেছেন "কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জলে না যায় ত্যাজন"। দেখুন ইক্ষু বড়ই ঠাণ্ডা, কিন্তু মাধুর্য্য বেশী করিবার জন্য যেমন উত্তাপ দেওয়া যায়, তেমনই সরল প্রেমকে সমধিক মধুর করিবার জন্যই কুটিল করা হয়, নচেৎ প্রেম অপেক্ষা সরল আর কিছুই নাই। আর সেই প্রেমের আধার কৃষ্ণ কি কখন কুটিল হ'তে পারে? গোপীদের কান্না, মা যশোদার কান্না, ভক্তের কান্না, এইরূপ প্রেমের গ্রন্থি বড়ই মধুর। তাই ভক্ত, প্রভুর নিকট সকল ছেড়ে কান্না প্রার্থনা করে, কান্নাই প্রেমের গাঁঠ এই জন্য বেশী মিষ্ট। ভাল-বেসে যে না কাঁদে, তার ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সোণার যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না, দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণ করুন, যেন আমরা চিরদিন কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিতে পাই। কান্না প্রেম স্রোতের ঘূর্ণি, এই জন্যই বেশী গভীর।

কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, কেহই আজ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁর নিকট হ'তে ফিরে নাই, যে যা চায়, তিনি তাকে তাহাই দিয়ে কৃতার্থ করেন। মনে ভুলে মুখে ডাকিলে তাঁর দয়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়, তাই বলি, যারা শীঘ্র তাঁর দয়া পাইবার ইচ্ছা রাখে, তারা যেন মনে মুখে এক করে।

নাম করিতে হয়, নামের জন্য করিও না, তাঁর নাম বলিয়া মনে করিও। পাঠ করিতে হয়, তাঁর গুণ কীর্ত্তন মনে করিয়া পাঠ করা উচিত

নয় কি? শ্রবণ করিতে হয়, প্রাণের ভালবাসার কথা মনে করিয়া গোপনে শুনিতে হয়।

প্রভুর নাম "অধমতারণ" "ঠাকুর" ইত্যাদি দিলে, তাঁকে একটু দূর করা হয়। স্ত্রী তার প্রাণের প্রাণকে ততদিন "আপনি" "আসুন" ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, যতদিন ঘনিষ্ঠতা না হয়। তাই বলি, সেই প্রাণের প্রাণবল্লভকে ও সব নামে অভিহিত করিলে, তাঁকে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটু দূর করা হয়। আমার রসিকশেখর নটবরকে রাখাল বেশটী ভাল লাগে, কাজ কি তাকে রাজা সাজানতে? একজন অতীব ফাজিলকে যদি ভাল লোক, ভাল লোক, করিয়া আদর করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদরকারীর নিকট আপনার চঞ্চল স্বভাব ভুলিয়া যাইয়া ভদ্রলোক সাজে। সেইজন্য বলি, আমার রাখালটীকে রাজা সাজাইওনা, তা'কে প্রাণনাথ, বন্ধু, হৃদয়বল্লভ ইত্যাদি নামেই ডাকিবে। দয়াময়, অধমতারণ ইত্যাদি নামে ডাকিয়া তা'র আদর বাড়াইও না। তাহা হইলে তাঁহাকে পাইতে একটু দেরী হইবে। ঋষি মুনিগণ অনন্তকাল তাঁহাকে "পতিতপাবন" "দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়াও পান নাই; কিন্তু ব্রজের গোপকন্যাগণ "বন্ধু" বলিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া, কেবল দেখা দেওয়া কেন, তাদের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন এবং হাতে ধরাতে পায়ে ধরাতেও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সেই রমণীর নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, পরেও করিবেন। দেখ, যে ঠাকুরটি যোগীদিগের আরাধ্য ধন, যাহাকে সুকৃত সাধকগণ বহু যত্নে বহু কষ্টে অতীব সতর্কতার সহিত ধ্যানে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন, তিনিই নাকি গোপরমণীদের দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কত গালি খাইয়াছেন! তাই বলি, তা'র আদর বাড়াইও না, রাখালকে রাখালই রাখ, সুখ পাইবে।

সাধকের পালনীয় বিষয়।

এ পৃথিবীর যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজধন মনে করিয়া তাহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাস। প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে, সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই, তাহার সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়। তিনি যাঁর বন্ধু, স্থাবর জঙ্গম সকলই তাঁর বন্ধু; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্ব কারণের কারণ কৃষ্ণকে ভালবাসা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

ধন সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়, তেমনই নাম সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংযম ও গোপন করিতে হয়; পরে যেমন যখন অর্থ অধিক হয়, তখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না,—আপনা আপনি আস'তে থাকে, ব্যাঙ্কের সুদের মত,—তেমনি যখন নাম ধনে ধনী হওয়া যায় তখন আর গোপন করিলেও থাকে না, আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে; তাই বলি প্রথমতঃ সংযম ও গোপন এই দুইটীর সাহায্য লইতে হয়, তা' না হ'লে সামান্য ধন কেহ চুরি করে নিলে, পুঁজি ফাঁক হয়ে যায়।

কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধনরত্ন পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন

প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাঁহাকে বশ করা যায় না; তাই বলি যেন অনুরাগ বজায় থাকে।

আমার নিতাই, নীচজনকে বড় ভালবাসেন। নিজকে নীচ জ্ঞানটী যেন চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। মৃত্তিকা সকল হ'তে নীচ, তাই সকল প্রকার উচ্চরত্নের জন্মভূমি। যে যত নীচ, প্রভুর নজরে সে ততই উচ্চ। প্রভুর নিকট নীচের আদর বেশী; তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনা, যেন চিরদিন নীচ হয়ে থাকিতে পারি, কখন যেন উচ্চ বলিয়া মনে না হয়, কিম্বা উচ্চ হ'বার বাসনা হৃদয়ে না জাগে।

অভিমান শূন্য হইতে হইবে, নতুবা নিতান্ত অভিমান শূন্য নিতাই দয়া করিবেন না। হৃদয়কে নরম করিতে হইবে, নতুবা সেই অতি নরম কৃষ্ণ চরণ কখনই হৃদয়ে আসিবে না; তাই বলি হৃদয়ে যাহা কিছু কঠিনতা আছে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করাই ভাল।

অভিমান শূন্য হইয়া আমার নিতাইয়ের শরণ লও, তিনি আদরে কোলে তু'লে কৃষ্ণ প্রেম তোমাদিগকে দিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তাই ব'লে অভিমানীর পক্ষে নন। অভিমানীর পক্ষে, তিনি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। তাই বলি অভিমান ছেড়ে নির্ম্মল হও। প্রেম-পুষ্পের পক্ষে অভিমানই বজ্রকীট স্বরূপ; প্রেম চাওত অভিমান ছাড় এবং যা'কে দেখিবে তা'কে ইহাই কও।

অভিমান করিতে হয়, সেই কৃষ্ণের উপর করিও। মানুষের উপর কিংবা কীট পতঙ্গের উপর অভিমান করিও না। যার সঙ্গে প্রাণের ভালবাসা, অভিমান তারই উপর করিতে পারা যায়; তাই বলি কৃষ্ণকে প্রাণ দিয়া ভালবাস এবং তাঁহার উপর অভিমান কর। পরের উপর অভিমান চলে না; করিলেও কোন ফল হয় না। কেবল নিজের অভিমানে নিজে পুড়িয়া মরিতে হয়।

এ জগতে পাপী তাপী সকলেই তাঁর নিকট অতি আদরের ও যত্নের ধন, এটী মনে রাখিয়াই কোন পতিতের উপর ঘৃণা করিও না। পাপীও সেই কৃষ্ণের, আর পরম প্রেমিক পুরুষও সেই কৃষ্ণের। যে জল্লাদ রাজাজ্ঞাতে কাহাকেও কাটিয়া ফেলে, কিম্বা ফাঁসি দেয়, সে কি রাজ-সরকারের চাকর নয়? যেমন মন্ত্রী তেমনই জল্লাদ; প্রভু যাকে যেমন কার্য্যের ভার দিয়াছেন, সে তেমনি কাজ করিয়া প্রভুর হুকুম প্রতিপালন করিতেছে। তবে আর পতিতকে দেখিয়া ঘৃণা কেন? তা'কেও হাসি মুখে প্রেমে গলিয়া কোল দিলে, কি কখনও কৃষ্ণ তোমার উপর রাগ করিবেন? কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিবেন; কিন্তু বেশ করে দে'খতে গেলে কথাটীর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। যাহারই সাপ তাহারই মানুষ—তবে আর সাপের উপর রাগ কেন? তাই বলি অযাচিত ভাবে যাকে তাকে নাম দাও, আর প্রাণ খোলা ভালবাসা দাও। যে তোমার শত্রুতা করিতেছে তাকে প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে শিক্ষা কর। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আমাদের চক্ষে যাহারা পাপী তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই কাঁদ, আর সেই পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুর আমার নিতাইকে জানাও, কিন্তু যত দিন বল না পাইতেছ ততদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিতকে উঠাইতে যাইও না। তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে না, লাভের মধ্যে নিজেও প'ড়ে যেয়ে আঘাত লাগাইতে পার। মনে মনে প্রাণে প্রাণে অপরের মঙ্গল প্রার্থনা কর। সদাই প্রেমের জন্য সেই প্রেমের হরির নিকট প্রার্থনা কর, বিনা প্রেমে সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। নিতাই আমার প্রেমময়, সাক্ষাৎ প্রেম স্বরূপ এবং প্রধান প্রেমদাতা। অতএব প্রাণের গৌর পাইতে চান, নিতাইয়ের পদাশ্রয় করিতে ভুলিবেন না। নিতাই বড়ই দয়াময়।

জগৎ সুখময় দেখিতে চাহিলে সুখের গাছের তলায় বসিয়া দেখ। নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় কর, অতি কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁর পদাশ্রয় লও—দেখিবে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইবে, আর প্রেমের চক্ষে সকলই প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময় দেখিবে, তখন কৃতার্থ হইবে,—তখন সকল জ্বালা জুড়াইবে। জ্বালা জুড়াইতে হইলে, যে প্রেমময় কৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করে, সেই কৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে। প্রথম প্রথম অজ্ঞান বশতঃ নিজ স্বার্থ ছাড়িতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্বার্থ ছাড়িলে ক্রমে যাহাদিগকে ছাড়িয়াছি তাহারাই আবার আপনার নিকট আসে; অতএব দুদিনের স্বার্থের জন্য মানুষ যেন চিরদিনের লাভকে ভ্রান্ত হইয়া বিসর্জ্জন না দেয়। যদি চিরসুখে কেহ থাকিতে চান, তিনি সামান্য চক্ষু বুজিয়া তাহার স্বার্থ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন। স্বার্থ থাকিতে হরি ভজন হয় না।

কোন রিপুর হাত হইতে এড়াইবার উপায়—রিপু কম জোরী হইলে তাহাকে বিনাশ কিম্বা আপন অধীনে আনা, আর রিপু বলবান্ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা। এই দুই ব্যতীত তৃতীয় উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলি যদি কেহ কোন শত্রু হাত হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কায়মনোবাক্যে তাহার সঙ্গ না করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কাম বলুন, ক্রোধই বলুন অথবা অন্য যে কোন বলবান্ রিপুর হাত হইতে এড়াইতে ইচ্ছা হইলে, তাহাদের রাজ্যদিকে দৃষ্টিপাতও করিতে নাই। নিজের চেষ্টা এই—আর তার উপর সেই করুণাময় কৃষ্ণের আশ্রয় লওয়া ও তাঁর রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা চাই। কৃষ্ণের নাম শুনিলে সকল শত্রুই দূরে পলায়ন করে, কেননা তাঁকে সকলেই ভয় করে; অতএব যদি কেহ এই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তিনি যেন অহরহঃ

কৃষ্ণ নামে মত্ত থাকেন তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সকল মহাশত্রুই যখন আপনাকে সর্ব্বদাই মহাস্ত্রধারী দেখিবে, তখন নিজে নিজেই তারা আপনার শরণাগত হইয়া পড়িবে। নামের জোরে সকলই হইতে পারে, এই জন্যই ভাগবতে বলেছেন—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

তোমাদের আশ্রয়টী সেই দয়াময় হরির নামটী। এই সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিলে কোন শত্রুই কখনই কোন রকম পীড়া দিতে পারিবে না। যে এই দুর্গের মধ্যে বাস করে সে সদাই নিশ্চিন্ত ও পরম আহ্লাদে থাকিতে পারে। এই দুর্গবাসীদের রক্ষার ও শক্তির জন্য ধ্যান, ধারণা ও উপরতি প্রভৃতি মহা মহা বলবান রক্ষী, সারথি, সৈন্যাধ্যক্ষ রাখিতে হয় না, কেননা চক্রধারীর চক্রটী অতীব সতর্কতার সহিত দুর্গের চারিধার রক্ষা করিতেছে, যে চক্রের দূরদর্শন মাত্রেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি পরম উগ্র ও মহাবলবান্ শত্রুরা ভয়ে দিক্ বিদিক্ না দেখিয়া দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাই বলি ভক্তের নিকট অতীব মধুর এবং শত্রুর পক্ষে বজ্রাদপি কঠিন কৃষ্ণ নামটী কদাচ ভুলিও না। এমন মহাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাকিলে আর কোন ভয় নাই। এই জন্যই চৈতন্য শিক্ষা (১) জীবে দয়া (২) নামে রুচি (৩) বৈষ্ণব সেবন।

সাধ্য মত এই শিক্ষার অনুগমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রথম আরম্ভ—সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে করিতে কৃষ্ণ নামে রুচি হয় এবং নামে রুচি হইলেই নাম করিতে করিতে মহতের দয়া হয়; মহতের দয়া, কৃষ্ণ কৃপা অপেক্ষাও দুর্ম্মূল্য। কৃষ্ণকে পাইলেই জীব মুক্তি পায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্তকে পাইলে জীব স্বয়ং কৃষ্ণকে পায়

অতএব কৃষ্ণ পাওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ মূল্যবান্। নাম করিতে করিতে কেবল ভক্ত সঙ্গ পাওয়া যায়। নাম করিলে কি হবে না হবে বিচার না করিয়া, অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, চির সুখে ও চিরশান্তিতে থাকিবেন।

রাজসিক ও তামসিক তপ দ্বারা অনেকেই সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ হইয়াও তাঁ'দের নিজ নিজ গুণ শক্তিহীন হয় না, তা'র অনন্ত সাক্ষী পাইবে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহারা সিদ্ধ হইয়াও আপন আপন ইষ্টের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে ছাড়ে নাই,—ইহাই তম। তাই বলি সত্ত্ব গুণ দ্বারা আরাধনা করিতে থাকুন, পবিত্র ও সুখী হইবেন। নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটী ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন, যাকে তাকে দেখাইলে নির্লজ্জা বলিয়া অপবাদ করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাধুজন বার বার বলিতেছেন "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"। তাই বলি আমার এই মাত্র একান্ত ভিক্ষা, যাহা যাহা করিবেন একটু গোপনেই করিবেন। এই যেমন, যদি মাংস ছাড়েন খাইতে বসিয়া বমির ভান করিবেন; একদিন দুদিন এই রকম করিয়া পরে বলিবেন মাংসে অরুচি হইয়াছে। এই রকম চাতুরী সকলই খেলিতে হইবে, তবে বিনা ব্যাঘাতে উন্নতির পথ পাইবেন, নচেৎ অনেক বাধা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়া হরি ভজন করিতে হইলেই চাতুরী চাই; সংসার ছাড়িলে তত দরকার নাই। সংসারে থাকিয়া হরিভজন দেখাইবার আদর্শ ব্রজলীলা,—তাই তাতে সাধারণ চক্ষে এত চাতুরী দেখা যায়।

অন্য চিন্তাতে মনকে খারাপ করিও না। সদাই সেই প্রেমময়ের প্রেম হ্রদে ডুবিয়া সুধা খাও, তখন বিষ খাইলেও মরিবে না। বিষের জ্বালায়

জ্বলিবে না। তবে যদি কোন হতভাগা সেই প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও মুখ বুজিয়া থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র। তারাত সদাই জ্বলিতেছে নিবাইবার আর স্থান কোথায়। এমন মনে করিও না যে আমি এটি অযথা কথা লিখিলাম, কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও কি কখনও জ্বলিতে পারে? যাহার দর্শনে কোটী কাম নিবারণ হয়, তাঁহার স্পর্শেও কি কখনও জ্বালা আসিতে পারে? তার সাক্ষ্য দেখনা জটিলা কুটিলা। তারাত সেই প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিল তবে কেন জ্বলিত? চন্দ্রাবলীও ত সদাই হ্রদে পড়িয়া থাকিত কিন্তু সেও ত আমার কিশোরীর মত জুড়াইতে পারে নাই। দেখ সাধকগণ সাধিতে সাধিতেও পতিত হয় কি না? তারা-ওত সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে, তবে কেন জ্বলে। তাই বলি, সেই প্রেম সরোবরে অনেক বিষাক্ত সর্পও বাস করে। কামে জলকে বেশী চঞ্চল করিলে সেই সব সর্প দংশন করে। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকে, সুধা পান না করে, তারাই জ্বলে তারাই মরে।

গরিব দুঃখীকে দেখিয়া কাতর হইবে ও গরিবের কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান্ হইবে। অর্থ দ্বারা হউক কিম্বা কথার দ্বারায় হউক, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কোন রকম উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও কোন রকম বিপদ গ্রস্ত করিবে না। কোন কারণ বশতঃ রাগ হইলে সেই রাগকে চিরসঙ্গী করিবে না। তখনই রাগকে অন্তর হইতে উঠাইয়া ফেলিবে। অঙ্কুরে যেমনই প্রকাণ্ড বৃক্ষ হউক, বিনা ক্লেশে উঠাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু একটু বড় হইলে তাহাকে উঠাইলে যেমন চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া যায়, ক্রোধও তেমনি একটু বড় হইলে উঠান শক্ত হয় এবং কোন রকমে উঠাইলেও একটী ভয়ানক চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ একবার মাত্র শরীরে স্থান পাইলে প্রায় যায় না, আর কোন রকমে যদি তাড়ান যায় তাহা হইলে

শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াই যায়। তাই বলি, এমন শত্রুকে কদাচ শরীরে বাস করিতে দিবে না। যদি কখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সময় পাইলেই নির্জ্জন স্থানে বেড়াইবে; বনে নদীর ধারে মাঠে বেড়াইয়া যে সুখ ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়ে সে সুখ নাই।

নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উচ্চরবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দুনয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে। নির্জ্জনে আপন মনে গুণ গুণ স্বরে গান যে রকম মধুর বোধ হয়, তানলয়যুক্ত তান্‌সেনের গানও তেমন মিষ্ট ব'লে মনে হয় না, ও হ'তেও পারে না। নির্জ্জনবাসের আনন্দ ব'লে বুঝান যায় না, নির্জ্জনবাসের আনন্দ নির্জ্জনবাসের আনন্দের মত।

যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কাঁদিতে হইবে না! আমরা হারাইয়া গেলেও তিনি খুঁজিয়া লইবেন, আমরা ভুলিলেও তিনি মনে ক'রে দিবেন, আমরা কাঁদিলে তিনি চ'ক্ষের জল মুছাইয়া দিবেন, আমরা হাঁসিলে আমাদের আনন্দ তিনিই বাড়াইয়া দিবেন; এইটী মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন। মা বাপ বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, স্বামী বলিতে হয় তাঁ'কেই বলুন। তাঁ'কে ভুলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বও নরক যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক, তাঁ'কে মনে থাকিলে নরক মধ্যেও বৈকুণ্ঠের অপার আনন্দ পাওয়া যায়। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার ভর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা, তাঁকে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিব?

"পরোপকার" এই কথাটী জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে; "পরপীড়ন" কথাটী অন্তর হইতে অন্তরে রাখিবে। কায়মনোবাক্যের দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য বলিতে ভয় পাইও না,

তবে যেখানে সত্য বলিলে অন্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা মনে করিবে, সেখানে চুপ করিয়া থাকিও। সকল কাজে সে করুণাময় কৃষ্ণকে ও তাঁর মধু মাখা নামটী স্মরণ রাখিবে।

রাত দিন খেলা করিও না। মন্দ বই পড়োনা, মন্দ কথায় থেকোনা, মন্দ কাজ নিজেও করোনা এবং লোককেও কর্ত্তে দিও না।

যেটী নিজের মৌরসি, সেই হরিনামটীর মাত্র সদা যত্ন কর। সেটি বাড়াইবার জন্য সুদে খাটাও, দরিদ্রকে তাহা হইতে সাহায্য করিয়া নিজেও হও আর তাকেও কৃতার্থ কর। মার খেয়ে অপমান সহ্য ক'রে যাকে তাকে এই মধুর নামটী দিবার চেষ্টা করিবে। সংসারে কোন দ্রব্যের জন্য তত কাতরতা প্রকাশ করিও না। ভাল মন্দ উভয় কথাই মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা কর। লোকের দেওয়া মান যেমন মানই নয়, তেমনি লোকের দেওয়া অপযশও।

জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণনাম লওয়া, জীবে দয়া করা, অর্থীর অভিলাষ পূরণ করা, আতুরের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করা। এই কার্য্যগুলি না থাকিলে মানুষে আর নিকৃষ্ট পশুতে কিছু প্রভেদ থাকিত না। যতদিন পর্য্যন্ত হরিপ্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অতি যত্নে এই হরিপ্রেম সহচরগুলিতে মন রাখিতে হয়। ইহাদিগকে মনে প্রাণে ভালবাসিলে হরিপ্রেম আসে, তখন আর এদের পৃথক্ যত্ন ক'র্‌তে হয় না। স্বয়ং বরকে পাইলে বরযাত্রীর সেবা কেহ করে না, করিবার অবকাশও পায় না। তাই প্রেমে মত্ত হইবার পূর্ব্বে এই গুলির বিশেষ যত্ন করিবে, কদাচ ইহাদের নিকট মুখ লুকাইয়া সকল দিক হারাইও না। যতদিন বিবাহ না হয়, বর-ঘরের কুকুরটীর পর্য্যন্তও আদর যত্ন করিতেই হইবে; যেমন বিবাহ হইলে সকলকে ছাড়া যায়, কিন্তু বরের মা বাপের সহিত বিরোধ করিতে নাই, তাদের তোষামোদ চিরদিনই করিতে হয়,

তেমনি কৃষ্ণ প্রেম হইলেও কৃষ্ণনামটী ছাড়িও না। নামই প্রেমের মা বাপ, নাম হইতেই প্রেম পাওয়া যায়, আর প্রেম হইতেই প্রেমের হরি। তাই বলি, সকল ছাড় কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নামটী ভুলিও না; অহরহঃ নামে মত্ত থাক। নাম বই তাঁকে পাবার অন্য কোন সহজ উপায় আছে কিনা (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) আমি বলিতে পারি না।

এ জগতে কাহাকেও পর মনে করিও না। সকলকেই নিজ জন মনে করিবে এবং সেই রকম ব্যবহার করিবে। সদ্ব্যবহার পাইয়া কেহ তোমার সহিত অসৎ ব্যবহার করিলে দুঃখিত না হইয়া কাতর প্রাণে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে এবং ক্ষমা করিবে; ক্রমে দেখিতে পাইবে অতীব ভীষণ বন্য পশুও তোমার স্নেহে বশ হইয়া তোমাকে ভালবাসিবে।

মার্ব্বেলের নির্ম্মিত পাইখানা দেখে মানুষ চক্ষে মুখে কাপড় ঢাকিয়া যায়, আর অতীব ভাঙ্গা ফুটা জঙ্গল পূর্ণ দেবস্থানে মস্তক নত করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে না কি? কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লও, শরীর দেবমন্দির তুল্য হইয়া যাইবে। হরি ভুলিয়া দেবদেহও নরক তুল্য মনে করিবে। হরিকে ভালবাস আর হরির যাহা যাহা তাহাও ভালবাস। হরিকে ভালবাসিয়া হরির জিনিষগুলি ভাল না বাসিলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই কোন বিলাতী প্রেমময়ী আপনার প্রেমিককে লিখিয়াছিলেন "if you love me, love my dog" (যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকে ভালবাস)। তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎকে ভালবাসা চাই, কেননা সকলই সেই কৃষ্ণের ধন জন। এ পৃথিবীকে আর পৃথিবীর জিনিষকে কৃষ্ণের ধন বলিয়া ভালবাস, তাদের জন্য তা'দিগকে ভালবাসিবে না। যে কেহ চিরজীবনের জন্য শান্তি চায়, সে যেন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ নামটী

নিজের গুপ্তধন মনে করিয়া প্রাণে প্রাণে আদর যত্ন করে। গুপ্তধন যেমন পাছে অন্যে দেখে, এই ভয়ে সকল সময়ে দেখিতে চায় না, কিন্তু ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে ধনের চিন্তা ত্যাগ করে না, সেই রকম কৃষ্ণ ভজনটী গুপ্তধনের মত প্রাণে প্রাণে ভালবাস, লোক দেখাইতে গেলে হয়ত কেহ চুরি ক'রে নিতে পারে। তবে যখন এ ধনে মহাধনী হইয়া পড়িবে, তখন রাজার ধনের ধনাগারের মত সর্ব্ব সমক্ষে রাখিলেও কোন ভয় থাকিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক না হইতে পারিতেছ ততদিন গোপন করা চাই। প্রেমিকা যেমন নানা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও, আপন আপন বন্ধুর চিন্তাটী অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারে না তেমনি এই সংসারে মত্ত থাকিয়াও নিজ ইষ্ট কৃষ্ণনামটী কদাচ ভুলিবে না।

পরপতিরক্তা মূর্খ স্ত্রীগণ দিনরাত উপপতি সহবাস মিথ্যা লালসাতে গৃহে, কুলে, জলাঞ্জলি দিয়া বাহির হয় এবং দুই দিন মধ্যেই সামান্য সুখের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ পায়। তাই সাবধান করিতেছি, সুখে দুঃখে যেন নিজ স্বামীকে ত্যাগ না করে। এ পথের আড়কাটি কে কে তাও বলিয়া দিই। যাহারা সোহাগ চায়, প্রেম চায়, আর স্বামী সুখে সুখিনী হইতে চায়, তাহারা যেন পরের মুখে পরের স্বামীর গুণকীর্ত্তন না শুনে, যে সকল স্ত্রী অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী তা'দের সহবাস না করে। যাহারা স্বামীর সেবা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রতিসুখলালসাতে মত্তা, তা'দের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করে। যাহারা কঠোরপুরুষস্বভাবা তাদের মুখ পর্য্যন্তও দর্শন না করে। যেস্থানে নিজ স্বামীর নিন্দা হইবে, সে স্থান ভ্রমেও না মাড়ান। যাহারা স্বামীর মন না বুঝিয়া নিজেদের রূপযৌবনমদে মত্তা, তাদের নিকট না যান। যাহারা স্বামীর ভালবাসা না চাহিয়া অপদার্থ সংসারের দ্রব্যের জন্য স্বামীর

নিকট সর্ব্বদাই এটী ওটী প্রার্থনা করে, তা'দের পথে গমন না করে। আর, যাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের স্বামীর কথা তুলে বিচার করেন, সে দলে কোন রকমে ভুক্ত না হয়। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের সহায় যাহারা, সদাই তা'দের সঙ্গ করিলেই দিন দিন ভালবাসা বৃদ্ধি হইয়া প্রেম হয়, আর প্রেম হইলেই প্রেমের ধন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এ পথের সঙ্গী কারা, তা'দের নাম জানি বলিয়া দিতেছি, মনে রাখিলেই উপকার হইবে। প্রধান প্রেমিকজন,—তাঁদের সঙ্গ সদা অভিলাষ করিতে সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁরা দয়া করিলে পাথরেও প্রেম জন্মাইতে পারেন। দ্বিতীয় যাঁহারা তোমার মত স্বামী সোহাগিণী ও স্বামী প্রেমোন্মত্তা, তাঁদের জাতি বিচার না করিয়া তাঁদের সহবাস করিতে কদাচ ভুলিবে না। যেখানে নিজ স্বামীর যশঃকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ হয়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে হয়; আর যতদিন এই প্রেম গাঢ় না হয়, ততদিন পর সঙ্গ না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সদাই স্বামীর নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করা চাই। জগতের জন্য কিংবা তোমার জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন জিনিষকেই ভালবাসিবে না। সকল জীবকে সমভাবে দয়া করিতে হইবে, আর অনন্যচিত্ত হইয়া নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইবে। ষোল আনা প্রাণ না দিলে আর প্রেম হয় না। একটী গানে তাই আছে "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। আর প্রেম না হ'লে প্রেমের হরি মিলে না। সকল অপেক্ষা প্রধান ও প্রথম উপায় নাম এবং ইহার গোপন ও উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রেমের সোপান। সকল ভুলিয়া নাম করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিয়া থাকেন।

যৎসামান্য লাভে সুখী হইবে, অসদুপায়ে অর্থ চেষ্টা করিবে না;

নিজ অর্জ্জিত কতক অংশ সদ্ব্যয়ে লাগাইবে। অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্ব নয়, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মনে করিবে পার্থিব আয়াস আরামের জন্য লালায়িত হইবে না।

ভোলাই মজা, ভোলাই সুখ। লোকে বলে—মরিলে হায় করি, বাঁচি, কেন বলে জান? মরিলেই সব ভুলিয়া যায়, কিছুই আর মনে থাকে না। মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, আপন, পর সমস্তই ভুলিয়া যায়, কেহই আর তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। ভোলাতে মজা আছে, তাই শিব সর্ব্ব দেবতা অপেক্ষা মজাতে আছেন।

এ সংসার মধ্যে কষ্ট ভুলা একটি অমূল্য রত্ন, যাহারা ভুলিতে শিখিয়াছে, তাহারা সংসার জয় করিয়াছে। এক পক্ষে ভুলা যেমন একটি মহা রত্ন অপর পক্ষে মনে রাখা তেমনি একটি অমূল্য নিধি। তাই বলি ভুলিতে শিখ, আর মনে রাখিতে শিখ। বুঝিতে পারিয়াছ কি? বোধ হয় মনে করিবে, কি ভুলিব আর কিবা মনে রাখিব? তাই বলি শুন, অপরে যখন তোমাকে অপমান করিবে, তাড়না করিবে, মারিবে, তজ্জন্য যে মনের কষ্ট সেইটী ভুলা, আর তুমি যখন স্বয়ং অন্য কাহারও মনে কষ্ট দিবে সেইটী চিরকাল মনে রাখা এবং তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া এই দুইটীই অগাধ সমুদ্রে মহা রত্ন। যাহারা শিখিয়াছে তাহারা সব বশ করিয়াছে। একটী মরমের কথা শুন—যে দিন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই দিন শ্রীমতী, সখি সকলের সহিত কত বিলাপ, কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সখীদিগকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রতারক, উহার সহিত আর কথা কহিব না, কাল দ্রব্য দেখিব না—উহার নাম পর্য্যন্ত শুনিব না, যদি অন্য কেহ নাম করে তাহার মুখ দেখিব না। পরদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সখীদের নিকট মিনতি স্বীকার করিতেছেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু

সখীরা কুঞ্জে আসিতে দিতেছেন না; তখন পরাদেবী প্যারিজী সখীদিগকে ডাকিয়া শুধাইলেন—হে সখি! প্রাণাধিক কৃষ্ণকে তোমরা অমন করিতেছ কেন? তখন সখীরা বলিল ও দুষ্ট, কাল তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, তাই আমরা উহার সহিত আর আলাপ করিব না। তখন শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কই সখি, আমার মনে হয় না। যে কৃষ্ণ জগতকে আনন্দ দিতেছেন, তিনি আমাকে কখন কষ্ট দিবেন, এ বড় অসম্ভব। সখি! কৃষ্ণকে আমি বরং কত কষ্ট দিয়াছি, হয় ত তিনি আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছেন, ধিক আমাকে! এইরূপ কত বিলাপ করেন। তাই ত তিনি সেই অধরচাঁদকে বশ করিয়াছেন। বল দেখি এমন না হলে কি পরাঠাকুরাণী হইতে পারিতেন?

যে ফুলের মধু নাই, সে ফুলের গন্ধও নাই, এই জন্য সে ফুল কেহ চায় না এবং পূজা প্রভৃতি কোনই কার্য্যে লাগে না; কিন্তু যে ফুলে মধু ভরা সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও পাইতে চায়। মনুষ্য মধ্যেও ঠিক তাই; যাহার গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে এবং সকলেই চায়। রূপে পশু, আর গুণে দেবতাগণ মুগ্ধ হন। রূপে মুগ্ধ হওয়ার ফল পদে পদে বিপদ; আর গুণে মুগ্ধ হওয়ার ফল অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম। যাহারা রূপে মুগ্ধ হয়, তাহারাই বদ্ধ জীব। জীবের গুণই রূপ। যার গুণ আছে, তার মত রূপবান্ বা রূপবতী আর এ জগতে নাই। এইটী একটী সূক্ষ্ম কথায় বলিয়া রাখি—সদাই মনে রাখিও, সদাই ধ্যান করিও। দেখ, কৃষ্ণের রূপের বশ চন্দ্রাবলী, আর গুণের বশ শ্রীমতী রাধিকা। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, রূপে বাড়ায় লালসা আর গুণে বৃদ্ধি করে রতি প্রেম।

যদি কেহ পাপ করে, আর অন্যে সেই পাপের কথা কয়, তাহা হইলে যাহারা কথা কয় তাহারাও পাপী হয় কেন বল দেখি? ধ্রুব

কি প্রহ্লাদের কথা শুনিলে পুণ্য হয় কেন বল দেখি? সাবিত্রীর কথা শুনিলে পাপ দূর হয়, কেন বল দেখি? কেননা তাঁহারা সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কর্ম্মও পবিত্র, এই জন্য তাঁহাদের কথা শুনিলেই তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম করা হইল কি না? তাহা না হইলে পবিত্র হইল কেন? তাই বলে নিন্দুকে সাধু শোধন করে। কেন না, নিন্দা করিয়া করিয়া সমস্ত পাপ সাধু-শরীর হইতে টানিয়া লয় ও আপনারা পাপী হয়, আর সাধু পবিত্র হইয়া যায়। তাই বলি কখন কাহারও পাপের কথা কহিও না, মনে মনে চিন্তাও করিও না। বরং কেহ পাপ করিলে তাহার যদি কিছু ভাল দেখিতে পাও, সেই ভালটিরই কথা কহিবে, ভালটিই মনে মনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে পবিত্র হইবে, পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারিবে এবং দিন দিন সংসারে সুখী হইতে পরিবে। যাহারা পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, কি মনে মনে স্মরণ করে, কৃষ্ণ কখনই তাহাদিগকে আপন পরিবারে নেন না। তাই বলি, যদি কৃষ্ণপরিবারি হইতে চাও, পরের কথা কখনই মনে করিও না বরং নিজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া বেড়াইবে। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের এইটীই সহজ উপায়। কেবল পূজা, পাঠ, কি তীর্থ দর্শন করিলেই ধর্ম্ম হয় না, দান করিলেই ধর্ম্ম হয় না। দেখনা, যদি কেহ কিছু তোমার নিকট চায় আর তুমিও তাহাকে দাও, কিন্তু মনে মনে কর বেটা কি সাধু, রাত হইলেই চুরি করিবে আর দিনে সাধু, তবে তোমার দানে কি ফল হইল? দেওয়া হইতে না দেওয়াই আচ্ছা ছিল।

কাল, খাঁদা, কি রোগগ্রস্তা কোন কন্যাকে কেহ সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তেমনি পাপী, কপট, স্বার্থপর, বিমুখ ও অবিশ্বাসীকে কৃষ্ণ আপন পরিবার মধ্যে স্থান দেন না। তোমরা চেষ্টা করিয়া সাদা কাচের মত স্বচ্ছ, ধ্রুবের মত বিশ্বাসী হও, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আপনার করিয়া

লইবেন। মন আমাদের পবিত্র নির্ম্মল হউক, মন আমাদের সবল হউক, মন আমাদের নিজের দুঃখের মত অন্যের দুঃখকে দেখিতে শিখুক। আমাদের মনের পরিধেয় বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করুন, আমাদিগকে সোজা পথে লয়ে চলুন।

শ্যামের কাছে কেঁদো না, শ্যাম আবার কান্না সহিতে পারে না। যেখানে আনন্দ পায় সেই খানে থাকিতে ভালবাসে ও থাকে। তাই বলি, যদি সেই সদানন্দ পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা ক'র্‌তে চাও তা'হলে সদানন্দ থাক। সে কান্নাও ভালবাসে, কিন্তু সে কান্না দুঃখের কান্না নয়, সে কান্নাটী প্রেমের কান্না। সে একটু বাঁকা কিনা তাই হাঁসি থেকে প্রেমের কান্না বেশী ভালবাসে, অন্য কান্না দেখিতে পারে না।

নিজের দুঃখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্যার জল, জমি উর্ব্বরা না ক'রে, বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে, কিন্তু অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয়টুকুকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে। হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণনাম মহাস্ত্র দ্বারা হৃদয় সিক্ত ও কর্ষণ করিতে থাক। দেখিবে কি সুখময় ফল পাইবে।

দুঃখ ও সুখ যখন চরম অবস্থাকে পায়, তখন চক্ষে জল থাকে না, মধ্য অবস্থার নিয়ম জল। তাই বলি চক্ষের জলের জন্য কাতর হবে না, এর পর সাম্‌লাইতে পারিবে না। উচ্চ গান নির্জ্জনে করিলেই বুক বেয়ে ধারা পড়্‌বে। পুকুরের পঙ্ক উদ্ধারের সময় কিছু দিন জল কম থাকে, আবার নূতন জলে পাড় ছাপিয়া যায়। পাড় ছাপান জল চিরদিন থাকে না; ঠিক পূর্ণ জল থাকিলে আর ছাপায় না, তখন পুকুরের ঢেউ পুকুরের বাহিরে যায় না। প্রবল হ'লে যাই যাই করে, কিন্তু যায় না। সেই

ভাবটী গৌর আমার শেষ অবস্থাতে জীবকে দেখাইয়া গেছেন, নিতাই নিত্য পরিপূর্ণ, সেই জন্য কখনই তা'র চক্ষে জল নাই।

নাম ভুলিবে না, খাইতে শুইতে মধুর কৃষ্ণনামটী পরম যত্নে নিজ প্রাণের ধন করিবে কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাঁর নিকট কিছুই চাহিতে হবে না। তিনি নিজেই তোমার হৃদয় জানিয়া সকল সুখ শান্তি দিবেন, নিত্য নূতন নূতন আনন্দে ডুবে আত্মহারা হইবে।

তাঁহাকে দিবানিশি স্মরণ করিও, সদাই তাঁর নামটী মনে মনে জপ করিবে। দেখিও ভুলিও না। তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে থাকিবে কি লইয়া? তিনি সংসারের আদি ও মূল কারণ, তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কি আছে?

একটী সামান্য নিশ্বাস জীবনের অনেক সুকৃতিকে ধ্বংশ করিতে পারে, যেন তার জন্য কেহ নিশ্বাস না ফেলে। ভিতর বাহির যেন এক রঙ্গের এক চেহারার হয়। মুখে মনে যেন বেশ মিল থাকে। মুখ মনের আর মন মুখের হইয়া যেন দুটী প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় থাকে। মানুষের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য যেন হরিনামের জামা গায় না দেওয়া হয়। ব্যাধের মত যেন পর্ণ কুটীরে বাস না করা হয়। কোন জীবকেই কষ্ট দিবার ইচ্ছা যেন মনে প্রাণে না থাকে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে থাকে।

"কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে অধিক চাতুরী চাই" চাতুরী পীরিতির সম্বন্ধে নয়, চাতুরী বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গে—জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিবার জন্য। কৃষ্ণ ভজন গোপন করিবার তাৎপর্য্য—মায়াকে আর মায়ার সংসারকে ফাঁকি দিবার জন্য; কৃষ্ণের সঙ্গে চাতুরী করিলে চলিবে না, সেখানে হৃত-বসন হইয়া যাইতে হইবে, সামান্য একটু কাপড়ের আবরণও তাঁর সহ্য হয় না; অন্য আবরণের কথাই নাই।

যদি প্রথম হ'তেই অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হ'তে হ'তেই লোকের নিকট নিজ ভজন কথা ব'লে বেড়ান যায়, তা হ'লে লোকের উপহাস প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া নিজ ভজন পথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ও ক্রমে ত্যাগ হ'য়ে যায়। তবে অনুরাগ যখন বাঘের মত সতেজ, দৃঢ় ও অন্যের পক্ষে ভয়প্রদ হবে, তখন আর চাতুরী খেলিতে হ'বে না; তখন এই সকল নিন্দাকারীরূপে মায়ার চরগণ আপনা আপনি ভয়ে জড় সড় হয়ে দূরে পলাইবে কিম্বা শরণাগত হইবে; যত দিন হৃদয় এত সতেজ ও সবল না হয়, তত দিন চাতুরী করিতে হ'বে। তার "কানু অনুরাগ বাঘ, যবহুঁ হৃদে পৈঠল কাঁপল বন ঘন মাঝ"। তখন বাঘের ডাকেই যত যত অন্যান্য জীব জন্তু আছে বন ছেড়ে পলায়ন করিবে, তখন নিজে ত নিরাপদ হবেই, অন্য যাহারা সেই বনে কুক্কুর শেয়ালের ভয়ে লুকাইয়াছিল, তারাও আনন্দে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, তারাও নিশ্চিন্ত হবে। এই জন্যই প্রভু আমার সিংহগর্জ্জনে উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রে গেলেন। নামের ধ্বনি শুনে মায়া পৃথিবী ছেড়ে পলাইলে সকলেই মায়া শূন্য হ'য়ে এক মনে এক প্রাণে কৃষ্ণ পদে নত হইল, তাই প্রভু সংকীর্ত্তন সময়ে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেন। এমন প্রেমের কীর্ত্তনে গর্জ্জনের আবশ্যকতা কেবল মাত্র মায়া ও মায়ার অনুচরগণকে জনমের মত বন ছাড়া করা। তাই বলি যারা এদের হাত হতে এড়াতে চান্ তারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র মায়া পলায়ন করিবে, কেননা আমার নিতাই গৌরের প্রতি ভয় এখনও মায়া অসুরের অন্তরে জাগিতেছে, এখন সেই ভীষণ গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে। তাই বলি, যদি এখনও আনন্দে চলে যেতে চাও মধুর নাম উচ্চ এবং অনুচ্চ কীর্ত্তন কর। প্রথমতঃ ধীরে ধীরে আরম্ভ ক'রে যখন প্রেমে মাতাল করে, তখন আপনি উচ্চ হয়ে পড়ে, সেই জন্যই আরম্ভ করিবার সময় চাতুরীর

দরকার, নরোত্তম ঠাকুরও সেই কথা ব'লে গেছেন, "আপন ভজন কথা না কহিবি যথা তথা, আপনারে হবে সবধান," তন্ত্রও তাই বলিতেছেন "গোপণীয়ম প্রযত্নতঃ"। যারা মদ খায়—প্রথমতঃ কোন গুপ্ত স্থানে আরম্ভ করে, তার পর নেশা ধরিলে রাস্তাতে গড়াগড়ি খেতেও কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে না; তাই বলি নেশা হবার আগেই পথে দাঁড়ালে নেশা করা হবে না, মানুষ যখন প্রথম বেশ্যাসক্ত হয় তখন কত গোপন কত সন্তর্পণে আলাপ করে, তার পর যখন পাকা হয়, তখন গোপন করা দূরে থাক, লোকের কাছে তার গুণ ব্যাখ্যা করে বেড়ায়—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রমাণ, তাই নেশা ধরবার আগে চাতুরী চাই।

✓যতই ভাল ছেলে হউক না, পরীক্ষার বিভীষিকাতে চমকিতেই হয়; তেমনই যতই মহাপুরুষই হউন আর কৃপা পাত্রই হউন, এ পরীক্ষার স্থল পৃথিবীতে আসিলেই মধ্যে মধ্যে ভীত ও ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভাল ছেলের মত ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া যশোবৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রভুর এ খেলা। তিনি চান সকলেই পরম পবিত্র হউক, আর তাঁর খেলার সঙ্গী হউক, তাই তিনি ইচ্ছা ক'রে সকলকে শিক্ষা লাভের জন্যই এ বিদ্যালয়ে পাঠান, পাশ হ'লেই উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিজ পারিষদ্ ভুক্ত ক'রে লন, যিনি পরীক্ষাতে বার বার ফেল্ হন, তাঁর জন্য দুঃখিত হন, নিজ পারিষদ্ মধ্যে গণ্য করেন না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে দয়ার ও স্নেহের নজর উঠাইয়া লন না। এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন ইহারই নাম যোনিভ্রমণ।✓ মনুষ্য জীবন Entrance, তদিতর primary, স্বর্গ college life কিন্তু তিনটীই প্রভুর নিকটস্থ নয়। ✓ছাত্রগণ যেমন Entrance হইতে আপন আপন তারতম্য বশতঃ future career স্থির করে, তেমনই মানুষ জীবনেই আপন উর্দ্ধ অধঃ পথ স্থির করিবার প্রকৃত সময়, এই জন্যই মানুষ হ'লেই

সাবধান হ'তে হয় নচেৎ মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। মানুষ হইয়াই আপন আপন পথ গড়ে নিতে পারা যায় বলেই শাস্ত্রে "দুর্ল্লভ মানব জীবন" বলে গেছে, মানুষ ছাড়া আর কাহারও এ ক্ষমতা নাই। দেবতারাও এ ক্ষমতা হারাইয়াছেন, নরকবাসীরাও হারাইয়াছে, এ দুজনেরই স্বাধীনতা নাই, একজন চাকর অন্যজন কয়েদী, তাই বলি মনুষ্য জীবনই school life and really free life. যেন মানুষ জীবন পাইয়া প্রকৃত মানুষ হ'য়ে সফলমনোরথ হন। এমন সুযোগ আর হয় কি না, বলা যায় না। এ জীবন পাইয়াও যাহারা মুখে কৃষ্ণ হরি না বলেছে, তারা ঠকিয়াছে, সন্দেহ নাই। লক্ষ কষ্টের মধ্যে পড়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন কেহ না হন। যে উদ্দেশ্যে আসা, যেন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিলেও, তাহা হইতে পদস্খলন না হয়। কায়মনঃপ্রাণে হরি নামে বিশ্বাস ক'রে অহরহঃ সেই নামে উন্মত্ত থাকিলে আনন্দের সীমা থাকে না, তখন এ পৃথিবীর চরম দণ্ডও ভয় দেখাইতে পারে না, সকলই আনন্দমাখা নজর আসে, তখন সে আত্মহারা হইয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে।

সামান্য সামান্য পার্থিব কথা লইয়া সময় ক্ষেপণ করা কাহারও উচিত নয়। অবকাশ পাইলেই, হয় নির্জ্জনে একা ব'সে কিংবা যাহারা হরি প্রেমে মত্ত তা'দের সঙ্গে হরি কথাতে ও হরি চিন্তাতে মগ্ন থাকাই উচিত।

যখনই কর্ম্ম হতে অবসর পাবে, অমনই মালা নিয়ে বসবে, মন লাগে না লাগে বিচার করিবে না, হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লইলেই উপকার হবে, কোন সন্দেহ নাই। "সাধক কণ্ঠহার" খানি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিবে এবং চলিতে বসিতে, কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে একটী পদ বলিতে থাকিবে। এই রকম করিতে করিতে আপনা

আপনি চক্ষে জল আসিবে আর এই চক্ষের জল পেয়েই ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রবলা হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। ভক্তিটী লতা—নিজে উঠিতে পারে না, এই জন্য বিশ্বাস বৃক্ষের সঙ্গে লাগাইয়া দিবে, ক্রমে বৃক্ষ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিবে এবং কৃষ্ণ পদ অবলম্বন করিবে। তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া আত্মহারা হইবে, তখন আর সংসার ব'লে মনে থাকিবে না, তখন আর এখানের দুঃখসুখে তোমাকে বশ করিতে পারিবে না? তখন এখানের রাজা হইয়া সকলের উপর হুকুম করিতে পারিবে, বিশ্বাসের সহিত নাম কর।

সাধু বেশধারী কাহাকেও কোন রকমে ঘৃণা করিবে না, কেননা সাধু অসাধু চিনিবার শক্তি নাই। যদি প্রকৃত সাধুকে অসাধু মনে ক'রে অবজ্ঞা কর তা' হ'লে অপরাধ হবে। তাই বলি যত দিন পৃথক্ পৃথক্ সাপ ও তাদের প্রকৃতি বিচার না জানিতে পারা যায়, ততদিন সাপ দেখেই দূরে থাকাই বিধেয় নচেৎ এটার বিষ নাই, ওটার বিষ নাই, করিতে করিতে হয় ত কোন দিন ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে অবজ্ঞা করিতে যাইয়া জীবন হারাইতে হ'বে। তাই বলি সাপ থেকে দূরে থাকাই ভাল; সাধুর বিচার করিবে না, যতদিন না সাপুড়ে হ'বে ততদিন কোন সাপকেই ধরিতে যাবে না, ইহাই আমার একটী প্রার্থনা। তোমার শ্রদ্ধা না হয়, কিছু না দিতে পারো কিন্তু তার সম্বন্ধে যেন কোন cutting remark না করা হয়; বাক্য দ্বারা মিছা যেন কাহারও অন্তরে আঘাত দেওয়া না হয়। বরং কাহারও শরীরে আঘাত দেওয়া ভাল, তবু অন্তরে সামান্য আঘাত দেওয়া কোন রকমে উচিত নয়। অন্তর নরম স্থান, সেখানে সামান্যতেই বেশী আঘাত লাগে; আর সে আঘাত হরিও জানিতে পারেন, কেন না হরি সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন।

যারা একবার গৌর বলেছে, তারা জলে নামিয়াছে, একদিন না একদিন মাছ ধ'রেই উঠ্‌বে। অতএব সাবধান। সামান্য মাত্র ভেখ্‌ধারী সাধুকেও কদাচ ঘৃণা করিবে না। Don't try to take the law in your own hands, let it be judged by the judge. তাই বলি সাধুর ভাল মন্দ বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার উপর আনা মূর্খতা মাত্র। বিচারের ভারটা বিচারককেই দেওয়াই ভাল। এই সামান্য সামান্য গরীব ভিখারী বৈষ্ণবরাও এক একজন মহাজন জ্ঞান করাই safe side. সাধু যেমনই হোক্ অবমাননা করিবে না। হীনাদপি হীনকেও ঘৃণা করিলে এপথের হুকুম "তৃণাদপি ইত্যাদি" কথার মান্য রাখা হয় না। তাই নিবেদন যেন কখন বৈষ্ণব অপরাধ না আশ্রয় করে।

ভিখারী বৈষ্ণবদের, যাহাদিগকে একটু সামান্য চক্ষে দেখ, একবার তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তা'দের সঙ্গে মধুর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম গান ক'রে দেখ, মনঃশান্তির এমন পূর্ণ শক্তিমান্ ঔষধ আর এ জগতে নাই। (সন্ধ্যা বন্দনাদি যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন বিরহিত হয়, তাহা হইলে পরমাসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা অথচ কুষ্ঠ রোগগ্রস্তার মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা হইয়া থাকে।) যদি প্রাণে আনন্দ চাও, যদি শান্তি দেবীর সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে চাও, এই কাঙ্গাল বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ কর, তা'দিগকে ভালবাসিতে শিখ, আর তা'দের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।

একটী কথা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, "হরিভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই।" তাই নিবেদন করিতেছি, কায়-মনঃ-প্রাণে তাঁদের সেবা কর। ছোট, বড়, সাধু, অসাধু, বিচার বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁদের শরণ লইবে, ও তাঁদের সেবা করিবে, দেখিবে অচিরেই পরম শান্তি পাইবে। এবং সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ পাইয়া জীবন সার্থক মনে করিবে। হরিভক্তগণ তুষ্ট

থাকিলে হরির অবাধ্য হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'বার সম্ভব থাকে না। হরি রুষ্ট হইলে হরিভক্তগণ রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু ভক্তগণ অকৃপা করিলে হরি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। তাঁর সকল ক্ষমতা থাকিলেও ভক্তের বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করেন না।

কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, তাই প্রেমীর সহিত অভিমান শূন্য হয়ে মিশিবে, নচেৎ আনন্দ পাইবে না। কৃষ্ণভক্তের সহিত সরল মিলন বড়ই আনন্দের জানিবে।

প্রাণ, হরি ধরি ধরি হ'বার সময়, কি এক নূতন পেঁচ খেলেন, যাহাতে খেলা একেবারে উল্টাইয়া দেন, তাই অনেকে ধরি ধরি ক'রেও ধরিতে পারে না; তার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ধ'রে বসে, আর সকল ভুলে যায়; তবে যে জন সকল ভুলে, সকল ছেড়ে আত্মহারা হয়ে হা প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ, দয়াময় ব'লে তাঁরই চরণে মনঃ প্রাণ অর্পণ ক'রে ডাকে, তা'কে তিনি কদাচ ভুলাইতে পারেন না এবং ভুলাইবার চেষ্টাও করেন না। বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করে যাঁরা প্রভুকে লাভ করিতে চান তাঁ'রাই পড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া যাঁরা কৃষ্ণৈকশরণ হন, তাঁ'রা আর কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনিই পরীক্ষক তিনিই পাশ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। তাই বলি সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হ'য়ে অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিতাই পদ অন্বেষণ কর, অচিরেই সেই সুশীতল পদ পাইবে, শীতলতা অনুভব করিলে চক্ষু মেলিবে; দেখিবে সম্মুখে সেই পরম দয়াল নিতাই শ্যাম নটবরের হাতে সমর্পণ করিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যাঁকে খুঁজে খুঁজে কাতর হইতেছেন, তিনিই আপনার তল্লাশ করিতেছেন। অন্ধ না হ'লে কিন্তু হঠাৎ হাত লাগিবে না। চক্ষু সময়ে যেমন বন্ধুর কার্য্য করে, সময়ে সময়ে তেমনিই শত্রুতা সাধন করে, অতএব যখন বুঝিতে পারা

যায় না চক্ষু শত্রু কিম্বা মিত্র, তখন তা'র সাহায্য না লওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।৵ নীতিশাস্ত্র ও তাই বলেন, যতদিন অজ্ঞাত কুলশীল থাকে, ততদিন কাহাকেও বন্ধু মনে করিতে নাই। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন কোটী কোটী জন্মের সাধনে তা'কে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল লালসাতে। যখন জীবের কোন দ্রব্যে অধিক লালসা হয় তখন সেই জীব অন্ধ হইয়া পড়ে, আর ভাল মন্দ ভবিষ্যৎ চিন্তা রহিত হইয়া লালসার জিনিসের প্রাপ্তি চিন্তা করে, আর ক্রমে পাইয়াও থাকে।৵

বিরহিণীর স্বামী অনুরাগ, যেমন স্বামী সোহাগিনীদের সোহাগের কথা শুনে দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইতে চাও বিরহিণীদের মত যাঁরা স্বামীর সোহাগে গ'লে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গ কর, দেখিবে তুমিও তাঁর প্রেম পাইবে। যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, সেই খানেই যাবে। আর যার সঙ্গে স্বামীর কথা শুনিতে পাবে, তা'র সঙ্গই সদা প্রার্থনা করিবে। কান বুজে আর চক্ষু মুদে চলিতে থাক, এদুটি প্রধান ইন্দ্রিয়কে যেমন নিষ্কর্ম্ম করিবে রসনার কর্ম্ম সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দিও, সে যেন জাগিতে ঘুমাতে কৃষ্ণনামে মত্ত থাকে, তা হ'লে কাজ হাসিল।

চতুরের কেমন চাতুরালী। যে যা চায় তার বিপরীতটী প্রথমে দেন, তাতে যদি ভুলে না যায় তা' হলে দয়া করেন। তাই বুঝি ভুক্তভোগী প্রেমিক লিখিয়াছেন 'যে করে মোর আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তাতেও না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস"॥ সেই চতুরের হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরী আবশ্যক। তাই দেখেই চণ্ডিদাস বলেছেন "কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। যদি যাইবে দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে"। এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে। তাই কৃষ্ণদাস

কবিরাজ বলেছেন "কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির"। হাতে আয়না পেয়ে যারা চাঁদ নেবার কান্না ছাড়ে না, তারা মার খায় তাতেও ভুলে না, শেষে পাইয়াই থাকে। তাই বলি যারা কৃষ্ণ চান তারা বেশ চারিদিকে পাকা না হলে, কখনই মনের মত পান না। প্রথমে প্রভু নানা রকমে ভুলিয়ে তাঁ'কে বিমুখ করিয়া রাখেন। এটা একটী খেলা মাত্র, যদি এ চাতুরী না করেন, তাহা হইলে রাজ্য যেমন আরম্ভ তেমনই যে শেষ হ'য়ে যায়। তা' হলে মজা হয় না। আনন্দের জন্যই খেলা, যদি আনন্দই না হ'ল তবে আর খেলা কেন? বার বার যদি সাততুরুক হয় তা' হ'লে যে আনন্দের স্থানটী বিরক্তি আসিয়া অধিকার করে। তাই সে নাটের গুরু কৃষ্ণ, নাটের সামনে attraction রাখিবার জন্যই এই সকল চাতুরী করেন. জল চাইলে আগুন দেন, আগুন চাইলে জল দেন, আর কেউ কান্দে কেউ হাঁসে দেখে বড় আনন্দ পান। ইহাতেই আমার মত মূর্খগণ, না জানিয়া না বুঝিয়া প্রভুকে পক্ষপাতী ইত্যাদি নানা রকম দোষ দেন। কিন্তু যা'রা মনে প্রাণে এ খেলা বুঝিয়াছে তা'রাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে; তা'রাই পরমানন্দে রহিয়াছে, তা'দের নিকট সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সকলই লোপ হইয়াছে। তারা আর সন্দেহ দোলায় দুনিয়ার সকলকে অস্থির দেখিতেছে না, তা'রা নিজেও স্থির হইয়াছে সকলকে স্থির দেখিতেছে; তখন তা'রা বলিতেছে "বাসুদেবং সর্ব্বমিতি"; তখন তাহাদের সেই ভাব হইয়াছে, "স্থাবর জঙ্গম দেখে না—দেখে তাঁর মূর্ত্তি। যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি"॥ একবার ভাবুন দেখি তখন তা'র কি আনন্দ! চাকর যখন দেখে, তা'র মালিক সঙ্গেই আছে, তখন সে যেমন খাওয়া, থাকা, উঠা, বসা সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়, সাধক তেমনই যখন প্রভুকে সর্ব্বদাই নিজের সাথী বুঝিতে পারে, তখন একবারে

নিশ্চিন্ত হইয়া যেখানে সেখানে আনন্দেই কাল কাটায়। হৃদয়ে সন্দেহ, কেবল মুখে মাত্র, হ'লে কি আর এ আনন্দ আসিতে পারে? মনে মুখে এক করা চাই। তাই বলি প্রভুর কার্য্যে বচার না করে সদা আনন্দে থাক। আমি আসিয়াছি কৃষ্ণ ভজন করিতে, তাই আমার কর্ত্তব্য। আমরা কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রভুর চিন্তা নিজে ঘাড়ে লইয়া প্রভুর আজ্ঞারূপ নিজ কর্ম্ম ভুলে যাই—কেবল "কি খাব কি পরব" এই চিন্তাতে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করি। আমার কর্ত্তব্য হরি বলা, তাই আমি বলে যাই, আমার ফলাফল দেখিবার বা "কেন বলিব, বলিলে কি হইবে" এই বিচার করিবার কি আবশ্যকতা? অদৃশ্যভাবে মাছ জলের ভিতর আছে, আমার হাতে সামান্য সূত্রের অগ্রভাগ, আমি সেই সূতা না টানিয়া, মাছ নাই ভেবে আকুল হ'য়ে, যদি হাতের সূতা ত্যাগ করি, তা হ'লে যেমন দুকুল হারাই, তেমনি "নামে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়" এরূপ চিন্তা ক'রে, যদি নাম ত্যাগ করি, তা হ'লে ঐ ধীবরের মত সকল হারাইয়া কান্দিতে হয়, কেননা ধীবর যখন সূতা ছাড়িয়াছে তখন জালের ভিতরের মৎস্য সব টেনে নিয়ে কোথায় নে যায়, ধীবর খুঁজলেও আর পায় না। তেমনি নাম ছাড়িলেই বিপদ জানিবে। সদাই নাম কর। কি ক'রে করিব, কি অবস্থায় করিব এ বিচার করিবে না, নাম যেমন তেমন ক'রে করিতে থাক, তারপর যার নাম সেই proper order এ ক'রে লইবে, তার জন্য আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই। ধন হইলে যেমন, চাকর বা admirer এর অভাব হয় না, তারা যেমন আপনা হইতেই আসিয়া ধনীর সেবা করে, তেমনি নাম-ধনে ধনী হ'লে, সবাই আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। তবে লোক যখন প্রথম ধনী হ'তে আরম্ভ হয়, তখন যেমন অনেকেই বিরোধী হইয়া

দাঁড়ায়, তা'দের ভয়ে যদি অর্জ্জনকারী ভয় পাইয়া অর্জ্জন উপায় ত্যাগ করে তা' হ'লে সে যেমন ধনী হ'তে পারে না, তেমনই প্রথম প্রথম কাম, ক্রোধ ইহারা নানা রকম ভয় দেখাইলে তা' তে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজ কর্ম্ম করিতে থাক।

এ জগতের কোন ভীষণতা দেখেই অধীর হ'য়ে থাক্‌বে না, ভয় পেলে ছেলে যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় লয় তেমনই আমাদেরও কৃষ্ণনামটী আশ্রয় করা সম্পূর্ণ উচিত, কদাচ যেন ভুল না হয়। শিশুর মাতার আনুগত্যের মত আমাদের যেন কৃষ্ণনামে আনুগত্য হয়, সুখে, দুঃখে যেন তাঁরই মুখপানে চাহিতে শিখি। এক নামই সকল দুঃখ দূর ক'রে আমাদিগকে পূর্ণানন্দে রাখিবে।

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে বর্ত্তমান সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ মধ্যে রাখ, বর্ত্তমানকে নিজের মনে ক'রে তার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যৎ, প্রভুর উপর রাখিয়া, যতটুকু সময় পাও মধুর হরিনাম লইতে থাক। কৃষ্ণ বলিয়া পলকের জীবন, কৃষ্ণ না ব'লে লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও বেশী।

নাম করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে আসিতেছে না ভাবিয়া কাতর হবে না। তিনি নিজের বাসস্থান নিজেই প্রস্তুত ক'রে লইবেন। এত বড় বিরাট্‌কে অতি সামান্য সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে পূরিতে ইচ্ছা করা ভাল নয়, তাতে তাঁর কষ্ট হবার সম্ভব। হৃদয় যখন খুব প্রশস্ত হবে, তখন তিনি আপনা আপনি নিজের বাসস্থান ক'রে লইবেন।

যেমন কোন বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিবার পূর্ব্বে, গৃহের ভিতর বাহির পরিষ্কার করিতে হয় এবং সদাই তাঁর খাতির যত্নের বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তেমনই কৃষ্ণকে আনিতে হ'লে

নিজ ঘরের অন্তর্ব্বাহির খুব পরিষ্কার করিতে হইবে এবং অহরহঃ তাঁর চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতে হইবে, আর তাঁর মনের মত মানুষ দু এক জন নিজ সঙ্গেই রাখিতে হইবে। যে সকল লোকের সঙ্গ তিনি চান না তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

পৃথিবী যে সরাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটি মনে প্রাণে বুঝিয়া নিজ কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিবে না। একদা এক সাধু সন্ধ্যার সময় একজন বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য প্রার্থনা করেন; গৃহ-স্বামী সাধুর কথায় বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করিলেন "বাবা, এ গৃহস্থের বাড়ী, সরাই নয়"। সাধু কিন্তু ক্রোধ না ক'রে হাস্য ক'রে বল্লেন "কেন বাবা, এটি ত সরাই মনে হ'য়েছিল, যাহা হ'ক, বাবা, এ বাড়ীটী কে প্রস্তুত ক'রেছেন? বাড়ীর কর্ত্তা উত্তর কল্লেন "আমার প্রপিতামহ"। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চাই"। তাতে উত্তর করিলেন "তিনি মারা গেছেন, তার পর তাঁর পুত্র এ বাড়ীর মালিক হন, তাঁর মৃত্যুর পর পিতা এ বাড়ী পান এবং পিতার মৃত্যুর পর আমার হইয়াছে, আমার পর আবার আমার ছেলেদের হবে"। এই কথা শুনে সেই সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন "মহাশয় যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলেই ছেড়ে গেছেন, আবার আপনিও ছাড়িবেন, তখন এ সরাই নয় ত আর কি হ'তে পারে"। সাধুর কথায় তার চৈতন্য হয় এবং পরে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে সাধুর সৎকার করেন। তাই বলি এ পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহ আসে নাই, অতএব ইহাকে সরাই ই বলিতে হবে। এ পৃথিবী একটী রাত্রি বাসের জন্য চটি বই আর কিছুই নয় জানিয়াই সকল বিবাদবিসংবাদ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ মনে হরির স্মরণই কর্ত্তব্য; নচেৎ বিপদেই পড়িতে হবে সন্দেহ নাই।

কামিনী কাঞ্চন অজ্ঞের শত্রু, কেহ জয় করিতে চায়, শক্তি

দ্বারা কখনও পারিবে না। ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের নিকট হীনতা স্বীকার করা। তাহাদের হীনতা স্বীকার করিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তোমাকে তা'দের অন্তরঙ্গ মনে করিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমাকে সকল প্রকার অধিকার দিবে। ক্রমে ক্ষমতা পাইয়া সময় বুঝে কোপ মার, আর জয় করতলগত।

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একভাবে চলিলে শরীর কখনই নষ্ট হয় না, তাই বুঝি প্রভুর ইচ্ছাতেই সময়ে সময়ে একটী অঙ্গের বিপরীতগামী হইয়া ধ্বংসের জন্য সাহায্য করে। সেই রকম সংসারটী ও এ পৃথিবীর কোন জিনিষই, চিরদিন সমভাবে চলিবার জন্য প্রভু করেন নাই, স্রষ্টাতে সৃষ্টতে এই মাত্র প্রভেদ, নচেৎ সব একাকার হইত। আনন্দে থাকিতে চাও, প্রভুতে বিশ্বাস কর, তাঁকে ভালবাস আর তাঁর কথাতেই মত্ত থাক। গ্রাম্য কথা অত্যন্ত সুমধুর হইলেও তাহাতে গুপ্তভাবে হলাহলই আছে। নির্জ্জন বাস ভালবাসিতে চেষ্টা কর। জেলখানা হইতে যে পলায়, সে নির্জ্জনে নিজ মনে সকল মন্ত্রণা স্থির করে। যে সকলের নিকট মুখে পালাই পালাই করে, সে কখনই পলাইতে পারে না, বরং তার কারাবাসের দিন আরও বাড়িয়া যায়। তাই বলি গোপনে করিতে ও গোপনে থাকিতে শিক্ষা কর। লুকাচুরী ভাবের পূর্ণ মাত্রাতে বিকাশ ব্রজভূমে, এই জন্যই সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ ব্রজ ভাব অঙ্গীকার কর। মনে মনে ভাবিবে "ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব"; দেখ কত লুকাচুরী। লুকাচুরী খেলা বড় মজা, তাই ব্রজরাজ এ খেলাটী এত ভালবাসেন।

বল দেখি দগ্ধ জীবের জুড়াইবার স্থান কোথায়? বল দেখি ধার্ম্মিকের আনন্দের স্থান কোথায়? বল দেখি পাপীর নরকভয়

এড়াইবার অর্থাৎ ভুলিবার স্থান কোথায়? বিরাগী ও সংসার অনুরাগীর সমান দর কোথায়? সেটী রসিকের নিকট। সেই রসিকের শিরোমণি আমার নিত্যানন্দ। তাই ত' জীব চায় নিত্যানন্দ, তাই ত ভক্ত চায় নিত্যানন্দ, তাই ত পাপী চায় নিত্যানন্দ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলে দেখিবে কি জীব কি নির্জ্জীব, এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর মধ্যে সকলেই চায় নিত্যানন্দ। তাই স্বয়ং গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রেমে মাতাল। তাই তাঁর শয়নে স্বপনে, নিতাই ধ্যান নিতাই জ্ঞান।

নাম ভুলিবে না, আর নাম-দেওয়া-প্রভু নিতাই গৌরকে ভুলিবে না, নিতাই গৌরকে আনিবার মূল কারণ প্রভু অদ্বৈতকেও মনে প্রাণে ভালবাসিবে। স্বামী সোহাগিনী হইয়া সুখী হইতে চাহিলে স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান করার মত অদ্বৈত চাঁদকে যাঁরা মান্য না করেন তাঁরা কখনই স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারেন না, তাই বলি এ তিন প্রভুকে প্রেমের চক্ষে দেখিবে ও প্রেমের সহিত ভালবাসিবে।

ধীবর, অগাধ জলের মাছ জাল দ্বারা শুষ্ক জমির উপর দাঁড়াইয়া টেনে তুল্‌তে পারে, তেমনই যদি সেই অধরকে কেহ ধরিতে চায় তবে সে যেন পূর্ণ বিশ্বাস রূপ শক্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া নামরূপ জাল বিস্তার করে; ২।১ ক্ষেপ ফাঁক্ যেতে পারে, তাতে উদ্যম হীন না হইয়া জাল ফেলিতে ফেলিতে একবার না একবার আমার অধরচাঁদ ধরা পড়িবেনই পড়িবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঔষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তগুলি যত্নে পালন করিলেই ভবরোগ নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। প্রধান পালনীয় কয়েকটী বলেছি, এই অনুষ্ঠানগুলি যারা

হৃদয়টী পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, আর হৃদয় নির্ম্মল হ'লেই সেই প্রেমের হরি আসিয়া হৃদয়ে উদয় হন, তখন আর দুষ্প্রাপ্য কিছুই থাকে না, তখন মনের সকল আশা মিটিয়া যায়—জীব শান্ত হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম রহস্য।

ভালবাসা ও প্রেম একত্রই থাকে। ভালবাসা স্থূলভাবে কাম নামে অভিহিত হয়, আর উচ্চ ভাবে সেই ভালবাসারই নাম প্রেম। প্রেমের তুলনা প্রেম, প্রেমের ফল প্রেম, প্রেমের আস্বাদন প্রেমাস্বাদনের মত, কোন জগতেই কোন কথা বা দ্রব্য নাই যাহার সহিত তুলনা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। সুধা— যাহা খাইলে অমর হয়, যাহার আস্বাদ পাইয়া দেবতাগণ অমর হইয়াছেন, যাহার মিষ্টতা সম্বন্ধে পুস্তকে যেখানে সেখানে অনেক লেখা আছে, প্রেমের নিকট সেই সুধা বিস্বাদ সামান্য জল মনে হইবে। তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেম, যে প্রেমের দ্বারা সেই প্রেমময় কৃষ্ণকে বাধ্য করে, তাহার তুলনা আর কি হইতে পারে? প্রেমের তুলনা এমন কি প্রেমের ধন কৃষ্ণও হইতে পারেন না। এই প্রেমাস্বাদনের জন্যই, জগৎ প্রাণ কৃষ্ণ—গৌর হ'য়ে, কেবল দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে কেঁদে বেড়াইয়াছেন। যে জিনিষটি হরিকেও পাগল করিতে পারে তারই নাম প্রেম। সেই জন্যই শাস্ত্রকার প্রেমটী বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"প্রেম কৃষ্ণরে নাচায়, আর ভক্তেরে নাচায়
আপনি নাচয়ে তিন নাচে এক ঠাঁই"।

তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেমই। এই অমূল্য মহারত্নটী কেবল মাত্র নাম সমুদ্র মন্থনেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নাই, তাই ভাগবত বার বার বলেছে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অনবরত নাম সমুদ্র মন্থন করিতে থাক, রত্ন পাইবেই পাইবে, কোন ভুল নাই।

সকলকে ভালবাস, এই ভালবাসার রাজ্য যত প্রশস্ত করিবে ততই চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে। যার এই ভালবাসার সীমা যত সঙ্কীর্ণ, সে ততই নির্দ্দয় ও প্রেমশূন্য। তাই ভালবাসার গাছে প্রেমফল ধরে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নাই, এখানে সকলের সমান অধিকার। তাই বলি ভালবাস। নিজকে না ভুলিলে প্রকৃত ভালবাসা হয় না। মা যখন নিজ শিশুকে দেখেন তখন সকলই ভুলে যান; কারণ, সেখানে ভালবাসা কতক আছে; যতক্ষণ পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করিবে, ততক্ষণ এই ভালবাসা যে কি, আর ইহাতে যে কি মধু আছে, তা' বুঝিতে পারিবে না। তাই বলেছে, ব্রজের ভালবাসা আদর্শ ভালবাসা। কেননা, সেখানে নিজ সুখবাঞ্ছা নাই, পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য আত্ম বিক্রয় করিতেছে। যে প্রেম চায়, সে প্রথমে নিজকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা করুক। আত্মসুখের গন্ধমাত্রও প্রেম সহ্য করিতে পারে না, তখনই শুকাইয়া যায়। প্রেম চাও ভালবাস, প্রেম পাইলেই সেই প্রেমের ব্রজধাম যাইতে পাইবে। শুষ্ক হৃদয় লইয়া কেহ সেখানে যাইতে পায় না। প্রেমময়ীরা সে রাজ্যের রাজা, প্রজা, রক্ষক। ষোল আনা পূর্ণ না পাইলে কাহাকেও সেখানে যাইতে দেয় না, যাইতে দিলেও থাকিতে দেয় না। তাই বলি প্রেম সঞ্চয় কর, যেখানে যতটুকু পাবে, বেশী বেশী মূল্য দিয়া খরিদ কর। লালসা দিন দিন বাড়াও, লালসা মূল্যেই কেবল সে রত্ন বিক্রয় হয়। সাধনা, তপস্যা মূল্য সেখানে অগ্রাহ্য,

কেহ লয় না, এমন কি চ'ক্ষে একবার দেখেও না। সেখানে সকল জিনিষই "সহজ" কোন দ্রব্যে কোন জিনিষই মিশাল নাই। সবই আপনা আপনি পূর্ণ ও প্রেমময়। সে রাজ্যে ধ্যান ধারণার আদরও নাই, অবকাশও নাই। তাই বলি সে রাজ্যে যাবার মত গঠিত হইতে হইলে নিজেকেও "সহজ" করিতে হইবে, কোন রকম মিশাল সেখানে চলে না। সেই প্রেমময় বৃন্দাবন স্বতন্ত্র রাজ্য, এই জন্য সেখানের নিয়মও স্বতন্ত্র। এ সকল কথার প্রমাণ নাই, কেবল চিন্তা ও লালসাতে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হয়। তর্ক বিচার যাঁতাতে পিশিলে, ইহার মধুরতা থাকা দূরের কথা, এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। এ রাজ্যে ঋদ্ধি সিদ্ধির আদর নাই, দেখাইলেও কেহ আশ্চর্য্য হয় না এবং মানে না।

অপদর্শী লোকেই ব্রজলীলার পর মাথুর দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা ব্রজের, তাহারা এই পূর্ণানন্দময়ী ব্রজলীলা চিরস্থায়ী দেখিতে পায়। তাহারা মাথুর লীলা জানে না, কখনই তাহারা বিরহ সহ্য করে না, সদাই মহারাসে উন্মত্তা থাকিয়া আপনা ভুলিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণের রাজ্য প্রেমময়, কৃষ্ণদাস-দাসী সদাই প্রেমপূর্ণ। সেখানে প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা, প্রেম বিনা সেখানে কোন জিনিষ বিক্রয় হয় না। সেখানে প্রেম খাইতে হয়, প্রেম পরিতে হয়, প্রেমের অলঙ্কারে ভূষিত হইতে হয়। সেখানে প্রেমের তারতম্য—কেবল পৃথক্ পৃথক্ প্রেম ক্রীড়ার সূচনা মাত্র। সে রাজ্যে সকলেই নিজ নিজ ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ, কেহই আপন ভাবে ন্যূন নয়। সে বাগানের পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের ফুলও পৃথক্ পৃথক্ সুগন্ধে বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সে রাজ্যের রাজা রাণী, প্রত্যেক তৃণটীর পর্য্যন্ত যখন আদর করেন, তখন আর তারতম্য কোথায় আছে? সবাই সমান সবাই কৃষ্ণকে সমান ভাবে সুখ দিতেছে।

কৃষ্ণের মত ভালবাসিতে আর কে জানে? যিনি ভালবাসা দেখাবার জন্য গোলোক ছেড়ে মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন ও ভালবাসিয়া যান এবং ভালবাসা শিখাইয়া যান, বল দেখি, সে কত ভালবাসিতে জানে?

তা ছাড়া তার ভালবাসার আর একটি গুণ যে, সে ভালবাসা দুদিনের নয়, সে ভালবাসা আজ আছে কাল নাই এমন নয়, সে ভালবাসা চিরদিনের ও নিত্য নূতন। সে ভালবাসা মানুষের ভালবাসার মত কখন পুরাতন হয় না। কৃষ্ণ এত ভালবাসিতে জানে যে ভালবাসা দেখাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভালবাসা মেখে কেঁদে কেঁদে ঋণ পরিষ্কার ক'রে বেড়ায়। তার ভালবাসার টানে মা কোলের ছেলে ফেলে চলে যান। স্ত্রী স্বামী ফেলে চলে যান। তার ভালবাসাতে সকল জীবই মোহিত হয়।

যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন; কিন্তু আমার কিছুই নাই বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানাইয়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, ধ্যান কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না। কৃষ্ণ কিন্তু এত দয়াময় যে, যে তাঁহাকে ভাল না বাসে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, যে তাঁর হিংসা করে তাকেই তিনি দয়া করেন। এমন দয়াময়কে ছেড়ে কেন রাজদ্বারে ভিক্ষা করিব? রসিকের সঙ্গে অরণ্য বাসও প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও তোমার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতরা ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত, তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"তার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছে সার
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী, কিশোরী গলার হার ॥"

তাই বলি যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চাও, নিজে কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চাও, কৃষ্ণ নামে পাগল হউন, যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান তাঁহাকে ভালবাস। যেমন কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জল স্থলে কুকুরের, শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণ ভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান।

সত্যই গোপীগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্য কেহ প্রিয় নাই। অতএব তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আর সেই প্রেমময়ী গোপীগণ যে স্থানে থাকেন তাহার নাম বৃন্দাবন, অতএব বৃন্দাবন অপেক্ষা শান্তিময় ও প্রেমময় স্থান দ্বিতীয় নাই। গোপীদিগের মত প্রেম না হইলে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন কেহ যাইতে পায় না। সে প্রেম শিখিতে হইলে গোপী অনুগত হইতে হয়। গোপী অনুগত হইয়া গোপীভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া ক'রে তোমাকে আমাকে সেই প্রেম নিকুঞ্জে ডেকে লন তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, এক মাত্র প্রেম থাকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান কিছুই সেখানে যেতে পায় না। প্রেমের রাজ্যে জ্ঞান চলে না; সেখানে জ্ঞানের আদর নাই। একটী প্রেমের পুতুল শিশুকে কোলে তুলে আদর কর বেশ থাকে—কিন্তু যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে বিজ্ঞান বুঝাইতে যায় তাহা হ'লে সে যেমন সুখ পায় না তেমনি সেই প্রেমময় বৃন্দাবনে জ্ঞান বিজ্ঞান নাই। প্রেমে অনুরক্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেহ প্রেমের আলাপ না করে, ভয়ানক ভয়ানক গূঢ় শাস্ত্রকথা বলিতে যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন হাস্যাস্পদ হয়—বৃন্দাবনে তেমনি জ্ঞানের কথা। সেখানে প্রেম বই আর কিছুরই স্থান নাই।

ব্রজের সকল ভাবই আপন আপন হিসাবে পূর্ণ, তবে এক, অন্য

আস্বাদন করিতে পারে না তাই তারা আপন আপন ভাবে মুগ্ধ থাকে। মধুর ভাবের ভাবুক সকলের উচ্চ, কেন না ইহাতে অন্যান্য চারিটী ভাবও গুপ্তভাবে বর্ত্তমান। এই জন্য মধুরের পাত্রগণ সদাই অভিমানী, সামান্যেই অভিমানে পূরে যায় এবং এই অভিমান জন্যই কদাচ স্বপ্নেও কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দেখিতে পায় না। মা বা সখারা অনেক সময়ে কৃষ্ণকে বেশী জানিয়া ইতস্ততঃ হইয়াছেন কিন্তু মধুরের প্রখরাগণ চিরদিন তাঁকে নিজ অধীন মনে করিয়াছেন, ইহাই মধুরের উৎকর্ষ; যাদের প্রাণ মধুরের দিকে ধাবিত, তাহারা সামান্য ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারে। মধুর মিষ্টতার নিকট সকল মিষ্টতারই লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে দ্বিমত হ'বার উপায় নাই।

কৃষ্ণকে ভালবাসিতে কৃষ্ণ নিজেই শিখান, তা' না হলে জীবের কি সাধ্য যে তাঁকে ভালবাসে। এই জন্য যাঁহারা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁহারা জীব নন; তাঁহারা সেই মহানন্দময় গোলকধামে নিত্যবাসী ও সেই রসময়ের নিত্য সহচর।

জোরে যাহাকে বশ করিতে না পারা যায়, তাহাকে বশ করিবার উপায় কি কিছুই নাই? পুরাকালে ঋষিগণ ভয়ানক হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে কিসে বশ করিতেন? প্রাণের শ্রীগৌরাঙ্গ, মত্ত বন্য হস্তীদিগকে, সুন্দরবনের ভয়ানক ব্যাঘ্রগণকে কিসে বশ করিয়াছিলেন? তাঁ'র নিকট কোন অস্ত্র ফলক ছিল না, তিনি কোন রকমে কাহাকেও শাসন করেন নাই, কেবলমাত্র এক প্রেমে! তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আপন আপন স্বভাবজাত হিংসা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং গৌরের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হইয়াছিল। প্রেমের মূল কারণ নম্রতা, আপনাতে হীনভাব।

নীরস হইয়া কেহ কখন সেই রসিকশেখর কৃষ্ণকে পায় না; তাই চণ্ডিদাস রজকিনীকে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাস কহে, শুন রসবতি, তুমি সে

রসের কূপ, রসিক জনা রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ” যদি কেহ রসিকরাজ কৃষ্ণকে চান, তাহা হইলে নিজে রসিক হওয়া চাই, তবে একটি কথা, রসিক পাওয়া বড় কঠিন, আত্মসুখে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি না দিলে কেহ রসিক হইতে পারে না। রসিকের সংখ্যা অতীব বিরল, তাই চণ্ডিদাস মহাশয় অনেক ভেবে চিন্তে বলেগেছেন “রসিক রসিক সকলে কয়, কেহ সে রসিক নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গণিয়া দেখিলে, কোটীতে গোটিক হয়। সখি রসিক বলিব কারে, বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে।”

চাতুরী শিখিতে ত্রুটী করিও না, গোপনে গোপনে মনের ভাব বিকশিত করিবে গোপনেই আস্বাদন করিয়া গোপনেই লুকাইয়া ফেলিবে গোপনে রাখিলে শীঘ্রই কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীর রঙ্ ধরিয়া আসিবে, কৃষ্ণকলঙ্কিনী-রূপ বড় মধুর, সকলের চক্ষে পড়িলে সকলেই লুটে খেয়ে ফেল্‌বে। ভাতের হাঁড়ি ঢাকা রাখিলে শীঘ্রই ভাত সিদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়ে, তেমনই কৃষ্ণ প্রেম গোপনে রাখিলে শীঘ্রই প্রেম পাকিয়া উঠে। সদাই মনের কথা মনে রাখিবে। একটি সামান্য কথায় বুঝিতে পারিবে রসিক ব্যতীত সে রাজ্যে কেহই যাইতে পারে না। তবে নিষ্কাম রসিক হওয়া চাই, এই সংসারে দেখ, যাহারা এই রকমের লোক, বিবাহের বাসরে সে রকম লোকেরই বেশী আদর, এই রকম সেই স্থানেও। “এখানে সেখানে একইরূপ, তবে জানিবে রসের কূপ”। তাই বলি যদি সেই অনন্ত রাসবাসরে যাইতে চাও, প্রস্তুত হও।

কাম ও প্রেম তত্ত্ব।

ভালবাসা মুখে মুখে থাকিলে তাহাকে কাম বলে, আর অন্তরে অন্তরে থাকিলেই প্রেম নাম হয়। তাই ভালবাসার স্রোতটাকে অন্তরের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করা উচিত। মুখে হা হুতাশ কোন কাজের নয়। ভালবাসা, যাকে ভালবাস, সে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারে; প্রাণের টান প্রাণে প্রাণে রাখ, মুখে যেমন তেমন হইয়া থাকিবে। মুখের কথাতে চক্ষে জল আসে না। প্রাণের কথায় প্রাণে আঘাত পায়। ভালবাসার ধনকে হৃদয়ের রাজা করে রাখ, কিন্তু অন্য কাহাকেও জানিতে দিও না। পায়ে ধরিলেও ভালবাসা হয় না, নিকটে বসে কাঁদ্‌লেও ভালবাসা হয় না। ভালবাসা মনে ও প্রাণে চাই, নয়নে নয়নে নয়। নিকটে থাকিলে এ রকম ভালবাসা হয় না, এইজন্য ভালবাসার ধনকে প্রথম প্রথম দূরেই রাখিতে হয়, যখন কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, সামান্য কামভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায়, তখন যেটুকু থাকে, সেটুকু বিশুদ্ধ ভালবাসা;—তারই নাম প্রেম।

চক্ষে দেখা সকাম, আর দূর হ'তে দেখা নিষ্কাম। এই দেখা দেখিবার জন্যই ত কৃষ্ণের মথুরায় গমন, এই সুখ পাবার জন্যই ত কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণ! নিকটে থাকিলে যাহাকে কাম বলিয়া থাকি, দূরে সেই বিষই অমৃত হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে। তাই ত মথুরায় কৃষ্ণ গমন করিলে শ্রীমতীর নেত্রে জল, তাইত আমার গৌরাঙ্গের নেত্রবারির বিরাম নাই! এমন না হইলে, এত আনন্দ না পাইলে কি, যাহাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া কখন থাকা যায়,—না সম্ভব? বাহিরে যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে একবার পলকের জন্য না দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, তাহাকে প্রাণের ভিতর বসাইয়া নির্জ্জনে এক-

মনে এক প্রাণে ভালবাসিলে কি আনন্দ হয়, এটী অনুভব করিতে হইলে ভালবাসার নিকট হইতে দূরে যাওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা এটী না জানে, তাহারা কখন প্রাণের ভালবাসা জানে না; তাহাদের ভালবাসা ভাল-বাসাই নয়, তাহারা প্রণয় কি বুঝিতে পারে না ও পারিবে না। যাহারা কৃষ্ণ কৃপায় এই ভালবাসার ঘ্রাণমাত্রও পাইয়াছে, তাহারা চক্ষের ভালবাসাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। তাহারাই প্রণয়ের প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়াছে ও চরিতার্থ হইয়াছে।

কাম ও প্রেম একই জিনিষ, তবে প্রভেদ এইমাত্র কাম প্রাকৃত ও প্রেম অপ্রাকৃত; মনোবৃত্তি নীচপথগামী হইলেই তাহার নাম কাম, আর কৃষ্ণপথানুরাগিণী হইলে তাহার নাম প্রেম। কাম লৌহ, প্রেম স্বর্ণ। লৌহ পরেশ পাথর স্পর্শে সোনা হয়। পার্থিব কাম ও তেমনি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হইলে সোনার মত প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন, "কাম আর প্রেম হয় একই স্বরূপ"। জীবের সকল ইচ্ছাই 'কাম', আর সেই ইচ্ছাই গোপীদের মধ্যে 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। এখন একটু ভাবিলেই বুঝিবে 'কাম' ও 'প্রেম' এক হইয়াও কিসে পৃথক হইতেছে।

রাধা আমার প্রেমের গুরু। আমরা অতি হতভাগা, প্রেম ছাড়িয়া কাম শিখিতেছি, কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচে লোভ পড়িয়াছে। প্রেম কাম অনেক তফাৎ; আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন, কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী; এই ঋণ পরিশোধ করি-বার অভিলাষেই গৌর হওয়া। আর আপনাকে মনে রাখিয়া ভাল-বাসার নাম কাম; ইহা হইতেই সংসারের যত কিছু সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, শোক, তাপ আসে। প্রেম ভীরুকে সাহসী, সাহসীকে

ভীরু করে; প্রেমই পুরুষকে প্রকৃতি, প্রকৃতিকে পুরুষ করে। প্রেমই কেবল মৃতকে সজীব, সজীবকে মৃত করিতে সক্ষম।

প্রেম বড়ই সরল তবে মাঝে মাঝে কুটিল করে কেন? ইক্ষুদণ্ডের মত, যেমন যেমন গ্রন্থির নিকট হয় মধুরতা ততই বৃদ্ধি হয়, তেমনই প্রেমকে আরও মধুর করিবার জন্যই মাঝে মাঝে কুটিলতা মিশানর দরকার হ'য়ে পড়ে। তাই বুঝি কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃতে" লিখেছেন "কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান, ভালমন্দ নারে বিচারিতে"। বিচার ক'রে দেখুন যার ভাল মন্দ বিচার নাই তার মত সরল আর কেউ নাই; তবে "কুটিল" বলি কেন? এ কেবল মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য; তাই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রেমকে বর্ণনা করিবার সময় ব'লেছেন,

পীড়াভির্নবকাল কূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধামাধুরিমহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ। বিদগ্ধমাধব ২।৩০

বঙ্গানুবাদ—

শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ তাঁর প্রেমা যা'র ইষ্ট
ইষ্ট কষ্ট দুই ভাগ্যে তার।
বক্রতার ফলে হায় প্রাণে যে যাতনা পায়
কালকূট তা'র কাছে ছার॥
মাধুর্য্য বিক্রমে মরি হৃদয়ে আসিয়া হরি
যে আনন্দ করেন প্রদান।
তাঁর কাছে সুধা ছার কি মাধুরী আছে তা'র
অহঙ্কার তা'র হয় ম্লান॥

পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ।

বড় সাপ অপেক্ষা ছোট সাপের বিষ বেশী, বৃদ্ধ অপেক্ষা বালকের চেষ্টা অধিক, সিদ্ধ অপেক্ষা সাধকের আকুলতা বেশী। পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর যে চেষ্টা ও আকুলতা, এমন কি বিরহে পর্য্যন্ত সে ভাবের অভাব। নব অনুরাগ মহারাগে ও প্রেম মহাভাবে পরিণত হয়। কোন একজনার মহাভাব হইলে সকলেই কৃতার্থ হয়। একজনা খরচ পত্র ক'রে প্রতিমা আনে, হাজার লোক দেখে আনন্দ করে। এক অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিলেন, লক্ষ লক্ষ জীব দর্শনে নিষ্পাপ হইল—প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিল।

চারে মাছ আসিবার পূর্ব্বে যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দ্দিক সামান্য বিচলন হইয়া শিকারীকে মাছের আগমন জানাইয়া দিয়া খুসী করে, তেমনই ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিবার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতান্ত কাতর করে, ইহারই নাম পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগের অবস্থা বড়ই আনন্দে ও কষ্টে মাখামাখি; ইহারই নাম "বিষামৃতে একত্র মিলন"। যখন প্রাণ হু হু করে ও কি একটা অভাব অনুভব হয়, তখন মনে স্থির জানিবে যে মাছ আসিয়াছে, তখন গোলমাল করিলে চলিয়া যাবে, অভিলাষ পূর্ণ হবে না; মাছ গাঁথিতে চাও খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাকিবে তাহা হ'লে শীঘ্রই মাছ গাঁথা পড়িবে। একবার গাঁথা গেলে আর ছাড়িয়া দিলেও ছাড়া যাবে না; তখন কখন দূরে কখনও নিকটে রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিবে। "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়"। একবার সামান্য মাত্র গেঁথে ছেড়ে দাও কেবল মাত্র টানটা যেন আল্‌গা হ'য়ে না পড়ে, তা গাঁথাটা ক্রমে বেশী শক্ত হ'য়ে যাবে আর কৃতকৃতার্থ হ'বে ও অপরকে করিবে। আশা ও বিশ্বাস দৃঢ়

রাখিবে। এই জন্যই বোধ হয় কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথায় ব'লে গেছেন "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় কর মনে"। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন, দর্শন দিবেন, সঙ্গে খেলিবেন ইত্যাদি কথাগুলি মনে প্রাণে এক ক'রে, বিশ্বাস করিবে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা পাইবে, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তবে খেলিতে বড় ভালবাসেন, তাই মজাইয়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া পড়েন, সেই লুকানর সময়ে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়; কৃষ্ণের স্বভাব কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়ে অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, শেষে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে"—দুঃখ সমুদ্রেতে ফেলে দেন কিন্তু মারেন না, সদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মজা দেখেন, নিতান্ত ব্যাকুল দেখিলে হাঁসিয়া হাঁসিয়া কোলে তুলে লন, আর নিজ দোষ স্বীকার ক'রে কতই সাধ্য সাধনা করেন, সেই সময়ের কথাই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা বন্ধুগণ সবে মোর হয় প্রাণসম। তার মধ্যে সখীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন।" আকুলতা অনুসারে আদরেরই তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির মূল। আনন্দ-মনে এই আকুলতা বাড়াও, বিশ্বাস সূতাটিকে ভাল ক'রে দেখে রাখ যেন মাঝ খানে না ছিড়ে যায়। লালসা চার দিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না, অবশ্যই আসিবেনই আসিবেন।

"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়"। ধীরের মত চলিলেই কানুপ্রেম অনুভব হয় নচেৎ বড় কষ্টকর হয়ে উঠে। পূর্ব্বরাগ সত্যই বড় কষ্টকর, এক রকম অসহ্য হয়, কিন্তু তা বলে অস্থির হলে চলবে না, ধীর হ'তে হবে। মহাজনেরা বলে গেছেন—"হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে, জানে ধীরে"। স্বামীর জন্য স্বামী সোহাগিনী সদাই কাঁদে

কিন্তু তাই বলে কি গুরু গঞ্জনাকে ভয় করে না? লোকের উপহাসকে ভয় করে না? এই সব ভয়ে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতাকেও গোপন করিতে বাধ্য হয়। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠে ও সুমিষ্ট হয়।

যখন বিবাহের কথা হয়, কিন্তু বিবাহ হয় না, তখন স্বামীর নাম মাত্র শ্রবণে আনন্দ হয়, বিবাহের পর যখন কেবলমাত্র দেখা দেখি হয়, তখন রূপ ধ্যান এবং গোপনে তাঁর গুণ গান ও নাম জপ করিয়া থাকে ও অপার আনন্দ পায়। তার পর যখন সামান্য প্রণয় হয় তখন গোপনে দাঁড়াইয়া স্বামীর কথা অন্য কেহ কহিলে প্রাণ লাগাইয়া শ্রবণ করিয়া আনন্দ পায়। তার পর যখন প্রণয় গাঢ় হয়, তখন কি আর ওসকল ও সব ভাল লাগে? যদিই বা লাগে, তাহা হইলে ভালবাসার বিষয়ক বলিয়াই।

বিরহ কত ভাল জিনিষ? বিরহই মনে করিলে কৃষ্ণ দিতে পারে, কেননা বিরহই ত কাম মারিয়া প্রেম করায়, আর কেবল প্রেমেতেই সেই গরুর রাখাল সন্তুষ্ট। যেমন আখের রস হইতে মিছরি প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল একমাত্র আগুণ সহায়, আগুণ ব্যতিরেকে সকলই বৃথা, রস পচিয়া নষ্ট হয়, সেই কাম-ভিয়ান করিয়া প্রেম প্রস্তুত করিতে হইলে চাই একমাত্র বিরহ অগ্নি। বিরহ অগ্নি ব্যতিরেকে কাম জারিয়া প্রেম করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। আশা করি, কৃষ্ণ আমাদিগকে এই বিরহকে পরম সখাজ্ঞানে ভালবাসিতে শিক্ষা দিবেন। তবে একটি কথা, কেবল আগুণ জ্বালিলেই ত আর মিছরি হইবে না। তাহাতে প্রথমতঃ দুধ জল দিয়া ময়লা কাটাইতে হয়, তার পর আবর্ত্তন করা চাই। তাই বলি, এই বিরহ অগ্নি জ্বালিলেই আর কাম মরিয়া প্রেম হইবে না। ইহারও আর একটি উপায় আছে, রসিক ময়রাতে জানে। তবে একটী

কথা বলি, মহাজনগণ যে প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন শুনিয়াছি, বলিতেছি,—

> দোঁহার স্বরূপ দোঁহের হৃদয়ে আনিয়া।
> নিত্য পরতত্ত্ব মিলি দুই এক হইয়া॥
> পুরুষ প্রকৃতি হবে প্রকৃতি পুরুষ।
> বস্তু তত্ত্ব ঘরে দেখ কাহার আভাস॥ ইত্যাদি

এখন বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে বিরহই এই রকম ভাবাইবার একমাত্র কারণ। কাছে থাকিলে প্রাণের ভালবাসাকেও প্রাণের ভিতর পূরিয়া ভালবাসা হয় না। নিকটে থাকিয়া সেই রসিকশেখর স্বয়ংই পারেন নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন বংশীরবে ব্রজ গোপীগণকে বনে আনিলেন, তখন নিকটে পাইয়া যাহাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কত প্রকার ভর্ৎসনা করিলেন, কত কান্দাইলেন, কত বনে ছুটাইয়া কষ্ট দিলেন। এই কারণেই ত রসিক ভক্তগণ বলিয়াছেন "সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন"। মহাজনের বাক্য ত উপরে বলিলাম, এখন মহাজনের কার্য্য দেখ বুঝিতে পারিবে। দেখ মথুরাতে আর বৃন্দাবনে তফাৎ অতি সামান্য, তবে কেন কৃষ্ণ, নিকটে রাখিতে পারিলেন না? এই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কই কেহই ত সঙ্গে রাখেন নাই। কেন জান কি? কেবল কান্দিবার জন্য, কেবল সেই অপরূপ রূপরাশি নির্জ্জনে একমনে ধ্যান করিয়া আত্মহারা হইবার জন্য। দ্বারকাতে কি মথুরাতে কৃষ্ণের পেয়সার ত অভাব থাকে নাই, তবে কেন কান্দিতেন? এইটিই ভাবিবে। ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, ভাবিতে ভাবিতেই প্রকৃতি পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতি হয়। ভাবিতে ভাবিতেই কালা গৌরাঙ্গ হল, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন, ভাবিতে ভাবিতেই ছয় মঞ্জরি ছয় গোস্বামী হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে

রাধা, বাহিরে কৃষ্ণ। অন্তরে প্রকৃতি বাহিরে পুরুষ। রাধা বিরহে কাতর হইয়াই কৃষ্ণ আমার গৌর হয়েছিলেন। এই কারণেই গৌরের চক্ষে সদাই জল।

কৃষ্ণ আজ আমাদের কুঞ্জে নাই, অপর কোন অধিকা অনুগতার মন রক্ষা করিতেছেন, অপর কোন নবীনার প্রেমে পড়িয়া নূতন কুঞ্জে বিহার মানসে আমাদের ভুলিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন। তিনি হলেন বহুবল্লভ, তাঁহাকে অনেকের মন রক্ষা করিতে হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদির প্রাণাধিক, তবে আমরা একা চাহিলে পাইব কেন? আমরা যেমন তাঁকে চাই, তেমনি অপরাপর সকলেই তাঁহাকে চায়। আপনার স্বামীকে কোন পতিব্রতা সতী না চায়? তিনি যে জগৎস্বামী, অস্থির না হইয়া ধৈর্য্য ধরা উচিত। তিনি চক্ষের অন্তর হইয়াছেন বলিয়া মনের অন্তর করা উচিত নয়। সেই রাঙ্গা চরণ শয়নে স্বপনে মনে রাখিবে। সেই কালরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিবে, সে সুধাময় নাম রসনায় জড়াইয়া রাখিবে, আর তাঁহার নানারূপ লীলা ধ্যান করিবে, তাহা হইলে তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। রাস করিতে করিতে কৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান হন, তখন কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা স্মরণ করিয়াই কেবল মাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় চলিয়া যান, তখন শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর নিকট বলিয়াছিলেন চন্দ্রাবলি! তুমি ধন্যা, কেননা তুমি কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছ। অনুরাগ যত প্রবল হয়, ততই প্রিয়বিরহ ও অভাব অধিকতর বোধ হয়। "ধনি, দণ্ডে শতবার, ঘরের বাহিরে, তিলে তিলে আসে যায়। আর বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কদম্ব কাননে চায়"।

নাম মাহাত্ম্য।

নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক। নাম হইতে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরুবস্তু। কৃষ্ণ নাম একটি মহৌষধি; অন্যান্য ঔষধে কেবলমাত্র দৈহিক রোগ নাশ করে, কৃষ্ণনাম পারমার্থিক ব্যাধি নাশ ক'রে জীবকে পবিত্র করে ও শান্তিময় বৃন্দাবনে লইয়া যায়। ভবরোগ নাশের এমন ঔষধ আর নাই। শারীরিক ব্যাধি নামাভাষে নষ্ট হইয়া শরীর পবিত্র হয়। যখন নামে এত বিশ্বাস হয় যে নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখনই ভবরোগ নিবারণ হয়, সামান্য শারীরিক ব্যাধির ত কথাই নাই। নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে—তুমি তাঁর হইয়া যাইবে। চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে—নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না; সকল ভয়ই ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে। তাই বলি নাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্বও মহানরকভোগ মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত; যার যে পলকটী মাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণ নাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে। কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব, শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

মনে প্রাণে সেই রসময় কৃষ্ণের নামটি কণ্ঠভূষণ কর। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"। কৃষ্ণ ভজন করাই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য; জীব আপন কর্ম্ম ভুলিয়াই কেবল কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয়।

"জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল" ॥

কৃষ্ণকে ভুলিলেই জীব মায়ার দাস হইয়া চিরদিনের মত বদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলি কৃষ্ণকে ভুলিও না; কৃষ্ণ পাবার প্রধান উপায় তাঁর নাম করা, অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে থাকা। যে সুশীতল সলিলে সদাই মগ্ন আছে, প্রখর সূর্য্যকিরণ কখন কি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কষ্ট দিতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত জীব হা হা করিলেও দারুণ উত্তাপ জলমগ্ন ব্যক্তির কিছুই করিতে পারে না। তেমনি মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও যাহারা কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে থাকে তাদের কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য উপায় আছে কিনা জানি না, তাই আমার প্রাণ সদাই এই নাম লইতে থাক। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

যাদের ভজন সাধন আছে তারা পার হ'বার জন্য আর সেই কর্ণধারের খোষামদ করে না; তারা দান দিয়া পার হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা ভজন সাধন বিহীন, তাদের আর অন্য উপায় নাই; তাদের কর্ত্তব্য সদাই দয়াময়ের নাম করা ও গুণ গাওয়া। অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁ'র নাম করা ও তাঁ'র গুণ গাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও উচিত।

নাম করা, গুণ গাওয়া ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহার জোরেই শুকদেব শ্রেষ্ঠ। এই মধুর নাম অহরহঃ স্মরণ করিবার অভিলাষে শিব সংসার ত্যাগ ও বিল্বমূল আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সংসার ত্যাগ পারমার্থিক—বিল্ববৃক্ষ ঐহিক শান্তির সোপান। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের

ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী। যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে তাহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্রে ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়। নাম করিলেই সকল তপস্যার ফল আপনা আপনিই আসে; তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি কাজ আছে জানি না। অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরুবস্তু ও মধুময়। নারদের কোন্ তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও কি সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সর্ব্ব শেষ নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন! নামকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া তাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ও সদাই উন্মত্ত অবস্থাতে কাল কাটাইতেছেন। এই জন্যই কৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

কেবল এইটুকু শিখাইতে ব্রজের জীবন নটবর, নিতাই গৌর হইয়া দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াইয়াছেন।

মানুষে তাঁ'কে দেখিতে পায় না; কিন্তু তাঁ'র নামটী সদাই আমাদের নিকটে আছে, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে এই নামটী আশ্রয় করিতে পারি। নামকে আমার করিতে পারিলে তিনি স্বয়ংও আমার হইয়া যাইবেন, তখন মানুষই হই আর কীট পতঙ্গই বা হই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। ব্রজের পশু পক্ষীও তাঁ'কে দেখিতেছে ও তাঁর সঙ্গে খেলিতেছে। তাই বলি যদি সেই রসময়ের সঙ্গে রসের খেলা খেলিতে চান নামটী ছাড়িবেন না। যে কখনও হীরার নাম শুনে নাই সে হীরা পাইলেও ফেলিয়া দিবে, কিন্তু যাহারা নাম শুনিয়াছে তাহারা কাচ পাইলেও

হীরা ব'লে কুড়াইবে এবং দু চারবার কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে একবার অবশ্যই হীরা পাইবেই পাইবে। তাই বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে থাকুন, একে তাকে কৃষ্ণ বলিয়া ধরুণ, ক্রমে সত্য সত্যই পাল্লে বাঘ পড়িয়া যাইবে। কৃষ্ণকে পাইবেন ও তাহা হইলেই মনের সকল আশা পূর্ণ হইবে। এই নামের জোরে জীব শিবত্বকেও তুচ্ছ করিতে শিখে, মহাকালের উপরও হুকুম করে এবং কালের কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহ পর সর্ব্বত্রই সমান সুখে থাকে।

কৃষ্ণ অপেক্ষা পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ নামটী অধিক আদরের ধন। কেন না, পাপী তাপী কৃষ্ণকে পাইতে পারে না। তা'দের শান্তির জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণনামটী বিরাজ করিতেছেন; অতএব এই পরম মঙ্গল কৃষ্ণনামটী সদাই জয়যুক্ত হউক, আর জগতের যত পাপী, তাপী ইহার স্পর্শে পরম শান্তি পাইয়া পাপ তাপ ভুলিয়া যান, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি। যখন নাম আছে, তখন পাপী তাপীর আর ভাবনা কেন? যে পিপাসীর নিকটে পবিত্র সলিলা গঙ্গা আছেন, সে কেন পিপাসায় মরিবে? তাই বলি এস ভাই, আমার মত তাপী যত জন আছে, একত্রে মিশিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিয়া জনমের মত মন প্রাণ জুড়াই। নামে যে আনন্দ, নির্ব্বান মোক্ষেও সে আনন্দ নাই, নামের তুলনা নাই, বড় মধুর—বড় মধুর। যে বুঝিতে চায় খাইয়া দেখুক, বুঝাইবার নয়। নামের মিষ্টতা, নামের মিষ্টতার মতন। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। এমন মধুর নাম কেহ যেন কখন ত্যাগ না করে। মনুষ্য-জীবনের কোন স্থিরতা নাই, আজ আছে কাল নাই, তাই বলি জীবন এই আছে এই নাই মনে করিয়া নামটী আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। হরিনাম যে বলে সে ধন্য, যে শুনে সে ধন্য আর যাহারা দর্শন করে তাহারা ধন্য। হরিভক্ত যে দিকে যায়, সে দিক পবিত্র হয়, যাহাকে দয়া

করে তাহার অনন্ত পুরুষ পবিত্র হয়। হরিভক্ত কখন কোন বিপদে পড়ে না, সদাই সুখে থাকে।

ভীষণ ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু পূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ব'সে পশুগণের স্বেচ্ছা বিচরণ দেখায় যেমন আনন্দ, সেখানে থাকিয়া পশুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন রকম ভয় থাকে না, বরং ইচ্ছা করিলে নিজে তাহাদিগকে আক্রমণ ও নির্যাতন করিতে পারা যায়, তেমনই এই মায়ার রম্য কাননরূপ সংসারে যাহারা সুদৃঢ় ও পূর্ণ নিরাপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আনন্দে মায়ার বিহার দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে, মায়া তা'দের কিছুই করিতে পারে না, বরং তা'রাই সময়ে সময়ে মায়াকে মায়াতে ফেলাইয়া মজা দেখিতেছে। তাই বলি, যাঁহারা এ প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে চান তাঁহারা সময় থাকিতে থাকিতে নিরাপদ কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, নচেৎ মায়ার হাতে পড়িয়া নানা কষ্ট পাইবেন। রামের দর্শনে ভূত সকল লয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য যেমন রাম নামটী শুনিবামাত্র ভূতগণ দূরে পলায়, তেমনই কৃষ্ণ নাম শুনিলেই মায়াও দূরে পলায়ন করে। তাই বলি, যতক্ষণ সেই সুদৃঢ় কৃষ্ণপদ আশ্রয় না হয়, ততদিন কায় মন প্রাণে কৃষ্ণ নামটী আশ্রয় ক'রে চলাই সকলেরই কর্ত্তব্য। মায়ার হাত এড়াইবার ইহাই একমাত্র উপায় জানিয়া অহরহঃ কৃষ্ণ নামটী করিতে থাক। মায়া শূন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয়, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে। অতএব যাহারা সদা নাম করে, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে সমস্ত তীর্থ আছেন অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সকল তীর্থ সেই খানেই আবির্ভাব হয়েন; সেই জন্যই শাস্ত্র ব'লেছেন যাঁরা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁরাই পলকে পলকে সকল তীর্থে স্নান করেন।

এমন উপায় থাকিতে কাহারও হতাশ হ'বার কারণ নাই, নিতাই দয়া ক'রে আমাদের জন্য বিস্তৃত পথ প্রস্তুত ক'রে রাখিয়াছেন, এই নিত্যানন্দের দায় দিয়ে সকলে সেই পথে চলুন কৃতার্থ হইবেন। কৃষ্ণ দুর্গের দ্বার রক্ষক আমার নিতাই যার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছেন অমনি তা'কে দুর্গ মধ্যে টানিয়া লইয়া ভয়শূন্য করিতেছেন। নাম করিলেই নিতাইএর দয়া পাইবে সন্দেহ নাই, আর নিতাই দয়া করিলেই সোনার গোরা প্রেম দিয়া কোলে লইবেন, এমন সুবিধা কেহ যেন না ছাড়েন. পূর্ব্বে লোক কেহ ৬০ হাজার বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ফল পাইয়াছেন, আজ আমরা ৬০ মিনিটের খবর রাখি না অতএব তপস্যা এক রকম আমাদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়াই দয়াল নিতাই পলকে রাজা হ'বার উপায় ব'লে গেছেন।

যখন কেহ কোন অভাব প্রকৃত ভাবে অনুভব করে, নিশ্চয়ই তখন সেই দয়াময় কৃষ্ণ পূরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ থাকে ততদিনই সে সাংসারিক উন্নতির পথে লালায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু একবার কৃষ্ণ বলিলে আর এ সকল তা'র ভাল লাগে না, তখন সকলেই কেমন কেমন অভাব অনুভব এবং সকল ছাড়িয়া একটু শান্তি খুঁজিতে থাকে; ইহাই কৃষ্ণ নামের একটি মহাত্ম্য। মানুষ যতদিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে ক'রে, তারই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান মনে করে, তার অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে; একবার হীরা চিনিলে আর তার কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তেমনি যতদিন জীব কৃষ্ণপথে ধাবিত না হয়, ততদিনই এই সকল পার্থিব লাভ ও উন্নতির জন্য কত যত্ন, কত অন্যায় করিয়া প্রতারিত হয়। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, জীবের স্বভাব এই সকল কুটি নাটি লইয়া আনন্দে

থাকে, কিন্তু দয়াময় হরি তাঁকে চিরজীবন এ ভ্রমে থাকিতে দেন না, একবার ইহার বিষময় ফল আস্বাদন করান, কিন্তু যখন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখনই নিজে নাম ও প্রেম দিয়া তাহার এ বিষ নষ্ট করেন এবং প্রকৃত পথে টানিয়া আনেন। দেখুন দেখি এমন দয়াল আর কেউ কি আছে? তাই নিবেদন, সকল ভুলে সেই দয়াময়ের নাম করুন এবং কায়মনোপ্রাণে তাঁর হউন—পরমানন্দে ভাসিবেন।

হরিনাম করিতে করিতে হৃদয়ে অদম্য বল আসে সকল প্রকার সামান্য অসামান্য ভয় দূরে পলায়ন করে, নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্তও নিকটে আসিতে পারে না। সদাই পূর্ণানন্দে জীবন অতিবাহিত হয়; এত লাভ ছাড়িয়া যাহারা ভয় ও অশান্তির কারণ সংসার চিন্তাতেই সময় কাটায় তাহারাই প্রকৃত ভ্রান্ত তার আর সন্দেহ নাই। হরি বলিতে বলিতে সামান্য কৌপীন পর্য্যন্ত থাকে না সত্য; কিন্তু সেই উলঙ্গ পাগলের পদতলে বড় বড় রাজা মহারাজার রাজমুকুট গড়াগড়ি যায়, এখন বলুন দেখি বড় কিসে হওয়া যায়? তাই বলি পৃথিবীর উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সদাই কাতর প্রাণে হরিনাম, মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে থাকুন, দেখিবেন সকল দুঃখ দূরে গেছে আর এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া আছেন। কৃষ্ণ নামের মত মাদকতা কোন মদেই নাই, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন, এখন দেখুন এমন মাদক আর কি কিছু আছে—নিজে জুড়ান যায় আর অন্যকেও মাতান যায় এমন কৃষ্ণ নামটি ভুলে থাকিবেন না। নিজে করিবেন আর যাকে তাকে করিতে বলিবেন।

কি রাজা, কি মহারাজা, কি নিতান্ত দরিদ্র সকলেই হায় হায় করিতেছে, তবে যাঁরা কৃষ্ণ পদ আশ্রয় করিয়াছে তারাই এ ঘোর

দাবাগ্নির ভিতরের পরম মধুর বসন্ত অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এ পরীক্ষা স্থলে ভয় নাই এমন জীব নাই। নিত্য সুখে কেহই থাকিতে পারে না। ইহাই মায়ার খেলা, বিড়াল যেমন শীকার করিয়া তা'কে নিয়ে খেলে, এক একবার ছেড়ে দেয়, তখন ইঁদুরটী মুক্ত ভাবিয়া একটু আনন্দ পায়, কিন্তু পরক্ষণই আবার দ্বিগুণ বলে আক্রান্ত হইয়া মর মর হয়, তেমনই মায়া জীবগণকে লইয়া খেলিতেছে তবে যা'রা কৃষ্ণ পদাশ্রয় লইয়াছে মায়া তাদের নিকট আর পঁহুছিতে সাহস পায় না। প্রভুর রক্ষিত জীবগণকে তাড়না করিতে গেলে নিজেই লাঞ্ছিত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের প্রতিপাল্যের মধ্যে যাহারা, তাদের উপর মায়ার জোর চলে না, জোর করিতে গেলেও বিতাড়িত হয়, তাই বলি কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, কোন ভয়ই থাকিবে না, যতই যত্নে মায়ার সেবা করুন নিষ্কৃতি পাইবেন না। যতই মায়ার নিজের হই না কেন মায়া কিন্তু কখনই দয়া করে ছাড়িয়া দেয় না, সময় হইলেই মনের মত হাসায় কাঁদায়, তাই বলি যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে চান, যেন মায়ার মায়াতে মুগ্ধ না হন; মায়ার রাজত্ব প্রপঞ্চ জগতে যেন প্রাণ মন না ডুবাইয়া দেন, প্রাণ মনকে মায়িক জগৎ হইতে কাড়িয়া কৃষ্ণপদে স্থাপন করুন, দিবা রাত্র চিন্তা শূন্য হ'য়ে থাকিবেন সন্দেহ নাই।

কাঁদিবে তারা, যারা হারাইয়া আর খুঁজে পাবে না; হরিভক্তের সে ভয় নাই, হরিভক্তেরাই আবার এক হবে। কৃষ্ণ বলিলে এই লাভ হয়।

যে কলিতে নাম মহামন্ত্র প্রচার হইয়াছে, তাহা যে সত্য, ত্রেতা হইতে বেশী আদরের, তার আর সন্দেহ নাই। বিষ যেমন প্রাণ-নাশক, তেমনি মৃতসঞ্জীবন, সন্দেহ নাই। কলিকাল তেমনিই নানা দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু হরিনাম প্রধান, এই মহাগুণে সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে,

জানিবেন। এমন নাম থাকিতে আবার পাপী তাপীর ভয় কেন? এমন অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিতে জীব কষ্টে মরে কেন? যার ইচ্ছা একবার "হা নিতাই" ব'লে দাঁড়ালেই পাত্রাপাত্র বিচার রহিত হইয়া নিতাই ভাণ্ডার বিলাইয়া দিবেন।

উপদেশ দিতেছি "**নাম কর**"; নাম করা অপেক্ষা মহত্তর যজ্ঞ, মহত্তর তপস্যা মহত্তর ব্রহ্মচর্য্য আর কিছুই নাই। সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হইয়া, খেতে শুতে জাগিতে, মধুমাখা কৃষ্ণ নামটি কর। নাম করতে আসন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভুতশুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে হয় না, নিত্য শুদ্ধ নাম তদপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণুপাদ স্পর্শ জন্য; অতএব নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রতর সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক; নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। নাম অন্ধকারের আলো, অতএব অন্ধকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ আলোর সাহায্যেই দেখিতে পাইবে; পবিত্র ভাবে নাম লও আর যাঁরা নাম লইতেছে তাঁদের সঙ্গ কর। তাই লক্ষবার বলিতেছি "**নাম বই গতি নাই, নাম লইতে থাকুন কৃতার্থ হ'বেন।**" খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে রসনা যেন নাম মহামন্ত্র ঘোষণা করে।

রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব।

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দর্শন ক'রে ঘরে আসিলে যখন সখিগণ তাঁহার চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"সখি আমি কি রূপ হেরিলাম, মোহন মুরতি পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার॥"

বুঝি তাঁর তুলনা তাঁতেই আছে। তাই কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণই।

কালার রূপ জগৎকে মাতায়, আর যে রূপে সে মাতে, তাই আমার রাধার রূপ। স্থাবর জঙ্গমের কঙ্কাল দেহে আর রূপে যে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ আর রাধা তাহাই জানিবে। জগতে যত রকম রূপ আছে সবই আমার রাধার; কৃষ্ণদেহ আশ্রয় ক'রে নিজ রূপে জগৎ ভ'রে রহিয়াছে আমার রাধা; সে রূপ-সমুদ্রের আস্বাদন—আপন আপন অনুভবের পাত্র অনুযায়ী। যার যেমন পাত্র, সে সমুদ্র জল সেই পরিমাণে আনিতে পারে; রূপ আস্বাদন সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে।

কৃষ্ণের সব গুণ, একটু দোষও আছে। একটু কাল ও কুটিল। নীলকান্তমণি যে কাল তাই ব'লে কি আর আদর কমে? কৃষ্ণ, কাল লোকের কাছে কাল, সুন্দরের কাছে বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণ, বাঁকার কাছে বাঁকা, সোজার কাছে বড়ই সরল।

যুগল-মূর্ত্তি চিন্তা জীবের স্বাভাবিক অতএব সহজেই মধুর বলিয়া মনে হয়।

পরিশিষ্ট।

মূল গ্রন্থ "পাগল হরনাথ" পুস্তকের সহিত উপদেশামৃত মিলাইবার আবশ্যাক হইলে, পাগল হরনাথ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র সংস্করণ ও তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণ দেখিবেন।

১। প্রকৃতি-রহস্য—১ম খণ্ড। ৬ এর পত্র, ৭, ৯, ১০, ১৬, ১৮, ২৩, ২৫, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪১ ॥
২য়। ২৯, ৪১, ৪২, ৪৫, ৫২, ৫৪, ৫৫ ॥
৩য়। ৩৫, ৪৯, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২ ॥

২। ভার্য্যা-রহস্য—১। ৪, ৯, ১২, ॥ ২। ১, ৯, ২১ ॥ ৩। ১০৪, ১১৩ ॥ ২। ২১, ২২, ৩৮, ৫১ ॥ ৩। ৮০, ৮১ ॥

৩। পিতা, মাতা ও গুরুজনকে ঈশ্বর জ্ঞান— ১। ২ ॥ ২। ১, ৩৬, ৪০, ৪৩ ॥ ৩। ৪৯, ৭৫, ১১৪ ॥
২। ৪৫ ॥ ৩। ১০৩ ॥
১। ১০, ২৮ ॥

৪। সংসার-রহস্য—২। ৫, ৬ ॥ ১। ৯, ২২ ॥ ২। ১১, ১৭, ৪৪, ৪৬, ৪৮ ॥ ৩। ৭, ৫৬ ॥

৫। জন্ম-মৃত্যু-রহস্য— ১। ৭ ॥ ২। ৫১ ॥ ৩। ৭৮, ১০৯ ॥

৬। কর্ম্মফল বা পাপ-পুণ্য— ১। ১১, ১৫, ৩১, ৩৮ ॥ ২। ৪, ১০, ১৬ ॥ ৩। ৫১, ১০৩, ১০৯, ১১০ ॥